

شکوفہ شمس

মিশকাতুল মাসাবীহ

হাদীস সংকলন ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ উপহার

মিশকাত শরীফ

৪

আল্লামা ওলীউক্তীন আবু আবদুল্লাহ
মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ
আল-খতীব আল-উমাৰী আত তাবরিয়ী

ଶ୍ରୀମତୀ

ମିଶକାତୁଳ ମାସାବିହୀ

ହାଦୀସ ସଂକଳନ ଇତିହାସେର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପହାର

ମିଶକାତ ଶରୀକ

8

ମୂଲ : ଆଲ୍ଲାମା ଓଲୀଉଦ୍ଦୀନ ଆବୁ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ
ମୁହମ୍ମଦ ଇବନେ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ
ଆଲ-ଖତୀବ ଆଲ-ଉମାରୀ ଆତ-ତାବରିୟୀ ରଃ
ଅନୁବାଦ : ମାଓଲାନା ଏ. ବି. ଏମ. ଏ. ଖାଲେକ ମଞ୍ଜୁମଦାର
ଏମ. ଏମ (ଫାର୍ସ୍ଟ କ୍ଲ୍ଯାସ) ; ଏମ. ଏ (ଗ୍ରାହିବିଜ୍ଞାନ)

ଆଧୁନିକ ପ୍ରକାଶନୀ
ଢାକା

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনসিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১১৫১৯১, ৯৩৭৯৪৪২
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ পঃ ৩৭৬

১ম প্রকাশ	
জিলকদ	১৪২৬
পৌষ	১৪১২
ডিসেম্বর	২০০৫

নির্ধারিত মূল্য : ১৩২.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনসিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

MISHKATUL MASABIH 4th Volume. Translated by Mawlana A.
B. M. A. Khalaque Majumder. Published by Adhunik Prokashani
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100



Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Fixed Price : Taka 132.00 Only.

আরজি

‘মিশকাতুল মাসাৰীহ’ সংকলনটি প্ৰিয়নৰী, শেষনৰী, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নৰী মুহাম্মাদুৱ
ৰাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেৱ মুখনিঃসৃত অমীয় বাণী হাদীসেৱ অন্যতম
শ্ৰেষ্ঠ সংকলন। এ সংকলনে ‘সিহাহ সিভাহ’ তথা বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাই,
ইবনে মাজাহ ও জামে’ তিৰমিয়াসহ অন্যান্য নিৰ্ভৱযোগ্য হাদীস গ্ৰন্থেৱ প্ৰায় সব হাদীসই
সন্নিবেশিত হয়েছে।

এ সংকলন গ্ৰন্থটি মূলত ইমাম মুহাইউস সুন্নাহ হ্যৱত আবু মুহাম্মাদ হোসাইন ইবনে
মাসউদুল কাৱা বাগাৰীৰ ‘মাসাৰীহসুন্নাহ’ গ্ৰন্থেৱ বৰ্ধিত কলেবৰ। এতে রয়েছে ছয়
হাজাৰ হাদীস। আৱ ‘মাসাৰীহসুন্নায়’ আছে চাৰ হাজাৰ চাৰ শত চৌক্রিশটি হাদীস।

মোটকথা, ‘মিশকাতুল মাসাৰীহ’ তথা মিশকাত শৱীফ হাদীসেৱ একটি নিৰ্ভৱযোগ্য
বিৱাটি সংকলন। গোটা মুসলিম বিশ্বে এ সংকলনটি বহুভাৱে সমাদৃত। মুসলিম
জাহানেৱ সকল ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ‘মিশকাতুল মাসাৰীহ’ পাঠ্যতুজ।

আল্লাহৰ হাজাৰ শোকৱ। তিনি আমাকে তাঁৰ দীন প্ৰতিষ্ঠাৱ সংগ্ৰামেৱ সাথে সম্পৃক্ষ
কৱেছেন। এ সংগ্ৰামেৱ সাথে সম্পৃক্ষ না হলে দীনকে আজ বাস্তবে যেভাবে বুৰোছি, তধু
মাদৱাসায় পড়ে, কামিল হাদীস অধ্যয়ন কৱে তা বুৰাতে পারিনি। তবে মাদৱাসায় পাঠই
পৱৰত্তী পৰ্যায়ে আমাৱ দীন ইসলামকে বুৰাব ক্ষেত্ৰে সহায়ক হয়েছে অবশ্যই। আৱ এ
বুৰাতে পাৱাৰ মধ্য দিয়ে কুৱান ও হাদীস অধ্যয়ন ও চৰ্চা কৱাৰ কতো যে প্ৰয়োজন
এদেশে, তাও উপলক্ষি কৱেছি। এ প্ৰয়োজনকে সামনে রেখে ১৯৭১ সনেৱ দুষ্টসহ কাৱাজীবলে
প্ৰথম অনুবাদেৱ কাজে হাত দেই প্ৰসিদ্ধ হাদীস সংকলন “রাহে আমল”-এৱ মাধ্যমে।
এৱপৰ আমাৱ রচিত “শিকল পৱা দিনগুলো” সহ চাৱটি মৌলিক গ্ৰন্থ ও হ্যৱত আবু বকৱ সহ
১০/১২টি গ্ৰন্থ অনুবাদ কৱি।

এ অমূল্য গ্ৰন্থখানি অনুবাদে যথেষ্ট সতৰ্কতা অবলম্বন কৱেছি। মানবীয় দুৰ্বলতা ও
সীমাৰবন্ধতাৱ কাৱণে এৱপৰও ক্ৰতি-বিচৃতি থেকে যেতে পাৱে। সহদয় পাঠক দয়া কৱে
এসব ক্ৰতি নিৰ্দেশ কৱলে সংশোধনেৱ প্ৰতিশ্ৰুতি রইলো। মুসলিম মিঙ্গাত এৱ থেকে
উপকৃত হলৈই আমাদেৱ সকলেৱ শ্ৰম সাৰ্থক হবে ইনশাআল্লাহ।

—অনুবাদক



প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ্, আধুনিক প্রকাশনী মিশকাতুল মাসাবীহ তথা মিশকাত শরীফের বাংলা চতুর্থ খণ্ড কিছু বিলম্বে হলেও প্রকাশ করতে পেরেছে।

বর্তমান বিষ্ণে বিশেষ করে বাংলাদেশে যেভাবে অনৈতিকতা, ধর্মহীনতা ও ধর্মদ্রোহী কর্মকাণ্ডের ব্যাপক সংযোগ প্রচার-প্রাপ্তাগান্ডি শুরু হয়েছে, এ অবস্থায় কুরআন মজীদসহ আল্লাহর প্রিয় ও সবচেয়ে সফল রাসূলের সুন্নাহর ব্যাপক প্রচার ও প্রসার এবং চৰ্চা হওয়া খুবই প্রয়োজন।

নতুন করে সহজ, প্রাঞ্জল ও সাবলীল ভাষায় মিশকাতুল মাসাবীহর এ অনুবাদ গ্রন্থ বাংলা ভাষাভাষী ভাইদের হানীস চৰ্চার ক্ষেত্রে অনেক উৎকারে আসবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

আধুনিক প্রকাশনী প্রকাশিত বিশ্বখ্যাত মিশকাতুল মাসাবীহর এ সংকলনটি বাংলা অনুবাদ করেছেন, প্রখ্যাত আলেম, মর্দে মুজাহিদ, গ্রন্থকার, গবেষক, অনুবাদক জনাব মাওলানা এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার। প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা ও মূল আরবী সহ এ সংকলনটি তিনি মুসলিম মিস্ত্রাতের কাছে তুলে ধরেছেন। এ সওয়াবে জারিয়ার মতো একটি মহত্ত ও প্রশংসনীয় কাজ সম্পাদনের জন্য আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিফল দান করুন।

—আমীন

কিতাবুদ দোয়া

প্রথম পরিচ্ছেদ	১৩
দোয়ার নিয়ম-নীতি	১৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	১৫
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	২০
১-আল্লাহর যিকির ও তাঁর নৈকট্য শাস্তি	২৩
প্রথম পরিচ্ছেদ	২৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	২৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	৩২

আল্লাহ তাআলার নামের পর্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ	৩৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	৩৬
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	৪০
১-সুবহানাল্লাহ, আল হামদুল্লাহ, সা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহ আকবার বলার সওয়াব	৪২
প্রথম পরিচ্ছেদ	৪২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	৪৫
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	৫০
২-ক্ষমা ও তাওবা	৫৩
প্রথম পরিচ্ছেদ	৫৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	৫৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	৬৫
৩-আল্লাহ তাআলার রহমতের ব্যাপকতা	৬৯
প্রথম পরিচ্ছেদ	৬৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	৭৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	৭৪
৪-সকাল-সন্ধ্যা ও শয়া গ্রহণকালে যা বলবে	৭৭
প্রথম পরিচ্ছেদ	৭৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	৮০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	৯১

৫- বিভিন্ন সময়ের দোয়া	৯৩
প্রথম পরিচ্ছেদ	৯৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	৯৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	১০৫
৬- আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়া	১০৯
প্রথম পরিচ্ছেদ	১০৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	১১১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	১১৫
৭- সামগ্রিক দোয়া	১১৭
প্রথম পরিচ্ছেদ	১১৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	১১৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	১২২

কিংবাল হজ্জ

হজ্জ ফরয, এর ফর্মালত ও মীকাত	১২৭
প্রথম পরিচ্ছেদ	১২৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	১৩১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	১৩৪
১- ইহুদাও তালিমিয়া	১৩৭
প্রথম পরিচ্ছেদ	১৩৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	১৪০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	১৪১
২- বিদায় হজ্জের বিবরণ	১৪৩
প্রথম পরিচ্ছেদ	১৪৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	১৫১
৩- মক্কায় প্রবেশ ও তাওয়াক	১৫৪
প্রথম পরিচ্ছেদ	১৫৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	১৫৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	১৬১
৪- আরাফাতে অবস্থান	১৬৩
প্রথম পরিচ্ছেদ	১৬৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	১৬৪
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	১৬৬
৫- আরাফাত ও মুয়দালিকা হতে কিরে আসা	১৬৮
প্রথম পরিচ্ছেদ	১৬৮

১-তৃতীয় পরিচ্ছেদ	১৭০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	১৭২
৬-পাখর মারা	১৭৪
প্রথম পরিচ্ছেদ	১৭৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	১৭৫
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	১৭৬
৭-কুরবানীর পত্র বর্ণনা	১৭৭
প্রথম পরিচ্ছেদ	১৭৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	১৮০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	১৮২
৮-মস্তক মুসল	১৮৩
প্রথম পরিচ্ছেদ	১৮৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	১৮৫
৯-হজের বিভিন্ন আমলে আগ পর করা	১৮৬
প্রথম পরিচ্ছেদ	১৮৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	১৮৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	১৮৭
১০. কুরবানীর দিনের ভাবণ আইয়ামে তাশরীকে পাখর মারা ও বিদারী তাওয়াক করা	১৮৮
প্রথম পরিচ্ছেদ	১৮৮
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	১৯২
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
১১-ইহরাম অবস্থায় যা থেকে বেঁচে থাকতে হবে	১৯৬
প্রথম পরিচ্ছেদ	১৯৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	১৯৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	২০০
১২-মুহরিম শিকার করবে না	২০১
প্রথম পরিচ্ছেদ	২০১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	২০২
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	২০৪
১৩-বাধাগাঁও হয়ে হজ ছুটে যাওয়া	২০৫
প্রথম পরিচ্ছেদ	২০৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	২০৬
১৪-শকার হেরেমে হারাম কাজের বর্ণনা	২০৮
প্রথম পরিচ্ছেদ	২০৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	২১০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	২১১
১৫-মদীনার হেরেমে হারাম কাজের বর্ণনা	২১৩
প্রথম পরিচ্ছেদ	২১৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	২১৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	২২১

কিতাবুল বুয়ু (বেচাকেনা ও ব্যবসা)

১-উপার্জন করা এবং হালাল রোজগারের উপায় অবলম্বন করা	২২৩
প্রথম পরিচ্ছেদ	২২৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	২২৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	২৩০
১. বেচাকেনা ও লেনদেনে সহনশীলতা	২৩৩
প্রথম পরিচ্ছেদ	২৩৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	২৩৪
২. বেচা-কেনায় অবকাশ	২৩৬
প্রথম পরিচ্ছেদ	২৩৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	২৩৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	২৩৮
৩. সুদ	২৩৯
প্রথম পরিচ্ছেদ	২৪২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	২৪৫
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	২৪৭
৪. নিষিদ্ধ জিনিস বেচাকেনা	২৫০
প্রথম পরিচ্ছেদ	২৫০
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	২৫৮
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	২৬১

كتاب الدعوات

দোয়া পর্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

দোয়ার নিয়ম-নীতি

۲۱۱۹. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً فَتَعَجَّلْ
كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَأَنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأَمَّتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ فَهِيَ نَائِلَةٌ
إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ مَاتَ مِنْ أَمَّتِي لَا يُسْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا - رواه مسلم ويلبيخاري أقصى منه.

۲۱۲۰. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক নবীকেই একটি দোয়া করার অধিকার রয়েছে। যে দোয়া কবুল করা করা হয়। প্রত্যেক নবীই এই করার ব্যাপারে বড় তাড়াছড়া করেছেন। আর আমি তাই আমার দোয়া কিয়ামাত পর্যন্ত স্থগিত করে রেখেছি, আমার উশাতের শাফায়াত হিসাবে। ইনশাআল্লাহ আমার এ দোয়া আমার উশাতের প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে পৌছবে যে আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক না করে মৃত্যুবরণ করেছে।—মুসলিম।—তবে বুখারী বর্ণনার চেয়ে কম।

۲۱۲۱. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَخَذْتُ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَنِي
فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَذْبَثْتُهُ شَتَّمَتْهُ لَعْنَتْهُ جَلَدَتْهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلْوةٌ
وَزَكْوَةٌ وَقُرْبَةٌ تُقْرِبَهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمُ الْقِيمَةِ . متفق عليه

۲۱۲۰. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আল্লাহ! তোমার দরবারে আমি একটি আবেদন পেশ করেছি। এ আবেদন কবুল করে তুমি আমাকে ধন্য করো। আমাকে তুমি নিরাশ করো না। আমি তো মানুষ। তাই আমি যে কোনো মুমিনকে কষ্ট দিয়েছি, গালি দিয়েছি, অভিশাপ দিয়েছি বা মেরেছি—আমার এ কাজকে তুমি তার জন্য রহমত, পবিত্রতা ও তোমার নৈকট্য লাভের উপায় বানিয়ে দাও। কিয়ামতের দিন তুমি এর দ্বারা তাকে তোমার নৈকট্য দিও।

—বুখারী, মুসলিম

۲۱۲۱. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلْ اللَّهُمَّ اغْفِرْلِي إِنْ
شِئْتَ إِرْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ أَرْزُقْنِي إِنْ شِئْتَ وَلِيَعْزِمْ مَسْئَلَتَهُ إِنْهُ يَقْعُلُ مَا يَشَاءُ لَأَمْكُرْهُ لَهُ
- رواه البخاري

২১২১. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতেই এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন আল্লাহর কাছে দোয়া করবে সে যেনো না বলে, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো যদি তুমি ইচ্ছা করো। আমার প্রতি দয়া করো যদি তুমি চাও। আমাকে রিযিকি দান করো যদি তুমি চাও। বরং সে যেনো দৃঢ়তার সাথে নিবেদন পেশ করে। তিনি যা ইচ্ছা তা-ই দান করেন। তাকে বাধা দেবার কেউ নেই।—বুখারী

২۱۲۲. وَعَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ وَلَكِنْ لِيْعَزِّمْ وَلِيُعَظِّمْ الرَّغْبَةَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَاظِمُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ - رواه مسلم

২۱۲۲. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন দোয়া করে, সে যেনো না বলে, হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করো যদি তুমি চাও। বরং সে যেনো দৃঢ় চিন্তা ও একান্তিক আগ্রহের সাথে দোয়া করে। কেননা কোনো কিছু দান করতে আল্লাহর কষ্ট হয় না।—মুসলিম

২۱۲۳. وَعَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِأَشْيَاءٍ أَوْ قَطْبِيعَةِ رَحْمَمَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ قِيلَ يَا رَسُولُ اللَّهِ مَا لَا سُتْعَجَالُ قَالَ يَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فَلِمَ إِنْ يُسْتَجَابُ لِي فَيَسْتَخْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدْعَ الدُّعَاءَ - رواه مسلم

২۱۲۴. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতেই বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শুনছু কাজের জন্য অথবা আঞ্চীয়তার বক্স ছেদ করার জন্য দোয়া এবং তাড়াভড়া করলে বান্দাহর দোআ কবুল করা হয়। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! তাড়াভড়া কি? তিনি বললেন, (দোয়া করে) এমনভাবে কথা বলা, আমি (এ) দোয়া করেছি। আমি (ওই) দোয়া করেছি। কোথায় আমার দোয়া তো কবুল হতে দেখলাম না। তারপর সে নিরাশ হয়ে দোয়া করা ছেড়ে দেয়।—মুসলিম

২۱۲۵. وَعَنْ أَبِي الدُّرْدَاءِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لَا يُخِيْهُ بِظَهِيرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلْكٌ مُؤْكَلٌ كُلُّمَا دَعَا لَا يُخِيْهُ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلْكُ الْمُؤْكَلُ بِهِ أَمِينٌ وَلَكَ بِمِثْلِ - رواه مسلم

২۱۲۶. হযরত আবুদ দারদা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো মুসলমান তার কোনো মুসলমান ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতিতে দোয়া করলে ওই দোয়া কবুল করা হয়। দোয়াকারীর মাথার পাশে একজন ফেরেশতা মনোনীত থাকেন। যখন সে বান্দাহ তার ভাইয়ের জন্য দোয়া করে ও নিযুক্ত ফেরেশতা সাথে সাথে আমীন বলেন। আরো বলেন, তোমার জন্য ওই রকম হোক।—মুসলিম

٢١٢٥. وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَدْعُوا عَلَى انْفُسْكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أُولَادِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ لَا تُشَوَّافِقُوا مِنَ اللَّهِ سَاعَةً يُسَأَلُ فِيهَا عَطَاءً فَسَتَجِيبُ لَكُمْ - رواه مسلم وذكر حديث ابن عباس إن دعوة المظلوم في كتاب الزكوة .

২১২৫. হ্যরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য বদ দোয়া করো না। তোমরা তোমাদের সন্তান সন্তুতির জন্য বদ দোয়া করো না। (এভাবে) তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদের জন্য বদ দোয়া করো না। যাতে তোমরা এক সময়ে না শৌচে যাও যে সময় দোয়া করা হলে তা তোমাদের ক্ষেত্রে কবুল করা হয়।-মুসলিম। আর ইবনে আবাসের হাদিসে যাকাত পর্বে উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ মায়লুমের বদ দোয়া হতে বেঁচে থাকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٢١٢٦. عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْدُعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ وَقَالَ رَبُّكُمْ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ . رواه أحمد والترمذى وابو داود والنسانى وابن ماجة

২১২৬. হ্যরত নোমান ইবনে বশীর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দোয়া হলো আসল ইবাদাত। এরপর তিনি কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন, “তোমাদের রব বলেছেন, আমার নিকট দোয়া করো। আমি তোমাদের দোয়া কবুল করবো।”-আহমাদ, তিরমিয়ী, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ।

ব্যাখ্যা : ইবাদাত হলো আল্লাহর ভক্তি পালন করা। তার নিকট নিজেকে সমর্পণ করা। আর দোয়া হলো বিনয় প্রকাশ করা। দোয়ার মধ্যে চূড়ান্ত বিনয় থাকে। তাই দোয়াকে আসল ইবাদাত বলা হয়েছে। কুরআনে পাকে আছে কুরআনে পাকে আছে অনَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عَبَادَتِيْ

٢١٢٧. وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْدُعَاءُ مُحْمَدٌ الْعِبَادَةِ . رواه الترمذى

২১২৭. হ্যরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দোয়া হলো ইবাদাতের মগজ (কেননা দোয়াতে চরম বিনয় রয়েছে)।-তিরমিয়ী

২১২৮. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيْسَ شَيْءًا كَرَمًا عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ - رواه الترمذى وابن ماجة و قال الترمذى هذا حديث حسن غريب .

২১২৮. হ্যরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (যিকির আয়কার ও ইবাদাতের মধ্যে) কোনো জিনিসই আল্লাহর নিকট দোয়া অপেক্ষা অধিক মর্যাদার নয়।—তিরমিয়ী, ইবনে মাজাহ। ইমাম তিরমিয়ী বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

২১২৯. وَعَنْ سَلَمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا يَرْدُ القَضَاءُ إِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبَرُّ . روah الترمذى

২১৩০. হ্যরত সালমান ফারেসী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দোয়া ছাড়া অন্য কিছু তাকদীরকে ফিরাতে পারে না। আর নেক কাজ ছাড়া অন্য কিছু বয়স বাঢ়াতে পারে না।—তিরমিয়ী

ব্যাখ্যা : ‘তাকদীরকে ফিরাতে পারে না’ মর্ম হলো তাকদীরে যা লিখা হয়ে যায় তা পরিবর্তন করতে পারে না। তবে কায়মন বাক্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করলে আল্লাহ তা মঙ্গুর করে তা পরিবর্তন করেও দিতে পারেন। এভাবে আল্লাহ তাআলার নিকট হায়াতের জন্য দোয়া করলে তিনিই দোয়ার বরকতে হায়াতও বাড়িয়ে দিতে পারেন।

২১৩০. وَعَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا يَنْفَعُ مِنْ نَزْلَةً وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادُ اللَّهِ بِالدُّعَاءِ - روah الترمذى وراه احمد عن معاذ بن جبل وقال الترمذى هذا حديث غريب۔

২১৩০. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিসদেহে দোয়া যে বিপদ নিপত্তি হয়েছে তার জন্য এবং যে বিপদ এখনো নিপত্তি হয়নি তার জন্য উপকারী। অতএব হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা দোয়া করাকে তোমাদের জন্য খুবই জরুরী মনে করবে।—তিরমিয়ী। এ হাদীসটিকে ইমাম আহমাদ মুআয় ইবনে জাবাল হতে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিয়ী বলেন এ হাদীসটি গরীব।

২১৩১. وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْعُو بِدُعَاءٍ إِلَّا تَأْتِيهِ اللَّهُ مَا سَأَلَ أَوْ كَفَّ عَنْهُ مِنْ السُّوءِ مِثْلُهُ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِشْرِيْأَوْ قَطِيْعَةِ رَحْمٍ - روah الترمذى

২১৩১. হ্যরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কোনো ব্যক্তি (আল্লাহর কাছে) দোয়া করে, আল্লাহ তাআলা তাকে হয়তো সে জিনিস দান করেন। অথবা তার উপর থেকে একপ কোনো বিপদকে দূরে সরিয়ে দেন। যতোক্ষণ পর্যন্ত সে কোনো শুনাহর কাজের অথবা আঞ্চলিক সম্পর্কের জন্য দোয়া না করে।—তিরমিয়ী

২১৩২. وَعَنْ أَبْنِ مَسْعُودٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِسْلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُسَأَلَ وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ انتِظَارُ الْفَرَجِ - روah الترمذى وقال هذا حديث غريب

২১৩২. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বলেছেন, আল্লাহর কাছে তাঁর মেহেরবানী কামনা করো। কারণ আল্লাহ তাঁর কাছে কিছু কামনা করাকে ভালোবাসেন। আর বিপদে নিপত্তি হলে এর থেকে মুক্তির জন্য অপেক্ষা করা বড়ো ইবাদাত।—তিরিমিয়ী। তিনি বলেন, এ হাদীসটি গরীব।

২১৩৩. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَسْتَلِ اللَّهَ بَغْضَبٍ عَلَيْهِ .

رواه الترمذى

২১৩৪. হ্যরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে কিছু কামনা করে না, তার উপর আল্লাহ রাগ করেন।—তিরিমিয়ী

ব্যাখ্যা : বান্দা তার সৃষ্টিকর্তার কাছে চাইলে সৃষ্টিকর্তা খুশি হন। বান্দা সৃষ্টিকর্তা ছাড়া অন্য কারো কাছে চাইলে তিনি রাগ করেন।

২১৩৪. وَعَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ فَتَحَ لَهُ مِنْكُمْ بَابُ الدُّعَاءِ فَتَبَرَّأَ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَمَا سُبِّلَ اللَّهُ شَيْئًا يَعْنِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ الْعَاقِبَةَ .

رواه الترمذى

২১৩৫. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বলেছেন, তোমাদের যার জন্য দোয়ার দরয়া খোলা। তার জন্য রহমতের দরয়াও খোলা। আর আল্লাহর কাছে কুশল ও নিরাপত্তা কামনা করা অপেক্ষা আর কোনো কিছু কামনা করা এতো প্রিয় নয়।—তিরিমিয়ী

ব্যাখ্যা : হাদীসের শেষাংশের মর্ম হলো, আল্লাহ তাআলা তাঁর কাছে বান্দার নিরাপত্তা চাওয়াকে যে রকম ভালোবাসেন, আর অন্য কোনো কিছুকে এতো ভালোবাসেন না। আর নিরাপত্তা হলো, দুনিয়ার বিপদাপদ হতে নিরাপদে থাকা। সাথে সাথে পরকালীন বিপদ অর্থাৎ আল্লাহর গ্যব ও জাহানামের আগ্নেয় থেকে নিরাপদ থাকা।

২১৩৫. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُسْتَجِيبَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَادِ فَلِيُكْثِرِ الدُّعَاءِ فِي الرُّخَاءِ - روah الترمذى و قال هذا حديث غريب .

২১৩৫. হ্যরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি চায় তার বিপদে আপদে আল্লাহ তার দোয়া করুল করুন। সে যেনে তার স্বাচ্ছন্দ ও সুখের সময়েও আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দোয়া চাইতে থাকে।—তিরিমিয়ী। তিনি বলেন, এ হাদীসটি গরীব।

২১৩৬. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَدْعُوا اللَّهَ وَإِنْتُمْ مُؤْقِنُونَ بِالْجَاهِيَّةِ وَإِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهِ . روah الترمذى و قال هذا حديث غريب .

୨୧୩୬. ହ୍ୟରାତ ଆବୁ ହରାଇରା ରାଃ ହତେ ଏ ହାଦୀସଟିଓ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ତିନି ବଲେନ, ରାସ୍ମୁନ୍ତାହ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓୟାସାନ୍ତ୍ଵାମ ବଲେଛେନ, ତୋମରୀ ଦୋଯା କବୁଲେର ନିକ୍ଷୟତା ମନେ ପୋଷଣ କରେଇ ଆନ୍ତାହ ତାଆଲାର କାହେ ଦୋଯା ଚାଓ । ମନେ ରେଖୋ, ଆନ୍ତାହ ତାଆଲା ଉଦ୍‌ଦୀନୀନ, ହେଲାକାରୀ ଓ ଆନ୍ତାହିନ ହଦୟେର ଲୋକଦେର ଦୋଯା କବୁଲ କରେନ ନା ।-ତିରମିଯୀ । ତିନି ବଲେନ, ଏ ହାଦୀସଟି ଗରୀବ ।

٢١٣٧ . وَعَنْ مَالِكِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْتَلْوُهُ بِبُطْرُونِ أَكْفَكُمْ وَلَا تَسْتَلُهُ بِظَهُورِهَا وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَلُوا اللَّهَ بِبُطْرُونِ أَكْفَكُمْ وَلَا تَسْتَلُهُ بِظَهُورِهَا فَإِذَا فَرَغْتُمْ قَامْسَحُوا بَهَا وَجُوهَكُمْ . رواه ابو داود

২১৩৭. হ্যরত মালিক ইবনে ইয়াসার রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা যখন আল্লাহর কাছে দোয়া করবে, তাঁর কাছে হাতের ডিতরের দিক দিয়ে দোয়া চাইবে। হাতের উপরের 'দিক' (অর্থাৎ হাতের বাইরের দিক দিয়ে নয়) দিয়ে দোয়া করবে না। অন্য এক বর্ণনায় হ্যরত ইবনে আব্রাস বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলার কাছে হাতের ডিতরের দিক দিয়ে দোয়া করো। হাতের উপরের দিক দিয়ে দোয়া করো না। দোয়া শেষ হবার পর হাতকে মুখের সাথে মুছে নিবে। (তাহলে দোয়ার ঘারা হাতে যে বরকত এসেছে তা মুখে পৌছে যাবে)।—আবু দাউদ

٢١٣٨ . وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ رَبَّكُمْ حَيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَقَعَ يَدَيْهِ أَنْ يُرْدِهِمَا صَفْرًا - رواه الترمذى وابوداود والبيهقى فى الدعوات الكبير

২১৬৮. হস্তরত সালমান ফারসী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সান্দুলাহ আলাইহি ওয়াসান্নাম বলেছেন, তোমাদের প্রতিপালক অত্যন্ত লজ্জাশীল ও দানশীল। তাঁর কোনো বাস্তু তার কাছে কিছু চেয়ে হাত উঠালে তিনি তার হাত (দেয়া করুল না করে) খালি ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।—তিরমিয়ী, আবু দাউদ। বায়হাকী দাওয়াতুল কবীরে।

٢١٣٩ - وَعَنْ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ يَدِيهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَحْطُهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ - رواه الترمذى

୨୧୩୯. ହ୍ୟରତ ଓମର ରାଃ ବଲେନ, ରାସୁଲୁଦ୍ଦାହ ସାଲୁଦ୍ଦାହ ଆଲାଇହି ଓର୍ଯ୍ୟାସାଦ୍ଦାମ ସଥନ ଦୋଯାର ଜନ୍ୟ ହାତ ଉଠାନେ, (ଦୋଯା ଶେଷ) ହାତ ଦିଯେ ତିନି ନିଜେର ଚେହାରୀ ମୁଛେ ନେଯା ଛାଡ଼ା ହାତ ନାମାତେନ ନା ।-ତିରମିଖୀ

٢١٤. وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَحِبُّ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ وَيَدْعُ مَا سُوِّيَ ذَلِكَ - رواه أبو داود

২১৪০. হ্যরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বাঙ্গীন বা পরিপূর্ণ (অল্ল বাকে অর্থপূর্ণ) দোয়া করাকে পসন্দ করতেন। এছাড়া যা সর্বাঙ্গীন দোয়া নয়, তা পসন্দ করতেন না।—আবু দাউদ

ব্যাখ্যা : সর্বাঙ্গীন বা পরিপূর্ণ দোয়া যা কম কথায় বেশি অর্থপূর্ণ, এর দ্রষ্টান্ত যেমন আল্লাহ শিখিয়েছেন, **رَبُّنَا أَنَّا فِي الدِّينِ حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَفِي الدِّينِ حَسَنَةٌ** “হে আমাদের রব! আমাদেরকে এ দুনিয়ায় কল্যাণ দান করো। আব্দিরাতেও আমাদেরকে কল্যাণ দান করো। আমাদেরকে (পরকালে) জাহানামের আগুন থেকে রক্ষা করো।”

۲۱۴۱. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَسْرَعَ الدُّعَاءِ اجْبَابَ دُعْوَةِ غَائِبٍ لِغَائِبٍ - رواه الترمذى وابو داؤد

২১৪১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, খুব তাড়াতাড়ি কবুল হয়ে যাবার দোয়া হলো ওই দোয়া যে দোয়া অনুপস্থিত লোকের জন্য অনুপস্থিত লোক করে।

ব্যাখ্যা : যে কোনো ব্যক্তির জন্য তার অনুপস্থিতিতে দোয়া করে সে দোয়া তাড়াতাড়ি কবুল হয়। কারণ এ দোয়া নিঃবার্থ ও লোককে দোখানো শুনানোর জন্য হয় না। এ দোয়ায় আন্তরিকতা থাকে।

۲۱۴۲. وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخطَّابِ قَالَ اسْتَأْذَنَتِ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْعُمْرَةِ فَأَذِنَ لِيْ وَقَالَ اشْرِكْنَا يَا أَخِي فِي دُعَائِكِ وَلَا تَنْسِنَا فَقَالَ كَلِمَةً مَا يَسِّرُنِي أَنْ لِيْ بِهَا الدُّنْيَا.
رواہ ابو داؤد والترمذی وانتہت روایتہ عنده قوله ولا تنسنا۔

২১৪২. হযরত ওমর ইবনে খাউব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ‘ওমরা’ পালন করার জন্য অনুমতি চাইলাম। তিনি আমাকে ওমরার জন্য অনুমতি দিলেন এবং বললেন, হে আমার ছেট ভাই! তোমার দোয়ায় আমাকে শামীল করো। দোয়া করার সময় আমাকে ভুলে যেও না। হযরত ওমর বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এমন একটি কথা বললেন, যার পরিবর্তে আমাকে গোটা দুনিয়া দিয়ে দেয়া হলেও আমি এতো খুশি হতাম না।-আবু দাউদ, তিরমিয়ী। কিন্তু তিরমিয়ীর বর্ণনা ‘আমাকে ভুলে যেও না’ পর্যন্ত।

ব্যাখ্যা : এ হাদীস ধারা কারো কাছে দোয়া চাওয়া উভয় প্রমাণিত হলো। এ দোয়াই পূর্বের হাদীসের ‘অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য অনুপস্থিত ব্যক্তির দোয়ার দ্রষ্টান্ত’। কারো কাছে দোয়া চাওয়া নবীর সুন্নত।

۲۱۴۳. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلَّهِ لَا تُرِدُ دَعَوْتُهُمْ الصَّانِمُ حِينَ يُفْطِرُ وَالْأَمَامُ الْعَادِلُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا اللَّهُ خَوْقَ الغَنَامِ وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاوَاتِ وَتَسْأُلُ الرَّبُّ وَعِزْتِي لَأَنْصُرْنَكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينَ - رواہ الترمذی

২১৪৩. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন। তিনি লোকের দোয়া (কবুল না করে) ফিরিয়ে দেয়া হয় না।

(১) রোয়াদারের দোয়া, যখন সে ইফতার করে। (২) ন্যায়পরায়ণ শাসকের দোয়া। (৩) মাজলুমের দোয়া। মাজলুমের দোয়াকে আল্লাহ তাআলা মেঘমালার উপর উঠিয়ে নেন। এর জন্য আসমানের দরজা খুলে দেয়া হয়। (এ সময়) আল্লাহ তাআলা বলেন, “আমার ইয়ত্তের কসম! নিশ্চয়ই আমি তোমার সাহায্য করবো কিছু বিলম্বে হলেও।”-তিরিমিয়ী

ব্যাখ্যা : আল্লাহ অসীম ধৈর্যশীল। তাই তার নিকট কৃত দোয়া, যা কবুল করার ওয়াদা তিনি দিয়েছেন, কবুল হতে ও এর ফল দেখাতে তিনি কিছু সময় নিতে পারেন। এ হাদীসে তাই বলা হয়েছে। দোয়া করুলের ব্যাপারে বান্দাহর তাড়াছড়া করা অনুচিত।

২১৪৪. وَعَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُلُثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٍ لَا شَكُ فِيهِنَّ دَعْوَةً
الْوَالِدِ وَدَعْوَةُ الْمَسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ - رواه الترمذى وابو داود وابن ماجة

২১৪৪. হয়রত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিনি বাঞ্ছির দোয়া কবুল হয়। এতে কোনো সন্দেহ নেই। (১) পিতার দোয়া। (২) মুসাফিরের দোয়া (৩) মায়লুমের দোয়া।-তিরিমিয়ী ও আবু দাউদ, ও ইবনে মাজাহ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

২১৪৫. عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَسْأَلُ أَحَدُكُمْ رَبِّهُ حَاجَةَ كُلِّهَا حَتَّى يَسْأَلَ
شِسْعَنْ تَعْلِمُهُ إِذَا انْقَطَعَ زَادَ فِي رِوَايَةِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْبَنَانِيِّ مُرْسَلًا حَتَّى يَسْأَلَهُ
الْمِلْحَ وَحَتَّى يَسْأَلَهُ شِسْعَنْ إِذَا انْقَطَعَ - رواه الترمذى

২১৪৫. হয়রত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের সকলেই যেনো তাঁর রবের কাছে তার সকল প্রয়োজনের ব্যাপারে প্রার্থনা করে। এমন কি তার জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলেও তার জন্য দোয়া করবে। সাবেত বুনানীর এক মুসাল বর্ণনায় বাড়িয়ে বলা হয়েছে যে, এমন কি তাঁর কাছে যেনো লবণও প্রার্থনা করে। এমন কি নিজের জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলেও যেনো প্রার্থনা করে।

-তিরিমিয়ী

২১৪৬. وَعَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْفَعُ بَدِيهَ فِي الدُّعَاءِ حَتَّى يُرْبِي بَيَاضَ ابْطِينِهِ .

২১৪৬. হয়রত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়ার সময় নিজের হাত এভোটুকু উঠাতেন যে তার বোগলের নীচের উজ্জ্বলতা দেখা যেতো।

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড় বিপদাপদের সময়ই দোয়া করতে হাত বেশ উপরে উঠিয়ে ধরতেন। এতে তাঁর বোগল দেখা যেতো। কখনো কখনো তিনি কাঁধ ও সিনা সমানও হাত উঠাতেন। কিন্তু নামায়ের পরে হাত উঠিয়ে দোয়া করার প্রমাণ কোনো সহীহ হাদীসে নেই। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে না হলেও নবী করীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়াতে হাত তুলতেন। এ হতেই বোধহয় নামাযে হাত উঠিয়ে দোয়া করার প্রচলন হয়ে আসে। খানায়ে কাবায় ও মসজিদে নববীতে এখনো নামায়ের পর হাত উঠিয়ে দোয়া করা হয় না। হাজী সাহেবরা এ ব্যাপারে অবগত।

٢١٤٧- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ كَانَ يَجْفَلُ إِصْبَعَيْهِ حِذَا مَنْكِبَيْهِ وَيَدِهِ .

২১৪৭. হযরত সাহল ইবনে সাদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাতের আঙুল কাঁধ সমান উঠিয়ে দোয়া করতেন।

ব্যাখ্যা : আঙুল কাঁধ সমান উঠলে বুঝা গেলো তাঁর হাত সিনা পর্যন্ত উঠতো। কাঁধের উপর হাত উঠতো না।

٢١٤٨- وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ بَرِيدَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ كَانَ إِذَا دَعَا فَرَقَعَ يَدِيهِ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدِيهِ - روی البیهقی الاحادیث الثالثة فی الدعوات الكبير

২১৪৮. হযরত সায়েব ইবনে ইয়ায়ীদ হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত উঠিয়ে দোয়া করার সময় হাত দিয়ে মুখাবয়ব মুছতেন।-উপরের তিনটি হাদীসই ইমাম বাযহাকী দাওয়াতুল করীরে বর্ণনা করেছেন।

٢١٤٩- وَعَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الْمَسْتَلَةُ أَنْ تَرْقَعَ يَدِيكَ حَذْوَ مَنْكِبَيْكَ أَوْ تَحْوَهُمَا وَالْأَسْتِغْفَارُ أَنْ تُشْبِرَ بِاصْبَعٍ وَاحِدَةٍ وَالْأَبْتِهَالُ أَنْ تَمْدُ يَدِيكَ جَمِيعًا وَفِي رِوَايَةِ قَالَ وَالْأَبْتِهَالُ هَكَذَا وَرَقَعَ يَدِيهِ وَجَعَلَ ظُهُورَهُمَا مِمَّا يَلِيْ وَجْهَهُ - رواه أبو داؤد

২১৪৯. তাবেরী হযরত ইকরামা রহঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহর কাছে কিছু চাইবার বিনয়ী পদ্ধতি হলো নিজের হাত দুটি কাঁধ পর্যন্ত অথবা কাঁধের কাছাকাছি পর্যন্ত উঠাবে। আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবার নিয়ম হলো, নিজের (শাহাদাত) আঙুল উঠিয়ে ইশারা করবে। আর আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করার (আকর্ষিত) নিয়ম হলো, তোমার গোটা হাত প্রসারিত করে ধরা। অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, ফরিয়াদ করবে এভাবে, এবপর তিনি নিজের দু' হাত উপরের দিকে উঠিয়ে ধরলেন। হাতের ভিতরের দিক নিজের মুখের দিকে রাখলেন।-আবু দাউদ

٢١٥٠- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ يَقُولُ أَنْ رَفِعَكُمْ أَيْدِيْكُمْ بِدُعَةٍ مَا زَادَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ هَذَا يَعْنِي إِلَى الصُّدْرِ - رواه احمد

২১৫০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (দোয়ার সময়) তোমাদের হাত বেশি উপরে উঠায়ে ধরা বেদাআত। অধিকাংশ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর থেকে বেশি অর্থাৎ সিনার থেকে বেশি উপরে হাত উঠাতেন না।-আহমাদ

٢١٥١. وَعَنْ أَبِي بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَا ذَكَرَ احَدًا فَدَعَ ا لَهُ بَدَأْ بِنَفْسِهِ - رواه الترمذى و قال هذا حديث حسن غريب صحيح

২১৫১. হযরত উবাই ইবনে কাব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে অৰণ করে দোয়া করার সময় প্রথম নিজের জন্য দোয়া করতেন।—তিরমিয়ী। তিনি বলেন, এ হাদীসটি হাসান গৱীব ও সহীহ।

٢١٥٢. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ نَّبْعَدِ الْخَدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدُعْوَةٍ لَّيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَّلَا قَطْبِيعَةٌ رِّحْمٌ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا احْدَى ثَلَاثٍ إِمَّا أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ دُعْوَتَهُ وَإِمَّا أَنْ يُدْخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَإِمَّا أَنْ يُصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا قَالُوا إِذَا كُنْتُمْ قَلْلَةً اللَّهُ أَكْثَرُ - رواه احمد

২১৫২. হযরত আবু সাউদ খুদৰী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো মুসলমান দোয়া করার সময় কোনো গোনাহর অথবা আজ্ঞীয়তার সম্পর্কচ্ছেদের দোয়া না করলে নিচয়ই আল্লাহ তাআলা তাকে এই তিনটির একটি জিনিস দান করেন। (১) তাকে তার কার্যত জিনিস দুনিয়ায় দান করেন। (২) অথবা তা তাকে পরকালে দান করার জন্য জমা রাখেন। (৩) অথবা এর মতো কোনো অকল্যাণকে তার থেকে দূরে রাখেন। সাহাবীগণ বললেন, তবে তো আমরা অনেক বেশি লাভ করবো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ এর চেয়েও বেশি দান করেন।—আহমাদ

٢١٥٣. وَعَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسُ دَعَوَاتٍ يُسْتَجَابُ لَهُنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ حَتَّى يَنْتَصِرَ وَدَعْوَةُ الْحَاجِ حَتَّى يَصْدُرَ وَدَعْوَةُ الْمُجَاهِدِ حَتَّى يَقْعُدَ وَدَعْوَةُ الْمَرِيضِ حَتَّى يَبْرُأَ وَدَعْوَةُ الْأَخْ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الرَّغْبِ ثُمَّ قَالَ وَأَسْرَعَ هَذِهِ الدَّعَوَاتِ إِجَابَةً دَعْوَةُ الْأَخْ بِظَهْرِ الرَّغْبِ - رواه البيهقي في الدعوات الكبير

২১৫৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবুস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন; পাঁচ ব্যক্তির দোয়া করুল করা হয়। (১) মযলুমের দোয়া, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করা না হয়। (২) হজ্জ সমাপণকারীর দোয়া, বাড়ী ফিরে না আসা পর্যন্ত। (৩) মুজাহিদের দোয়া, যতক্ষণ না বসে পড়ে। (৪) রোগীর দোয়া, যতক্ষণ না সে সুস্থিতা লাভ করে। (৫) এক মুসলমান ভাইয়ের দোয়া অপর মুসলমান ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতিতে। এরপর তিনি বলেন, এসবের মধ্যে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি করুল হয় এক (এক মুসলমান) ভাইয়ের দোয়া তার আর এক ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতে।—বায়হাকী, দাওয়াতুল কবীরে

।۔ باب ذکر الله عز وجل والتقوب اليه

।۔ آنحضرتیکری و تار نیکটے لাভ

প্রথম পরিচ্ছেদ

٢١٥٤۔ عن أبي هريرة وأبي سعيد قالاً قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا حَفَّتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِّيَتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَّلْتُ عَلَيْهِمُ السُّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ۔ رواه مسلم

২১৫৪. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ ও হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তাঁরা দু'জনে বলেন, রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসল্লাম বলেছেন, কোনো মানব-সমষ্টি আন্ধাহর যিকির করতে বসলে, আন্ধাহর ফেরেশতাগণ নিক্ষয় তাদেরকে ঘিরে নেন। তাদেরকে আন্ধাহর রহমত দেকে ফেলে। তাদের ওপর (মনের) প্রশান্তি ও হিঁরতা বর্ষিত হয়। আন্ধাহ তাঁর নিকটবর্তীদের সাথে তাদের প্রসঙ্গে আলোচনা করেন।—মুসলিম

ব্যাখ্যা : এ হাদীস, কুরআনের ওই আয়াতের ব্যাখ্যা। যাতে আন্ধাহ বলেছেন, **اللَّهُ تَطْمِنُ الْقُلُوبَ**।

٢١٥٥۔ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسِيرُ فِي طَرِيقٍ مَكْرَهٍ عَلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ جَمْدَانٌ فَقَالَ سِرُّوْمَا هَذَا جَمْدَانٌ سَبَقَ الْمُفْرِدُونَ قَالُوا وَمَا الْمُفْرِدُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالْذَّاكِرَاتِ۔ رواه مسلم

২১৫৫. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসল্লাম একবার সফর হতে মক্কার পথ ধরে এক পাহাড়ের নিকট পৌছলেন। জায়গাটির নাম ছিলো জুম্দান। তিনি তখন বললেন, চলো চলো এটা হলো জুম্দান। আগে চলে গেলো মুফারিদরা। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আন্ধাহর রাসূল! মুফারিদ কারা? তখন তিনি বললেন, যে পুরুষ বা নারী বেশি বেশি আন্ধাহর যিকির করে।

—মুসলিম

ব্যাখ্যা : হাদীসে উল্লেখিত শব্দ 'মুফারিদুন' এর অর্থ হলো, যারা আলাদা হয়ে গেলো। বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সঃ মক্কা হতে আসার পথে নিজের সাথীসহ জুম্দান পাহাড়ের নিকট এসে পৌছলেন। যা মদীনা হতে এক মঞ্জিল দূরে ছিলো। এখানে কিছু সাহাবী তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌছার জন্য অন্যান্য সাথীদের থেকে পৃথক হয়ে দ্রুত আগে চলে গেলো। যারা পৌছনে রয়ে গেলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ তাদেরকে বললেন, তাড়াতাড়ি চলো। মুফারিদরা আগে চলে গেছে। তখন সাহাবীগণ 'মুফারিদ' শব্দের মর্মার্থ জানতে চাইলে তিনি বলেন, এ মুফারিদ সম্পর্কে কি জিজ্ঞেস করছো? এরা তো শীষু বাড়ি পৌছার জন্য চলে গেছে। যারা আন্ধাহর যিকির বেশি বেশি করার জন্য সাথীদের থেকে সরে গিয়েছে। আন্ধাহর যিকিরকারীরাই হলো প্রকৃত মুফারিদ। তারা নেকি অর্জনে আগে চলে গেছে।

۲۱۵۶. وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَقُولُ مَثْلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ مَثْلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ . متفق عليه

۲۱۵۶. هয়রত আবু মূসা আশ্বারী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি তার রবকে শ্রণ করবে আর যে ব্যক্তি করবে না তাদের দৃষ্টান্ত হলো জীবিত ব্যক্তি ও মৃত ব্যক্তির মতো।—বুখারী, মুসলিম

۲۱۵۷. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَقُولُ مَثْلُ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّا عَنْهُ ظَنَّ عَبْدِيْ بِيْ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرْنِيْ فَإِنْ ذَكَرْنِيْ فِيْ نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِيْ نَفْسِيْ وَإِنْ ذَكَرْنِيْ فِيْ مَلَائِكَةِ خَيْرٍ مِنْهُمْ . متفق عليه

۲۱۵۷. হয়রত আবু ছরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি আমার বান্দা নিকট সেই রকম, যেই রকম সে আমাকে মনে করে। আমি তার সাথে থাকি, যে অংকে যখন শ্রণ করে। যদি সে আমাকে শ্রণ করে তার মনে। আমি তাকে শ্রণ করি আমার মনে। আর সে যদি শ্রণ করে আমাকে মানুষের দলে, আমি তাকে শ্রণ করি তাদের অপেক্ষাও উত্তম দলে।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : ‘যেই রকম বান্দা আমাকে মনে করে’ এ বাক্যের অর্থ হলো, আমার যে বান্দা যেৱেৱ আচরণ পেতে আশা করে, আমি তার সাথে সে রকম আচরণ করি। যদি সে আমার ব্যাপারে সুধারণা করে, আমি তার সাথে তার সে সুধারণা অনুযায়ী কাজ করি। আর সে ধনি আমার সম্পর্কে মন্দ ধারণা করে আমি তার মন্দ ধারণা অনুযায়ী কাজ করি। অর্থাৎ ‘আমি কাজ করি তেমন, যার মন যেমন।

তাই আল্লাহর ব্যাপারে সব সময় বান্দাহকে সুধারণা পোষণ করা উচিত। মনে মনে শ্রণ করার অর্থ হলো গোপনে শ্রণ করা। আর মানুষের দলে শ্রণ করার অর্থ হলো প্রকাশ্যে শ্রণ করা।

۲۱۵۸. وَعَنْ أَبِي ذِئْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَقُولُ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَأَزِيدُّ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاهُ سِيَّئَةٌ مِثْلُهَا أَوْ أَغْرِيَ وَمَنْ تَقْرَبَ مِنِّيْ شِبْرًا تَقْرَبَتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقْرَبَ مِنِّيْ ذِرَاعًا تَقْرَبَتُ مِنْهُ بَاعًا وَمَنْ أَتَانِيْ بِمُسْتَشِيْ أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً وَمَنْ لَقِيَنِيْ بِقُرَابِ الْأَرْضِ حَطَبَتِهُ لَا يُشْرِكُ بِيْ شَيْئًا لَقِيَتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً . رواه مسلم

۲۱۵۸. হয়রত আবু ঘর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, যে ব্যক্তি একটি কল্যাণকর কাজ (নেক কাজ) করবে, তার জন্য ওই কাজের দশগুণ বেশি কল্যাণ (সওয়াব) রয়েছে। আর আমি এর

চেয়েও বেশী দিতে পারি। আর যে ব্যক্তি একটি অকল্যাণকর (মন্দ) কাজ করবে তার প্রতিফল হিসাবে এক গুণই অকল্যাণ (গোনাহ) হবে। অথবা আমি তাকে মাফও করে দিতে পারি। আর যে ব্যক্তি এক বিষত পরিমাণ আমার দিকে এগিয়ে আসবে; আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে আসবো। যে ব্যক্তি আমার দিকে হেঠে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই। আর যে ব্যক্তি কোনো শিরক না করে আমার কাছে পৃথিবী সমান গোনাহ করে আসে, আমি তার সাথে ওই পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে সাক্ষাত করি।—মুসলিম

ব্যাখ্যা ৪ এ হাদীস থেকে আল্লাহ তাআলার করণা, রহমত ও মাগফিরাতের বড়ো পরিচয় পাওয়া যায়। মূলকথা হলো আল্লাহ বান্দার সামান্য ভালো কাজেরও কতো বেশী মূল্যায়ন করবেন। গোনাহ খাতাকে, শিরক না করলে তিনি এড়িয়ে যাবেন।

٢١٥٩ . وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ مَنْ عَادَ لِيْ
وَلِيْاً فَقَدْ أَذْنَتْهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقْرَبَ إِلَىْ عَبْدِيْ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْيْ مِمَّا
عَلِيْهِ وَمَا يَرْكَلُ عَبْدِيْ يَتَقْرَبُ إِلَيْ بِالنُّوَافِلِ حَتَّىْ أَحْبَبْتَهُ فَإِذَا أَحْبَبْتَهُ فَكُنْتُ سِمعَةُ
الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَيَصْرَهُ الَّذِي يُبَصِّرُ بِهِ وَيَدْهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرَجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي
بِهَا وَأَنْ سَالَنِي لَأُغْطِيْنِيْ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِيْ لَأُعِينَنِيْ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ إِنَّمَا قَاعِلَهُ
تَرَدَّدِيْ عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَإِنَّ أَكْرَهَ مَسَاءَ تَهْ وَلَا بُدْلَهُ مِنْهُ۔

رواه البخاري

২১৫৯. হ্যৱৱত আবু হৱাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, যে ব্যক্তি আমার বন্ধুকে শক্ত ভাবে তার সাথে আমি যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমি আমার (মুঘিন)-বান্দার উপর যাকিছু (আমল) আমি ফরয করেছি; আমার কাছে তার চেয়ে বেশি প্রিয় কোনো কিছু (আমল) দিয়ে সে আমার নেকট্য লাভ করতে পারে না। আর আমার বান্দাহ সবসময় নফল ইবাদাতের মাধ্যমে আমার নেকট্য লাভ করে। অবশেষে আমি তাকে ভালোবাসি। আর আমি যখন তাকে আলোবাসি, আমি হয়ে যাই তার কান, এ কান দিয়ে সে শুনে। আমি হয়ে যাই তার চোখ, এ চোখ দিয়ে সে দেখে। আমি হয়ে যাই তার হাত। এ হাত দিয়ে সে ধরে (কাজ করে)। আমি হয়ে যাই তার পা। এ পা দিয়ে সে চলাফেরা করে। সে যদি আমার কাছে কিছু চায়, আমি তাকে দান করি। সে যদি আমার কাছে আশ্রয় চায়, আমি তাকে আশ্রয় দেই। আর আমি যা করতে চাই, তা করতে আমি মুঘিন বান্দার ঝুঁক কর্বয় করার মতো ইত্তেতৎঃ করি না। কারণ মুঘিন বান্দা প্রকৃতিগতভাবে মৃত্যুকে অপসন্দ করে। আর আমি অপসন্দ করি তাকে অস্তুষ্ট করতে। কিন্তু মৃত্যু তার জন্য অবধারিত।—বুখারী

ব্যাখ্যা ৪ ‘আমি তার চোখ, কান ও হাত পা হয়ে যাই-এর মর্ম হলো আমার সত্ত্বষ্টি ও হকুম অনুযায়ী সে তার চোখ, কান, হাত ও পা’কে ব্যবহার করে। এসব অঙ্গের সঠিক ও সংঘাত করে সে। মৃত্যুকে অপসন্দ করার অর্থ হলো প্রকৃতিগতভাবে মৃত্যুকে অপসন্দ করা। যা মানবীয় স্বত্বাব। তারপরও মুঘিন ব্যক্তি আল্লাহর হকুমে মৃত্যু আসাকে অপসন্দ করে না। কারণ মৃত্যুই হলো আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের প্রথম সোপান।

٢١٦. وَعَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً يُطْرَقُونَ فِي الْطُّرُقِ
 يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يُذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا هَلْمُوا إِلَى حَاجَتِكُمْ
 قَالَ فَيَحْفُزُوهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ فَيَسَّالُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ مَا
 يَقُولُ عِبَادِيْ قَالَ يَقُولُونَ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَتَخْمَدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ قَالَ
 فَيَقُولُ هَلْ رَأَوْنِي قَالَ فَيَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ مَارَأَوكَ قَالَ فَيَقُولُ كَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي قَالَ
 فَيَقُولُونَ لَوْ رَأَوْنَكَ كَانُوا أَشَدُّ لَكَ عِبَادَةً وَأَشَدُّ لَكَ تَمْجِيدًا وَأَكْثَرُ لَكَ تَسْبِيحًا قَالَ
 فَيَقُولُ فَمَا يَسْأَلُونَ قَالُوا يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ قَالَ يَقُولُ وَهَلْ رَأَوْهَا فَيَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ
 يَا رَبِّ مَارَأَوهَا قَالَ يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدُّ
 عَلَيْهَا حِرْصًا وَأَشَدُّهُمْ طَلْبًا وَأَعْظَمُ فِيهَا رَغْبَةً قَالَ فَمِمْ يَتَعَوَّذُونَ قَالَ يَقُولُونَ مِنْ
 النَّارِ قَالَ يَقُولُ فَهَلْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَارَأَوهَا قَالَ يَقُولُ فَكَيْفَ
 لَوْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدُّ مِنْهَا فِرَارًا وَأَشَدُّ لَهَا مَخَافَةً قَالَ فَيَقُولُ
 فَأَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَرَّتْ لَهُمْ قَالَ يَقُولُ مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فِيهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ
 اِنْسَاجَاءَ لِحَاجَةٍ قَالَ هُمُ الْجُلْسَاءُ لَا يَشْفَعُ جَلِيسُهُمْ - رَوَاهُ البَخارِيُّ وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ
 قَالَ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سِيَّارَةً فَضْلًا يُبَتَّعُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ فَإِذَا وَجَدُوا مَجَالِسًا فِيهِ
 ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ وَحْفَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنِحَتِهِمْ حَتَّى يَمْلأُ مَابَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ
 الدُّنْيَا فَإِذَا تَقْرَرُوا عَرَجُوا وَصَعَدُوا إِلَى السَّمَاءِ قَالَ فَيَسَّالُهُمْ اللَّهُ وَهُوَ أَعْلَمُ
 بِحَالِهِمْ بِهِمْ مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ فَيَقُولُونَ جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادِكَ فِي الْأَرْضِ يُسَبِّحُونَكَ
 وَيُكَبِّرُونَكَ وَيَهْلِكُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ وَيَسْتَلُونَكَ قَالَ وَمَا ذَا يَسْتَلُونِي قَالُوا
 يَسْتَلُونِكَ جِئْنَكَ قَالَ وَهَلْ رَأَوْا جِئْنِي قَالُوا لَا إِنْ رَبَّ قَالَ وَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا جِئْنِي قَالُوا
 وَسْتَجِيرُونِكَ قَالَ وَمِمَّا يَسْتَجِيرُونِي قَالُوا مِنْ نَارِكَ قَالَ وَهَلْ رَأَوْا نَارِي قَالُوا لَا قَالَ
 فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا نَارِي قَالُوا يَسْتَغْفِرُونِكَ قَالَ فَيَقُولُ قَدْ غَرَّتْ لَهُمْ قَاعِدَتِهِمْ مَا
 سَأَلُوا وَأَجْرَتِهِمْ مَمَّا اسْتَجَارُوا قَالَ يَقُولُونَ رَبِّ فِيهِمْ فُلَانٌ عَبْدٌ خَطَاءٌ وَإِنَّمَا مَرَّ
 فَجَلَسَ مَعَهُمْ قَالَ فَيَقُولُ وَلَهُ غَرَّتْ هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْفَعُ بِهِمْ جَلِيسُهُمْ .

২১৬০. হ্যৱত আবু হৱাইরা রাঃ হতেই এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। আল্লাহর একদল ফেরেশতা পথে পথে ঘুরে ঘুরে আল্লাহর যিকিৱকারী বান্দাদেরকে খোজ কৱেন। তারা কোনো দলকে আল্লাহর যিকিৱ কৱতে দেখলে, পৰম্পৰ বলেন, এসো! তোমাদের কামনার বিষয় এখানে। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, এৱপৰ তারা যিকিৱকারী ওই দলকে নিজেদের ডানা দিয়ে নিকটতম আসমান পৰ্যন্ত ঘিৱে নেন। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, তাদৱকে তখন তাদের রব জিজ্ঞেস কৱেন, আমাৰ বান্দারা কি বলছে? অথচ ব্যাপারটা তিনিই সবচেয়ে বেশি ভালো জানেন। রাসূল সঃ বলেন, তখন ফেরেশতারা বলেন, তোমাৰ বান্দারা তোমাৰ পৰিত্বা বৰ্ণনা, মহত্ত্ব ঘোষণা, প্ৰশংসা ও মৰ্যাদাৰ বৰ্ণনা দিছে। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, আল্লাহ তাআলা তখন বলেন, তারা কি আমাকে দেখেছে? তিনি বলেন, তখন ফেরেশতাগণ বলেন, তোমাৰ কসম! তারা কখনো তোমাকে দেখেনি। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস কৱেন। তারা যদি আমাকে দেখতে পেতো, তাহলে অবস্থাটা কেমন হতো? রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, তখন ফেরেশতাগণ বলেন, হে রব! যদি তারা তোমাকে দেখতে পেতো, তাহলে তারা তোমাৰ আৱো বেশি বেশি ইবাদাত কৱতো। আৱো বেশি বেশি তোমাৰ শুণগান ও পৰিত্বা বৰ্ণনা কৱতো। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, আল্লাহ তখন জিজ্ঞেস কৱেন, তারা কি চায়? ফেরেশতাগণ বলেন, তারা তোমাৰ কাছে জান্নাত চায়। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, আল্লাহ তাআলা তখন বলেন, তারা কি জান্নাত দেখেছে? ফেরেশতাগণ বলেন, হে রব! তোমাৰ কসম! তারা কখনো জান্নাত দেখেনি। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, আল্লাহ তখন বলেন, তারা যদি জান্নাত দেখতো তাহলে কেমন হতো? রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, ফেরেশতা তখন বলেন, যদি তারা জান্নাত দেখতে পেতো; নিশ্চয়ই তারা তার জন্য খুবই প্ৰেৰণ হতো। এৱজন্য অনেক দোয়া কৱতো। তা পাবাৰ আগ্ৰহ বেশি দেখাতো। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস কৱেন, তারা কোন জিনিস হতে আশ্রয় চায়? রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, ফেরেশতারা তখন বলেন, তারা জাহানাম থেকে আশ্রয় চায়। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, আল্লাহ তখন জিজ্ঞেস কৱেন, তারা কি জাহানাম দেখেছে? রাসূল সঃ বলেন, ফেরেশতাগণ তখন বলেন, হে রব! তোমাৰ কসম! তারা জাহানাম কখনো দেখেনি। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, আল্লাহ তখন জিজ্ঞেস কৱেন, যদি তারা জাহানাম দেখতে পেতো, কেমন হতো? রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, ফেরেশতাগণ তখন উত্তৰে বলেন, যদি তারা জাহানাম দেখতে পেতো, তাহলে তারা জাহানাম থেকে বেশি দূৰে ভেগে থাকতো। একে বেশি ভয় কৱতো। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, তখন আল্লাহ বলেন, তোমাদেরকে আমি সাক্ষী ৱেৰে ঘোষণা কৱিছি, আমি তাদেৱকে মাফ কৱে দিলাম। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, তখন ফেরেশতাদেৱ একজন বলে উঠেন, তাদেৱ অমুক ব্যক্তি তাদেৱ মধ্যে গণ্য নয়। সে তো শুধু তার কোনো কাজেই এখানে এসেছে। আল্লাহ তখন বলেন, তাদেৱ সাথে বসা কোনো ব্যক্তিই তা থেকে বঞ্চিত হবে না।—বুখারী

মুসলিম শৱীফেৱ এক বৰ্ণনায় আছে, আল্লাহ তাআলাৰ অতিৱিষ্ণু একদল পৰ্যটক ফেরেশতা আছেন। তারা আল্লাহৰ যিকিৱেৱে জলসা খুঁজে খুঁজে বেঢ়ান। কোনো মজলিস পেয়ে গেলে তাদেৱ সাথে বসে পড়েন। একে অন্যেৱ সাথে পাখা মিলিয়ে যিকিৱকারীদেৱ হতে নিকটতম আসমান পৰ্যন্ত সব জায়গাকে ঘিৱে নেন। মজলিস ছেড়ে যিকিৱকারীগণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে ফেরেশতাগণ আকাশেৱ দিকে ও আৱো উপৱেৱ দিকে উঠে যান। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, আল্লাহ তখন তাদেৱকে জিজ্ঞেস কৱেন অথচ ব্যাপারটা তিনি জানেন,

তোমৱা কোথা হতে এলে ? তাৱা উভৱে বলেন, আমৱা তোমাৰ এমন বান্দাদেৱ কাছ থেকে এসেছি যাৱা যমীনে তোমাৰ পবিত্ৰতা বৰ্ণনা কৱছে, মহত্ব ও একত্ৰেৱ ঘোষণা দিছে, তোমাৰ প্ৰশংসা কৱছে, তোমাৰ কাছে দোয়া চাষে। আল্লাহু তখন জিজ্ঞেস কৱেন, আমাৰ কাছে তাৱা কি চাষে ? ফেরেশতাগণ বলেন, তোমাৰ জান্নাত চাষে। আল্লাহু তখন বলেন, তাৱা কি আমাৰ জান্নাত দেখেছে ? তাৱা বলেন না, দেখেনি হে রব ! তিনি তখন বলেন, কেমন হতো, যদি তাৱা আমাৰ জান্নাত দেখতে পেতো। তাৱপৰ ফেরেশতাগণ বলেন, তাৱা তোমাৰ কাছে পানাহও চাষে। আল্লাহু তখন জিজ্ঞেস কৱেছেন, তাৱা কোন জিনিস হতে পানাহ চাষে ? তাৱা বলেন, তোমাৰ জাহান্নাম থেকে। তখন তিনি জিজ্ঞেস কৱেন, তাৱা কি আমাৰ জাহান্নাম দেখেছে ? তাৱা বলেন, না, হে আল্লাহু। তখন তিনি বলেন, কেমন হতো যদি তাৱা আমাৰ জাহান্নাম দেখতো। তাৱপৰ তাৱা বলেন, তাৱা তোমাৰ কাছে ক্ষমাও চাষে। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, আল্লাহু তখন বলেন, আমি তাদেৱকে ক্ষমা কৱে দিলাম। তাদেৱকে আমি দান কৱলাম যা তাৱা আমাৰ কাছে চায়। আৱ যে জিনিস হতে তাৱা পানাহ চায় তাৱ থেকে আমি তাদেৱকে পানাহ দিলাম। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, ফেরেশতাগণ তখন বলেন, হে রব ! তাদেৱ অমুক ব্যক্তি তো খুবই পাপী। সে পথ দিয়ে যাবাৰ সময় (তাদেৱকে দেখে) তাদেৱ সাথে বসে গেছে। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, আল্লাহু তখন বলেন, তাকেও আমি ক্ষমা কৱে দিলাম। তাৱা এমন একদল যাদেৱ সঙ্গী-সাথীৱাও বঞ্চিত হয় না।

٢١٦١. وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَسَيْدِيِّ قَالَ لِقَبِينِيْ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ كَيْفَ أَبْتَ يَا حَنْظَلَةَ قُلْتُ نَافِقَ حَنْظَلَةَ قَالَ سَبِحَانَ اللَّهِ مَا تَقُولُ قُلْتُ نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ يَعْلَمُ بِذَكْرِنَا بِالنَّارِ وَالجَنَّةِ كَانَا رَأَى عَيْنِ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ يَعْلَمُ عَافْسَنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأُوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ نَسِيْنَا كَثِيرًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَوَا اللَّهِ إِنَّا لَنَلَقَى مِثْلَ هَذَا فَانْطَلَفْتُ أَنَا وَأَبْوَ بَكْرٍ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ يَعْلَمُ فَقُلْتُ نَافِقَ حَنْظَلَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَعْلَمُ وَمَا ذَاكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ نَكُونُ عِنْدَكَ تَذَكَّرْنَا بِالنَّارِ وَالجَنَّةِ كَانَا رَأَى عَيْنِ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافْسَنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأُوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ نَسِيْنَا كَثِيرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَعْلَمُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِ لَوْ تَبْدُوْمُونَ مَا تَكُونُونَ عِنْدِي وَفِي الذِّكْرِ لصَافَحَتْنَاهُ الْمَلَكَةُ عَلَى فُرْشِكُمْ وَفِي طَرِقِكُمْ وَلِكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً ثَلَاثَ مَرَاتٍ - رواه مسلم

২১৬১. হ্যৱত হানযালা ইবনে রুবাইয়ে উসাইদী রাঃ বলেন, আমাৰ সাথে হ্যৱত আবু বকৰ রাঃ-এৱ একবাৱ দেখা হলো, তিনি বলেন, কেমন আছো হানযালা ? আমি বললাম, হানযালা মুনাফিক হয়ে গেছে। তিনি বললেন, সুবহানুল্লাহ এসব কি বলছো হানযালা ! আমি বললাম, আমৱা রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এৱ কাছে থাকি। তিনি আমাদেৱকে জান্নাত-জাহান্নাম অৱগ কৱিয়ে দেন। আমৱা যেনো তা চোখে দেবি। কিন্তু আমৱা রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এৱ কাছ থেকে বেৱ হয়ে

আসলে, শ্রী ও সন্তানাদি, খেত খামার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। অনেক কিছুই ভুলে যাই। হ্যরত আবু বকর তখন বললেন, আমরাও এরপ অনুভব করি। এরপর আমি ও আবু বকর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গেলাম। তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! হানযালা মুনাফেক হয়ে গেছে। তখন রাসূলুল্লাহ সঃ বললেন, সে আবার কেমন কথা? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার কাছে থাকলে আপনি আমাদেরকে জান্নাত জাহানামের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তখন মনে হয় তা যেনো আমাদের চোখের দেখা। কিন্তু আপনার কাছ থেকে সরে গিয়ে শ্রী-পুত্র পরিবার-পরিজনের কাছে ও খেত খামারের কাজে মগ্ন হই তখন জান্নাত জাহানামের কথা অনেকটাই ভুলে যাই। এসব কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, যাঁর হাতে আমার জীবন নিবন্ধ, তাঁর কসম, যদি তোমরা সবসময় ওইরূপ থাকতে যেকুপ আমার কাছে থাকো। সবসময় যিকির আয়কার করো, তাহলে নিশ্চয়ই ফেরেশতাগণ তোমাদের বিছানায় ও তোমাদের চলাচলের পথে তোমাদের সাথে ‘মুসাফাহা’ (হাত মিলানো) করতেন। কিন্তু হে হানযালা! কখনো ওইরূপ কখনো একপই (এ অবস্থায়) হবেই। এ বাক্যটি তিনি তিনবার বললেন।—মুসলিম

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ মনের এ পরিবর্তিত অবস্থার কারণে তোমাদের মূল অবস্থার পরিবর্তন হবে না। তোমরা ঈমানদার হিসাবেই সবসময় গণ্য থাকবে। সংসার জীবনের বেড়াজালে একপ একটু আধটু হওয়াই স্বাভাবিক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

২১৬২. عَنْ أَبِي الدُّرْدَاءِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا أَنْبِئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكِيَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَرْقِعُهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ اتِّفَاقِ النَّذِبِ وَالْوَرَقِ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ قَالُوا بَلَى قَالَ ذِكْرُ اللَّهِ - رواه مالك واحمد والترمذی وابن ماجة ألا مالکا وقفه على أبي الدرداء.

২১৬২. হ্যরত আবুদ দারদা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলে দিবো না, তোমাদের কাজ কর্মের মধ্যে কোন কাজটি তোমাদের মালিকের কাছে অধিক পবিত্র। তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধির ব্যাপারে অধিক কার্যকর। তাছাড়া তোমাদের জন্য সোনা-রূপা দান করা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। একথা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ যে, তোমরা শক্তর মুকাবিলা করবে, তাদের গলা কাটবে, আর তারা তোমাদের গলা কাটবে। অর্থাৎ যুদ্ধ করবে। তাঁরা উত্তরে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল আপনি বলুন। তিনি বললেন, তাহলো আল্লাহর যিকির।—মালেক, আহমাদ, তিরমিয়ী, ইবনে মাজাহ। কিন্তু ইমাম মালেক এ হাদীসটিকে মওকুফ হাদীস অর্থাৎ আবু দারদার কথা বলে মনে করেন।

ব্যাখ্যা : সকল আমল ও কাজের মূল হলো অন্তরে অন্তরে সকল কাজে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করা। তাই আল্লাহর যিকির সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ।

٢١٦٣. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُشْرٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ فَقَالَ طُوبٌ لِمَنْ طَالَ عُمْرٌ وَحَسُنَ عَمَلُهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ أَنْ تُفَارِقَ الدُّنْيَا وَلِسَائِكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ - رواه احمد والترمذی

٢١٦٤. হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে বুসর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার এক বেদুইন রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে আরজ করলো, সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি কে ? তিনি বললেন, সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি (অর্থাৎ উত্তম ব্যক্তি) যে দীর্ঘ হায়াত পেয়েছে। আর যার আমল নেক হয়েছে। এ ব্যক্তি আবার আরব করলো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন আমল সবচেয়ে উত্তম ? তিনি বললেন, তুমি যখন দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবে তখন তোমার মুখে আল্লাহর যিকির জারী থাকবে।-তিরমিয়ী, আহমাদ

٢١٦٤. وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَذْنَابُ رِبَاطِ الْجَنَّةِ فَارْتَعَوْا قَالُوا وَمَا رِبَاطُ الْجَنَّةِ قَالَ حِلْقُ الذِّكْرِ - رواه الترمذی

٢١٦٤. হয়রত আনাস রাঃ বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তুমি যখন জান্নাতের বাগানে যাবে, তখন বাগানের ফল থাবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাতের বাগান কি ? তিনি বললেন, যিকিরের মজলিস।

-তিরমিয়ী

ব্যাখ্যা ৪ ফল থাবে মানে ওই মজলিসে অংশ নিয়ে তুমি যিকির করবে।

٢١٦٥. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لِمَ يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تِرَةٌ وَمَنْ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تِرَةٌ - رواه أبو داؤد

• ২১৬৫. হয়রত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো জায়গায় বসেছে, আর তথায় সে আল্লাহর যিকির করেন। আল্লাহর হৃকুম অনুযায়ী সেই বৈঠক তার জন্য ক্ষতির কারণ হয়েছে। এভাবে যে ব্যক্তি বিছানায় শুয়েছে অথচ সেখানে আল্লাহর যিকির করেন, আল্লাহর হৃকুম অনুযায়ী সে শয়ন তার জন্য ক্ষতির কারণ হবে।-আবু দাউদ

٢١٦٦. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ قَوْمٍ يُقْوِمُونَ مِنْ مُجْلِسٍ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهِ إِلَّا قَامُوا عَنْ مَثْلِ جِيقَةٍ حِمَارٍ وَكَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ - رواه احمد وابو داؤد

২১৬৬. হয়রত আবু হুরাইরা রাঃ হতেই এ হাদীসটি বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কোনো দল কোনো মজলিস হতে আল্লাহর যিকির না করে উঠলে নিশ্চয় তারা ঘরা গাধার (গোশত) খেয়ে উঠলো। এ মজলিস তাদের জন্য অনুত্তাপের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।-আহমাদ ও আবু দাউদ

২১৬৭. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَاجِلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ وَلَمْ يُصْلُوْ عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةٌ فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ .
رواه الترمذی

২১৬৭. হ্যরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো দল কোনো মজলিসে বসলো, আল্লাহ তাআলাকে অরণ করলো না এবং তাদের নবীর প্রতিও দরবাদ সালাম পাঠালো না। তাদের জন্য নিশ্চয়ই একাজ ক্ষতির কারণ হলো। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে শান্তিও দিতে পারেন। আবার ইচ্ছা করলে মাফও করে দিতে পারেন। -তিরমিয়ী

২১৬৮. وَعَنْ أَمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ كَلَامِ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ لَا لَهُ إِلَّا امْرٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهْيٍ عَنْ مُنْكَرٍ أَوْ ذِكْرُ اللَّهِ - روah الترمذی وابن ماجة و قال الترمذی
هذا حديث غريب

২১৬৮. হ্যরত উষ্মে হাবীবা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বনি আদমের প্রতিটা কাজ তার জন্য অকল্যাণকর (লাভজনক নয়)। যদি এসব কাজ মানুষকে সৎ কাজের নির্দেশ ও অসৎকাজ হতে বিরত থাকা এবং আল্লাহর যিকির জনিত না হয়। -তিরমিয়ী, ইবনে মাজাহ। ইমাম তিরমিয়ী বলেন, এটি গরীব হাদীস।

২১৬৯. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُكْثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنْ كَثْرَةُ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ لِلْقُلُوبِ وَإِنْ أَبْعَدَ النَّاسُ مِنَ اللَّهِ أَقْلَبُ الْفَاسِقِينَ . روah الترمذی

২১৭০. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর যিকির ছাড়া অন্য কথা বেশি বলো না। কারণ আল্লাহর যিকির ছাড়া অন্য কথা বেশি বলা হৃদয় কঠিন হয়ে যাবার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর কঠিন হৃদয়সম্পন্ন ব্যক্তিই হচ্ছে আল্লাহ তাআলা হতে সবচেয়ে বেশি দূরে। -তিরমিয়ী

২১৭. وَعَنْ ثُوْبَانَ قَالَ لَمَّا نَزَّلَتْ وَالَّذِينَ يَكْتُرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ . كُنُّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ اسْفَارِهِ فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ نَزَّلَتْ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَوْ عَلِمْتَا أَيُّ الْمَالِ خَيْرٌ فَتَتَخَذْهُ فَقَالَ أَفْضَلُهُ لِسَانٌ ذَاكِرٌ وَقَلْبٌ شَاكِرٌ وَزَوْجٌ مُؤْمِنٌ تُعِينُهُ عَلَى إِيمَانِهِ . روah احمد والترمذی وابن ماجة

২১৭০. হ্যরত সাওবান রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন “ওয়াল্লাজিলা ইয়াকনিয়ুনায় যাহাবা ওয়াল ফিদ্দাতা” অর্থাৎ ‘যারা সোনা-রূপা জমা করে রাখে’ এ আয়াতটি নাযিল

হলো, আমরা কোনো এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তখন তাঁর কোনো সাহাবী বললেন, একথা সোনা ঝুপার ব্যাপারে নাখিল হলো। কোন সম্পদ উত্তম আমরা যদি তা জানতে পারতাম তবে তা জমা করতাম। রাসূলুল্লাহ সঃ তখন বললেন, তোমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো আল্লাহর যিকিরকারী জিহ্বা, শোকর শুয়ার হৃদয় ও ঈমানদার স্ত্রী। যে স্ত্রী তার (স্বামীর) ঈমানের (দাবী পূরণে) তাকে সহযোগিতা দান করে।—আহমাদ, তিরমিয়ী ও ইবনে মাজাহ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٢١٧١. عَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ قَالَ خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى حَلْقَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا أَجْلَسْكُمْ قَالُوا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ قَالَ أَلَّهُ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ قَالُوا أَلَّهُ مَا أَجْلَسَنَا غَيْرَهُ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِيْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْلَ عَنْهُ حَدِيثًا مَنِّي وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَجْلَسْكُمْ هُنَّا قَالُوا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ وَنَخْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ بِهِ عَلَيْنَا قَالَ أَلَّهُ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ قَالُوا أَلَّهُ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَلِكَ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ وَلَكِنِّي أَتَانِيْ جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِيْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَكَةَ . رواه مسلم

২১৭১. হযরত আবু সাইদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত আমীরে মুআবিয়া রাঃ মসজিদের এক গোলাকার মজলিসে পৌছলেন। তিনি মজলিসের লোকদেরকে জিজেস করলেন, আপনাদেরকে কি কাজ এখানে বসিয়ে রেখেছে? জবাবে তারা বললেন, আমরা এখানে আল্লাহর যিকির করছি। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম করে বলুন, আপনারা এখানে এছাড়া আর অন্য কোনো কাজে বসেননি। তারা বললেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমরা এখানে এছাড়া আর অন্য কোনো কাজে বসিনি! এরপর হযরত মুআবিয়া বললেন, জেনে রাখুন! আমি অপনাদের কথা অবিশ্বাস করে আপনাদেরকে শপথ করাইনি। আমার মতো র্যাদাবান কোনো সাহাবী আমার মতো এতো কম হাদীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে বর্ণনা করেননি। শুনুন! একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর হতে বের হয়ে তাঁর সাহাবীদের এক মজলিসে পৌছলেন এবং বললেন, তোমরা এখানে কি কাজে বসে আছো? উত্তরে তাঁরা বললেন, আমরা এখানে বসে আল্লাহর যিকির করছি। তিনি আমাদেরকে ইসলামে হেদায়াত করেছেন এজন্য তাঁর প্রশংসা করছি। তখন তিনি বললেন, তোমরা আল্লাহর কসম করে বলতে পারো কি, যে তোমরা এছাড়া অন্য কোনো কাজে এখানে বসোনি। তাঁরা বললেন, আমরা শপথ করে বলছি, আমরা এছাড়া অন্য কোনো কাজে এখানে বসিনি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, শোনো, তোমাদের কথাকে অবিশ্বাস করে আমি তোমাদেরকে শপথ

করাইনি। আসল ব্যাপার হলো এইমাত্র হ্যুরত জিবরাইল আঃ এসে আমাকে খবর দিলেন, আল্লাহ তাআলা তাঁর ফেরেশতাদের কাছে তোমাদেরকে নিয়ে গর্ব প্রকাশ করছেন।—মুসলিম

ব্যাখ্যা : হ্যুরত আমীরে মুআবিয়া শুনী লেখক ছিলেন। তিনি সুপণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তার বোন উম্মে হাবীবা উম্মুল মুমিনীন ছিলেন। তাই তিনি রাসূলের ঘরে প্রায়ই যাতায়াত করতেন। এটাই তাঁর মর্যাদার কারণ।

٢١٧٢. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُشَيْرٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كُثِرَتْ عَلَىٰ فَأَخْبَرْنِي بِشَيْءٍ أَتَسْبِبُ بِهِ قَالَ لَا يَرْكَلُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ - رواه الترمذি وأبن ماجة وقال الترمذی هذا حديث غريب

২১৭২. হ্যুরত আবদুল্লাহ ইবনে বুসর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! ইসলামের নফলী বিধি-বিধান আমার উপর অনেক। তাই আমাকে সংক্ষেপে কিছু কাজের হৃকুম দিন যা আমি সব সময় করতে পারি। তার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি সব সময় তোমার জিহাবকে আল্লাহর যিকিরে সিঙ্ক রাখবে।—তিরমিয়ী, ইবনে মাজাহ। ইমাম তিরমিয়ী বলেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব।

٢١٧٣. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُلِّلَ أَيُّ الْعِبَادِ أَفْضَلُ وَأَرْقَعُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ قَالَ الْذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالْذَّاكِرَاتُ قِيلَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمِنَ الْغَازِيِّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ لَوْ ضَرَبَ بِسَيِّفِهِ فِي الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يَنْكُسُرَ وَيَخْتَضِبَ دَمًا فَإِنَّ الْذَّاكِرَ لِلَّهِ أَفْضَلُ مِنْهُ دَرَجَةً . رواه احمد والترمذি وقال هذا حديث غريب

২১৭৩. হ্যুরত আবু সাইদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে কে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান হবে? তিনি বললেন, আল্লাহর যিকিরকারী পুরুষ ও নারী। আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো। হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের অপেক্ষাও কি তারা মর্যাদাবান ও শ্রেষ্ঠ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, সে যদি নিজের তরবারী দিয়ে কাফির ও মুশরিকদেরকে আঘাত করে এমন কি তাদের আঘাত করতে করতে তার তরবারী ভেঙে যায়। আর সে নিজেও হয়ে পড়ে রক্তাক্ত তাহলেও তার থেকে আল্লাহর যিকিরকারী শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান।—আহমাদ ও তিরমিয়ী। তিনি বলেন, হাদীসটি গরীব।

٢١٧٤. وَعَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّيْطَنُ جَاثِ عَلَىٰ قَلْبِ أَبْنِ آدَمَ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ وَإِذَا غَفَلَ وَسُوسَ . رواه البخاري تعليقا

২১৭৪. হ্যুরত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শয়তান আদম সন্তানের কলবের উপর জেঁকে যিশকাত-১/১

বসে থাকে। সে যখন আল্লাহর যিকির করে তখন সে সরে যায় আর যখন সে অমনোযোগী হয় তখন শয়তান তার দিলে ওয়াসওয়াসার বীজ বপন করতে থাকে।

-বুখারী, তালীলক হাদীস হিসাবে।

২১৭৫. وَعَنْ مَالِكٍ قَالَ بَلَغْنِيْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ ذَاكِرُ اللَّهِ فِي
الْغَافِلِينَ كَالْمُقَاتِلِ خَلْفَ الْفَارِينَ وَذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَافِلِينَ كَفُوسٌ أَخْضَرٌ فِي شَجَرٍ
بِأَبْسِرٍ وَفِي رِوَايَةٍ مِثْلُ الشَّجَرَةِ الْغَضْرَاءِ فِي وَسْطِ الشَّجَرِ وَذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَافِلِينَ
مِثْلُ مِصْبَاحٍ فِي بَيْتٍ مُظْلِمٍ وَذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَافِلِينَ يُرِيهِ اللَّهُ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ
وَهُوَ حَيٌّ وَذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَافِلِينَ يُسْفِرُ لَهُ بَعْدَ كُلِّ قَصْبَحٍ وَأَعْجَمَ وَالْفَصِيحَ بَنْوَا
آدَمَ وَالْأَعْجَمَ الْبَهَائِمَ - رواه رزين

২১৭৫. হ্যরত ইমাম মালিক রহঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে বিশ্বস্ত সূত্রে
থবর পৌছেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, অলস গাফেলদের
মধ্যে যিকিরকারী এমন, যেমন যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়নকারীদের মধ্যে যুদ্ধকারী। আর
গাফেল বিমুঢ় মধ্যে যিকিরকারী এমন, যেমন শুকনো গাছের মধ্যে কাঁচা ডাল। অন্য এক
বর্ণনায় আছে যেমন শুকনো গাছ-গাছড়ার মধ্যে সতেজ সবুজ গাছ। গাফেলদের মধ্যে
যিকিরকারী এমন যেমন অঙ্ককার ঘরে আলো। গাফেলদের মধ্যে যিকিরকারীকে তার জীবন্দশায়ই
তার জান্নাতের স্থান দেখানো হবে। গাফেলদের মধ্যে যিকিরকারীর শুনাহ মানুষ ও পত্র
সংখ্যা পরিমাণ মাফ করে দেয়া হবে।—রায়ীন

২১৭৬. وَعَنْ مُعاَذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ مَا عَمِلَ الْعَبْدُ عَمَلاً أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ
ذِكْرِ اللَّهِ - رواه مالك والترمذى وابن ماجه

২১৭৬. হ্যরত মুআয় ইবনে জাবাল রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর যিকির
অপেক্ষা আল্লাহর আয়াব হতে রক্ষা করতে পারার মতো কোনো আমল আল্লাহর কোনো
বান্ধাহ করতে পারে না।—মালিক, তিরমিয়ী ও ইবনে মাজাহ

২১৭৭. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ أَنَا مَعَ عَبْدِيِّ إِذَا
ذَكَرْتِي وَتَحْرَكْتَ بِيْ شَفَتَاهُ - رواه البخاري

২১৭৭. হ্যরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার বান্ধাহ যখন আমার যিকির করে
আমার জন্যে তার ঠোঁট নড়ে তখন আমি তার কাছে থাকি।—বুখারী

২১৭৮. وَعَنْ حَبِيبِ الْمُتَّهِبِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِكُلِّ شَيْءٍ صِفَالَةَ
وَصِفَالَةَ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ قَالُوا

وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَلَا إِنْ يُضْرِبَ بِسَيْفِهِ حَتَّى يَنْقُطِعَ . رواه البيهقي في
الدعوات الكبير

২১৭৮. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাশ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেকটা জিনিস পরিষ্কার পরিষ্কন্ত করার জন্য একটা ত্রাশ বা মাজন আছে। আর কালব বা মন পরিষ্কার করার জন্য ত্রাশ বা মাজন হলো আল্লাহর যিকির। আল্লাহর আয়ার হতে মুক্তি দেবার জন্য আল্লাহর যিকিরের চেয়ে অধিক কার্য্যকর আর কোনো জিনিস নেই। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করাও কি এ পর্যামের নয়? তিনি বললেন, সেই মুজাহিদ আল্লাহর পথে প্রচণ্ড জোরে তরবারীর আঘাত করে তা ভেঙে ফেললেও নয়।—বায়হাকী



كتابُ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى

আল্লাহ তাআলার নামের পৰ

প্ৰথম পৱিত্ৰেদ

২। عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ إنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَسْعَةَ وَتِسْعِينَ اسْمًا مَائَةً إِلَّا وَاحِدَةً مِنْ أَخْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَفِي رِوَايَةٍ وَهُوَ وِثْرٌ يُحِبُّ الْوَتَرَ . متفق عليه

২। হয়রত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইছি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলার নিরানবই অর্থাৎ এক কম একশটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি এ নামগুলো মুখ্যত করবে সে জান্নাত পাবে। অন্য এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহ বেজোড়। তিনি বেজোড়কে ভালোবাসেন।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে আল্লাহ তাআলার নিরানবইটি নাম বা আসমাউল হসনার উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহর নাম এ নিরানবইয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাঁর আর কোনো নাম নেই। মূলত আল্লাহ তাআলার আরো অনেক নাম আছে। সামনে এ নিরানবইটি নাম ছাড়া তাঁর আরো নামের উল্লেখ আসবে। এখানে নিরানবইটি নাম উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো, হাদীসে আল্লাহ তাআলার আসমাউল হসনার যে বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলো মুখ্যত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

দ্বিতীয় পৱিত্ৰেদ

২। عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ إنَّ اللَّهَ تَسْعَةَ وَتِسْعِينَ اسْمًا مِنْ أَخْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ هُوَ اللَّهُ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقَدُوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمَهِيمُ الْعَزِيزُ الْجَبَارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِيُّ الْمُصَوِّرُ الْغَفَارُ الْقَهَّارُ الْوَهَابُ الرَّزَاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُ الْمُذِلُ الْسَّمِيعُ الْبَصِيرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ الْلَطِيفُ الْخَبِيرُ الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ الْغَفُورُ الشَّكُورُ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ الْحَفِيظُ الْمُقْبِطُ الْحَسِيبُ الْجَلِيلُ الْكَرِيمُ الرَّقِيبُ الْمُجِيبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيمُ الْوَادِدُ الْمَجِيدُ الْبَاعِثُ الشَّهِيدُ الْحَقُّ الْوَكِيلُ الْقَوِيُّ الْمَتَّيْنُ الْوَكِيُّ الْحَمِيدُ الْمُحْصِنُ الْمُبْدِيُّ الْمُعِيدُ الْمُحِينِ الْمُمِيتُ الْحَيُّ الْقَيِّومُ الْوَاجِدُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الْمُقْدِمُ الْمُؤْخِرُ الْأَوَّلُ الْآخِرُ

**الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِيُّ الْمُتَعَالِيُّ الْبَرُّ التُّوَابُ الْمُنْتَقِيمُ الْعَفُوُ الرُّءُوفُ مَالِكُ
السُّلْكُ ذُو الْجَلَلِ وَالْأَكْرَامُ الْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَنِيُّ الْمُغْنِيُّ الْمَانِعُ الضَّارُّ النَّافِعُ
النُّورُ الْهَادِيُّ الْبَدِينُ الْبَاقِيُّ الْوَارِثُ الرَّشِيدُ الصَّبُورُ - رواه الترمذى والبيهقى فى
الدعوات الكبير وقال الترمذى هذا حديث غريب**

২১৪০. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলার নিরানবইটি নাম আছে । যে ব্যক্তি এ নামগুলো মুখ্যত করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে । যে নামগুলোর মধ্যে একটি নাম ‘আল্লাহ’ । যিনি ছাড়া আর কেনো মাঝে নেই । ‘আররাহমান, যার অর্থ হলো দয়াময় মেহেরবান । যার দয়া বা মেহেরবানী গোটা বিশ্বকে ছেয়ে আছে । ‘আর রাহীম’ যার অর্থ হলো করুণা বা বিশেষ করুণার আধার । যে করুণা শুধু তাঁর মুমিন বান্দাদের প্রতি করা হয় । ‘আল মালিক’ রাজাধিরাজ বাদশাহ । ‘আল কুদুস’ অতি পৃতপুরিত । ‘আস্মালাম’ শান্তিময় নিরাপদ । ‘আল মুমিন,’ নিরাপত্তা দাতা । ‘আল মুহাইমিনু’ রক্ষণাবেক্ষণকারী, ‘আল আযীয়’, পরাক্রমশালী । ‘আল জব্বার’ কঠিন-কঠোর । ‘আল মুকাবিলু’ অহংকারের মালিক । যাঁর জন্য অহংকারই শোভা পায় । ‘আল খালিক’ স্মৃষ্টি । ‘আল বারী’ সৃষ্টিকারী । ‘আল মুসাবির’—প্রকল্পক ও নকশা অংকনকারী, ডিজাইনার । ‘আল গাফ্ফার’—বড় ক্ষমাশীল—যিনি বান্দার অপরাধ ঢেকে রাখেন এবং অসংখ্য অপরাধ ক্ষমা করতে সংকোচ করেন না । ‘আল কাহহার’—সকল বস্তু যাঁর ক্ষমতার অধীন । ক্ষমতা প্রয়োগে যাঁর কেনো বাধা নেই । ‘আল ওয়াহহাব’—বড় দাতা, যাঁর দান অবারিত । ‘আর রায়্যাক’—রিয়িকদাতা । ‘আল ফাত্তাহ’—সৃষ্টির মীমাংসাকারী, বিপদমুক্তকারী, যাঁর দয়ার ভাষার সর্বদা উন্নত । ‘আল আলীম’—বড় জ্ঞাতা—যিনি শুণে প্রকাশ্য সবকিছু জানেন । ‘আল কাবেয়’—রিয়িক ইত্যাদির সংকোচনকারী । ‘আল বাসেত’—তার সম্প্রসারণকারী । ‘আল খাফেয়ু’—যিনি নীচে নামান । ‘আর রাফিউ’—যিনি উর্ধে উঠান । ‘আর মুইয়্যু’—সম্মান ও পূর্ণতা দানকারী । ‘আলমুয়িলু’—অপমান ও অপূর্ণতা দানকারী । ‘আস সামীউ’—সর্বশ্রেষ্ঠতা । ‘আল বাহুর’—দর্শক (ছোট বড় সকল জিনিসের) । ‘আল হাকামু’—নির্দেশ দানকারী, বিধানকর্তা । ‘আল আদলু’—ন্যায়বিচারক—যিনি যা উচিত তা-ই করেন । ‘আল লাতীফু’—যিনি সৃষ্টির যখন যা আবশ্যক তা করে দেন ; অনুগ্রহকারী । সূক্ষ্মদর্শী বা যিনি অতি সূক্ষ্ম বিষয় সম্পর্কেও অবগত । ‘আল খাবীর’—যিনি শুণে রহস্যাদী অবগত, ভিতরের বিষয় জ্ঞাতা । ‘আল হাসীম’—ধৈর্যশীল—যিনি অপরাধ দেখেও সহজে শান্তি দেন না । ‘আল আযীমু’—বিরাট মহাসম্ভাবনী । ‘আল গাফুরু’—যিনি অপরাধ ঢেকে রাখেন এবং অতি জরুর অপরাধও ক্ষমা করেন । ‘আশশকুরু’—কৃতজ্ঞ, যিনি অল্পে বেশী পুরক্ষার দেন । ‘আল আলিয়ু’—সর্বোচ্চ সমাসীন ; সর্বোপরি । ‘আল কাবীরু’—বিরাট, মহান, ধারণার উর্ধে বড় । ‘আল হাফীয়ু’—বড় রক্ষকারী । যিনি বান্দাদের সব বিষয় লক্ষ রাখেন । ‘আল মুকীজু’—খাদ্যদাতা ; শারীরিক ও আত্মিক শক্তিদাতা । ‘আল হাসীবু’—যিনি অন্যের জন্য যথেষ্ট হন ; যিনি যার জন্য যা যথেষ্ট তা দান করেন । ‘আল জালীলু’—গৌরবাবিত, মহিমাবিত—যাঁর মহিমা অতুলনীয় । আল কারীমু—বড় দাতা, আশার অধিক দাতা ; যিনি সাওয়াল ছাড়া দান করেন । ‘আর রাকীবু’—যিনি সকলের সকল বিষয় লক্ষ রাখেন এবং সর্বদা লক্ষ রাখেন । ‘আল মুজীবু’—উন্নতদাতা, ডাকে সাড়া দানকারী । ‘আল ওয়াসেউ’—সম্প্রসারণকারী ; অথবা যাঁর দান, জ্ঞান, দয়া ও রাজ্য

সম্প্রসারিত ও বিপুল। আল হাকীমু'—প্রজ্ঞাবান তত্ত্বজ্ঞানী। যিনি প্রতিটি কাজ উত্তমকরণে ও নির্খুতভাবে করেন। আল ওয়াদুদু'—যিনি বান্দার কল্যাণকে ভালবাসেন। 'আল মাজীদু'—অসীম অনুগ্রহকারী। 'আল বায়েসু'—প্রেরক, রাসূল প্রেরণকারী; কৰৱ থেকে হাশেরে প্রেরণকারী। 'আশ শাহীদু'—বান্দাদের কাজের সাক্ষী। যিনি ব্যক্ত বিষয় অবগত, 'আল হাজ্জু—সত্য, সত্য প্রকাশকারী। যিনি প্রজ্ঞা অনুসারে কাজ করেন। 'আল ওয়াকীলু'—কার্যকারক, যিনি বান্দাদের কাজের ঘোগাড় দাতা। 'আল কাবিয়ু'—শক্তিবান, শক্তির আধার। 'আল মাতীনু'—বড় ক্ষমতাবান, যার উপর কারো ক্ষমতা নেই। 'আল ওলিয়ু'—যিনি মুমিনদের অভিভাবক ও সাহায্য করেন। 'আল হামীদু'—প্রশংসিত, প্রশংসাৰ ঘোগ। 'আল মুহসী'—হিসার রক্ষক, বান্দারা যা করে তিনি তার পুঁথানুপুঁথ হিসাব রাখেন। 'আল মুঙ্গিদু'—বিনা নমুনায় স্টো, যিনি মডেল না দেখে সৃষ্টি করেন। 'আল মুঝেন্দু'—মৃত্যুর পর পুনঃ সৃষ্টিকারী। যার পুনঃ সৃষ্টি করার ক্ষমতা রয়েছে। 'আল মুহয়ী'—জীবনদাতা। 'আল মুমীতু'—মৃত্যুদানকারী। 'আল হাইয়ু'—চিরজীৱ। 'আল কাইয়ুম'—স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত। প্রতিষ্ঠাতা। 'আল ওয়াজিদু'—যিনি যাই চান তাই পান। 'আল মাজিদু'—বড় দাতা। 'আল ওয়াহিদুল আহাদু'—এক ও একক, যাঁৰ কোনো অংশ বা অংশী নেই। 'আস সামাদু'—প্রধান, প্রত্ত। যিনি কারো মুখাপেক্ষী নৰ্ম এবং সকলেই তাঁৰ মুখাপেক্ষী। 'আল কাদেরু'-ক্ষমতাবান, যিনি ক্ষমতা প্রয়োগে কারো মুখাপেক্ষী নন। 'আল মুকতাদেরু'—সকলের উপর যাঁৰ ক্ষমতা রয়েছে। সাৰ্বভৌম। যাঁৰ বিধান চৰম। 'আল মুকাদ্দিমু'—যিনি নিকৃটে করেন এবং আগে বাড়ান যাকে চান। 'আল মুআখিরু'—যিনি দূৰে রাখেন বা পিছনে করেন যাকে চান। 'আল আউয়ালু'—প্রথম, অনাদি। 'আল আখিরু'—সৰ্বশেষ, অনন্ত। 'আয যাহেরু'—যিনি ব্যক্ত, প্রকট শুণে ও নির্দশনে। 'আল বাতিনু'—যিনি শুণ সন্তাতে। 'আল ওয়ালী'—অভিভাবক, মুৱৰী। 'আল মুতাআলী'—সৰ্বোপরি। 'আল বারু'—মুহসিন, অনুগ্রহকারী। 'আত-তাওয়াবু'—তাওবা কৰুলকারী। যিনি অপৱাধে অনুশোচনাকারীর প্রতি পুনঃ অনুগ্রহ করেন। 'আল মুনতাকেমু'—প্রতিশোধ গ্রহণকারী। 'আল আফুৰু'—বড়ই ক্ষমাশীল। 'আর রাফ্ফু'—বড়ই দয়ালু। 'মালিকুল মুলক'—রাজাধিৱাজ। যাঁৰ রাজ্যে তিনি যা ইচ্ছা তা কৰতে পারেন। 'যুলজালালি ওয়াল ইকরাম'—মহিমা ও সম্মানের অধিকারী। 'আল মুকসিতু'—অত্যাচার বিনাশকারী, উৎপীড়ক থেকে উৎপীড়িতের প্রতিশোধ গ্রহণকারী। 'আল জামিউ'—কেয়ামতে বান্দাদের একত্রিকারী, অথবা সর্বশুণের অধিকারী। 'আল গানিয়ু'—বেনিয়াজ, যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। 'আল মুগনিয়ু'—যিনি কাউকেও কারো মুখাপেক্ষী থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। 'আল মানিউ'—বিপদে বাধাদানাকারী। 'আয যারু'—যিনি ক্ষতি কৰার ক্ষমতা রাখেন। 'আন নাফিউ'—যিনি উপকারের ক্ষমতা রাখেন। উপকারী। 'আননুরু'—আলোকোজ্জ্বল, প্রভা, প্রভাকর। 'আল হাদিয়ু'—পথপ্রদর্শক (যারা তাঁৰ দিকে যেতে চায় তাদেরকে)। 'আল বাদীউ'—অবিতীয়, অনুপম অথবা যিনি বিনা আদর্শে গড়েন। 'আল বাকী'—যিনি সৰ্বদা আছেন। সৃষ্টি ধৰ্মসের পরেও যিনি ধাকবেন। 'আল ওয়ারিসু'—উত্তরাধিকারী, সকল শেষ হবে আৱ তিনি সকলের উত্তরাধিকারী হবেন। 'আর রাশীদু'—কারো পৱার্মণ বা বাতলানো ছাড়া যাঁৰ কাজ উত্তম ও ভাল হয়। 'আস্সাবুরু'—বড় ধৈর্যশীল।—তিৰমিয়ী। আৱ বায়হাকী দাওয়াতুল কৰীৱে। তিৰমিয়ী বলেন, হাদীসটি গৱীৱ।

۲۱۸۱ ﴿وَعَنْ بُرْيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَلِكَ بِأَنِّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوا﴾

أَحَدٌ فَقَالَ دَعَا اللَّهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ .
رواه الترمذى وابو داود

২১৮১. হযরত বুরাইদা রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এক ব্যক্তিকে বলতে শুলেন, ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি এবং আমি জানি, তুমই আল্লাহ। তুমি ছাড়া আর কোনো মারুদ নেই। তুমি এক ও অনন্য। তুমি অমূর্খাপেক্ষী স্বনির্ভু। যিনি কাউকে জন্মও দেননি। কারো থেকে জন্মও নন। যার কোনো সমকক্ষ নেই।’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে তার ‘ইসমে আয়ম’ বা বড় সশ্বানিত নামে ডাকলো। এ নামে ডেকে তাঁর কাছে কেউ কিছু চাইলে, তিনি তাকে তা দান করেন। এ নামে তাঁকে কেউ ডাকলে তিনি তার ডাকে সাড়া দেন।-তিরিয়ী ও আবু দাউদ

ব্যাখ্যা : অনেকে বলেন, আল্লাহর ‘ইসমে আয়ম’ আল্লাহ তাআলার নামগুলোর মধ্যে গোপন আছে। এ কথাটাকেই সঠিক বলে মনে করা হয়। তবে কোনটা ‘ইসমে আয়ম তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। যেমন লাইলাতুল কদরের রাতও কোন রাত নিশ্চিত বলা যায় না। জমহুর আলেমগণ বলেন, ‘ইসমে আয়ম’ হলো ‘আল্লাহ’ শব্দ। হাদীসেও এ বিষয়ে বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে। কেউ বলেন ‘রব’ শব্দ কেউ বলেন, ‘রাহমান রাহীম’। আবার অনেকে বলেন, ‘লা-ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল কাইয়ুম’ হলো ‘ইসমে আয়ম’।

২১৮২. وَعَنْ أَنَسِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ وَرَجُلٌ يُصَلِّيْ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَلِكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْحَنَانُ الْمَنَانُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْأَكْرَامِ يَا حَسِيبُ يَا قَيْوُمُ أَسْتَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ دَعَا اللَّهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى .
رواه الترمذى وابو داود والنسانى وابن ماجة

২১৮২. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মসজিদে নববীতে বসে ছিলাম। এক ব্যক্তি তখন নামায পড়ছিলো। নামাযের পর সে বলছিলো, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রার্থনা করছি। কারণ সব প্রশংসাই তোমার। তুমি ছাড়া আর কোনো মারুদ নেই। তুমই সবচেয়ে বড় মেহেরবান। তুমই সবচেয়ে বড় দাতা। তুমই আসমান যমীনের স্রষ্টা। হে মর্যাদা ও দানকরার মালিক! হে চিরঙ্গীব ও খবরদারী করার মালিক। আমি তোমার কাছে চাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, যে আল্লাহকে ইসমে আয়মের দ্বারা ডাকলো। এ নামে তাকে ডাকা হলে তিনি তাতে সাড়া দেন।-তিরিয়ী, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ

২১৮৩. وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ فِي هَاتِينِ

الْأَيْتَيْنِ - وَالْهُكْمُ لِلَّهِ وَإِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ - وَفَاتِحةُ الْعِمَارَةِ -
اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيُومُ - روأه الترمذى وابو داؤد وابن ماجة والدارمى

২১৮৩. হযরত আসমা বিনতে ইয়াফীদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এ দুই আয়াতের মধ্যে আল্লাহর ‘ইসমে আয়ম’ আছে, ওয়া ইলাহকুম ইলা হও ওয়াহিদ, লাইলাহা ইল্লা হওয়ার রাহমানুর রাহীম। এছাড়াও সূরা আলে ইমরানের শুরুতে ‘আলিফ লাম ঘাম আল্লাহ লাইলাহা ইল্লা হওয়াল হাইয়ুল কাইয়ুম।’-তিরিয়ী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারেমী

২১৮৪. وَعَنْ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذَا دَعَا رَبَّهُ وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحَوْنَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ إِلَّا سْتَجَابَ لَهُ - روأه احمد والترمذى

২১৮৪. হযরত সাদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মাছওয়ালা নবী হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম মাছের পেটে গিয়ে যে দোয়া পড়েছিলেন তাহলো এই ‘লা-ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুন্তু মিনায যোয়ালিমীন’ অর্থাৎ ‘তুমি ছাড়া কোনো মারুদ নেই। তুমি পবিত্র, আমি হচ্ছি যালিম।’ যে কোনো মুসলমানই যে কোনো কাজে এই দোয়া পাঠ করবে, তার দোয়া অবশ্য অবশ্যই করুল হবে।-আহমাদ, তিরিয়ী

ব্যাখ্যা : এ দোয়াই মাছওয়ালা নবীর দোয়া। অর্থাৎ হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের দোয়া। তিনি মাছের পেটে পড়ে মুক্তির জন্য এ দোয়া করেছেন। এ দোয়া ‘দোয়ায়ে ইউনুস’ নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। কোনো বড় বালা-মসিবতে পড়লে আমাদের দেশে এ দোয়া এক লাখ বার পড়ে খতমে ইউনুস পড়ানো হয়।

তৃতীয় পরিষেব

২১৮৫. عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ عَشَاءً فَإِذَا رَجُلٌ يُقْرَأُ وَيَرْقَعُ صَوْتَهُ فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَقُولُ هَذَا مُرَاءٌ قَالَ بَلْ مُؤْمِنٌ مُنِيبٌ قَالَ وَأَبُو مُوسَيَ الْأَشْعَرِيُّ يَقْرَأُ وَيَرْقَعُ صَوْتَهُ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَسَمَّعُ لِقِرَاءَتِهِ ثُمَّ جَلَسَ أَبُو مُوسَيَ يَدْعُوا فَقَالَ اللَّهُمَّ أَنِّي أَشْهِدُكَ أَنِّي أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ أَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدًا - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ سَأَلَ اللَّهَ بِاسْمِهِ الَّذِي إِذَا سُتِّلَ بِهِ أَعْطَى وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ فَلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ أَخْبِرْهُ بِمَا

سَمِعْتُ مِنْكَ قَالَ نَعَمْ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِيْ أَنْتَ الْيَوْمَ لِيْ أَخْ
صَدِيقٌ حَدَثْتِنِي بِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - رواه رزين

২১৮৫. হযরত বুরাইদা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মসজিদে এশার নামাযের সময় প্রবেশ করলাম। এ সময় দেখি এক ব্যক্তি (নামাযে) কুরআন পড়ছেন এবং তার নিজের গলার স্বর সুউচ্চ করছেন। আমি তখন বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এ ধরনের কুরআন পড়াকে কি অপনি প্রদর্শনী বলবেন? উভয়ের তিনি বললেন, না। বরং এ ব্যক্তি একজন বিনয়ী মুমিন। বুরাইদা বলেন, হযরত আবু মূসা আশআরীই কুরআন পড়ছিলেন এবং তা উচ্চবর দিয়েই পড়ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কেরাত শুনছিলেন। এরপর আবু মূসা বসে বসে এ দোয়া করতে লাগলেন, “হে আল্লাহ! আমি তোমার সাক্ষ দিচ্ছি, তুমই আল্লাহ, তুমি ছাড়া কোনো মারুদ নেই। তুমি এক। তুমি সকলের নির্ভরস্থল। অমুখাপেক্ষী। যিনি কাউকে জন্ম দেননি কারো জন্মও নন। যার কোনো সমকক্ষও নেই।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিচয়ই আল্লাহর ওই নামের সাথে যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলো যে নাম ধরে যখন যা প্রার্থনা করা হয়, তিনি তখন তা দান করেন। যে নাম ধরে যখন তাঁকে ডাকে, তখন তিনি সে ডাকে সাড়া দেন। হযরত বুরাইদা বলেন, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যা আগনার কাছে শুনলাম, তা কি তাকে বলবো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যা, বলো, এরপর আমি তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন তা বলে শুনলাম। আবু মূসা রাঃ তখন আমাকে বললেন, আজ থেকে আপনি আমার সত্যিকারের ভাই। আপনি আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বলা সব কথা শুনালেন।—রাখীন



।۔ باب ثواب التسبیح والتحمید والتهلیل والتكبیر

১. سুবহানাল্লাহ, আল হামদুলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহ আকবার বলার সওয়াব

প্রথম পরিচ্ছেদ

২১৮৬. عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله ﷺ أفضى الكلام أربع سُبْحَانَ اللَّهِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعَ
سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ لَا يَضُرُّكُ بِأَيِّهِنَّ بَدَأَتْ .
رواه مسلم

২১৮৬. হয়রত সামুরা ইবনে জুনদুব রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ কালাম হলো চারটি (১) সুবহানাল্লাহ (২)
ওয়াল্লাহমদু লিল্লাহ (৩) ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, (৪) ওয়াল্লাহ আকবার । অন্য এক বর্ণনায়
আছে, আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় বাক্য চারটি । (১) সুবহানাল্লাহ, (২) আল হামদু লিল্লাহ,
(৩) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও (৪) ওয়াল্লাহ আকবার । এ চারটি কালেমার যে কোনো একটি প্রথমে
বলতে পারো । এতে তোমার কোনো ক্ষতি হবে না ।-মুসলিম

২১৮৭. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَآنَ أَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَجَبُ إِلَيْيَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ . رواه مسلم

২১৮৭. হয়রত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার ‘সুবহাল্লাহ’ ‘আলহামদু লিল্লাহ’ ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এবং
‘আল্লাহ আকবার’ বলা, গোটা বিশ্ব অপেক্ষাও আমার নিকট বেশি প্রিয় ।-বুখারী, মুসলিম

২১৮৮. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مَائِةٍ
مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَكَانَ كَانَتْ مِثْلَ زَيْدِ الْبَحْرِ . متفق عليه

২১৮৮. হয়রত আবু হুরাইরা রাঃ হতেই এ হাদীসটিও বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি দৈনিক একশতবার ‘সুবহানাল্লাহি
ওয়াবিহামদিহী’ পড়বে তার শুনাহসমূহ সমুদ্রের ফেনার মতো বেশি হলেও মাফ করে দেয়া
হবে ।-বুখারী, মুসলিম

২১৮৯. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي سُبْحَانَ اللَّهِ
وَبِحَمْدِهِ مَائِةَ مَرَّةٍ لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ بِأَفْضَلِ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ
أوْ زَادَ عَلَيْهِ . متفق عليه

২১৯০. হয়রত আবু হুরাইরা রাঃ হতেই বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে বিকালে একশত বার ‘সুবহানাল্লাহি

ওয়াবিহামদিহী' পড়বে কিয়ামতের দিন তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বাক্য নিয়ে কেউ উপস্থিত হতে পারবে না, তবে সে ব্যক্তি যে এর সমান অথবা এর চেয়ে বেশি পড়বে সে এর ব্যতিক্রম।

-বুখারী, মুসলিম

২১৯০. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَلْمَتَانِ حَقِيقَتَانِ عَلَى الْلِسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ . سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ .
متفق عليه

২১৯০. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দুটি খুব ছোট বাক্য যা বলতে সহজ অথচ পাল্লায় ভারী এবং আল্লাহর নিকট শ্রিয়, তাহলো 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী, সুবহানাল্লাহিল আয়ীম'।

-বুখারী, মুসলিম

২১৯১. وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَبْعِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُكْسِبَ كُلُّ يَوْمٍ الْفَ حَسَنَةً فَسَأِلَّهُ مِنْ جُلْسَانِهِ كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا الْفَ حَسَنَةً . قَالَ يُسَبِّحُ مِائَةً تَسْبِيحةً فَبَكْتَبَ لَهُ الْفَ حَسَنَةً أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ الْفَ حَطَبَتِهِ .
رواه مسلم وفي كتابه في جميع الروايات عن موسى الجهنمي أو يحط قال أبو بكر
ن البرقاني ورواه شعبة وأبو عوانة ويعيني بن سعيد بن القطان عن موسى قالوا
ويسقط بغير الف هكذا في كتاب الحميدى .

২১৯১. হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াকাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ছিলাম। এ সময় তিনি বললেন, তোমাদের কেউ কি একদিনে এক হাজার নেকী করতে সমর্থ ? তার সাথে বসা লোকদের কেউ বললেন, আমাদের কেউ কিভাবে এ দিনে একশত নেকী করতে সমর্থ হবেন ? তিনি তখন বললেন, যদি কেউ দৈনিক একশত বার "সুবহানাল্লাহি" পড়ে তাহলে এতে তার জন্য এক হাজার নেকী লেখা হবে। অথবা তার এক হাজার শুনাই মাফ হয়ে যাবে।-মুসলিম

মুসলিম শরীফে মূসা জুহানীর সফল বর্ণনায়, ও يُحَطُّ شَدَّدْ উল্লেখ আছে শব্দটি নেই। তবে আবু বকর বারকানী বলেন, শোবা আবু আওয়ানা এবং ইয়াহুরী ইবনে সায়দ, কাসান, জুহানী যেসব বর্ণনা করেছেন তাতে ও يُحَطُّ আছে। এতে এর আগে অلف অক্ষরটি নেই। হমাইদীর কিতাবেও এরপ রয়েছে।

ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তি একটি নেক কাজ করবে, সে দশটি নেক কাজের সওয়াব পাবে।

২১৯২. وَعَنْ أَبِي ذِئْرٍ قَالَ سُلَيْلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْكَلَامُ أَفْضَلُ قَالَ مَا اصْطَفَى اللَّهُ لِمَلِئَتِكَتِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ . روah مسلم

২১৯২. হ্যরত আবু যর গিফারী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজেস করা হলো, কোন্ কালাম সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ? একথা শনে তিনি বললেন, যে কালাম আল্লাহ তাআলা তাঁর ফেরেশতাদের জন্য পদ্মন করেছেন। আর সে কালাম হলো, ‘সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী’।—মুসলিম

২১৯৩. وَعَنْ جُوَيْرِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصَّبَحَ وَهِيَ مَسْجِدِهَا ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى وَهِيَ جَالِسَةً قَالَ مَا زَلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكَ عَلَيْهَا قَالَتْ نَعَمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ قُلْتُ بَعْدِكَ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَثٌ مَرَأَتٌ لَوْ وَزِنَتْ بِمَا قُلْتُ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوْزَتْهُنَّ سُبْحَانَ اللَّهِ وَسَبَّحَهُ عَدَدُ خَلْقِهِ وَرِضاً نَفْسِهِ وَزِنَةً عَرَشِهِ وَمَدَادَ كَلِمَاتِهِ . رواه مسلم

২১৯৩. উস্মাল মুমিনীন হ্যরত জুওয়াইরিয়া রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নাময়ের পর খুব ভোরে তাঁর নিকট হতে বের হলেন। তখন হ্যরত জুওয়াইরিয়া নিজ নামায়ের জায়গায় বসা। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে আসলেন। তখন সূর্য বেশ উপরে উঠে এসেছে। আর জুওয়াইরিয়া তখনে নামায়ের জায়গায় বসা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন। আমি তোমার কাছ থেকে যাবার সময় যে অবস্থায় তুমি ছিলে, এখনো সে অবস্থায় আছো? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার কাছ থেকে যাবার পর আমি মাত্র চারটি কালাম তিনবার পড়েছি। তুমি এ পর্যন্ত যা পড়েছো তার সাথে যদি আমার পড়া কালাম ওয়ন দেয়া হয় তাহলে এর ওয়নই বেশ হবে। (আর সেই চারটি কালাম হলো) “সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী, আদাদা খালকিহী, ওয়া রেদা নাফসিহী, ওয়া যিনতা আরশিহী, ওয়া মিদাদা কালিমাতিহী।” অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার পাক পবিত্রতা বর্ণনা করি তাঁর প্রশংসনের সাথে, তাঁর সৃষ্টির সংখ্যা পরিমাণ, তাঁর সম্মুষ্টি পরিমাণ, তাঁর আরশের ওয়ন পরিমাণ ও তাঁর বাক্যসমূহের সংখ্যা পরিমাণ।—মুসলিম

২১৯৪. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مَائِهَةِ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عِدْلٌ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتُبَتْ لَهُ مَائِهَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيطَتْ عَنْهُ مَائِهَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزاً مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُنْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا رَجُلٌ عَمِيلٌ أَكْثَرُ مِنْهُ . متفق عليه

২১৯৪. হ্যরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, যে ব্যক্তি দিনে একশত বার “লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু লাত্তুল মুলকু ওয়ালাত্তুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুণ্ডি শাইয়িন কাদীর” পড়বে তাঁর দশটি গোলাম মুক্ত করে দেবার সমান সওয়াব হবে। তাঁর জন্য একশত নেকী সেখা হবে। তাঁর একশতটি

গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। এ দোয়া তার জন্য ওই দিনের সঙ্গা পর্যন্ত শয়তান হতে বেঁচে থাকার জন্য রক্ষা কৰ্বত হবে। আর সে যে কাজ করেছে এর চেয়ে উত্তম কাজ অন্য কেউ করতে পারবে না। ঐ ব্যক্তি ছাড়া যে এর চেয়ে বেশী আমল করবে।—বুখারী, মুসলিম

٢١٩٥. وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَجْهَرُونَ بِالْتَّكْبِيرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْتَبِعُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ إِنْكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنْكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا وَهُوَ مَعَكُمْ وَالَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عَنْقِ رَاحِلَتِهِ قَالَ أَبُو مُوسَى وَإِنَّا خَلَقْنَا أَفْوَلَ لِأَحَوْلٍ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فِي نَفْسِي فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْمَسٍ إِنَّمَا أَدْلُكُ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنْزٍ
الْجَنَّةِ فَقُلْتُ بَلِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِأَحَوْلٍ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ . متفق عليه

২১৯৫. হযরত আবু মুসা আশআরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলাম। এ সময় (এক সুযোগে) লোকেরা উচ্চস্থরে তাকবীর বলছিলো। তাকবীর শব্দে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে লোকেরা! তোমরা তোমাদের নফসের উপর করুণা করো। (অর্থাৎ এতো উচ্চস্থরে তাকবীর বলো না) কারণ তোমরা তাকবীরের মাধ্যমে কোনো বধিরকে বা কোনো অনুপস্থিত সজ্ঞাকে ডাকছো না। তোমরা ডাকছো এমন সজ্ঞাকে যিনি তোমাদের সব কথা শুনেন ও দেখেন। তিনি তোমাদের সাথেই আছেন। তোমরা যাঁকে ডাকছো তিনি তোমাদের প্রত্যেকের সওয়ারীর গর্দান থেকেও বেশি নিকটে। হযরত আবু মুসা আশআরী রাঃ বলেন, আমি তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে চুপে চুপে বলছিলাম। ‘লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ্’। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, আবদুল্লাহ ইবনে কয়েস! (আবু মুসার ডাক নাম) আমি কি তোমাকে জান্নাতের ভাণ্ডারগুলোর একটি ভাণ্ডারের সঙ্গান দেবো না? আমি বললাম, অবশ্যই দেবেন, হে আল্লাহর রাসূল! তখন তিনি বললেন, সে ভাণ্ডার হলো, ‘লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ্’।—বুখারী, মুসলিম

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

২১৯৬. عَنْ جَابِرِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ
غَرِستُ لَهُ نَخْلَةً فِي الْجَنَّةِ . رواه الترمذى

২১৯৬. হযরত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি “সুবহানাল্লাহিল আযীম ওয়া বিহামদিহী” বলবে, তার জন্য জান্নাতে খেজুর গাছ বপন করা হয়।—তিরমিয়ী

ব্যাখ্যা : খেজুর গাছ লাগানোকে বিশেষ করে বলার কারণ হলো, খেজুর গাছ খুবই উপকারী গাছ। এর ফলও খুবই সুস্বাদু ও উত্তম।

٢١٩٧. وَعِنْ الزُّبِيرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ صَبَاحٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مُنَادٍ
يُنَادِيْ سَبِّحُوا الْمَلَكَ الْقَدُّوسَ - رواه الترمذى .

২১৯৭. হযরত যুবায়ের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' বলেছেন, এমন কোনো প্রভাত নেই যে প্রভাতে একজন ফেরেশতা আহ্বান করে বলেন না পবিত্র বাদশাহকে 'পবিত্রতার সাথে শ্রণ করো।'-তিরমিয়ী

ব্যাখ্যা : পবিত্রতার সাথে শ্রণ করা অর্থ হলো 'সুবহানাল মালিকিল কুদুস রাকুন মালায়িকাতি ওয়াররুহ' পড়া।

٢١٩٨. وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَفْضَلُ
الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ - رواه الترمذى وابن ماجة

২১৯৮. হযরত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' বলেছেন, সর্বোত্তম যিকীর হলো, "লাইলাহা ইল্লাল্লাহ" আর সর্বোত্তম দোয়া হলো, "আলহামদুল্লাহ"।-তিরমিয়ী ও ইবনে মাজাহ

٢١٩٩. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَمْدُ رَأْسُ الشُّكْرِ مَا
شَكَرَ اللَّهُ عَبْدُ لَا يَحْمِدُهُ .

২১৯৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' বলেছেন, 'আলহামদুল্লাহ' হলো কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সেরা কালেম। যে বাদ্য আল্লাহর শোকর আদায় করলো না সে তার প্রশংসা করলো না।

২২০. وَعَنْ أَبْنَى عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُولُوْ مَنْ يُدْعَى إِلَى الْجَنَّةِ يَوْمَ
الْقِيَمَةِ الَّذِينَ يَحْمَدُونَ اللَّهَ فِي السُّرَاءِ وَالضُّرَاءِ - رواهما البيهقي في شعب الاعان

২২০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' বলেছেন, কিয়ামতের দিন যাদেরকে অথবে জান্নাতের দিকে ডাকা হবে তারা হলেন ওইসব ব্যক্তি যারা সুখে দুঃখে সব সময় আল্লাহর প্রশংসা করে থাকেন।-এ হাদীস দৃষ্টি বায়হাকী শোআবুল ইমানে বর্ণিত হয়েছে।

২২১. وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ
يَا رَبِّ عَلِمْنِيْ شَيْئًا أَذْكُرُكَ بِهِ وَأَدْعُوكَ بِهِ قَالَ يَا مُوسَى قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ يَا
رَبِّ كُلِّ عِبَادٍ يَقُولُ هَذَا إِنَّمَا أَرِيدُ شَيْئًا تَحْصِنِيْ بِهِ قَالَ يَا مُوسَى لَوْلَا السَّمُوتُ
السَّبْعُ وَعَامِرَهُنْ غَيْرِيْ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ وَضِعْنَ فِي كُفَّةٍ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي كُفَّةٍ
لَمَالَتْ بِهِنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . رواه في شرح السنة

২২০১. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, একবার মূসা আঃ বললেন, হে রব! আমাকে এমন একটি জিনিস শিখিয়ে দাও, যা দিয়ে আমি তোমার যিকির করতে পারি। অথবা তিনি বলেছেন, তোমার কাছে দোয়া করতে পারি। তখন আল্লাহ তাআলা বললেন, হে মূসা! তুমি বলো, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহُ' তখন হযরত মূসা আঃ বললেন, হে রব! তোমার প্রত্যেকটা বাদাহই তো এই 'কালেমা' বলেন। আমি তোমার কাছে আমার জন্য খাস করে একটি 'কালেমা' চাচ্ছি। আল্লাহ তাআলা তখন বললেন, হে মূসা! সাত আকাশ ও আমি ছাড়া এর সকল অধিবাসী আর সাত যমীন এক পাল্লায় রাখা হয়, আর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহُ' অন্য পাল্লায় রাখা হয় তাহলে নিশ্চয়ই 'লা ইলাহা'র পাল্লা ভারী হবে।—শরহস সুন্নাহ

২২. ২. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ أَكْبَرُ صَدَقَهُ رَبُّهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَإِنَّمَا أَكْبَرُ وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ يَقُولُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي لَا شَرِيكَ لِي وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا لِي الْمُلْكُ وَلِي الْحَمْدُ وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِي وَكَانَ يَقُولُ مَنْ قَالَهَا فِيْ مَرْضِيهِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَطْعَمْهُ النَّارُ۔ روah الترمذی وابن ماجہ

২২০২. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ ও হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তাঁরা দু'জন বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহ আকবার” বলেন, তার কথা সত্যায়িত করে আল্লাহ তাআলা বলেন, হ্যা, “লা ইলাহা ইল্লা আনা, ওয়া আনা আকবার।” আর যখন বলেন, “লা ইলাহা ইল্লাহু ওয়াহদাহ লা শরীকা লাহু” আল্লাহ তাআলা তখন বলেন, “লা ইলাহা ইল্লা আনা ওয়াহদী, লা শরীকা লী।” আর যখন কোনো বাদাহ বলেন, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু,” আল্লাহ তাআলা তখন বলেন, “লা ইলাহা ইল্লা আনা লিয়াল মুলকু ওয়া লিয়াল হামদু।” কোনো বাদাহ যখন বলেন, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহে।” আল্লাহ তাআলা বলেন, “লা ইলাহা ইল্লা আনা, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বী।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলতেন, যে ব্যক্তি এসব কলেমাগুলো নিজের রোগে শোকে পড়বে এরপর মৃত্যুবরণ করবে, তাকে জাহান্নামের আগন জ্বালাবে না।—তিরিয়ী, ইবনে মাজাহ

২২. ৩. وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اِمْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدِيهَا نَوْيٌ أَوْ حِصَى تُسْبِحُ بِهِ فَقَالَ لَا أَخْبِرُكَ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكَ مِنْ هَذَا أَوْ أَفْضَلُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاوَاتِ وَسَبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِثْلُ ذَلِكَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلُ

ذلِكَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِثْلُ ذَلِكَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مِثْلُ ذَلِكَ . رواه الترمذى
وابو داؤد و قال الترمذى هذا حديث غريب

২২০৩. হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াককাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে একটি মহিলার কাছে গেলেন। ওই মহিলার সামনে কিছু খেজুরের বিচি অথবা তিনি বলেছেন, কিছু কাঁকর ছিলো। এগুলো দিয়ে শুণে শুণে মহিলা তাসবীহ পড়ছিলো। তা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, আমি কি এর চেয়ে তোমার পক্ষে 'সহজ তাসবীহ অথবা বলেছেন, উন্নম তাসবীহ তোমাকে বলে দিবো না ? আর তা হচ্ছে, "সুবহানাল্লাহ আদাদা মা খালাকা ফিস সামায়ে, ওয়া সুবহানাল্লাহি আদাদা মা খালাকা ফিল আরদে, ওয়া সুবহানাল্লাহি আদাদা মা বাইনা যালিকা ও সুবহানাল্লাহি আদাদা মাহওয়া খালিকুন ওয়াল্লাহ আকবার মিসলু যালিকা আলহামদু লিল্লাহ মিসলু যালিকা ওয়ালা ইলাহা ইল্লাহ মিসলু যালিকা ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি মিসলু যালিকা" অর্থাৎ আল্লাহর জন্য তাঁর ওই সৃষ্টিজগতের সমান পাক পবিত্রতা যা আসমানে আছে। আল্লাহর জন্য সব পাক পবিত্রতা তাঁর ওই সৃষ্টিজগতের সমান যা যশীনের মধ্যে আছে। আর আল্লাহর জন্য সব পাক পবিত্রতা যে পরিমাণ তিনি ভবিষ্যতে সৃষ্টি করবেন। আর এভাবে "আল্লাহ আকবারও" 'আল হামদুলিল্লাহি' 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও 'লা হাওলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি' ও পড়বে।-তিরমিয়ী, আবু দাউদ। তিরমিয়ী হাদীসটিকে গরীব বলেছেন।

২২০৪. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شَعِيبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَبَحَ
اللَّهَ مِائَةً بِالْغَدَاءِ وَمِائَةً بِالْعَشِّيِّ كَانَ كَمْنَ حَجَّ مِائَةً حَجَّةً وَمَنْ حَمَدَ اللَّهَ مَائَةً
بِالْغَدَاءِ وَمِائَةً بِالْعَشِّيِّ كَانَ كَمْنَ حَمَلَ عَلَى مِائَةِ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ هَلَّ
اللَّهَ مِائَةً بِالْغَدَاءِ وَمِائَةً بِالْعَشِّيِّ كَانَ كَمْنَ أَعْتَقَ مِائَةَ رَقَبَةً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ وَمَنْ
كَبَرَ اللَّهَ مِائَةً بِالْغَدَاءِ وَمِائَةً بِالْعَشِّيِّ لَمْ يَأْتِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ أَحَدًا بِأَكْثَرِ مِمَّا أَتَى بِهِ
إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ أَوْ زَادَ عَلَى مَا قَالَ .

رواہ الترمذی و قال هذا حديث حسن غريب

২২০৪. হযরত আমর ইবনে শআইব রাঃ তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন। তাঁর দাদা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে একশ' বার ও বিকালে একশ' বার সুবহানাল্লাহ' পড়বে, সে ব্যক্তি একশ' বার হজ্জ করার মতো (সওয়াবের অধিকারী) হবে। যে ব্যক্তি সকালে একশ' বার ও বিকালে একশ' বার 'আলহামদুলিল্লাহ' পড়বে সে ব্যক্তি আল্লাহর পথে (যুদ্ধ করার জন্য) একশত ঘোড়ায় একশত মুজাহিদ রওনা করে দেয়। ব্যক্তির সমতুল্য (সওয়াবের অধিকারী) হবে। যে সকালে একশ' বার ও বিকালে একশ' বার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়বে, সে ব্যক্তি নবী ইসমাইল

আলাইহিস সালামের বৎশের একশত গোক মুক্ত করে দেয়া ব্যক্তির সমান (সওয়াবের অধিকারী) হবে। আর যে ব্যক্তি সকালে একশ বার ও বিকালে একশ বার ‘আল্লাহু আকবার’ পড়বে, সেদিন তার চেয়ে বেশি সওয়াবের কাজ আর কেউ করতে পারবে না। অবশ্য যে ব্যক্তি অনুরূপ আমল করেছে অথবা এর চেয়ে বেশি করেছে সে ব্যক্তি এর ব্যতিক্রম।

-তিরিয়ী। তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব।

২২০৫. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التَّسْبِيحُ نِصْفُ الْمِيزَانِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ يَمْلأُهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لِمَنْ لَهَا حِجَابٌ دُونَ اللَّهِ حَتَّىٰ تَخْلُصَ إِلَيْهِ -

رواه الترمذى و قال هذا حديثاً غريبًا وليس استاده بالقول

২২০৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘সুবহানাল্লাহ’ হলো পাশ্চাত্য অর্থেক, ‘আলহামদুল্লাহ’ একে পূর্ণ করে, আর ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র সামনে আল্লাহর কাছে গিয়ে না পৌছা পর্যন্ত কোনো পর্দা নেই।-তিরিয়ী, তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব। এর সনদ সবল নয়।

২২০৬. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا قَالَ عَبْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصًا
قَطُّ إِلَّا فُتَحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاوَاتِ حَتَّىٰ يُقْضَىٰ إِلَى الْعَرْشِ مَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرُ - روah
الترمذى و قال هذا حديثاً غريبًا

২২০৬. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কোনো বান্দা খালেস মনে পড়বে, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ নিশ্চয়ই তা আল্লাহর আরশে না পৌছা পর্যন্ত তার জন্য জান্মাতের দরযাগুলো খোলা হবে। যদি সে কবিরা শুনাহ হতে বেঁচে থাকে।-তিরিয়ী। তিনি বলেন, হাদীসটি গরীব।

ব্যাখ্যা ৪ ‘আরশে না পৌছা পর্যন্ত’ অর্থ এ কালাম আল্লাহর আরশ মুআল্লায় তাড়াতাড়ি পৌছে ও তাড়াতাড়ি কবুল হয়। শুনাহ কবিরা হতে বেঁচে থাকলে তা পৌছতে দেরী হয় না। আর না থাকলে দেরীতে পৌছে ও দেরীতে কবুল হয়। কারণ শুনাহ কোনো নেক আমলকে নষ্ট করতে পারে না। বরং নেক আমল শুনাহ মিটিয়ে দেয়।

২২০৭. وَعَنْ أَبْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقِيتُ ابْرَاهِيمَ لِيَلْهُ أَسْرِيَ بِيْ فَقَالَ
يَا مُحَمَّدُ اقْرَأْ أُمَّتَكَ مِنِّي السَّلَامَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طِبَّةُ الرُّتْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ وَأَنَّهَا
قِيعَانٌ وَأَنَّ غَرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ - روah
الترمذى و قال هذا حديثاً حسنًّا غريبًا استادًا

২২০৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মেরাজের রাতে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সাথে আমার দেখা হলে তিনি আমাকে বললেন, হে মুহাম্মদ ! আপনি আপনার

উত্থতকে আমার সালাম বলবেন। তাদেরকে খবর দিবেন, জান্নাত হলো সুগন্ধ মাটি ও সুপেয় পানি বিশিষ্ট। জান্নাত হলো সমতল ভূমি, কিন্তু এতে কোনো গাছপালা নেই। এর গাছপালা হলো “সুবহানাল্লাহি, আলহামদুলিল্লাহি, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহু আকবার।”-তিরমিয়ী। তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান ও গুরীব।

٢٢٠٨. وَعَنْ بُسَيْرَةَ وَكَاتِبٍ مِّنَ الْمُهَجَّرَاتِ قَالَتْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ
بِالْتَّسْبِيحِ وَالْتَّهْلِيلِ وَالْتَّقْدِيسِ وَاعْقِدُنَا بِالْأَتَامِلِ فَإِنَّهُمْ مَسْئُولُاتٌ مُّسْتَنْطَقَاتٌ وَلَا
تَغْفِلُنَّ فَتَنْسِيْنَ الرَّحْمَةَ . رواه الترمذى وابو داود

২২০৮. হযরত ইউসাইয়ারা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি ছিলেন মুহাজির রমণীদের অঙ্গরূপ। তিনি বলেন, একদা রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বললেন, তোমরা “সুবহানাল্লাহ”, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ”, “সুবহানাল মালিকির কুদুস” নিজের আঙুলে শুণে শুণে পড়বে। কারণ আঙুলকে কথা বলার শক্তি দিয়ে কিয়ামতের দিন জিজেস করা হবে, আল্লাহর যিকির করা হতে গাফেল হয়ো না। যাতে তোমরা আল্লাহর রহমত হতে বিস্তৃত হও।-তিরমিয়ী ও আবু দাউদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٢٢٠٩. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ عَلِمْنِي
كَلَامًا أَقُولُهُ قَالَ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَكِيرِ فَقَالَ
فَهُؤُلَاءِ لِرِبِّيِّ فَمَا لِيْ فَقَالَ قُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَعَافِنِيْ
شَكْ الرَّاوِيِّ فِيْ عَافِنِيْ . رواه مسلم

২২০৯. হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াকাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার এক বেদুইন রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি পড়তে পারি এমন কিছু দোয়া-কালাম আমাকে শিখিয়ে দিন। (তার কথা শুনে) তিনি বললেন, তুমি, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহসাল্লাহ লা শারীকা লাল, আল্লাহ আকবার কাবীরা, ওয়াল হামদুলিল্লাহি কাসীরা, ওয়া সুবহানাল্লাহি রাবিল আলামীন, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আয়াফিল হাকীম” পড়বে। রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শেখানো এ দোয়া শুনে ওই বেদুইন বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এটা তো আমার রবের জন্য (তাঁর প্রশংসা), আমার জন্য কি? তখন রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি “আল্লাহস্থাগফিরলী, ওয়ার হামনী, ওয়াহসিনী, ওয়ারযুক্নী, ওয়া আফেনী পড়বে। শেষ শব্দ ‘আফেনী’ সংস্কে বর্ণনাকারীর সন্দেহ রয়েছে যে, এ শব্দটি রাসূলের কথার মধ্যে আছে কিনা?

٢٢١. وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى شَجَرَةٍ يَابِسَةٍ الْوَرَقِ فَضَرَبَهَا بِعَصَمَهُ فَتَنَاثَرَ الْوَرَقُ فَقَالَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ تُسَاقِطُ ذَنْبَ الْعَبْدِ كَمَا يَتَسَاقِطُ وَرَقُ هَذِهِ الشَّجَرَةِ . رواه الترمذى وقال هذا حديث غريب

২২১০. হ্যরাত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত ; তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি শুকনা পাতাবিশিষ্ট গাছের কাছে গেলেন। তিনি তার নিজের হাতের লাঠি দিয়ে গাছটিতে আঘাত করলেন। এতে গাছের পাতা ঝরতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, “আলহামদুল্লিল্লাহ, সুব্হানল্লাহ, ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহু আকবার” — এ কালামগুলো বাদার শুমাহ এভাবে ঝরিয়ে দেয় যে, ওই গাছের যেভাবে পাতা ঝরে পড়ছে।—তিরমিয়ী। তিনি বলেন, হাদীসটি গরীব।

٢٢١١. وَعَنْ مُكْحُولٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْثَرُ مِنْ قَوْلٍ لَا حَوْلٌ وَلَا قُوَّةٌ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّمَا مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ قَالَ مُكْحُولٌ فَمَنْ قَالَ لَا حَوْلٌ وَلَا قُوَّةٌ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا مَنْجَأٌ مِنَ اللَّهِ إِلَيْهِ كَشَفَ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعِينَ بَابًا مِنَ الضُّرِّ ادْتَهَاهَا الْفَقْرُ . رواه الترمذى و قال هذا حديث ليس إسناده بمتصل ومكحول لم يسمع عن أبي هريرة

২২১১. তাবেয়ী হ্যরত মাকহুল হ্যরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আমাকে বললেন, “লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ” বেশি বেশি করে পড়তে। কারণ এ কালামটি জানাতের ভাষারের কালাম বিশেষ। তাবেয়ী হ্যরত মাকহুল বলেন, যে ব্যক্তি “লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহি, ওয়ালা মানজাআ মিনাল্লাহি ইল্লা ইলাইহি” পড়বে আল্লাহ তার সন্তরিতি কষ্ট দূর করে দেবেন। এসব কষ্টের একেবারে ছেটটা হলো দরিদ্র।—তিনি বলেন, এ হাদীসের সনদ মুওসিল নয়। মাকহুল হ্যরত আবু হুরাইরা হতে এ হাদীসটি শুনেননি।

٢٢١٢- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ دَوَاءُ مِنْ تِسْعَةِ وَتُسْعِينَ دَاءً أَيْسِرُهَا الْمُهُ

୨୨୧୨. ହସରତ ଆବୁ ହରାଇରା ରାଃ ହତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ତିନି ବଲେନ, ରାମୁଖାହ ସାନ୍ଧାନ୍ଧାହ ଆଲାଇହି ଓୟାସାନ୍ଧାମ ବଲେଛେ, “ଲା ହାଓଳା ଓୟାଲା କୁଓୟାତା ଇନ୍ଦ୍ରା ବିନ୍ଦ୍ରାହ” ହଲୋ ନିରାନନ୍ଦାଟି ରୋଗେର ଉଷ୍ମଧ । ଯାର ସହଜଟା ହଲୋ ଦୁଃଖିତା ।

٢٢١٣ . وَعَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا أَدْلُكُ عَلَى كَلْمَةٍ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ مِنْ

كَنْزٌ الْعِنْتَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَسْلَمْ عَبْدِيْ وَأَسْتَسْلَمْ - رواهـاـهاـ البـيـهـقـيـ فـيـ الدـعـوـاتـ الكـبـيرـ

২২১৩. হ্যরত আবু হুরাইরা হতেই এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি কি তোমাকে আরশের নীচের ও জান্মাতের ভাগ্নারের একটি 'কলেমা' তোমাকে বলে দেবো না ? (সে কালেমাটি হলো) "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।" (এ কালেমাটি যখন কেউ পড়ে, আল্লাহই তাআলা বলেন, আমার বান্দা সর্বতোভাবে আমার কাছে আত্মসম্পর্ণ করলো (এ হাদীস দুটি বায়হাকী দাওয়াতে কবীরে বর্ণনা করেছেন)।

২২১৪. مَوْعِنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ هِيَ صَلَوةُ الْخَلَقِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَلِمَةُ الشُّكْرِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَسْلَمْ وَأَسْتَسْلَمْ - رواه رزين

২২১৪. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "সুবহানাল্লাহ" হলো আল্লাহর সৃষ্টি জগতের সালাত। "আলহামদুলিল্লাহ" হলো, কালেমাতুশ শোকর অর্থাৎ শোকর প্রকাশের কালেমা। "লা ইলাহা ইল্লাহ" হলো তাওহীদের কালেমা। "আল্লাহ আকবার" আকাশ ও যমীনের মধ্যে যা কিছু আছে তাকে ভরে দেয়। বান্দাহ যখন বলে, "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ," আল্লাহই তাআলা তখন বলেন, এ বান্দা পরিপূর্ণভাবে আমার কাছে আত্মসম্পর্ণ করেছে।—রায়ীন



٢- باب الاستغفار التوبة

২. ক্ষমা ও তাওবা

প্রথম পরিচ্ছেদ

٢٢١٥. عن أبي هريرة قالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهِ إِنِّي لَا سْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً - رواه البخاري

২২১৫. হয়রত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর কসম! আমি দিনে সত্তরবারেরও বেশি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই ও তাওবা করি।-বুখারী

ব্যাখ্যা ৪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন নিষ্পাপ। তার জীবনের সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রটিও আল্লাহ মাফ করে দেবার ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন। এরপরও তিনি দিনে সত্তরবার তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতেন, তাওবা করতেন। এ হাদীস হলো উচ্চতরে জন্য বেশি বেশি ক্ষমা ও তাওবা করার জন্য একটি বড় শিক্ষা।

٢٢١٦. وَعَنِ الأَغْرِيَ الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهُ لِيُغَانُ عَلَىٰ قُلُوبِيِّ وَإِنِّي لَا سْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةً - رواه مسلم

২২১৬. হয়রত আগার মুখানী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার হৃদয়ে মরিচা পড়ে। আর আমি ওই মরিচা পরিষ্কার করার জন্য দিনে একশত বার করে ইঙ্গেগফার করি।-মুসলিম

٢٢١٧. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا يَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةً - رواه مسلم

২২১৭. হয়রত আগার মুখানী রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে মানুষেরা! আল্লাহর কাছে তাওবা করো। আর আমি নিজেও দৈনিক একশতবার করে আল্লাহর কাছে তাওবা করি।-মুসলিম

٢٢١٨. وَعَنْ أَبِي ذِئْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيمَا يَرُوِيُّ عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّهُ قَالَ يُعَبَّادِي إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالِمُوا يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطِعْمُونِي أَطْعِمُكُمْ يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُونِي

اَكْسُكُمْ يَا عِبَادِيْ اِنْكُمْ تُخْطِبُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَإِنَّا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا
 فَسْتَعْفُرُونِيْ اَغْفِرُكُمْ يُعِبَادِيْ اِنْكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرَّيْ فَتَضْرُوْنِيْ وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِيْ
 فَتَنْقَعُونِيْ يَا عِبَادِيْ لَوْ اَنْ اُولَكُمْ وَآخِرُكُمْ وَآئِسْكُمْ وَجِنْكُمْ كَانُوا عَلَى اَتْقَى قَلْبِ
 رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِيْ مُلْكِيْ شَيْئًا يُعِبَادِيْ لَوْ اَنْ اُولَكُمْ وَآخِرُكُمْ وَآئِسْكُمْ
 وَجِنْكُمْ كَانُوا عَلَى اَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا نَفَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِيْ شَيْئًا
 يُعِبَادِيْ لَوْ اَنْ اُولَكُمْ وَآخِرُكُمْ وَآئِسْكُمْ وَجِنْكُمْ قَامُوا فِيْ صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُوْنِيْ
 فَاعْطِيْتُ كُلَّ اِنْسَانٍ مُسْتَلَتَةً مَا نَفَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِيْ اَكَمَا يَنْقُصُ الْمُخْبِطُ اِذَا
 اَدْخَلَ الْبَحْرَ يُعِبَادِيْ اِنْهَا هِيَ اَعْمَالُكُمْ اَحْصَهَا عَلَيْكُمْ ثُمَّ اُوْفِيْكُمْ اِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ
 خَيْرًا فَلَيَحْمَدِ اللَّهُ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلْوَمْنَ اَلْنَفْسَةَ - رواه مسلم

২২১৮. হ্যরত আবু যর গিফারী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
 আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব হাদীস আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে বর্ণনা করতেন তার
 একটি হলো তিনি বলেছেন যে, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, হে আমার বান্দাগণ! আমি
 আমার উপর যুলুমের কাজ করাকে হারাম করে দিয়েছি। (অর্থাৎ আমি যুলুম করা হতে
 পাক পবিত্র। যুলুম করা আমার জন্য যা, তোমাদের জন্যও তা। তাই আমি তোমাদের
 জন্যও যুলুম করা হারাম করে দিয়েছি। তাই (তোমরা একে অপরের উপর) যুলুম করো
 না। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের প্রত্যেকেই পথবর্তী। কিন্তু আমি যাকে পথ দেখাই সে-ই
 পথের সঙ্কান পায়। অতএব তোমরা আমার নিকট পথের সঙ্কান চাও। আমি তোমাদেরকে
 পথের সঙ্কান দেবো। হে আমার বান্দারা! তোমাদের প্রত্যেকেই ক্ষুধাতুর। কিন্তু আমি যাকে
 খাবার দেই সেই খাবার পায়। তাই তোমরা আমার কাছে খাবার চাও। আমি তোমাদেরকে
 খাবার দেবো। হে আমার বান্দারা। তোমাদের প্রত্যেকেই নাঞ্জ। কিন্তু আমি যাকে পোশাক
 পরাই (সেই পোশাক পরে)। তাই তোমরা আমার নিকট পোশাক চাও। আমি তোমাদেরকে
 (পোশাক) পরাবো। হে আমার বান্দারা। তোমরা রাতদিন শুনাহ করে থাকো। আর আমি
 তোমাদের সকল অপরাধ মাফ করে দেই। সুতরাং তোমরা আমার নিকট ক্ষমা চাও, আমি
 তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবো। আমার বান্দাগণ। তোমরা আমার ক্ষতিসাধন করার ক্ষমতা
 রাখো না যে, আমার ক্ষতি করবে। এভাবে তোমরা আমার কোনো উপকার করারও শক্তি
 রাখো না যে, আমার কোনো উপকার করবে। তাই হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের
 প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষ ও জিন তোমাদের সর্বাপেক্ষা পরহেয়গার ব্যক্তির হৃদয়ের
 মতো হৃদয় নিয়ে পরহেয়গার হয়ে যায়। তাও আমার সাম্রাজ্যের কিছুমাত্র বৃদ্ধি করতে
 পারবে না। আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের প্রথম ও শেষ পর্যন্ত সকল মানুষ ও জিন তোমাদের
 মধ্যে সর্বাপেক্ষা অত্যাচারী-অনাচারী ব্যক্তির হৃদয়ের মতো হৃদয় নিয়েও অত্যাচার-অনাচার
 করে। তাদের এ কাজও আমার সাম্রাজ্যের কিছুমাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি করতে পারবে না। আমার
 বান্দাগণ! যদি তোমাদের প্রথম ও শেষ পর্যন্ত সকল মানুষ ও জিন একই মাঠে দাঁড়িয়ে

একত্রে আমার কাছে চায়। আর আমি তোমাদের প্রত্যেককে তাদের চাওয়া জিনিস দান করি তাহলে তা আমার কাছে যা আছে, তার কিছুই কমাতে পারবে না। শুধু এতোখানি ছাড়া যতোখানি একটি সৈই সমুদ্রে ঝুঁকিয়ে অবার উঠিয়ে আনলে যতটুকু সমুদ্রের পানি কমায়। আমার বালাগণ! এখন বাকী রইলো তোমাদের (ভালো মন্দ) আমল। এ আমল আমি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করি। এরপর এর প্রতিদান আমি দেবো পরিপূর্ণভাবে। অতএব যে ব্যক্তি কোনো ভালো (ফল) লাভ করে সে যেনে আল্লাহর শোকর আদায় করে। আর যে মন্দ (ফল) লাভ করে সে যেনে নিজেকে ছাড়া অন্যকে তিরক্ষার না করে (কারণ তা তার নিজ হাতের অর্জন)।

٢٢١٩. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ نَّبْعَدُ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ فِيْ بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اِنْسَانًا ثُمَّ خَرَجَ يَسْأَلُ فَاتَّى رَاهِبًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ اللَّهُ تَوَّبَّهُ قَالَ لَا فَقَتَلَهُ وَجَعَلَ يَسْئَلُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ اِنْتَ قَرِيبُهُ كَذَا وَكَذَا فَادْرَكَهُ الْمَوْتُ فَنَاءٌ بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ قَاتِلُهُ اللَّهُ إِلَيْهِ هَذِهِ أَنْ تَقْرَبَ وَإِلَيْهِ هَذِهِ أَنْ تَبَاعِدِي فَقَالَ قِيسُّوا مَا بَيْتَهُمَا فَوُجِدَ إِلَيْهِ هَذِهِ أَقْرَبَ بِشِبْرٍ فَغَفَرَ لَهُ . متفق عليه

২২১৯. হযরত আবু সাইদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বনী ইসরাইলের এক ব্যক্তি নিরানববই জন মানুষ হত্যা করেছিলো। এরপর সে শরয়ী বিধান জানার জন্য এক পাত্রীর কাছে গেলো। পাত্রীকে জিজেস করলো, এমন ধরনের মানুষের জন্য তাওবার পথ আছে কি? পাত্রী বললেন, নাই। এরপর সে এ পাত্রীকেও হত্যা করলো। এভাবে সে মানুষকে অনবরত জিজেস করতে থাকলো। এক ব্যক্তি শুনে বললো, অমুক গ্রামে গিয়ে অমুককে জিজেস করো। ঠিক এ সময়েই সে মৃত্যুমুখে পতিত হলো। মৃত্যুর সময় সে ওই গ্রামের দিকে নিজের সিনাকে বাঢ়িয়ে দিলো। এরপর রহমতের ফেরেশতা ও আয়াবের ফেরেশতা পরম্পর ঝগড়া করতে লাগলো কে তার রহ নিয়ে যাবে। এ সময় আল্লাহ তাআলা ওই গ্রামকে বললেন, তুমি মৃত ব্যক্তির কাছে আসো। আর নিজ গ্রামকে বললেন, তুমি দুরে সরে যাও। এরপর আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে বললেন, তোমরা উভয় দিকের পথের দূরত্ব মেপে দেখো। মাপের পর ওই ব্যক্তিকে এ গ্রামের দিকে এক বিঘত নিকটে পাওয়া গেলো। সুতরাং তাকে মাফ করে দেয়া হলো।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : এ হাদীস হতে বুঝা গেলো তাওবার জন্য খালেস নিয়তে অগ্রসর হলে আল্লাহর রহমতও প্রস্তুত হয়। শুনাই মাফ করাবার জন্য অনুত্তম মনে খালেসভাবে আল্লাহর দিকে এগুলে বড় বড় শুনাহগারকেও আল্লাহ মাফ করে দিতে পারেন।

২২২০. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ بِذَنْبِهِمْ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ . رواه مسلم

২২২০. হ্যরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর কসম! যদি তোমরা গুনাহ না করতে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে সরিয়ে এমন জাতিকে সৃষ্টি করতেন। যারা গুনাহ করতো ও আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা চাইতো। আর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন।—মুসলিম

ব্যাখ্যা : গুনাহ খাতা করার অবকাশ মানুষের জন্য রয়েছে। মানুষের জন্য তা করা প্রকৃতিগত ভাবেই সম্ভব। কিন্তু ফেরেশতাদের জন্য এ অবকাশই নেই। তাঁদের প্রকৃতিতেই গুনাহ খাতা করার বৈশিষ্ট নেই। আল্লাহ গুনাহ খাতা করার পর ‘মাফ’ চাওয়াকে খুবই পছন্দ করেন। এ হাদীসে ‘মাফ’ চাওয়াকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তাই একথা বলা হয়েছে।

وَعَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيْرُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيْرُ اللَّيْلِ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ।—رواه مسلم

২২২১. হ্যরত আবু মুসা আশ্বারী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রাতে আল্লাহ তাআলা নিজের হাত বাড়িয়ে দেন। যাতে দিনের বেলায় গুনাহকারীর তাওবা করুল করতে পারেন। আবার দিনের বেলায় তিনি তার হাত বাড়িয়ে দেন, যাতে রাতের বেলায় গুনাহকারীর তাওবা গ্রহণ করতে পারেন। এভাবে তিনি যতোদিন না পঞ্চিম দিকে সূর্য উদিত হয় হাত প্রসারিত করতে থাকবেন।—মুসলিম

ব্যাখ্যা : হাত বাড়িয়ে দেয়া অর্থাৎ বাদ্দাহর গুনাহখাতা মাফ করে দেবার জন্য তাওবাকারীকে তিনি খুঁজেন। সূর্য পঞ্চিম দিকে উদিত হওয়া অর্থ কিয়ামত পর্যন্ত।

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ।—متفق عليه

২২২২. হ্যরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বাদ্দাহ গুনাহ করার পর যদি তা স্বীকার করে (অনুতঙ্গ হয়) আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়। আল্লাহ মাফ করে দেন।—বুখারী, মুসলিম

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ।—رواه مسلم

২২২৩. হ্যরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি পঞ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হবার (কিয়ামত) আগে তাওবা করবে। আল্লাহ তাআলা তার তাওবা করুল করবেন।—মুসলিম

وَعَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلَّهِ أَشَدُ فَرَحَةً بِتَوْبَةِ عَبْدٍ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ رَاحِلَتُهُ بَارْضٌ فَلَأَهُ فَأَنْقَلَتْهُ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامٌ وَشَرَابٌ فَأَيْسَ

مِنْهَا فَأَتَى سَجَرَةً فَاضْطَبَعَ فِي ظِلِّهَا قَدْ أَيْسَ مِنْ رُاحْلَتِهِ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ اذْ هُوَ
بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ فَأَخْذَ بِخَطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرْجِ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَإِنَّ رَبِّكَ
أَخْطَأً مِنْ شِدَّةِ الْفَرْجِ . روah مسلم

২২৪. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা তার বান্দার তাওবা করায় খুবই খুশী হন। যখন সে তার কাছে তাওবা করে। (আল্লাহর এ খুশী) এই ব্যক্তির খুশীর চেয়ে অধিক যে ব্যক্তির আরোহণের বাহন গভীর বনজঙ্গলে তার কাছ থেকে ছুটে পালায়। আর এ বাহনের উপর আছে তার থাবার ও পানীয়। এ কারণে সে হতাশ-নিরাশ হয়ে পড়ে। এরপর একটি গাছের কাছে এসে সে গাছের ছায়ায় শয়ে পড়ে। তার আরোহণের বাহন সম্পর্কে সে একেবারেই নিরাশ। এ অবস্থায় সে হঠাৎ দেখে, বাহন তার কাছে এসে দাঁড়ানো। সে বাহনের শাগাম ধরে আর আনন্দে উঘেলিত হয়ে বলে উঠে, হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা। আর আমি তোমার প্রতু। সে ভুল করে আনন্দের আতিশয়ে।—মুসলিম

২২৫. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَبْدًا أَذْتَبَ ذَنْبًا فَقَالَ رَبِّي أَذْنَبْتُ
فَاغْفِرْهُ فَقَالَ رَبِّهِ أَعْلَمُ بِعَبْدِي أَنْ لَهُ رَبٌّ يُغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفْرَتُ لِعَبْدِي ثُمَّ
مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَذْتَبَ ذَنْبًا قَالَ رَبِّي أَذْنَبْتُ ذَنْبًا فَاغْفِرْهُ فَقَالَ أَعْلَمُ بِعَبْدِي أَنْ لَهُ
رَبٌّ يُغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفْرَتُ لِعَبْدِي ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَذْتَبَ ذَنْبًا قَالَ
رَبِّي أَذْنَبْتُ ذَنْبًا أَخْرَى فَاغْفِرْ لِي فَقَالَ أَعْلَمُ بِعَبْدِي أَنْ لَهُ رَبٌّ يُغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ
غَفْرَتُ لِعَبْدِي فَلَيَفْعَلْ مَا شَاءَ . متفق عليه

২২৫. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো বান্দা অপরাধ করে যদি বলে, ‘হে রব’! আমি অপরাধ করে ফেলেছি। তুমি আমার এই অপরাধ মাফ করে দাও। আল্লাহ তাআলা তখন বলেন, হে (আমার ফেরেশতাগণ!) আমার বান্দা কি জানে, তার একজন ‘রব’ আছেন? যে ‘রব’ অপরাধ ক্ষমা করেন অথবা (এর জন্য) তাকে শাস্তি দেন? তোমরা (সাক্ষী) আমি তাকে মাফ করে দিলাম। এরপর যতোদিন আল্লাহ চাইবেন সে নিরপরাধ রইলো। তারপর আবার সে অপরাধ করলো ও বললো, ‘হে রব’! আমি আবার অপরাধ করেছি। আমার এ অপরাধ মাফ করো। আল্লাহ তাআলা তখন বলেন, আমার বান্দা কি জানে, তার একজন ‘রব’ আছেন যে রব অপরাধ ক্ষমা করেন অথবা এরজন্য শাস্তি দেন। আমি আমার বান্দাকে মাফ করে দিলাম। অতপর আল্লাহ যতোদিন চাইলেন, সে কোনো অপরাধ না করে থাকলো। এরপর সে আবারও অপরাধ করলো এবং বললো, হে রব। আমি আবার অপরাধ করেছি। তুমি আমার এই অপরাধ ক্ষমা করো। আল্লাহ তাআলা তখন বলেন, আমার বান্দাকি জানে, তার একজন রব আছেন, যে রব অপরাধ ক্ষমা করেন অথবা অপরাধের জন্য শাস্তি দেন? আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করলাম। সে যা চায় করুক।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : ‘সে যা চায় করুক’। বাক্যটি দ্বারা আল্লাহর উদারতা, মহত্বতা ও ক্ষমাশীলতার প্রমাণ করা হয়েছে। অর্থাৎ বান্দা যদি অপরাধ করে তা স্বীকার করে অনুত্পন্ন হয়ে ক্ষমা চায়, আল্লাহ ক্ষমা করবেন। যতবড় অপরাধ সেই করুক না কেনো ?

٢٢٢٦. وَعَنْ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَثَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لِفَلَانِ وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ مَنْ ذَا الَّذِي يَتَالِى عَلَى إِنِّي لَا أَغْفِرُ لِفَلَانِ فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفَلَانِ وَأَجْبَطْتُ عَمَلَكَ أَوْ كَمَا قَالَ . رواه مسلم

২২২৬. হয়রত জুন্দুব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এক ব্যক্তি বললো আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তাআলা অযুক ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ তাআলা তখন বলেছেন। এমন কে আছে যে আমাকে কসম দিতে পারে? (বা আমার নাম ধরে কসম করতে পারে) আমি অযুককে ক্ষমা করবো না। যাও আমি আমার এ বান্দাকে মাফ করে তোমার আমল নষ্ট করে দিলাম। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি একপ অথবা অনুরূপ বলেছেন।—মুসলিম

٢٢٢٧. وَعَنْ شَدَادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ الْأَسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا أَسْتَطَعْتُ أَغْوِيْتُكَ مِنْ شَرٍّ مَا صَبَغْتُ أَبْوَءُ لَكَ بِنَعْمَتِكَ عَلَى وَآبَوِي بِذَنْبِي فَاغْفِرْلِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ قَالَ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُؤْقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمٍ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُبْقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ . رواه البخاري

২২২৭. হয়রত শাদাদ ইবনে আওস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সাইয়েদুল ইসতেগফার (অর্থাৎ গুনাহ মাফ চাওয়ার শ্রেষ্ঠ দোয়া) তোমার এভাবে পড়বে, “আল্লাহম্যা আনতা রাবী। সাইলাহা ইল্লা আনতা খালকতনী, ওয়া আনা আবদুকা, ওয়া আনা আলা আহদিকা, ওয়া ওয়াদিকা মাসতাতাতু, আউযুবিকা মিন শাররি মা সানাতু, আবুট লাকা বিনি'মাতিকা আলাইয়া, ওয়া আবুট বিজারি ফাগফিরলী, ফাইল্লাহ লা ইয়াগফিরজ্জুনুবা ইল্লা আনতা। “আল্লাহ! তুমি আমার প্রভু, তুমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই; তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো, আমি তোমার বান্দা; আমি আমার সাধ্যানুযায়ী তোমার চুক্তি ও অঙ্গীকারের উপরে আছি। আমি আমার কৃতকার্যের মন্দ পরিণাম থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আমি স্বীকার করি আমার প্রতি তোমার দানকে এবং স্বীকার করি আমার অপরাধকে। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করো। কেননা, তুমি ছাড়া অপরাধরাশি ক্ষমা করার আর কেউ নেই। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি এ সাইয়েদুল ইসতেগফারের উপর বিশ্বাসস্থাপন করে দিনে খালেস দিলে পড়বে আর সক্ষ্যার আগে মৃত্যুবরণ করবে সে ব্যক্তি জান্নাতবাসী হবে। আর যে ব্যক্তি এই দোয়া রাতে পড়বে আর সকাল হবার আগে মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতবাসী হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

২২২৮. عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى بِأَبْنَادِمَ إِنَّكَ مَادِعَوْتِنِي وَرَجَوْتِنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيهِ وَلَا أَبَالِيْ يَا ابْنَادِمَ لَوْبَلَغْتَ ذُنُوبِكَ عَنَّا نَسِيَّاً ثُمَّ اسْتَغْفِرْتِنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أَبَالِيْ يَا ابْنَادِمَ إِنَّكَ لَوْلَقِيتِنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَاً ثُمَّ لَقِيتِنِي لَا تُشْرِكَ بِنِي شَيْئًا لَا تَبِعْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً - رواه الترمذى و رواه أَخْمَدُ وَالْبَارِمِيُّ عَنْ أَبِي ذِرٍّ وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

২২২৮. হ্যরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, হে বনী আদম! তুমি যে পর্যন্ত আমাকে ডাকবে ও ক্ষমার আশা পোষণ করবে, তোমার অবস্থা যা-ই হোক না কেনো, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেবো, আমি কারো পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান! তোমার অপরাধ যদি আকাশ পর্যন্ত গিয়ে পৌছে। এরপুর তুমি আমার কাছে মাফ চাও, আমি তোমাকে মাফ করে দেবো। (এ ব্যাপারে) আমি কারো পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান! তুমি যদি পৃথিবীসম অপরাধ নিয়েও আমার সাথে সাক্ষাত করো এবং আমার সাথে কাউকে শরীক না করে সাক্ষাত করো, আমি পৃথিবীসম ক্ষমা নিয়ে তোমার কাজে উপস্থিত হবো।-তিরিমিয়ী। আহমাদ ও দারেমী আবু যর হতে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরিমিয়ী বলেন, হাদীসটি হাসান গরীব।

২২২৯. وَعِنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ عَلِمَ أَنِّي دُوْ
قُدْرَةٌ عَلَى مَغْفِرَةِ الذُّنُوبِ غَفَرْتُ لَهُ وَلَا أَبَالِيْ مَالِمَ يُشْرِكُ بِنِي شَيْئًا .

رواہ فی شرح السنۃ

২২৩০. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, যে জানে আমি শুনাই মাফ করে দেবার মালিক। আমি তাকে মাফ করে দেবো।-এ ব্যাপারে আমি কারো পরোয়া করি না। যে পর্যন্ত সে কাউকে আমার সাথে শরীক না করবে।-শারহস সুন্নাহ

২২৩১. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَزَمَ الْإِسْتَغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ
مُّخْرِجًا وَمِنْ كُلِّ هِمَّ فَرَجًَا وَرِزْقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ . رواه أَخْمَد وَابْنِ دَاؤِد وَابْنِ مَاجَة

২২৩০. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ক্ষমা চাওয়াকে নিজের জন্য অবশ্যত্বাবী করে নেয়, আল্লাহ তাআলা তার জন্য প্রত্যেক সংক্রিতা হতে বের হয়ে আসার পথ খুলে দেন। প্রত্যেক দুচিত্তা হতে মুক্ত করেন। আর তাকে এমন জায়গা হতে রিয়িক দান করেন যা সে ভাবতেও পারেন।-আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ।

২২৩১. وَعَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَصَرَّ مِنِ اسْتَغْفِرَ وَأَنِ
عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً . رواه الترمذى وابو داؤد

২২৩১. হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দিনে সত্ত্ব বার করে একই শুনাহ করার পরও যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে এই শুনাহর জন্য ক্ষমা চাইবে, সে যেনে বাস্তব ক্ষেত্রে এই শুনাহ বার বার আরেনি।-তিরমিয়ী ও আবু দাউদ।

ব্যাখ্যা ৪ অর্থাৎ যে ব্যক্তি বার বার শুনাহ করে লজ্জিত হয় ও আল্লাহর কাছে এজন ক্ষমা ভিক্ষা করে আল্লাহ তাকে বার বারই ক্ষমা করে দেন। সে যেনে কোনো শুনাহই করেনি। যতান্তের প্রোচনায় বার বার একই শুনাহ করার পরও আল্লাহর কাছে মাফ চাইতে হবে। আল্লাহ মাফ করে দেবেন। তবে মাফ চাওয়ার সময় এ শুনাই আর করবেন না এমন দৃঢ় মনোভাব পাষণ করতে হবে।

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَّخَيْرُ الْخَاطَّاءِ
التَّوَابُونَ - رواه الترمذى وابن ماجة والدارمى

২২৩২. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক বনী আদমই অপরাধী। আর উভয় অপরাধী হলো সে ব্যক্তি য (অপরাধ করে) তাওবা করে।-তিরমিয়ী, ইবনে মাজাহ, দারেমী।

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُكْثَةُ
سَوْدَاءً فِي قَلْبِهِ قَاتِلَ تَابَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِّلَ قَلْبُهُ وَإِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّى تَعْلُوْ قَلْبَهُ
فَذِلِّكُمُ الرَّأْيُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى كَلَّا بَلْ سَكَرَ رَأَى عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
- رواه احمد والترمذى وابن ماجة وقال الترمذى هذا حديث حسن صحح

২২৩৩. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুমিন বান্দা অপরাধ করলে তার দিলে একটি কালো দাগ ডে। তারপর সে ব্যক্তি তাওবা করলে (ও আল্লাহর কাছে) ক্ষমা চাইলে, তার দিল পরিষ্কার যে যায় (কালো দাগ থাকে না)। যদি শুনাহ বেশি হয় তাহলে কালো দাগও বেশি হয়। তারপর তা তার দিলকে ছেয়ে ফেলে। এটাই সেই মরিচা যার কথা কুরআনে পাকে আল্লাহ আলা বলেছেন, “কাল্লা বাল রানা আলা কুল্বিহিম, মাকানু ইয়াক সিরুনা” অর্থাৎ এটা বশ্যই নয় বরং তাদের দিলের উপর শুনাহর মরিচা লেগে গেছে। যা তারা বরাবরই আমাই করেছে।-সুরা আল মুতাফফিফীন।-আহমাদ, তিরমিয়ী, ইবনে মাজাহ। ইমাম চরমিয়ী বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

وَعَنْ أَبْنَى عَمْرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَقْبِلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَالِمْ يُغَرِّغِ
- رواه الترمذى وابن ماجة

২২৩৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ আল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দার প্রাণ (ক্রহ) ওষ্ঠাগত নায়, নিচ্যই আল্লাহ তার তাওবা করুল করেন।-তিরমিয়ী, ইবনে মাজাহ।

٢٢٣٥. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ وَعِزْتِكَ يَا رَبِّ لَا
أَبْرُخُ أَغْوَى عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ فَقَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزْتِي
وَجَلَالِيْ وَارْتِفَاعَ مَكَانِيْ لَا زَالَ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفِرُونِيْ . رواه احمد

২২৩৫. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শয়তান আল্লাহ তাআলার কাছে বললো, তোমার ইয্যতের
কসম হে পরওয়ারদিগারে আলাম। আমি তোমার বান্দাদেরকে সব সময় শুমরাহ করতে
থাকবো, যতোদিন পর্যন্ত তাদের দেহে তাদের রহ থাকবে । (শয়তানের একথা শুনে) আল্লাহ
তাআলা বললেন, আমার ইয্যত আমার মর্যাদা ও আমার সুউচ অবস্থানের কসম!
(গুনাহ করার পর) আমার বান্দা যতোক্ষণ পর্যন্ত আমার কাছে ক্ষমা চাইতে থাকবে । আমি
সবসময় তাদেরকে ক্ষমা করতে থাকবো ।-আহমাদ

٢٢٣٦. وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَالٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ
بِالْمَغْرِبِ بَابًا عَرْضَهُ مَسِيرَةً سَبْعِينَ عَامًا لِلتُّورِيَّةِ لَا يَغْلُقُ مَالَمْ تَطْلُعُ الشَّمْسُ مِنْ
قِبِيلِهِ وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ أَيَّاتِ رِبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ
تَكُنْ أَمَنَّ مِنْ قَبْلُ . رواه الترمذى وابن ماجة

২২৩৬. হযরত সাফওয়ান ইবনে আসমাল রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা তাওবা করুলের জন্য পঞ্চম দিকে
একটি দরজা খুলে রেখেছেন । এ.দরজার প্রশংসিত সন্তুর বছরের পথ । পঞ্চম দিকে সূর্য উদিত না
হওয়া পর্যন্ত এ দরজা বন্ধ করা হবে না (অর্থাৎ পঞ্চম দিকে সূর্য উদয় হলে তাওবা করুল হবে
না) । আর এ অর্থই হলো আল্লাহ তাআলার এ বাণী : “ইয়া ওমা ইয়াতি বা’জু আয়াতি রাবিকা,
লা ইয়ানফাউ নাফসান ইয়ানুহা, লাম তাকুন আমানাত মিন কাবুলু” অর্থাৎ যেদিন তোমার
'রবের' (কিয়ামতের) কোনো বিশেষ নির্দশন এসে পৌছবে, সেদিন (কেউ ইয়ান আনলে) তার
এ ইয়ান কোনো কাজে আসবে না । যে ব্যক্তি এ নির্দশন আসার আগে ইয়ান আনেনি ।
(আনআম ১৫৮) ।-তিরায়ী, ইবনে মাজাহ

ব্যাখ্যা ৪ 'কোনো এক নির্দশন' অর্থ কিয়ামতের নির্দশনসমূহের কোনো একটি । এখানে
পঞ্চম দিকে সূর্য উদয় হওয়ার কথা বলে কিয়ামতের নির্দশনের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে ।

٢٢٣٧. وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَنْقِطُ الْهِجْرَةَ حَتَّى تَنْقِطِ التُّورِيَّةَ
وَلَا تَنْقِطِ التُّورِيَّةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا . رواه احمد وابو داود والدارمي

২২৩৭. হযরত মুআবিয়া রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হিজরাতের ধারাবাহিকতা বন্ধ হবে না, তাওবার দরজা বন্ধ না
হওয়া পর্যন্ত । আর তাওবার দরজা বন্ধ হবে না, সূর্য পঞ্চমাকাশে উদিত না হওয়া পর্যন্ত ।

-আহমাদ, আবু দাউদ ও দারেমী

ব্যাখ্যা : হিজরতের ব্যাপক অর্থ। এখানে কুফৱী হতে ঈমান ও গুনাহ হতে সওয়াবের দিকে প্রত্যাবর্তন করাকে হিজরত বুঝানো হয়েছে।

۲۲۳۸. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَجُلَيْنِ كَانَا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ مُتَحَابِيْنَ أَحدهُمَا مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ وَالآخَرُ يَقُولُ مُذْنِبٌ فَجَعَلَ يَقُولُ أَقْصَرُ عَمَّا أَنْتَ فِيهِ فَيَقُولُ خَلِينِي وَرَبِّي حَتَّى وَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبٍ نِإِنْ اسْتَعْظُمْهُ فَقَالَ أَقْصَرُ فَقَالَ خَلِينِي وَرَبِّي أَبْعَثْتَ عَلَيَّ رَقِيبًا فَقَالَ وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لِكَ أَبْدًا وَلَا يُدْخِلُكَ الْجَنَّةَ فَبَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِمَا مَلَكًا فَقَبَضَ أَرْوَاحَهُمَا فَاجْتَمَعَا عِنْدَهُ فَقَالَ لِلْمُذْنِبِ ادْخُلِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي وَقَالَ لِلْأَخْرِي اسْتَطِعْ إِنْ تَعْظِرَ عَلَى عَبْدِي رَحْمَتِي فَقَالَ لَا يَا رَبِّ قَالَ اذْهِبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ . رواه احمد

২২৩৮. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বনী ইসরাইলের দু' ব্যক্তি পরম্পর বঙ্গু ছিলো। এদের একজন ছিলো বড় আবেদ আর অন্যজন নিজেকে গুনাহগার বলতো। আবেদ তাকে বলতো, তুমি যেসব কাজে লিঙ্গ আছো সেসব কাজ হতে ফিরে এসো। গুনাহগার বলতো, আমাকে আমার 'রবের' কাছে ছেড়ে দাও। এরপর একদিন আবেদ ব্যক্তি গুনাহগার ব্যক্তিকে এমন একটি বড় গুনাহের কাজে লিঙ্গ পেলো, যা তার কাছে খুবই শুরুতর বলে মনে হলো। সে বললো, বিরত থাকো। সে বললো, আমাকে আমার 'রবের' কাছে ছেড়ে দাও। তোমাকে কি আমার জন্য পাহারাদার নিয়োগ করে পাঠানো হয়েছে? আবেদ ব্যক্তি বললো, আল্লাহর কসম! তোমাকে কখনো আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। এরপর আল্লাহ তাআলা তাদের নিকট একজন ফেরেশতা পাঠালেন। সেই ফেরেশতা তাদের উভয়ের রাহ কব্য করলো। তারা উভয়েই আল্লাহর দরবারে একত্র হলো। গুনাহগার ব্যক্তিকে আল্লাহর বললেন, আমার অনুকম্পায় তুমি জান্নাতে প্রবেশ করো। আর আবেদ ব্যক্তিকে বললেন, তুমি কি আমাকে আমার বান্ধাহর প্রতি অনুকম্পা করতে বাধা দিতে পারো? সে বললো, 'না, হেরব'। তখন আল্লাহর বললেন, একে জাহানামের দিকে নিয়ে যাও।—আহমাদ

ব্যাখ্যা : গুনাহগার ব্যক্তি গুনাহ করলেও নিরহংকার ছিলো। আল্লাহর রহমতের আশা করতো। আর আবেদ ব্যক্তি নিজের নেককাজ ও ইবাদাতের জন্য অহংকার বোধ করতো। গুনাহগারকে আল্লাহ মাফ করবেন না বলে শাসাতো। ইবাদাতের উপর তার নির্ভরশীলতা ছিলো, আল্লাহর রহমতের উপর নয়। এ হাদীসে আল্লাহর রহমত ও অনুকম্পার প্রতি বেশি আস্থাশীল হওয়ার জন্য অনুপ্রেরণা ঘূণিয়েছে।

۲۲۳۹. وَعَنْ أَسْنَاءَ بْنِ زَيْنَدَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِأَيْدِيَ الْذِينِ أَسْرَوْهُ عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا وَلَا يُبَالِي - رواه احمد والترمذি وقال هذا حديث حسن غريب وفي شرح السنّة يَقُولُ بَدَلْ يَقْرَأُ

২২৩৯. হযরত আসমা বিনতে ইয়ায়ীদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরআনে কারীমের এ আরাত পড়তে শুনেছি, “ইয়া ইবাদিয়াল্লাজিনা আস্রাফু আলা আনফুসিহিম লা তাকনাতু মিরু রাহমাতিল্লাহ, ইন্নাল্লাহাহ ইয়াগফিরুয জুনুবা জামিআ” অর্থাৎ ওইসব বান্দারা যারা নিজেদের উপর শুনাহ করার মাধ্যমে বাড়াবাড়ি করেছে। আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ে না। নিচ্যই আল্লাহ তাআলা সকল শুনাহ মাফ করে দেন।—সূরা আয় যুমার : ৫৩

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আর এ ব্যাপারে আল্লাহ কারো পরোওয়া করেন না।—আহমাদ, তিরমিয়ী বলেন, এ হাদীস হাসান ও গুরীব।

২২৪০. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا لِلَّمَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ تَغْفِرْ جَمِّا وَأَيْ عَبْدٍ لَكَ لَا أَلْمًا . رواه الترمذى و قال هذا حديث حسن صحيح ”غريب“

২২৪০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আকবাস রাঃ আল্লাহর কালামের এ বাণী, ‘ইল্লাল্লাহামামা’ অর্থাৎ “সগীরা শুনাহ” ছাড়া সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ! যদি তুমি মাফ করো, মাফ করো বড়ো শুনাহ। কারণ এমন কোনো বান্দাহ আছে কি, যে সগীরা শুনাহ করেনি।—তিরমিয়ী। তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান।

الذينَ يَأْتِيُونَ بِالْحَقِيقَةِ هُمُ الْمُصْلِحُونَ
২২৪১. وَعَنْ أَبِي ذِئْرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى يَعِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌ
إِلَّا مَنْ هَدَيْتُ فَإِنَّمَا الْهُدَى هُدًى نَّارٍ
أَرْزُقُكُمْ وَكُلُّكُمْ مُذْنِبٌ إِلَّا مَنْ عَافَيْتُ فَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ أَنَّهُ دُوْقُدْرَةٌ عَلَى الْمَغْفِرَةِ
فَاسْتَغْفِرْنِي غَفَرْتُ لَهُ وَلَا أَبْلِي وَلَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَجِئْكُمْ وَمِتْكُمْ وَرَطِبْكُمْ
وَيَابِسْكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْقِي قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي مَازَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي جَنَاحَ
بَعْوَضَةٍ وَلَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَجِئْكُمْ وَرَطِبْكُمْ وَيَابِسْكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَى
أَشْقِي قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي جَنَاحَ بَعْوَضَةٍ وَلَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ
وَآخِرَكُمْ وَجِئْكُمْ وَمِتْكُمْ وَرَطِبْكُمْ وَيَابِسْكُمْ اجْتَمَعُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَالَ كُلُّ انسانٍ
مِنْكُمْ مَا بَلَغَتْ أَمْنِيَّتُهُ فَاعْطَيْتُ كُلَّ سَائِلٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي إِلَّا كَمَا

لَوْاَنْ أَحَدُكُمْ مَرْ بِالْبَحْرِ فَعَمَسَ فِيهِ ابْرَهُ ثُمَّ رَفَعَهَا ذُلْكَ بَانِيْ جَوَادُ مَاجِدٌ أَفْعَلَ أُرِيدُ عَطَانِيْ كَلَامٌ وَعَذَابِيْ كَلَامٌ إِنَّمَا أَمْرِيْ لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُ - رواه احمد والترمذى وابن ما

২২৪১. হযরত আবু যার রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার বান্দাগণ ! তোমাদের সকলেই হারা, তারা ছাড়া যাদের আমি পথের সঙ্কান দিয়েছি । তাই তোমরা আমার কাছে পথের দান চাও, আমি তোমাদেরকে পথের সঙ্কান দেবো । তোমাদের সকলেই অভাবগত্ত তারা দ্বা আমি যাদেরকে অভাব মুক্ত করেছি । তাই তোমরা আমার কাছে চাও । আমি তোমাদেরকে যেক দান করবো । তোমাদের সকলেই অপরাধী । তারা ছাড়া যাদেরকে আমি নিরাপদে খেছি । তাই তোমাদের যে বিশ্বাস করে আমি ক্ষমা করে দেবার শক্তি রাখি, সে যেনো যার কাছে ক্ষমা চায় । আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো । (এব্যাপারে) আমি কারো পারোয়া করি । যদি তোমাদের প্রথম ও শেষ পর্যন্ত, তোমাদের জীবিত ও মৃত তোমাদের কঁচা ও শনো (শিশ ও বৃন্দ) সকলেই আমার বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়া সম্পন্ন ব্যক্তির হয়ের মত হৃদয় হয়ে যায় এটা হবে আমার সাম্রাজ্যের একটি মাছির পালক সমানও দ্বাতে পারবে না । আর যদি তোমাদের প্রথম ও শেষ, জীবিত ও মৃত কঁচা ও শনো সকলেই আমার বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হতভাগ্য ব্যক্তির হৃদয়ের মতো এক হৃদয় য যায়, তাও আমার সাম্রাজ্যের একটি মাছির পালক পরিমাণও কমাতে পারবে না । মাদের প্রথম ও শেষ, জীবিত ও মৃত, কঁচা ও শনো সকলেই যদি এক প্রান্তেরে জমা হয়, পর তোমাদের প্রত্যেকে তার কামনা অনুযায়ী আমার কাছে চায় । আর আমি তোমাদের ত্যক প্রার্থনাকারীকে দান করি । তা আমার সাম্রাজ্যে কিছুমাত্র কমাতে পারবে না । মাদের কেউ যেমন সমুদ্রের কাছে গিয়ে যদি ওতে একটি সূই ডুবিয়ে তা ওঠায় (তাতে সমুদ্রের নি কি করবে) ? এর কারণ হলো, অমি বড়ো দাতা—উদার মনের দাতা ; আমি যা চাই, তাই রি । আমার দান হলো আমার কালাম মাত্র । আমার শাস্তি হলো, আমার হস্তুম মাত্র । আর মি কোনো কাজ করতে চাইলে শুধু বলি, হয়ে যাও, অমনি তা হয়ে যায় ।

-আহমাদ, তিরিমিয়ী ও ইবনে মাজাহ ।

وَعَنْ أَنَسِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَرَأَ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ قَالَ وَرِئُكُمْ أَنَا أَهْلٌ أَنْ أَتْقَنِيْ فَمَنْ أَتْقَانِيْ فَأَنَا أَهْلٌ أَنْ أَغْفِرَ لَهُ ২২৪২ - رواه الترمذى وابن ماجة والدار

২২৪২. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ত বর্ণনা করেন যে, একবার তিনি এ আয়াত, “হ্যাঁ আহলুত তাকওয়া ওয়া আহলুল গফিরাহ” (অর্থাৎ আল্লাহ হলেন, ভয় করার যোগ্য ও মাগফিরাত করার মালিক) পড়লেন । নি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলেন, তোমাদের রব লুন, আমি লোকের ভয় করার যোগ্য । তাই যে আমাকে ভয় করলো, তাকে আমি ক্ষমা র দেবার মালিক ।—তিরিমিয়ী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী ।

٢٢٤٣. وَعَنْ أَبْنَىْ عُمَرَ قَالَ إِنْ كُنَّا لَنَعْدُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَجْلِسِ يَقُولُ رَبِّ اغْفِرْنِيْ وَتُبْ عَلَىْ أَنْكَ أَنْتَ التُّوَابُ الْغَفُورُ مِائَةً مَرَّةً ۔ روہ احمد والترمذی وابو داؤد وابن ماجہ

২২৪৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একই মজলিসে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম-এর ইসতেগফার একশত বার গণতাম। তিনি বলতেন, ‘রাবিবগফিরলী ওয়াতুব আলাইয়া ইন্নাকা আনতাত তাওয়াবুল গাফুর’ অর্থাৎ হে রব! তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আমার তাওবা কবুল করো। কারণ তুমি তাওবা কবুলকারী ও ক্ষমাশীল।—আহমাদ, তিরমিয়ী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ।

২২৪৪. وَعَنْ يَلَالِ بْنِ يَسَارٍ بْنِ زَيْدٍ مُوْلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ جَدِّيْ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مِنْ قَالَ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِيْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيْوُمُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ غُفْرَانَهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ ۔ روہ الترمذی وابو داؤد لক্তে عند أبی داؤد هلال بن یسار و قال الترمذی هذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

২২৪৪. -হযরত বেলাল ইবনে ইয়াসার ইবনে যায়েদ রাঃ (রাসূলের আযাদ করা গোলাম) বলেন, আমার পিতা আমার দাদার বরাত দিয়ে বলেন, আমার দাদা যায়েদ বলেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামকে বলতে শুনেছেন। যে ব্যক্তি “আসতাগ-ফিরুজাহাল্লাজী লা ইলাহা ইল্লা হাইয়ুল কাইয়ুম ওয়া আতুবু ইলাইহি” বললো, আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করবেন, যদি সে যুক্তের সারি হতেও পালিয়ে এসে থাকে। -তিরমিয়ী, আবু দাউদ। তবে আবু দাউদ বলেন, হাদীসে বর্ণনাকারীর নাম হলো হেলাল ইবনে ইয়াসার। -তিরমিয়ী বলেন, হাদীসটি গরীব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

২২৪৫. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لِيَرْفَعَ الدَّرْجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ يَا رَبِّيْ أَنِّي لِيْ هَذِهِ فَيَقُولُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدَكَ لَكَ ۔ روہ احمد

২২৪৫. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা জাল্লাতে তার কোনো সালেহ বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেবেন। এ অবস্থা দেখে সে সালেহ বান্দা বলবে, হে রব! এ মর্যাদা আমার ? আল্লাহ তাআলা তখন বলবেন, তোমার জন্য তোমার সম্মানদের মাগফিরাত কামনা করার কারণে।—আহমাদ

২২৪৬. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا الْمَيْتُ فِي الْقَيْمَلِ لِأَمْشِكَاتِ ۔

كالغرِيق المُتَغَرِّثُ يَنْتَظِرُ دُعَوةً تَلْحَقُهُ مِنْ أَبٍ أَوْ أُمٍّ أَوْ أخٍ أَوْ صَدِيقٍ فَإِذَا لَحِقَهُ
كَانَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُدْخِلَ عَلَى أَهْلِ الْقُبُورِ مِ
دُعَاءً أَهْلِ الْأَرْضِ أَمْثَالَ الْجِبَالِ وَأَنَّ هَدِيَّةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الْاسْتِغْفَارُ لَهُمْ .
رواه البهقي في شعب الایام

٢٢٤٦. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিচয়ই মৃত ব্যক্তি পানিতে পতিত ব্যক্তির তো সাহায্যপ্রার্থী। সে তার পিতা-মাতা, ভাই-বন্ধুর দোআ পৌছার অপেক্ষায় থাকে। আর কাছে যতক্ষণ এ দোআ পৌছে, তখন তার কাছে গোটা দুনিয়া ও দুনিয়ার সকল জিনিস অপেক্ষা এ দোআ বেশি প্রিয় হয়। আল্লাহতাআলা দুনিয়াবাসীদের দোআয় কবরবাসীদেরকে আহাড়সম রহমত পৌছান। মৃত ব্যক্তিদের জন্য হাদিয়া হলো জীবিতদের পক্ষ থেকে তাদের জন্য ক্ষমা চাওয়া।—বায়হাকী শোআবুল ঈমান,

٢٤٧. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُشْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَوْبٌ لِمَنْ وَجَدَ فِ
صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا . روah ابن ماجة وروى النساء في عمل يوم وليلة .

٢٢٤٧. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুসর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সৌভাগ্যবান হবে সেই ব্যক্তি, যার আমলনামায় শ্মা চাওয়া বেশি পাওয়া যাবে।—ইবনে মাজা। আর নাসাফি তার কিতাবে বর্ণনা করেছেন, আমালু ইয়াওমিন ওয়া লাইলাতিন।

٢٤٨. وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الْذِينَ إِذَا أَخْسَنْتُ
إِسْتَبْشِرُوا وَإِذَا أَسَأْتُ اسْتَغْفِرُوا . روah ابن ماجة والبهقي في الدعوات الكبير

٢٢٤٨. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, হে আল্লাহ! যখন যারা ভালো কাজ করে খুশী হয় ও মন্দ কাজ করে অফ চায়। আমাকে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত করো।—ইবনে মাজাহ, বায়হাকী।

٢٤٩. وَعَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ حَدِيثَيْنِ أَحَدُهُمَا عَ
রَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْأَخْرُ عَنْ نَفْسِهِ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرِيْ ذُنُوبَهُ كَانَهُ قَاعِدًا تَحْتَ جَبَّ
بَخَافُ أَنْ يَقْعُ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرِيْ ذُنُوبَهُ كَذِبَابٍ مَرَّ عَلَى إِنْفِهِ قَالَ بِهِ هَكَذَا إِنَّ
بِيْدِهِ قَدَّيْهُ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُ أَفْرَحُ بَتْوَيْهِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ
مِنْ رَجُلٍ تَزَلَّ فِي أَرْضٍ دَوِيَّةٍ مُهْلِكَةٍ مَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ فَوَضَّ
رَأْسَهُ فَنَامَ نَوْمَهُ فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ فَطَلَبَهَا حَتَّى إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَ

وَالْعَطْشُ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ ارْجِعُ إِلَى مَكَانِي الَّذِي كُنْتُ فِيهِ فَإِنَّمَا حَتَّى أَمُوتُ فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى سَاعِدِهِ لِيَمُوتَ فَاسْتَيْقِظْ فَإِذَا رَأَحْلَتْهُ عِنْدَهُ عَلَيْهَا زَادَهُ وَشَرَابُهُ فَاللَّهُ أَشَدُ فَرْحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا بِرَاحْلَتِهِ وَزَادَهُ - روی مُسْلِمُ المَرْفُوعُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْهُ فَحَسِبَ وَرَوَى الْبُخَارِيُّ الْمَوْقُوفَ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ أَيْضًا .

୨୨୪୯. ତାବେରୀ ହ୍ୟରତ ହାରିସ ଇବନେ ସୁଓୟାଇଦ ରହଃ ବଲେନ, ହ୍ୟରତ ଆବଦୁଲ୍‌ଲାହ ଇବନେ ମାସଉଦ ଆମାକେ ଦୂଟୋ କଥା ବଲେଛେନ । ଏକଟି କଥା ରାସ୍‌ଲୂଲାହ ସାଲାଲାହ ଆଲାଇହି ଓସାଲାମ-ଏର ପକ୍ଷ ଥେକେ । ଆର ଏକଟି କଥା ତାଁର ନିଜେର ପକ୍ଷ ଥେକେ । ତିନି ବଲେଛେନ, ମୁମିନ ନିଜେର ଶୁନାହକେ ଘନେ କରେ ଯେନୋ ସେ କୋନୋ ପାହାଡ଼ର ମୀଚେ ବସେ ଆଛେ । ଏ ପାହାଡ଼ ତାର ଉପର ଭେଙେ ପଡ଼ାର ଭୟ କରେ ସେ । ଅପରଦିକେ ଫାଜେର ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେର ଶୁନାହକେ ଦେଖେ ଏକଟି ମାଛିର ଘତୋ, ଯା ତାର ନାକେର ଉପର ବସଲୋ । ଆର ତା ସେ ହାତ ନାଡ଼ିଯେ ତାଡ଼ିଯେ ଦିଲୋ । ଏରପର ତିନି ବଲେନ, ଆମି ରାସ୍‌ଲୂଲାହ ସାଲାଲାହ ଆଲାଇହି ଓସାଲାମକେ ବଲତେ ଶୁନେଛି, ଆଲାହ ତାଁର ମୁମିନ ବାନ୍ଦାର ତାଓବାୟ ସେ ଲୋକେର ଚେଯେ ବେଶ ଖୁଶି ହନ, ଯେ ଲୋକ କୋନୋ ଧଂସକାରୀ ମରଭୂମିତେ ପୌଛେଛେ । ତାର ସାଥେ ତାର ବାହନ ରଖେଛେ । ବାହନେର ଉପର ତାର ଖାଦ୍ୟ ସମୟୀ ରଖେଛେ । ସେ ମେଖାନେ ଯମୀନେ ମାଥା ରାଖଲୋ । ସାମାନ୍ୟ ଘୁମାଲୋ । ଜେଗେ ଦେଖଲୋ, ତାର ବାହନ ଚଲେ ଗେଛେ । ବାହନ ଖୁଜିତେ ଶୁରୁ କରଲୋ ସେ । ପରିଶେଷେ ଗରମ ତୃଷ୍ଣା ଓ ଅପରାପର ଦୁଃଖ-କଟ୍ ଯା ଆଲାହର ମର୍ଜି ତାକେ କାତର କରେ ଫେଲଲୋ । ସେ ସିନ୍ଧାନ୍ତ ନିଲୋ, ଆମି ଯେବାନେ ଛିଲାମ ମେଖାନେ ଗିଯେ ଆମ୍ବତ୍ୟ ଶୁଯେ ଥାକରୋ । ଅତଏବ ସେ ତଥାଯ ଗିଯେ ନିଜେର ବାହର ଉପର ମାଥା ରେଖେ ଶୁଯେ ପଡ଼ଲୋ । ଯାତେ ସେ ଏଥାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ । ଏ ସମୟ ଜେଗେ ଦେଖେ ତାର ବାହନ ତାର କାହେ । ବାହନେର ଉପର ତାର ଖାବାରେର ସବକିଛୁ ଆଛେ । ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ବାହନ ଓ ଖାବାର ସାମୟୀ ଫେରତ ପେଯେ ଯେରକମ ଖୁଶି ହୁଏ, ଆଲାହ ତାଁର ମୁମିନ ବାନ୍ଦାର ତାଓବାୟ ଏର ଚେଯେଓ ବେଶ ଖୁଶି ହନ । ମୁସଲିମ ଶୁଦ୍ଧ ମାରକୁ ଅଂଶ ।-ବୁଝାରୀ ମନ୍ଦକୁଷ ଓ ମାରକୁ ଉଭୟ ଅଂଶ ବର୍ଣନା କରେଛେ ।”

୨୨୫୦. وَعَنْ تَوْبَانَ عَلَيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمَنْ أَنْ لَمْ يُحِبِّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْمُفْتَنَ التُّوَابَ .

୨୨୫୦. ହ୍ୟରତ ଆଲୀ ରାଃ ହତେ ବର୍ଣିତ । ତିନି ବଲେନ, ରାସ୍‌ଲୂଲାହ ସାଲାଲାହ ଆଲାଇହି ଓସାଲାମ ବଲେଛେନ, ଆଲାହ ତାଆଳା ଓଇ ମୁମିନ ବାନ୍ଦାକେ ଭାଲୋବାସେନ ଯେ ଶୁନାହ କରେ ତାଓବା କରେ ।

୨୨୫୧. وَعَنْ تَوْبَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا أَحِبُّ أَنْ لِي الدُّنْيَا بِهِنْدِهِ الْأَيَّةُ يُبَدِّيَ الْأَذِنَينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا أَلَيْهَا فَقَالَ رَجُلٌ فَمَنْ أَشْرَكَ فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ أَلَا وَمَنْ أَشْرَكَ ثَلَاثَ مَرَاتٍ .

୨୨୫୧. ହ୍ୟରତ ସାଓବାନ ରାଃ ହତେ ବର୍ଣିତ । ତିନି ବଲେନ, ଆମି ରାସ୍‌ଲୂଲାହ ସାଲାଲାହ ଆଲାଇହି ଓସାଲାମକେ ବଲତେ ଶୁନେଛି, “ଇଯା ଇବାଦିଆଲାଜିନା ଆସରାକୁ ଆଲା ଆନଫୁସିହୀମ, ଲା ତାକନାତୁ ମିରରାହମାତିଲ୍ଲାହି ଆୟାତେର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ଏ ଆୟାତେର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୋଟା

দুনিয়া করতলগত হওয়াকেও আমি পছন্দ করি না। এ সময় এক ব্যক্তি বলে উঠলো, যে ব্যক্তি শিরক করেছে ? তিনি তখন কিছু সময় চুপ থাকলেন। এরপর তিনবার বললেন, যে ব্যক্তি শিরক করেছে তার জন্যও একথা।

২২৫২. عَنْ أَبِي ذِرَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لِيَغْفِرُ لِعَبْدِهِ مَا لَمْ يَقْعُ
الْحِجَابُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْحِجَابُ قَالَ أَنْ تَمُوتَ النَّفْسُ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ -
- روی الاحادیث الثالثة احمد وروی البیهقی الأخرین فی کتاب البعث والنشور -

২২৫২. হ্যরত আবু যর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা তার বাদ্দাহকে ক্ষমা করে দেন, যে পর্যন্ত (তার ও তার বাদ্দার মধ্যে) পর্দা না পড়ে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! পর্দা কি ? তিনি বললেন, কোনো ব্যক্তির মুশরিক হয়ে মৃত্যবরণ।-উপরের তিনটি হাদীসই বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ। আর শেষ হাদীসটি ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করেছেন কিভাবুল বাসি ওয়াননুশূর।

২২৫৩. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يَعْدُلُ بِهِ شَيْئًا فِي الدُّنْيَا ثُمَّ
كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ جِبَالٍ ذُنُوبٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ - رواه البیهقی فی کتاب البعث والنشر

২২৫৩. হ্যরত আবু যর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় কাউকেও আল্লাহর সমান মনে না করে মৃত্যবরণ করবে। তার পাহাড়তুল্য শুনাহ থাকলেও আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন।-বায়হাকী

২২৫৪. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ
لَاذِنْبَ لَهُ - رواه ابن ماجة والبیهقی فی شعب الایمان و قال تَفَرَّدَ بِهِ النَّهَرَانِ وَهُوَ
مَجْهُولٌ وَفِي شَرْحِ السُّنْنَةِ روی عنہ موقوفاً قَالَ النَّدْمُ تَوْيَةٌ وَالْتَّائِبُ كَمَنْ لَاذِنْبَ لَهُ -

২২৫৪. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শুনাহ হতে তাওবাকারী ওই ব্যক্তির মতো যার কোনো শুনাহ নেই।-ইবনে মাজাহ। আর বায়হাকী শোয়াবুল ইমানে বলেন, নাহরানী এটা একটি বর্ণনা করেছেন অথচ তিনি হলেন মাজল্লল ব্যক্তি। আর শরহসুন্নায় ইমাম বাগবী এটাকে মাওকুফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, অনুশোচনাই হলো তাওবা। আর তাওবাকারী হলো ওই ব্যক্তির ন্যায় যার কোনো শুনাহ নেই।

৩- বাপ

৩. আল্লাহ তাআলার রহমতের ব্যাপকতা

প্রথম পরিচ্ছেদ

২২৫৫. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمَا قَضَى اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ كِتَابًا فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ أَنْ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِيْ . وَفِي رِوَايَةٍ غَلَبَتْ غَضَبِيْ . متفق عليه

২২৫৫. হ্যরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা এ সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নিলে একটি কিতাব লিখলেন। এ কিতাব আরশের ওপর তাঁর নিকট আছে। এ কিতাবে আছে, আমার রহমত আমার রাগকে অতিক্রম করেছে। অন্য আর এক বর্ণনায় আছে, আমার রাগের উপর (আমার রহমত) জয়লাভ করেছে।—বুখারী, মুসলিম

২২৫৬. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ لِلَّهِ مَائِةَ رَحْمَةً اِنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجِنِّ وَالْأَنْسِ وَالْبَهَائِمِ وَالْهَوَامِ فِيهَا يَتَعَاطِفُونَ وَهَا يَتَرَاخَمُونَ وَهَا تَعْطَفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا وَآخِرُ اللَّهِ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ رَحْمَةً يَرْحُمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ . متفق عليه۔ وَفِي رِوَايَةِ لِمُسْلِمٍ عَنْ سَلْمَانَ نَحْوَهُ وَفِي أُخْرِهِ قَالَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَمَةِ أَكْمَلَهَا بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ .

২২৫৬. হ্যরত আবু হুরাইরা রাঃ হতেই এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলার একশটি রহমত রয়েছে। এর থেকে মাত্র একটি রহমত তিনি (দুনিয়ার) জিন, ইনসান, পশু ও কৌট-পতঙ্গের মধ্যে অবতীর্ণ করেছেন। এ একটি রহমত দিয়ে তারা একে অপরকে স্নেহ করে, এ রহমত দিয়ে তারা একে অপরকে সহমর্মিতা দেখায়, দয়া করে। এর দ্বারাই বন্য প্রাণীগুলো এদের সন্তানকে ভালোবাসে। আর বাকী নিরানবইটি রহমত আল্লাহ তাআলা পরবর্তী সময়ের জন্য রেখে দিয়েছেন। এগুলো দিয়ে তিনি কিয়ামতের দিন তাঁর বান্দাদেরকে রহম করবেন।—বুখারী মুসলিম। মুসলিমের এক বর্ণনায় হ্যরত সালমান ফারসী হতে এরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে। এর শেষের দিকে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা ওই সকল রহমত দিয়ে তাকে পরিপূর্ণ করবেন।

২২৫৭. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ الْعُقُوبَةِ مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنِ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ . متفق عليه

২২৫৭. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর নিকট কি শাস্তি রয়েছে মুমিন বান্দা যদি তা জানতো, তাহলে তাঁর জান্নাতের আশা কেউ করতো না। আর কাফের যদি জানতো আল্লাহর কাছে কি দয়া রয়েছে তাহলে কেউ তাঁর জান্নাত হতে নিরাশ হতো না।—বুখারী, মুসলিম

٢٢٥٨. وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَكَ
نَعْلِمْ وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ . رواه البخاري

২২৫৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কারো জন্য জান্নাত জুতার ফিতা হতেও বেশি কাছে। আর জাহানামও ঠিক এরূপ।—বুখারী

ব্যাখ্যা : এর অর্থ হলো দুনিয়ায় জান্নাতের কাজ করলে জান্নাতে যাওয়া যেমন সহজ। একইভাবে দুনিয়ায় জাহানামের কাজ করলে জাহানামে যাওয়াও বেশ সহজ। তাই দুনিয়ায় সন্তুষ্পন্নে পরকালের কথা অবরণ করে সতর্ক হয়ে চলা উচিত।

٢٢٥٩. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ لَا هُمْ
وَقِيٌّ روایةٌ أَسْرَفَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ فَلِمَّا حَضَرَ الْمَوْتَ أَوْصَى بَنِيهِ إِذَا مَاتَ فَعَرَفُوهُ
ثُمَّ اذْرُوا نَصْفَهُ فِي الْبَرِّ وَنَصْفَهُ فِي الْبَحْرِ فَوَاللَّهِ لَنِنْ قَدَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ لِيُعَذِّبَنِي
عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنْ الْعَلَمِينَ فَلِمَّا مَاتَ فَعَلُوا مَا أَمْرَهُمْ فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَحْرُ فَجَمَعَ
مَا فِيهِ وَأَمَرَ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ لَمْ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ مِنْ خَشْيَتِكَ يَا رَبِّ
وَأَنْتَ أَعْلَمُ فَغَفَرَ لَهُ . متفق عليه

২২৫৯. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো সময় কোনো ভালো কাজ করেনি এমন এক ব্যক্তি তাঁর পরিবার পরিজনকে বললো, আর এক বর্ণনায় আছে, এক ব্যক্তি নিজের উপর বাঢ়াবাঢ়ি করেছে। মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে নিজের সন্তান-সন্ততিকে ওসিয়ত করলো সে মৃত্যুবরণ করলে তাকে যেনো পুড়ে ফেলা হয়। তারপর মৃতদেহের ছাইভস্মের অর্ধেক স্থলে ও অর্ধেক সমুদ্রে ছিটিয়ে দেয়া হয়। আল্লাহর কসম! যদি তিনি তাকে ধরতে পারেন তাহলে এমন শাস্তি দেবেন, যা দুনিয়ার কাউকেও কখনো দেননি। সে মরে গেলে তাঁর নির্দেশ অনুসরেই তাঁর সন্তানরা কাজ করলো। এরপর আল্লাহ তাঁরালা সমুদ্রকে আদেশ দিলেন। সমুদ্র তাঁর মধ্যে যা ছাইভস্ম পড়েছিলো সব একত্র করে দিলো। ঠিক এভাবে স্তলভাগকে নির্দেশ করলেন, স্তলভাগ তাঁর মধ্যে যা ছাইভস্ম ছিলো সব একত্র করে দিলো। অবশেষে আল্লাহ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেনে এই কাজ করলে? তোমার ভয়ে হে রব! তুমি তো তা জানো। তাঁর একথা শনে আল্লাহ তাঁকে মাফ করে দিলেন।

ব্যাখ্যা : লোকটি মনে করেছিলো তাঁকে পুড়িয়ে তাঁর দেহ ভস্ম জলেস্থলে ছিটিয়ে দিলে সে নিচিহ্ন হয়ে যাবে। তাঁকে আর পাওয়া যাবে না, ধরা যাবে না। এতেসব করার পরও

ଯେ ସେ ପାକଡ଼ାଓ ହବେ ସେ ଜାନତୋ ନା । ଆଗ୍ନାହର ଅସୀମ କୁଦରତେର ଜ୍ଞାନ ତାର ଛିଲୋ ନା । କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ଆଗ୍ନାହକେ ଭୟ କରତୋ । ତାର ଈମାନ ଛିଲୋ । କିନ୍ତୁ ଆଗ୍ନାହର ମାହାୟ ସଂପର୍କେ ଜାନତୋ ନା । ତାଇ ତିନି ତାକେ ମାଫ କରେ ଦିଲେନ ।

٢٢٦. وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخطَّابِ قَالَ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ سَبَّيْ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبَّيِ
قَدْ تَحْلِبَ ثَدِيهَا تَسْعَى إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبَّيِ أَخْدَثَهُ فَالصَّفَّةُ بِبَطْنِهَا
وَأَرْضَعَتْهُ فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَتُرَوْنَ هَذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ فَقُلْنَا لَا وَهِيَ تَقْدِرُ
عَلَى أَنْ لَا تُطْرَحَ فَقَالَ اللَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بُولَدِهَا ۔ مِنْ قَوْنِي

୨୨୬୦. ହ୍ୟରତ ଓର ଇବନୁଲ ଖାତାବ ରାଃ ହତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ତିନି ବଲେନ, ନବୀ କରୀମ ସାନ୍ତାଗ୍ନାହ
ଆଲାଇହି ଓୟାସାନ୍ତାମ-ଏର କାହେ ଏକଦିନ କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀ ଏଲୋ । ଏ ସମୟ ଦେଖା ଗେଲୋ, ଏକଟି
ମହିଳାର ବୁକେର ଦୁଧ ବାରେ ପଡ଼ିଛେ । ଆର ସେ ଶିଶୁ ସନ୍ତାନେର ଖୌଜେ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରିଛେ । ଏ ସମୟଇ
ବନ୍ଦୀଦେର ମଧ୍ୟେ ଏକଟି ଶିଶୁ ଦେଖିତେ ପେଲୋ । ତାକେ କୋଳେ ଉଠିଯେ ନିଯେ ସେ ଦୁଧ ପାନ କରାଲୋ । ନବୀ
ସାନ୍ତାଗ୍ନାହ ଆଲାଇହି ଓୟାସାନ୍ତାମ ତଥନ ଆମାଦେରକେ ବଲଲେନ, ତୋମାଦେର କି ମନେ ହ୍ୟ ଏ
ମହିଳାଟି କି ସନ୍ତାନକେ ଆଶ୍ଵନେ ନିକ୍ଷେପ କରତେ ପାରେ ? ଉତ୍ତରେ ଆମରା ବଲଲାମ, ନା, ହେ ଆଗ୍ନାହର
ରାସୂଲ ! କଥନୋ ନା । ଯଦି ସେ ନିକ୍ଷେପ ନା କରାର ଶକ୍ତି ରାଖେ । ରାସୂଲଗ୍ନାହ ସାନ୍ତାଗ୍ନାହ ଆଲାଇହି
ଓୟାସାନ୍ତାମ ତଥନ ବଲଲେନ, ନିଚ୍ୟାଇ ଏ ମହିଳାର ସନ୍ତାନେର ପ୍ରତି ମମତ୍ବବୋଧେର ଚେଯେ, ବାନ୍ଦାର ପ୍ରତି
ଆଗ୍ନାହ ତାଆଲାର ମମତ୍ବବୋଧ ଅନେକ ବେଶି । -ବୁଖାରୀ, ମୁସଲିମ

ବ୍ୟାଖ୍ୟା ୪ ‘ନିଜ ସନ୍ତାନକେ ଆଶ୍ଵନେ ନିକ୍ଷେପ କରତେ ପାରେ ?’ ଏକଥାର ମର୍ମ ହଲୋ ମହିଳା ସଥନ
ଅନ୍ୟେର ସନ୍ତାନେର ପ୍ରତି ଏତୋ ମମତ୍ବ ଦେଖାଯ, ତଥନ ନିଜେର ସନ୍ତାନକେ କି ସେ ଆଶ୍ଵନେ ନିକ୍ଷେପ
କରତେ ପାରେ ?

٢٢٦١. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِنَ يُنْجِيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلَهُ قَالُوا
وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا إِنَّا إِلَّا نَسْأَلُ مِنْهُ بِرَحْمَتِهِ فَسَدِّدُوا
وَقَارِبُوا وَاغْدُوا وَرُوْحُوا وَشَئِءٌ مِنَ الدُّلُجَةِ وَالْقَصْدَ الْتَّصْدَ تَبْلُغُوا ۔ مِنْ قَوْنِي

୨୨୬୧. ହ୍ୟରତ ଆବୁ ହରାଇରା ରାଃ ହତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ତିନି ବଲେନ, ରାସୂଲଗ୍ନାହ ସାନ୍ତାଗ୍ନାହ ଆଲାଇହି
ଓୟାସାନ୍ତାମ ବଲେଛେନ, ତୋମାଦେର କାଉକେଓ ତାର ଆମଲ ମୁକ୍ତି ଦିତେ ପାରବେ ନା । ସାହାବୀଗଣ
ଜିଜ୍ଞେସ କରଲେନ, ଆପନାକେଓ ନା, ହେ ଆଗ୍ନାହର ରାସୂଲ ! ତିନି ବଲଲେନ, ଆମାକେଓ ନଯ । ଅବଶ୍ୟ
ଯଦି ଆଗ୍ନାହ ତାଆଲା ତାର ରହମତ ଦିଯେ ଆମାକେ ଦେକେ ନେନ । ତବେ ତୋମରା ସଠିକଭାବେ ଆମଲ
କରତେ ଥାକବେ, ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚା ଅବଲମ୍ବନ କରବେ । ସକାଳ ସଙ୍କ୍ଷୟା ଓ ରାତେ କିନ୍ତୁ ଇବାଦାତ କରବେ ।
ଅବଶ୍ୟାଇ ତୋମରା ଇବାଦାତେ ମଧ୍ୟମ ପଞ୍ଚା ଅବଲମ୍ବନ କରବେ । ମଧ୍ୟମ ପଞ୍ଚା ଅବଲମ୍ବନ କରବେ ।
ତାତେ ତୋମରା ତୋମାଦେର ମଞ୍ଜିଲେ ମାକସୁଦେ ପୌଛିତେ ପାରବେ । -ବୁଖାରୀ, ମୁସଲିମ

٢٢٦٢. وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُدْخِلُ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلَهُ الْجَنَّةَ وَلَا
يُجِيرُهُ مِنَ النَّارِ وَلَا إِنَّا إِلَّا بِرَحْمَةِ اللَّهِ ۔ روାହ ମୁସଲିମ

২২৬২. হ্যৱেত জাবেৰ রাঃ হতে বৰ্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদেৱ কাউকেই তাৱ আমল জান্নাতে পৌছাতে পাৱে না। তাকে জাহান্নাম হতেও নাজাত দিতে পাৱে না। এমন কি আল্লাহৰ রহমত না হলে আমাকেও নয়।—মুসলিম

২২৬৩. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسْنُ اسْلَامِهِ بُكْفَرُ اللَّهِ عَنْهُ كُلُّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلْفَهَا وَكَانَ بَعْدُ الْقِصَاصُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضَعْفٌ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يُتَجَاوِزَ اللَّهُ عَنْهَا .

رواه البخاري

২২৬৪. হ্যৱেত আবু সায়দ খুদৱী রাঃ হতে বৰ্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বান্দা যখন ইসলাম কৰুল কৱে তাৱ ইসলাম থাটি হয়। তাৱ এ ইসলাম কৰুল দ্বাৱ আল্লাহ তাৱ পূৰ্বেৱ সকল শুণহ মিঠিয়ে দেন। এৱপৰ তাৱ নেক কাজ হয় পাপ কাজেৱ বিনিময়ে। একটি নেক কাজেৱ দশ দশ শুণ হতে সাতশ' শুণ বৱং অনেক শুণ পৰ্যন্ত লেখা হয়। আৱ পাপ কাজেৱ জন্য একশুণ মাত্ৰ। তবে আল্লাহ যাৱ এই পাপ কাজকে এড়িয়ে যান (সেতো এক শুণেৱ শান্তিও পাৱে না)।—বুখারী

২২৬৫. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ فَمَنْ هُمْ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةٌ كَامِلَةٌ فَإِنْ هُمْ بِهَا فَعَمِلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضَعْفٌ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ وَمَنْ هُمْ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةٌ كَامِلَةٌ فَإِنْ هُوَ هُمْ بِهَا فَعَمِلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً . متفق عليه

২২৬৫. হ্যৱেত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রাঃ হতে বৰ্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা নেক ও পাপ নির্ধাৰণ কৱে রেখেছেন। যে ব্যক্তি নেক কাজেৱ ইচ্ছা কৱে, কিন্তু তা কৱেনি আল্লাহ তাআলা তাৱ জন্য একটি পূৰ্ণ নেকী লিখে নেন। আৱ যদি নেক কাজেৱ ইচ্ছা পোৰণ কৱাব পৱ তা বাস্তবে কৱে তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে এই একটি নেক কাজেৱ জন্য দশ শুণ হতে সাতশ' শুণ বৱং বহুশুণ পৰ্যন্ত নেক কাজ হিসাবে লিখেন। আৱ যে ব্যক্তি পাপ কাজেৱ ইচ্ছা পোৰণ কৱে কিন্তু বাস্তবে তা না কৱে, আল্লাহ তাআলা তাৱ জন্য একে একটি পূৰ্ণ নেক কাজ হিসাবে লিখেন। আৱ যদি পাপ কাজেৱ ইচ্ছা পোৰণ কৱাব পৱ তা বাস্তবে কৱে তাহলে আল্লাহ এৱ জন্য তাৱ একটি মাত্ৰ পাপ লিখেন।—বুখারী, মুসলিম

ধিতীয় পরিষেব

٢٢٦٥. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ مَثَلَ الَّذِي يَعْمَلُ السَّيِّئَاتِ هُمْ يَعْمَلُ الْحَسَنَاتِ كَمَثَلِ رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ دِرْعٌ ضَيْقَةٌ قُدْ حَنَقَتْهُ ثُمَّ عَمِلَ حَسَنَةً فَانْفَكَتْ حَلْقَةً ثُمَّ عَمِلَ أُخْرَى فَانْفَكَتْ أُخْرَى حَتَّى تَخْرُجَ إِلَى الْأَرْضِ .

رواه في شرح السنة

২২৬৫. হযরত ওকবা ইবনে আমের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি খারাপ কাজ করার পর আবার ভালো কাজ করে, তার দৃষ্টান্ত হলো ওই ব্যক্তির মতো, যার গায়ে সংকীর্ণ বর্ম রয়েছে এবং তা তার গলা করে ধরেছে। এরপর সে কোনো ভালো কাজ করলো যাতে তার একটি গিরা খসে পড়লো। এরপর আবার একটি ভালো কাজ করলো এতে আবার একটি গিরা খুলে গেলো। পরিশেষে বর্মটি খুলে মাটিতে পড়ে গেলো।—শরহে সুন্নাহ

٢٢٦٦. وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُصُّ عَلَى الْمُتَبَرِّ وَهُوَ يَقُولُ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتْ - قُلْتُ وَإِنْ زَنِي وَإِنْ سَرَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ الثَّانِيَةَ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتْ - فَقُلْتُ وَإِنْ زَنِي وَإِنْ سَرَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ الثَّالِثَةَ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتْ - فَقُلْتُ الثَّالِثَةَ وَإِنْ زَنِي وَإِنْ سَرَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي الدَّرْدَاءِ . روہ احمد

২২৬৬. হযরত আবু দারদা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যিস্বারে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করার সময় বলতে শুনেছেন, বক্তৃত যখন তিনি বলেছেন, “ওয়ালিমান খাফা মাকামা রাবিহি জান্নাতানে”, অর্থাৎ “যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন হিসাব দেবার জন্য নিজের রবের সামনে দাঁড়াতে ভয় করেছে তার জন্য দুটি জান্নাত”। বর্ণনাকারী আবু দারদা বলেন, আমি একথা শুনে (বিস্তৃত হয়ে) জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! যদি এ ভয়কারী যিনাও করে থাকে অথবা চুরিও করে থাকে তারপরও সে দুটি জান্নাত পাবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতীয়বার পড়লেন, “ওয়ালিমান-খাফা মাকামা রাবিহি জান্নাতানে” আমি আবারও জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে ব্যক্তি যিনা করে থাকলেও ও চুরি করে থাকলেও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৃতীয়বারও বললেন, “ওয়ালিমান খাফা মাকামা রাবিহি জান্নাতানে” আমি আবার তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে ব্যক্তি যিনা করে থাকলেও, চুরি করে থাকলেও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবার বললেন, আবু দারদার নাক কাটা গেলেও (অর্থাৎ তোমার অনিষ্ট সত্ত্বেও)।—আহমাদ

٢٢٦٧. وَعَنْ عَامِرِ الرَّأْمَ قَالَ بَيْتًا نَحْنُ عِنْدَهُ يَعْنِي عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ

عَلَيْهِ كِسَاءُ وَفِي يَدِهِ شَيْءٌ قَدِ الْتَّفَ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَرَأْتُ بِغَيْضَةَ شَجَرٍ فَسَمِعْتُ فِيهَا أَصْوَاتَ فِرَاكِحٍ طَائِرٍ فَأَخَذْتُهُنَّ فَوَضَعْتُهُنَّ فِي كِسَائِي فَجَاءَتْ أُمُّهُنَّ فَسَتَدَارَتْ عَلَى رَأْسِي فَكَشَفَتْ لَهَا عَنْهُنَّ فَوَقَعَتْ عَلَيْهِنَّ فَلَفَقْتُهُنَّ بِكِسَائِي فَهُنَّ أَوْلَاءُ مَعِي قَالَ ضَعَفْهُنَّ فَوَضَعْتُهُنَّ وَأَبْتَأْتُ أُمُّهُنَّ إِلَّا لُزُومَهُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَعْجِبُونَ لِرَحْمِ أُمِّ الْأَفْرَاكِحِ فِرَاكِحَهَا فَوَالَّذِي بَعْثَنِي بِالْحَقِّ لَهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ أُمِّ الْأَفْرَاكِحِ بِفِرَاكِحِهَا إِرْجِعْ بِهِنَّ حَتَّى تَضَعَهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتُهُنَّ وَأَمْهُنَّ مَعْهُنَّ فَرَجَعَ بِهِنَّ -
رواه ابو داود

২২৬৭. হয়রত আমের রাম রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি এসে পৌছলো, তার গায়ে একটি চাদর জাতীয় জিনিস পেছানো ছিলো। সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি বনের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। এ সময়ে বনে পাখির বাচ্চার আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি বাচ্চাগুলোকে আমার চাদরে রাখলাম। এমন সময় এদের মা এসে আমার মাথার উপর ঘুরতে লাগলো। আমি বাচ্চাগুলোকে ছেড়ে দিলাম। তখন মা পাখিটি ওদের মধ্যে এসে পড়লো। তখনি আমি এদের সকলকে আমার চাদরে জড়িয়ে ফেললাম। এই যে এগুলো এখনো আমার সাথে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এদেরকে ছেড়ে দাও। সাথে সাথে আমি ছেড়ে দিলাম। কিন্তু এদের মা এদের ছেড়ে গেলো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, বাচ্চাদের প্রতি বাচ্চাদের মায়ের দয়া দেখে তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছো? কসম সেই সত্ত্বার যিনি আমাকে সত্য নিয়ে পাঠিয়েছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তার বাচ্চাদের প্রতি বাচ্চাগুলোর মায়ের বাচ্চাদের প্রতি দয়ার চেয়েও বেশি দয়াবান। এগুলোকে নিয়ে যাও। যেখান থেকে নিয়ে এসেছো সেখানে তাদের মায়ের সাথে রেখে এসো। তাই সে ব্যক্তি বাচ্চাগুলো নিয়ে গেলো।-আবু দাউদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

২২৬৮. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ غَزْوَاتِهِ فَمَرَّ بِقَوْمٍ قَالَ مِنْ الْقَوْمِ قَالُوا نَحْنُ الْمُسْلِمُونَ وَأَمْرَأٌ تَخْضِبُ بِقِدْرِهَا وَمَعْهَا ابْنٌ لَهَا قَادِمٌ ارْتَفَعَ وَهُجُّ تَنَحَّتْ بِهِ فَأَتَتِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ يَا أَبَيْ أَنْتَ وَأَمِي الْبَيْسَ اللَّهُ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ قَالَ بَلِى قَالَتْ الْبَيْسَ اللَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ الْأُمَّ بِوْلِدِهَا قَالَ بَلِى قَالَتْ أَنَّ الْأُمَّ لَا تُلْقِي وَلَدَهَا فِي التَّارِ فَأَكَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِبَكِّي ثُمَّ رَقَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهَا فَقَالَ أَنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ مِنْ عِبَادِهِ إِلَّا الْمَارِدُ الْمُتَمَرِّدُ عَلَى اللَّهِ وَابْنِي أَنْ يُقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . رواه ابن ماجة

২২৬৮. ইয়রত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কোনো এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলাম। তিনি একটি জনসমষ্টির কাছে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, এরা কোনো জাতি? তারা উভয়ে বললো, আমরা মুসলিম। একজন মহিলা তখন তার পাতিলের নীচে আগুন ধরাচ্ছিলো। তার কাছে ছিলো তার একটি শিশু সন্তান। তখন আগুনের একটি ফুলকি উপরের দিকে জুলে উঠলে উঠলে সে তার সন্তানকে দূরে সরিয়ে দিলো। এরপর মহিলাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, আপনি কি আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন সে বললো, আপনার জন্য আমার মাতাপিতা উৎসর্গ হোক। বলুন। আল্লাহ তাআলা সর্বাপেক্ষা দয়ালু নন? তিনি বললেন, নিশ্চয়ই। মহিলাটি বললো, তবে আল্লাহ তাআলা কি তাঁর বান্দাদের প্রতি, সন্তানের প্রতি মায়ের দয়ার চেয়ে বেশি দয়ালু নন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অবশ্যই। মহিলা তখন বললো, মা তো কখনো তার সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করে না। মহিলার একথা শনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীচের দিকে মাথা নুইয়ে কাঁদতে লাগলেন। তারপর তিনি মাথা উঠিয়ে মহিলার দিকে তাকিয়ে বললেন, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে একান্ত অবাধ্য ও বিদ্রোহী যারা “লাইলাহা ইল্লাহ” বলতে অঙ্গীকার করে তাদের ছাড়া আর কাউকে (আগুনে জালিয়ে) শান্তি দেবেম না।

-ইবনে মাজাহ

২২৬৯. وَعَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ لِيَلْتَعْمِسُ مَرْضَاهُ اللَّهُ فَلَا يَرْأَلْ بِذَلِكَ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِجِبْرِيلَ إِنْ فُلَانًا عَبْدِيْ يَلْتَعْمِسُ أَنْ يُرْضِيَنِي أَلَا وَإِنْ رَحْمَتِيْ عَلَيْهِ فَيَقُولُ جِبْرِيلُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَىٰ فُلَانٍ وَيَقُولُهَا حَمَلَةُ الْعَرْشِ وَيَقُولُهَا مَنْ حَوْلَهُمْ حَتَّىٰ يَقُولُهَا أَهْلُ السَّمُوتِ السَّبْعِ ثُمَّ تَهْبِطُ لَهُ إِلَى الْأَرْضِ - رواه احمد

২২৭০. ইয়রত সাওবান রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায় আর এ সন্তুষ্টিলাভের চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। তাই আল্লাহ তাআলা জিবরাইলকে বলেন, আমার অনুক বান্দা আমাকে সন্তুষ্ট করতে চায়। জেনে রাখো, তার প্রতি আমার রহমত আছে। জিবরাইল তখন বলেন, অনুকের প্রতি আল্লাহর রহমত আছে। আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণও একথা বলতে থাকেন, যদেতে থাকেন একথা তাদের আশেপাশের ফেরেশতাগণও। পরিশেষে সপ্ত আকাশের অধিবাসীগণও একই কথা বলেন। এরপর তার জন্য রহমত যদীনের দিকে নেমে আসতে থাকে। -আহমাদ

২২৭১. وَعَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمِنْهُمْ طَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُفْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ قَالَ كُلُّهُمْ فِي الْجَنَّةِ - رواه البیهقی
في كتاببعث والنشر

২২৭০. ইয়রত উসামা ইবনে যায়েদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

আল্লাহ তাআলার এ কালাম, “ফারিনহম জালেমুন লিনাফসিহী, ওয়া ফিনহম মুকতাসিদ, ওয়া ফিনহম সাবেকুন বিলু খাইরাতে” অর্থাৎ বান্দাদের মধ্যে কেউ নিজের প্রতি যুদ্ধম করে, তাদের মধ্যে কেউ ভালো মন্দ উভয়ই করে, আবার কেউ ভালোর দিকে এগিয়ে যায়। এরা সকলেই জান্নাতে যাবে।—বায়হাকী কিতাবুল বাসি ওয়ানুশূর।



٤- بَابِ مَا يَقُولُ عِنْ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ وَالْمَنَامِ

8. سকাল সন্ধ্যা ও শয়া গ্রহণকালে যা বলবে

প্রথম পরিচ্ছেদ

২২৭১. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَمْسَى قَالَ أَمْسَى نَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ
لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ
شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسْلِ وَالْهَرَمِ وَسُوءِ الْكِبَرِ وَفِتْنَةِ
الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ وَفِي
رَوَايَةِ رَبِّ ابْنِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ فِي النَّارِ وَعَذَابِ فِي الْقَبْرِ - رواه مسلم

২২৭১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্ধ্যায় সময় বলতেন, “আমরা সন্ধ্যায় প্রবেশ করলাম এবং সন্ধ্যায় প্রবেশ করলো সাম্রাজ্য আল্লাহর জন্য। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক। তার কোনো শরীক নেই। দুনিয়ার এ সাম্রাজ্য তাঁর। তাঁরই জন্য সব প্রশংসা। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে এ রাতের কল্যাণ চাই আর এতে যা আছে তার কল্যাণ চাই। আমি আশ্রয় চাই তোমার কাছে রাতের অকল্যাণ হতে আর তাতে যা আছে তার অকল্যাণ হতে। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পানাহ চাই, অলসতা, বার্ধক্য ও বার্ধক্যের অপকারিতা এবং দুনিয়ার বিপদাপদ ও কবরের আযাব হতে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ভোরে প্রবেশ করতেন তখনও একপ বলতেন। তিনি বলতেন, আমরা ভোরে প্রবেশ করলাম, ভোরে প্রবেশ করলো সাম্রাজ্যসমূহ আল্লাহর জন্য। আর এক বর্ণনায় আছে, হে রব! আমি আশ্রয় চাই তোমার কাছে জাহান্নামের আযাব ও কবরের শান্তি হতে।—মুসলিম

২২৭২. وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ
خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَى وَإِذَا اسْتَيقَظَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَاللَّهُ النُّشُورُ - رواه البخاري ومسلم عن البراء

২২৭২. হযরত হ্যাইফা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে শয়াগ্রহণের সময় গালের নীচে হাত রাখতেন। তারপর বলতেন, “হে আল্লাহ! আমি তোমার নামে মৃত্যুবরণ করি ও তোমার নামেই জীবিত হই।” তিনি ঘূম থেকে জেগে বলতেন সব প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর পর আবার জীবিত করেন। তাঁরই দিকে আমাদেরকে ফিরে যেতে হতে।—বুধারী। ইমাম মুসলিম বারাআ হতে।

٢٢٧٣. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أُوْيَ أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاسَهِ فَلِيَنْفَضُّ فِرَاسَهُ بِدَاخِلَةٍ أَزَارَهُ فَإِنَّهُ لَا يَأْدِرُهُ مَا خَلْفَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ بِاسْمِكَ رَبِّيْ وَضَعَتْ جَنَاحِيْ وَبِكَ ارْقَعَهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِيْ فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاخْفَظْهَا بِمَا تَعْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ وَقِيْ رِوَايَةٍ ثُمَّ لَيَضْطَجِعُ عَلَى شِقَهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ لِيَقُولُ بِاسْمِكَ مُتَفْقِ عَلَيْهِ وَقِيْ رِوَايَةٍ فَلِيَنْفَضُّهُ بِصِنَافِيْ ثُوْبِهِ ثَلَاثَ مَرَأَتٍ وَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِيْ فَاغْفِرْلَهَا . مُتَفْقِ عَلَيْهِ

٢٢٧٤. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ বিছানায় শয়নকালে যেনো নিজের পরিধেয় বক্সের ভিতর দিক দিয়ে বিছানা খোড়ে নেয় । কারণ সে জানে না তার (বিছানা থেকে উঠে যাবার) পর, বিছানায় কি এসে পড়েছে । এরপর সে যেনো এই দোয়া পড়ে, “হে রব! তোমার নামে আমার দেহ রাখলাম । তোমার নামেই আবার তা উঠাবো যদি তুমি আমার আঘাতে (মৃত্যু হতে) ফিরিয়ে রাখো । অতএব তুমি আমার আঘাতের উপর রহমত করো । আর যদি একে ছেড়ে দাও, তাহলে এর হিফায়ত করো, যা দিয়ে তুমি তোমার নেক বান্দাদেরকে হিফায়ত করে থাকো ।” অন্য এক বর্ণনায় আছে, অতপর সে যেনো নিজের ডান প্রাণের উপর শয়ন করে । তারপর বলে, তোমারই নামে ।—বুখারী, মুসলিম

অন্য আর এক বর্ণনায়, “তারপর সে যেনো পরিধেয় বক্সের ভিতরের দিক দিয়ে (বিছানা) তিনবার খোড়ে নেয় এবং যদি তুমি আমার আঘাতে রেখে দাও, ক্ষমা করে দিও একে ।”

ব্যাখ্যা : তখনকার দিনের মুসলমানগণ খুব গরীব ছিলো । পরনের কাপড় ছাড়া তখন তাদের অন্য কোনো কাপড় ধাকতো না । তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিধেয় বক্স দিয়ে বিছানা খোড়ে নেবার কথা বলেছেন । তাদের পরিধেয় বক্স ছিল সেলাইবিহীন । তাই ডান কোণের ভিতর দিয়ে বিছানা ঝাড়তে তাদের অসুবিধা হতো না ।

٢٢٧٤. وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أُوْيَ إِلَى فِرَاسَهِ نَامَ عَلَى شِقِيْ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِيْ إِلَيْكَ وَوَجَهْتُ وَجْهِيْ إِلَيْكَ وَفَوَضْتُ أَمْرِيْ إِلَيْكَ وَالْجَاءُ ظَهْرِيْ إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرُهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأً وَلَا مَنْجَأً مِنْكَ إِلَيْكَ أَمْنَتْ بِكَتَابَكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيْكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِرِجُلٍ يَا ثُمَّ مَاتَ تَحْتَ لِيَلْكِتِهِ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَقِيْ رِوَايَةٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِرِجُلٍ يَا فَلَانْ إِذَا أُوْيَتَ إِلَى فِرَاسِكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقَكَ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِيْ إِلَيْكَ إِلَى قَوْلِهِ أَرْسَلْتَ وَقَالَ فَإِنْ مُتْ مِنْ لِيَلْكِ مُتْ عَلَى الْفِطْرَةِ وَإِنْ أَصْبَحْتُ خَيْرًا . مُتَفْقِ عَلَيْهِ

২২৭৪. হযরত বারাআ ইবনে আখেব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিছানায় ডান কাত হয়ে শয়ন করতেন। তারপর তিনি বলতেন, “হে আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার কাছে আসমর্পণ করলাম, তোমার দিকে মুখ ফিরালাম, আমার কাজ তোমার উপর সমর্পণ করলাম। ভয়ে ভয়ে ও আগ্রহ ভরে তোমার সাহায্যের উপর আমি নির্ভর করলাম। তুমি ছাড়া আর কারো কাছে আশ্রয় ও মুক্তি পাবার আর কোনো জায়গা নেই। যে কিতাব তুমি নাফিল করেছো, ও যে নবী তুমি পাঠিয়েছো, পরিপূর্ণভাবে আমি এর উপর বিশ্বাস করি।”

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি এ দোআ পাঠ করবে তারপর ওই রাতেই মারা যাবে, সে ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করবে। অন্য এক বর্ণনায় আছে, বর্ণনাকরী ‘বারাআ’ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বললেন, হে অমুক! তুমি বিছানায় শয়নকালে নামায়ের ওয়ুর মতো ওয়ু করবে এবং ডান কাত হয়ে শয়ন করবে তারপর বলবে, “হে আল্লাহ! আমি আমার নিজকে আপনার কাছে সমর্পণ করলাম হতে “পাঠিয়েছো” পর্যন্ত। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি তুমি এ রাতেই মৃত্যুবরণ করো, মৃত্যুবরণ করবে ইসলামের উপর। আর যদি তোরে (জীবিত) ওঠো, উঠবে কল্যাণ নিয়ে।—বুখারী, মুসলিম

২২৭৫. وَعَنْ أَنَسِ بْنِ رَوْهَ كَانَ إِذَا أَوْى إِلَيْهِ فِرَاسِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
أَطْعَنَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَأَوْتَنَا فَكُمْ مِمْنَ لِمَكَافِيَ لَهُ وَلَا مُوْيِ - رواه مسلم

২২৭৫. হযরত অনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিছানায় শোয়ার সময় বলতেন, “আলহামদু লিল্লাহিল্লাজি আত্তামানা ওয়া সাকানা ওয়া কাফানা ওয়া আওয়ানা। ফাকাম মিথ্যান লা কাফিয়া লাহু ওয়ালা মুবিয়া” (অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর! যিনি আমাদেরকে খাবার দিলেন, পান করালেন, আমাদের প্রয়োজন পূরণ করলেন, আমাদেরকে আশ্রয় দিলেন। অথচ এমন কতো লোক রয়েছে যাদের না আছে প্রয়োজন মিটাবার কেউ আর না আছে কোনো আশ্রয়দাতা।—মুসলিম

২২৭৬. وَعَنْ عَلِيِّيْ أَنَّ فَاطِمَةَ اتَّتِ النَّبِيَّ تَشْكُوُ إِلَيْهِ مَا تَلْقَى فِيْ يَدِهَا مِنْ
الرُّحْمَى وَلِغَهَا أَنَّهُ جَاءَهُ رَقِيقٌ فَلَمْ تُصَادِفْهُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَلَمَّا جَاءَ
أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةَ قَالَ فَجَاءَنَا وَقَدْ أَخْذَنَا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبْنَا نَقُومُ فَقَالَ عَلَى مَكَانِكُمَا
فَجَاءَهُ فَقَعَدَ بَيْنِهِ وَبَيْنَهَا حَتَّى وَجَدَتْ بَرْدَ قَدَمِهِ عَلَى بَطْنِيْ فَقَالَ أَلَا أَدْلِكُمَا عَلَى
خَيْرِ مِمَّا سَالْتُمَا إِذَا أَخْذَتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَسَبِّحَا ثَلَاثَةً وَثُلَاثِينَ وَاحْمَدَا ثَلَاثَةً
وَثُلَاثِينَ وَكِبِراً أَرْبَعاً وَثُلَاثِينَ فَهُوَ خَيْرٌ لِكُمَا مِنْ خَادِمٍ - متفق عليه

২২৭৬. হযরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত ফাতিমা রাঃ (তাঁর পিতা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট (আটোর) চাকি পিষতে পিষতে তার হাতের দূরবস্থার ও দৃঃখ-দূর্দশার অভিযোগ জানাতে আসলেন। হযরত ফাতিমা জানতে

পেরেছিলেন, রাসূলুল্লাহ 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে কিছু গোলাম এসে পৌছেছে। কিন্তু তিনি রাসূলের দেখা না পেয়ে মা আয়েশাৰ কাছে একথা উল্লেখ করলেন। রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে আসলে হ্যুরত আয়েশা ফাতিমার কথা ঠাকে জানলেন। হ্যুরত আলী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এখানে আসলেন। আমরা এ সময় বিছানায় শুয়ে পড়লিলাম। ঠাকে দেখে আমরা উঠতে চাইলে তিনি বললেন, তোমরা নিজের জায়গায় থাকো। এরপর তিনি আমাদের কাছে এসে আমার ও ফাতিমার মাঝে বসে গেলেন। এমন কি আমি আমার পেটে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পায়ের শীতলতা অনুভব করলাম'। তারপর তিনি বললেন, (আমি ফাতিমার খবর পেয়েছি) আমি তোমাদেরকে এমন কথা বলে দেবো না : যা এ জিনিস (গোলাম) অপেক্ষা অনেক উত্তম, যা তুমি আমার কাছে চেয়েছো। আর তাহলো যখন তোমরা শয্যা প্রথণ করবে তখন তেব্রিশ বার 'সুবহানাল্লাহ', তেব্রিশ বার 'আলহামদুলিল্লাহ' এবং চৌত্রিশ বার 'আল্লাহ আকবার' পড়বে। এটা তোমাদের জন্য খাদেম হতে অনেক উত্তম।—বুখারী, মুসলিম

২২৭৭. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَقَالَ إِلَّا
إِذْكُرْ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ خَادِمٍ تُسَيِّحِينَ اللَّهُ ثُلَّا وَثُلَّثِينَ وَتَحْمِدِينَ اللَّهَ ثُلَّا
وَثُلَّثِينَ وَتُكَبِّرِينَ اللَّهَ أَرْبَعًا وَثُلَّثِينَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَعِنْدَ مَنَامِكَ۔ رواه مسلم

২২৭৭. হ্যুরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হ্যুরত ফাতিমা রাঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট একজন খাদেম চাইতে আসলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একথা শুনে) বললেন, আমি কি তোমাকে এমন কথা বলে দেবো না, যা তোমার জন্য খাদেম অপেক্ষা উত্তম হবে? তাহলো প্রতি নামায়ের সময় ও শয়নকালে তেব্রিশবার 'সুবহানাল্লাহ' তেব্রিশবার 'আলহামদুলিল্লাহ' ও চৌত্রিশ বার 'আল্লাহ আকবার' পড়বে।—মুসলিম

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

২২৭৮. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْتَنَا
وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَنِي وَبِكَ نَمُوتُ وَاللَّهُمَّ الْمَصِيرُ وَإِذَا أَمْسَيْتَنَا قَالَ اللَّهُمَّ بِكَ
أَمْسَيْتَنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَنِي وَبِكَ نَمُوتُ وَاللَّهُمَّ النَّشْرُورُ۔

رواه الترمذى وابو داؤد وابن ماجة

২২৭৮. হ্যুরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকালে ঘুম থেকে উঠে বলতেন, "আল্লাহল্লা বিকা আস্বাহনা, ওয়া বিকা আম্সাইনা, 'ওয়া বিকা নাহইয়া, ওয়া বিকা নামুতু, ওয়া ইলাইকাল মাসিরু। অর্থাৎ "হে আল্লাহ! তোমারই সাহায্যে আমরা সকালে (ঘুম থেকে) উঠি, তোমারই সাহায্যে আমরা সন্ধ্যায় পৌছি। তোমারই নামে আমরা বঁচি ও তোমারই নামে আমরা মৃত্যুবরণ

করি। আর তোমার কাছেই আমরা ফিরে যাবো।” সন্ধ্যার সময় তিনি বলতেন, “আল্লাহস্মা বিকা আমসাইনা, ওয়া বিকা আসবাহনা, ওয়া বিকা নাহইয়া, ওয়া বিকা নামুতু ওয়া ইলাইকান নুগুর” অর্থাৎ, “হে আল্লাহ! তোমারই সাহায্যে আমরা সন্ধ্যা বেলায় এসে উপস্থিত হয়েছি তোমারই সাহায্যে সকালে উঠি। তোমারই নামে আমরা বাঁচি, তোমারই নামে আমরা মৃত্যুমুখে পতিত হই। আর তোমারই দিকে আমরা পুনঃ একত্রিত হবো।”

-তিরিমিয়ী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ।

٢٢٧٩. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِي بِشَيْءٍ أَقُولُهُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا
أَمْسَيْتُ قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ
وَمَلِئْكَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكِهِ
قُلْهُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ وَإِذَا أَخْدَتَ مَضْجِعَكَ .

رواه الترمذى وابو داؤد والدارمى

২২৭৯. হ্যরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হ্যরত আবু বকর সিদ্দীক রাঃ বলেছেন, একবার আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল। সকালে সন্ধ্যায় পড়ার জন্য আমাকে একটি দোয়ার নির্দেশ দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি পড়বে, “আল্লাহস্মা আলিমিল গাইবে ওয়াশশাহাদাতে, ফাতিরাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদে, রাববা কুণ্ডি শাইইন, ওয়া মালিকাহ আশহাদু আন্লা ইলাহা ইল্লা আন্তা, আউজু বিকা মিন শাররি নাফসি, ওয়া মিন শাররিশ শাইতানে, ওয়া শিরকিহি” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! যিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী, আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, প্রত্যেক জিনিসের প্রতিপালক ও মালিক—আমি সাক্ষ দিছি, তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আমি তোমার কাছে আমার আস্তার অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাই। শয়তানের অনিষ্ট ও শিরক হতে পানাহ চাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি এই দোয়া সকালে সন্ধ্যায় ও শয়া গ্রহণের সময় পড়বে।”—তিরিমিয়ী, আবু দাউদ, ও দারেমী

٢٢٨. وَعَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِيهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ عَبْدٍ
يَقُولُ فِي صَبَاحٍ كُلَّ يَوْمٍ وَمَسَاءً كُلَّ لَيْلَةٍ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي
الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُلَّثَ مَرَاتٍ فِيَضْرُهُ شَيْءٌ فَكَانَ أَبَانُ قَدْ
أَصَابَهُ طَرَفُ قَالِعٍ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْتَظِرُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ أَبَانُ مَا تَنْتَظِرُ إِلَىٰ أَمَا أَنَّ
الْحَدِيثَ كَمَا حَدَّثْتُكَ وَلَكِنْ لَمْ أَقْلِمْ لِيْمَنْدِ لِيْمَضِيَ اللَّهُ عَلَىٰ قَدْرَةِ . روah الترمذى
وابن ماجة وابو داؤد وفی روایته لم تُصِبْهُ فُجَاءَةً بِلَاءٍ حَتَّىٰ يُصْبِحَ وَمَنْ قَالَهَا حِينَ
يُصْبِحُ لَمْ تُصِبْهُ فُجَاءَةً بِلَاءٍ حَتَّىٰ يُمْسِيَ .

২২৮০. হ্যরত আবান ইবনে ওসমান রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে একথা-বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে বাস্তা

দৈনিক সকাল-সন্ধ্যায় “বিসমিল্লাহির্রাজি লা ইয়াদুর্রক্ম মায়া ইস্মিহি শাইউন ফিল আরদে ওয়ালা ফিস সামায়ে, ওয়া হ্যাস সামিউল আলিম” অর্থাৎ “আল্লাহর নামে শুরু করছি, যে নামের সাথে যমীনে ও আসমানে কোনো কিছুই কোনো অনিষ্ট করতে পারে না। আল্লাহই সব শুনেন ও জানেন” এ দোয়া তিনবার করে পড়বে, কোনো কিছুই তার ক্ষতি করতে পারে না। পরবর্তী বর্ণনাকারী বলেন, আবান পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত ছিলেন। এজন্য হাদীস প্রবণকারীরা তাঁর দিকে তাকাচ্ছিলো। আবান তখন বললেন, আমার দিকে কি দেখছো? মিচ্যাই হাদীস যা আমি বর্ণনা করছি তাই। তবে আমি যেদিন, এ রোগে আক্রান্ত হয়েছি দেইদিন আমি এ দোয়া পড়িনি। এজন্য আল্লাহ আমার কপালে যা লিখে রেখেছিলেন তা পূর্ণ হয়েছে।-তিরমিয়ী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ

٢٢٨١. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَمْسَى أَمْسِيَّ الْمُلْكِ
لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ رَبُّ اسْتِلْكَ خَيْرٌ مَا فِي هَذِهِ الْلَّيْلَةِ وَخَيْرٌ مَا بَعْدَهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ
مَا فِي هَذِهِ الْلَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسْلِ وَمِنْ سُوءِ الْكِبَرِ أَوِ
الْكُفْرِ وَفِي رِوَايَةِ مِنْ سُوءِ الْكِبَرِ وَالْكُفْرِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ فِي النَّارِ وَعَذَابِ
فِي الْقَبْرِ وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ.

رواه أبو داؤد والترمذى وفي روايته لم يذكر من سوء الكفر

২২৮১. হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সন্ধ্যা হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, “আমরা সন্ধ্যায় এসে পৌছলাম। গোটা সাত্ত্বাজ্য সন্ধ্যায় এসে পৌছলো আল্লাহর জন্য। সব প্রশংসা আল্লাহর। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক। তাঁর কোনো শরীক নেই। তাঁরই রাজত্ব, তাঁরই জন্য সব প্রশংসা। আর তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আমি তোমার কাছে এ রাতে যা আছে তার কল্যাণ চাই এরপরে যা আছে তার কল্যাণ চাই। আর আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই এ রাতে যা আছে তার অকল্যাণ হতে। এর পরে যা আছে তারও অকল্যাণ হতে। হে রব! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই অলসতা হতে, বার্ধক্যের অঙ্গস্ত ও দাঙ্গিকতা হতে। হে পরওয়ারদিগার! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই জাহান্নাম ও কবরের শান্তি হতে।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকালেও এ দোয়া পড়তেন। তিনি পড়তেন, “আমরা সকালে এসে উপনীত হলাম। আর গোটা বিশ্বজগতও আল্লাহর উদ্দেশ্যে এসে উপনীত হলো।”-আবু দাউদ ও তিরমিয়ী। তবে ইমাম তিরমিয়ীর বর্ণনায়

২২৮২. وَعَنْ بَعْضِ بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُعْلَمُهَا فَيَقُولُ قُولِيْ حِينَ
تُصْبِحِينَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ
يَكُنْ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحْاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا فَإِنَّهُ مَنْ

قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ حُفْظٌ حَتَّى يُمْسِي وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي حُفْظٌ حَتَّى يُصْبِحُ -
رواه ابو داؤد

২২৮২. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোনো কন্যা হতে বর্ণিত। তিনি তাঁকে শিখাতেন ও বলতেন, তোরে বিছানা হতে উঠে বলবে, “সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী, ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহী, মা শাআল্লাহু কানা, ওয়ামালাম ইয়াশাআ লাম ইয়াকুন, আ’লামু আন্নাল্লাহু আলা কুলি শাইয়িন কাদীর, ওয়া আন্নাল্লাহু কাদ আহাতা বিকুল্লি শাইয়িন ইল্মা।” অর্থাৎ “আল্লাহ পাকের পবিত্রতা তাঁর প্রশংসার সাথে, আল্লাহর শক্তি ছাড়া কারো কোনো শক্তি নেই। আল্লাহ যা চান তাই হয়, যা তিনি চান না তা হয় না। আমি জানি, আল্লাহ সকল জিনিসের উপর ক্ষমতাশালী। সব জিনিসই আল্লাহ তাঁর জ্ঞান ধারা পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।” যে ব্যক্তি সকালে উঠে এ দোয়া পড়বে সক্ষ্য হওয়া পর্যন্ত সে হিফাযতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি সক্ষ্য হবার পর এ দোআ পড়বে সে ব্যক্তি সকালে (ঘুম হতে ওঠা) পর্যন্ত হিফাযতে থাকবে।—আবু দাউদ

২২৮৩. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ فَسْبِحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشْيًا وَحِينَ تُظْهِرُونَ إِلَى قُولِهِ وَكَذِلِكَ تُخْرَجُونَ أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَهُنْ حِينَ يُمْسِي أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ فِي لَيْلِتِهِ - روah ابو داؤد

২২৮৩. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আবুস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে (ঘুম হতে) উঠে এ আয়াত পড়বে, “ফাসুবহানাল্লাহি হীনা তুমসুনা ওয়া হীনা তুসবিধুন, ওয়া লাহুল হামদু ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি, ওয়া আশিয়াও ওয়া হীনা তুজহিরুন” পর্যন্ত। অর্থাৎ সুতৰাং আল্লাহর পবিত্রতা যখন তোমরা সক্ষ্যায় এসে পৌছো এবং যখন তোমরা সকালে (ঘুম হতে) ওঠো। এবং আসমান ও যমীনে প্রশংসা একমাত্র তারই জন্য। আর বিকালেও যখন তোমরা দুপুরে উপনীত হও, এভাবে বের হবে পর্যন্ত। (সূরা কুম-২১) সে লাভ করবে ওইদিন যা তাঁর হারিয়ে গিয়েছে। আর যে এই দোয়া সক্ষ্যায় পড়বে সে লাভ করবে যা তাঁর ওই রাতে হারিয়ে গিয়েছে।—আবু দাউদ

২২৮৩. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَانَ لَهُ عِدْلٌ رَّقْبَةٌ مِّنْ وَلْدِ اسْمَاعِيلَ وَكَتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ درَجَاتٍ وَكَانَ فِي حِرْزٍ مِّنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِي وَإِنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسِي كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ فَرَأَى رَجُلٌ رَّسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ آبَا عَبَّاسٍ يُحِدَّثُ عَنْكَ بِكَذَّابِ صَدَقَ أَبُو عَبَّاسٍ - روah ابو داؤد وابن ماجة

২২৪৪. হ্যৱত আবু আইয়াশ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে (ঘুম থেকে) উঠে বলবে, “লাইলাহ ইলাল্লাহু আলাইহি ওয়াহুদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু, ওয়ালাহু হামদু ওয়া হ্যা আলা কুল্লে শাইইন কাদীর” অর্থাৎ “আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসাও তাঁর। তিনি সকল ব্যাপারে সবচেয়ে শক্তিশালী।” তাঁর জন্য এ দোয়া ইসমাইল বংশীয় একটি দাস মুক্ত করার সমান (সওয়াব) হবে এবং তাঁর জন্য আরো দশটি সওয়াব লিখা হবে। তাঁর দশটি গুনাহ মাপ করে দেয়া হবে, আর তাঁর দশটি মর্যাদা উন্নত করে দেয়া হবে, সংক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত সে শয়তান হতে নিরাপদ থাকবে। আর যদি সে ব্যক্তি এ দোয়া সংক্ষয় পড়ে তাহলে আবার সকালে (ঘুম হতে) উঠার আগ পর্যন্ত আগের মতো সওয়াব ও মর্যাদা পেতে থাকবে। বর্ণনাকারী বলেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখলো এবং বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আবু আইয়াশ আপনার নাম করে এসব কথা বলে। উভয়ের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আবু আইয়াশ সত্য কথা বলছে।—আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ

২২৪৫. وَعَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُسْلِمٍ نِبْيَانِ التَّمِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَسَرَّ
إِلَيْهِ فَقَالَ إِذَا افْتَرَقْتَ مِنْ صَلَوةِ الْمَغْرِبِ فَقُلْ قَبْلَ أَنْ تُكَلِّمَ أَحَدًا اللَّهُمَّ أَجْرِنِي مِنْ
النَّارِ سَبْعَ مَرَاتٍ فَأَنْكَ أَذَا قُلْتَ ذَلِكَ ثُمَّ مُتْ فِي لِيْلَتِكَ كُتِبَ لَكَ جَوَازٌ مِنْهَا وَإِذَا
صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَقُلْ كَذَلِكَ فَأَنْكَ أَذَا مُتْ فِي يَوْمِكَ كُتِبَ لَكَ جَوَازٌ مِنْهَا
رواه أبو داود

২২৪৫. হ্যৱত হারিছ (তাবেয়ী) ইবনে মুসলিম তামীরী তাঁর পিতা হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তুপিসারে বললেন, তুমি মাগরিবের নামায হতে অবসর হবার পর কারো সাথে কথা বলার আগে, “আল্লাহহ্মা আজিরনি মিনান্নারে” সাতবার পড়বে অর্থাৎ “হে আল্লাহ তুমি আমাকে জাহান্নামের আগন্ত থেকে রক্ষা করো।” এ দোয়া পড়ার পর তুমি ওই রাতে মারা গেলে তোমার জন্য জাহান্নাম হতে ছাড়পত্র লিখা হবে। একইভাবে তুমি ফজরের নামায পড়ার পর এ দোয়া পড়বে। তারপর তুমি ওই দিন মারা গেলে (তোমার জন্য) জাহান্নাম হতে ছাড়পত্র লেখা হবে।—আবু দাউদ

২২৪৬. وَعَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُ هُؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ حِينَ يُمْسِي
وَحِينَ يُضْبِحُ اللَّهُمَّ أَنِّي أَسْتَلِكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ أَنِّي أَسْتَلِكَ
الْعَفْرَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي اللَّهُمَّ اسْتَرْ عَوْرَاتِي وَامِنْ رُوْعَاتِي
الَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيِّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يُمْبَنِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَرْقَنِي
وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ تَعْتِيْ بَعْنَى الْخَسْفَ - رواه أبو داود

২২৪৬. হ্যৱত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো সকাল সংক্ষয় এই দোয়াটি না পড়ে ছাড়েননি।

(দোয়াটি হলো) “আল্লাহর্হ ইন্নি আসমালুকাল আফিয়াতা ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাতে, আল্লাহর্হ ইন্নি আসমালুকাল আফওয়া, ওয়াল আফিয়াতা ফি দীনি ওয়া দুনিয়াই ওয়া আহ্লী, ওয়া মালী। আল্লাহর্হমাসতুর আওরাতী, ওয়া আমেন রাওয়াতী। আল্লাহর্হ ফাজ্নী, মিম বাইনে ইয়াদাইয়্যান ওয়া মিন খালফী, ওয়া মান ইয়ামানী, ওয়া আন শিমালী, ওয়া মিন ফাওকী। ওয়া আউজু বিআজমাতিকা আন উগ্তালা মিন তাহতী ইয়ানে আলখাসফা,” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের নিরাপত্তা চাই। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আমার দীন, দুনিয়া, পরিবার পরিজন, ধন-সম্পদ সম্পর্কে নিরাপত্তা চাই। হে আল্লাহ! তুমি আমার অপরাধগুলো গোপন রাখো। ভীতিকর বিষয় হতে আমাকে নিরাপদ রাখো। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আমার সামনের দিক হতে পেছনের দিক হতে, আমার ডান দিক হতে, আমার বাম দিক হতে, আমার উপর হতে—আমাকে হিফায়ত করো। হে আল্লাহ! আমি তোমার মর্যাদার কাছে। মাটিতে ধসে যাওয়া হতে পানাহ চাই।

-আবু দাউদ

٢٢٨٧. وَعَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ اللَّهُمَّ اصْبِحْنَا نُشَهِدُكَ وَتُشَهِّدُ حَمَلَةً عَرْشِكَ وَمَلِئَكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا أَصَابَهُ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ مِنْ ذَنْبٍ وَإِنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِيْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا أَصَابَهُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ مِنْ ذَنْبٍ - رواه الترمذى وابو داؤد وقال الترمذى هذا حديثاً غريب

২২৮৭. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে (ঘুম থেকে) উঠে বলবে, “আল্লাহর্হ আস্বাহনা নুশহেদুকা, ওয়া নুশহেদু হামলাতা আরশিকা, ওয়া মালায়িকাতাকা, ওয়া জমিয়া খালকিকা, আল্লাকা আন্তাল্লাহ, লাইলাহ ইল্লাল্লাহ আনতা ওয়াহদাকা, লা শারীকা লাকা, ওয়া আল্লা মুহাম্মাদান আব্দুকা ওয়া রাসূলুকা” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমি সকালের এ অবস্থায় তোমাকে, তোমার আরশের বহনকারীদেরকে, তোমার ফেরেশতাদেরকে, তোমার সমস্ত সৃষ্টিকে সাক্ষী করছি। নিচয়ই তুমি আল্লাহ! তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তুমি এক। তোমার কোনো শরীক নেই। এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার বান্দা ও রাসূল।” নিচয়ই আল্লাহ তাআলা তাকে ওইদিন তার যে শুনাহ হবে তা মাফ করে দেবেন। আর সে যদি এ দোষা সংক্ষয় পড়ে তাহলে নিচয়ই আল্লাহ তাকে ওই রাতে সংঘটিত হওয়া শুনাহ মাফ করে দেবেন।-তিরিমিয়ী, আবু দাউদ।-তিরিমিয়ী হাদীসটিকে গরীব বলেন।

২২৮৮. وَعَنْ ثُوبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَقُولُ إِذَا أَمْسَى وَإِذَا أَصْبَحَ ثَلَاثَ رَضِيَتْ بِاللَّهِ رَبِّيْ وَبِإِسْلَامِ دِيْنِا وَبِمُحَمَّدِ نَبِيِّا إِلَّا كَانَ حَقًا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ - رواه احمد والترمذى

২২৮৮. হযরত সাওবান রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কোনো মুসলিম বান্দাহ সংক্ষয় সময় ও সকালে উঠে “রাদিতুবিল্লাহি

ৱাববান, ওয়াবিল ইসলামে দীনান ওয়া বি মুহাম্মাদিন নাবিয়্যান” অর্থাৎ “আমি আল্লাহকে রব, ইসলামকে দীন ও মুহাম্মাদ সঃ-কে নবী হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছি।” এ দোয়া তিনিবাব বলবে, সে কিয়ামতের দিন তাকে খুশী করানো আল্লাহর জন্য অবশ্যঙ্গবী হবে।

-আহমাদ, তিরমিয়ী

২২৮৯. وَعَنْ حُدَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْأِمَ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ قِنِّيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ عِبَادَكَ أَوْ تَبْعَثُ عِبَادَكَ -
رواه الترمذى ورواہ أحْمَدُ عَنِ البراء

২২৮৯. হ্যৱত হ্যাইফাহ রাঃ হতে বৰ্ণিত। তিনি বলেন, নবী কৱীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমাতে ইচ্ছা কৱলে হাত মাথার নীচে রাখতেন। এৱপৰ বলতেন, “আল্লাহহ্যা কিনি আয়াবাকা ইয়াওমা তাজমাউ ইবাদাকা, আও তাৰআছু ইবাদাকা” অর্থাৎ “হে আল্লাহ আমাকে তোমার শান্তি হতে বাঁচিয়ে রেখো, যেদিন তুমি তোমার বান্দাদেৱকে একত্ৰ কৱবে। অথবা তিনি বলেছেন, “যেদিন তুমি তোমার বান্দাদেৱকে কৱৰ থেকে উঠাবে।”

-তিরমিয়ী। ইমাম আহমাদ বারা হতে এ হাদীস বৰ্ণনা কৱেছেন।

২২৯০. وَعَنْ حَفْصَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُرْقُدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنِيَ تَحْتَ خَدَهُ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ قِنِّيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ثَلَاثَ مَرَاتٍ - رواه أبو داود

২২৯০. হ্যৱত হাফসা রাঃ হতে বৰ্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শোবার ইচ্ছা কৱলে গালের নীচে ডান হাত রাখতেন। এৱপৰ তিনি তিনিবাব বলতেন, “আল্লাহহ্যা কিনি আয়াবাকা ইয়াওমা তাৰআছু ইবাদাকা” অর্থাৎ “হে আল্লাহ তুমি যেদিন তোমার বান্দাদেৱকে কৱৰ হতে উঠাবে, তোমার আয়াব হতে আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে।”-আবু দাউদ

২২৯১. وَعَنْ عَلَيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ مَضْجَعِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِوْجْهِكَ الْكَرِيمِ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَاتِ مِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ أَخْذَ بِنَاصِيَتِهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ تَكْشِفُ الْمَغْرَمَ وَالْمَائِمَ اللَّهُمَّ لَا يَهْزِمُ جُنْدُكَ وَلَا يُخْلِفُ وَعْدُكَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ - رواه أبو داود

২২৯১. হ্যৱত আলী রাঃ হতে বৰ্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শোবার সময় বলতেন, “আল্লাহহ্যা ইন্নি আউজু বিওয়াজহিকাল কারীম, ওয়া কালেমাকিত তাচ্ছাতে মিন শারৱি মা আন্তা আখেয়ু বিনাসিয়াতিহি, আল্লাহহ্যা আনতা তাকশেফুল মাগৱামা, ওয়াল মাছামা। আল্লাহহ্যা লা ইয়াহজামু জুনদুকা, ওয়ালা ইয়ুখলাকু ওয়াদুকা ওয়ালা ইয়ানফাউ যালজাদে মিনকাল জাদু। সুবহানাকা, ওয়া বিহামদিকা” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমি যা তোমার অধীনে আছে তাৰ মন্দ হতে তোমার মহান সন্তুষ্টি ও তোমার পূৰ্ণ কালামেৰ আশ্রয় চাই। আল্লাহ! তুমিই ঝণেৱ চাপ ও শুনাহৰ ভাৱ দূৰ কৱে দাও। হে আল্লাহ! তোমার দল পৰাত্তুত হয় না, কখনো তোমার ওয়াদা ভঙ্গ হয় না। কোনো

সম্পদশালীর সম্পদ তাকে তোমা হতে রক্ষা করতে পারে না। তোমার পবিত্রতা তোমার প্রশংসার সাথে।”-আবু দাউদ

٢٢٩٢. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِينَ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيُومُ وَاتُّوْبُ إِلَيْهِ ثَلَثَ مَرَاتٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَيْدِ الْبَحْرِ أَوْ عَدَدَ رَمْلِ عَالِيجِ أَوْ عَدَدَ أَيَامِ الدُّنْيَا - رواه الترمذى وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

২২৯২. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি বিছানায় শোবার সময় “আসতাগফিরু-ল্লাহাল্লাজি লাইলাহা ইল্লা হাল হাইয়ুল কাইয়ুম ওয়া আতুরু ইলাইহি” অর্থাৎ “আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই। যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, যিনি চিরজীব ও চিরস্থায়ী। তার কাছে আমি তাওবা করি।” এ দোয়া তিনবার পড়বে, আল্লাহ তার শুনাহ-গুলো মাফ করে দেবেন। যদি তার শুনাহ সাগরের ফেনা, অথবা বালুর স্তুপ অথবা গাছের পাতার সংখ্যা অথবা দুনিয়ার দিনগুলোর সংখ্যার চেয়েও বেশি হয়।-তিরিমিয়ী। তিনি বলেন, হাদীসটি গরীব।
٢٢٩٣. وَعَنْ شَدَادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَانِ مُسْلِمٍ يَأْخُذُ مَضْجَعَةً بِقِرَاءَةِ سُورَةِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا وَكَلَّ اللَّهُ بِهِ مَلْكًا فَلَا يَقْرِئُهُ شَيْءٌ يُؤْذِيهِ حَتَّى يَهْبِتُ مَتَى هَبْ - رواه الترمذى

২২৯৩. হযরত শান্দাদ ইবনে আউস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কোনো মুসলমান কুরআন শরীফের যে কোনো একটি সূরা পড়ে বিছানায় যাবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য নিষ্ঠয়ই একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করে দেবেন। তাই কোনো অনিষ্টকারক জিনিস তার কাছে পৌছতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ঘুম থেকে সে জেগে না ওঠে, যখন জেগে ওঠার সময় হয়।-তিরিমিয়ী

২২৯৪. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَلْتَانِ لَا يُحِصِّيهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ إِلَّا وَهُمَا يَسِيرُونَ وَمَنْ يُعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ يُسَبِّحُ اللَّهُ فِي دِبْرِ كُلِّ صَلَوةٍ عَشْرًا وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا وَيُكَبِّرُهُ عَشْرًا قَالَ فَإِنَّمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ قَالَ فَتِلْكَ خَمْسُونَ وَمِائَةً فِي الْلِسَانِ وَالْأَلْفُ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ وَإِذَا أَخَذَ مَضْجَعَةً يُسَبِّحُهُ وَيُكَبِّرُهُ وَيَحْمَدُهُ مِائَةً فِي الْلِسَانِ وَالْأَلْفُ فِي الْمِيزَانِ فَإِيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ الْقَيْنِ وَخَمْسَ مِائَةً سِيَّئَةً قَالُوا وَكَيْفَ لَا تُحِصِّنُهَا قَالَ يَأْتِي أَحَدُكُمُ الشَّيْطَانُ وَهُوَ فِي صَلَوَتِهِ فَيَقُولُ أَذْكُرْ كَذَا أَذْكُرْ كَذَا

حَتَّى يُنْفَلِ فَلَعْلَهُ أَن لَا يَفْعَلْ وَيَأْتِيهِ فِي مَضْجَعِهِ فَلَا يَزَالُ يُنَوِّمُهُ حَتَّى يَنَامَ - رواه
الترمذى وابو داؤد والنسائى وفى رواية أبي داؤد قال خصلتان أو خلستان لا يحافظ
عليهما عبد مسلم وكذا فى روايته بعد قوله وألف وخمس مائة فى الميزان قال
وبكير أربعًا وتلثين إذا أخذ ماضجعة ويحمد ثلاثاً وتلثين ويسبح ثلثاً وتلثين
وفى أكثر نسخ المصايب عن عبد الله بن عمر

২২৯৪. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে মুসলমান দুটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখবে, সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। জেনে রাখো, এ বিষয় দুটো সহজ। কিন্তু এর আমলকারী কম। তাহলো প্রত্যেক নামাযের পর 'সুবহানাল্লাহ' দশবার, 'আল-হামদুলিল্লাহ' দশবার, 'আল্লাহ আকবার' দশবার পড়বে। আবদুল্লাহ ইবনে আমর বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ দোয়া পড়ার সময় হাতে গুণতে দেখেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এ দোয়া মুখে (পাঁচ বেলায়) পঞ্চাশবার কিয়ামতে মীয়ানের পাল্লায় এক হাজার পাঁচ শ বার। আর যখন বিছানায় যাবে, 'সুবহানাল্লাহ' ও 'আলহামদুলিল্লাহ' 'আল্লাহ আকবার'(এ তিনটি দোয়া মিলায়ে) একশ' বার পড়বে। এ পড়া মুখে একশত বার বটে; কিন্তু মীয়ানে এক হাজার বার। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ একদিন এক রাতে দু' হাজার পাঁচশ' গুনাহ করে? (মানে কেউ এতো গুনাহ করতে পারে না।) সাহাবীগণ বললেন, আমরা কেনো এ দুটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখতে পারবো না? তিনি বললেন, এজন্য পারবে না যে, তোমাদের কারো কারো কাছে নামাযের সময় শয়তান এসে বলে, ওই বিষয় চিন্তা করো, ওই বিষয় শ্বরণ করো। এরপর নামায শেষ না করা পর্যন্ত চলতে থাকে। এরপর সে হয়তো তা না করেই উঠে যায়। এভাবে শয়তান তার শয়নকালে এসে তাকে ঘূম পাড়াতে থাকবে যতক্ষণ সে তা না করে ঘুমিয়ে পড়ে।—তিরমিয়ী, আবু দাউদ, নাসায়ী।

আবু দাউদের আর এক বর্ণনায় আছে, "দুটি বিষয়ে যে কোনো মুসলমান লক্ষ রাখবে।" এভাবে তার বর্ণনায় আছে, "মীয়ানের পাল্লায় এক হাজার পাঁচ শত"—এ শব্দের পর আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সে যখন বিছানায় যায়, "আল্লাহ আকবার" চৌঙ্গিশবার, 'আলহামদুলিল্লাহ' তেঙ্গিশবার ও 'সুবহানাল্লাহ' তেঙ্গিশবার পড়বে।

২২৯৫. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَنَامَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِيْ مِنْ نَعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ قَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ فَقَدْ أَدْبَى شُكْرَ يَوْمِهِ وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ حِينَ يُمْسِيْ فَقَدْ أَدْبَى شُكْرَ لَيْلِهِ۔
رواہ ابیر داؤد

২২৯৫. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে গানাম রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে (ঘুম থেকে) উঠে, "আল্লাহছ্যা মা

আসবাহা বি মিন নে'মাতিন, আও বিআহাদিম মিন খালিকিকা, ফামিনকা ওয়াহ্দাকা লা-শারীকা লাকা, ফালাকাল হামদু ওয়ালাকাশ শুক্রু," অর্থাৎ "হে আল্লাহ! সকালে আমার প্রতি ও তোমার অন্য যে কোনো মাখলুকের কাছে যে নেয়ামত পৌছেছে তা একা তোমার পক্ষ থেকেই। এতে তোমার কোনো শরীক নেই। সুতরাং তোমারই প্রশংসা ও তোমারই শোকর"—এ দোয়া পড়বে, সেই ব্যক্তি তার ওই দিনের 'শুকুর' আদায় করলো। আর যে ব্যক্তি সঞ্চ্যায় এ দোয়া পড়লো, সে ব্যক্তি তার ওই রাতের শুকুর আদায় করলো।

-আবু দাউদ

২২৭৬. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا أُوْتِيَ إِلَى فِرَاسَةِ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ كُلِّ شَيْءٍ فَالْحَبَّ وَالنُّوْدُ مُنْزَلٌ الْمُتَوْرِثَةُ وَالْأَنْجِيلُ وَالْقُرْآنُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ أَنْتَ أَخْذُ بِنَاصِيَتِهِمْ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلِيُسَّ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلِيُسَّ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلِيُسَّ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلِيُسَّ دُونَكَ شَيْءٌ أَقْضِي عَنِ الدِّينِ وَأَغْنِنِي مِنِ الْفَقْرِ - رواه أبو داود والترمذى وابن ماجة ورواوه مسلم مع اختلاف سير.

২২৯৬. হ্যরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বিছানায় শুতে গেলে বলতেন, "আল্লাহহু রাকবাস সামাওয়াতে ওয়া রাকবাল আরদে, ও রাকবা কুল্লে শাইইন, ফালিকাল হাবির ওয়ান নাওয়া মুনিয়লাত তাওরাতে, ওয়াল ইঞ্জিলে ওয়াল কুরআনে। ওয়া আউযুবিকা মিন শারুরি কুল্লি জি শারুরি। আনতা আখেয়ু বিনাসিয়াতিহ, আনতাল আওয়ালু, ফালাইসা কাবলাকা শাইয়ুন, ওয়া আনতাল আখেরু, ফালাইসা বাদাকা শাইয়ুন, ওয়া আনতায যাহেরু, ফালাইসা ফাওক্তাকা শাইউন। ওয়া আনতাল বাতেনু, ফালাইসা দুনাকা শাইয়ুন, এক্যে আল্লাদাইনা, ওয়া আগনেনি মিনাল ফাকরে" অর্থাৎ "হে আল্লাহ! যিনি আসমানের রব, যমীনের রব, তথা প্রতিটা জিনিসের রব, শস্যবীজ ও খেজুর দানা ফেড়ে গাছ-পালা উৎপাদনকারী, তাওরাত ইনজীল ও কুরআন অবতীর্ণকারী, আমি তোমার কাছে এমন প্রতিটা মন্দের 'অধিকারী জিনিসের মন্দ হতে আশ্রয় চাই যা তোমার অধিকার। তুমই প্রথম, তোমার আগে কেউ ছিলো না। তুমি শেষ, তোমার পরে কেউ থাকবে না। তুমি প্রকাশ্য, তোমার চেয়ে প্রকাশ্য আর কিছু নেই। তুমি গোপন, তোমার চেয়ে গোপন আর কিছু নেই। তুমি আমার খণ পরিশোধ করে দাও। আমাকে পরম্পরাপেক্ষী হওয়ার থেকে বাঁচিয়ে রেখো।"-আবু দাউদ, তিরমিয়ী, ইবনে মাজাহ। কিছু ভিন্নতাসহ মুসলিমেও।

২২৭. وَعَنْ أَبِي الْأَزْهَرِ الْأَنْتَمَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَخْذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَضَعَتْ جَنَبِي لِلَّهِ الْلَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَاحْسَنْ شَيْطَانِي وَفَكِ رِهَانِي وَاجْعَلْنِي فِي الدِّيَّ الْأَعْلَى - رواه أبو داود

২২৯৭. হ্যরত আবুল আয়হার আনমারী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে বিছানায় যাওয়ার সময় বলতেন, "বিস্মিল্লাহ

ওয়ায়াতু যাবি লিল্লাহি, আল্লাহুস্মাগফিরলী যাবি ওয়াখসাআ শায়তানী ওয়া ফুক্কা রিহানী, ওয়াজ আলনী ফিন নাদিয়িল আলা” অর্থাৎ “আল্লাহর নামে আমার পার্শ্ব রাখলাম। হে আল্লাহ! তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা করো, আমার কাছ থেকে শয়তানকে তাড়িয়ে দাও। আমার ঘাড়কে মুক্ত করো এবং আমাকে শীর্ষ আসনে সমাচীন করো।”-আবু দাউদ

٢٢٩٨. وَعَنْ أَبْنَى عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ لَهُ كَانَ إِذَا أَخْذَ مَضْجِعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانِيْ وَأَوْكَنِيْ وَأَطْعَمَنِيْ وَسَقَانِيْ وَالَّذِيْ مَنْ عَلَىْ فَأَفْضَلَ وَالَّذِيْ أَعْطَانِيْ فَاجْزِلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىْ كُلِّ حَالٍ لِلَّهُمَّ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَمُلِئْكَهُ وَإِلَهُ كُلِّ شَيْءٍ اغُوْدُبِكَ مِنِ النَّارِ - رواه ابو داؤد

২২৯৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম রাতে শয়নকালে বলতেন, “আলহামদু লিল্লাহিল্লায়ি কাফানী, ওয়া আওয়ানী, ওয়া আতআমানী, ওয়া সাকানী, ওয়াল্লাজি মান্না আলাইয়া ফাআক্ষ যালা ওয়াল্লায়ি আতানী ফাআজযালা, আলহামদুলিল্লাহাহে আলা কুল্লিহাল, আল্লাহুস্মা রাববা কুল্লে শাইইন ওয়া মালিকাহ, ওয়া ইলাহা কুল্লে শাইইন আউযুবিকা মিনান্নারে।” অর্থাৎ “আল্লাহর প্রশংসা, যিনি আমার প্রয়োজন নির্বাহ করলেন, আমাকে রাতে আশ্রয় দিলেন, আমাকে খাওয়ালেন, আমাকে পান করালেন, যিনি আমার প্রতি দয়া প্রদর্শন করলেন, অনেক অনুগ্রহ করলেন, যিনি আমাকে দান করলেন এবং যথেষ্ট দান করলেন। সুতরাং আল্লাহর শোকর সকল অবস্থায়। হে আল্লাহ! যিনি প্রতিটি বস্তুর প্রতিপালক ও এর অধিকারী, প্রত্যেক জিনিসের উপাস। আমি তোমার কাছে জাহান্নামের আগুন হতে পানাহ চাই।”-আবু দাউদ

٢٢٩٩. وَعَنْ بُرِيَّةَ قَالَ شَكِيْ خَالِدُ بْنُ الْوَكِيدِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ لَهُ كَانَ إِذَا أَوْتَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ لَهُ كَانَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنَامُ اللَّيْلَ مِنَ الْأَرْقِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ لَهُ كَانَ إِذَا أَوْتَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ لَهُ كَانَ فَقُلْ اللَّهُمَّ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْتُ وَرَبُّ الْأَرْضِينَ وَمَا أَقْلَلْتُ وَرَبُّ الشَّيَّاْتِينِ وَمَا أَضْلَلْتُ كُنْ لِيْ جَارًا مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيعًا إِنْ يُفْرِطْ عَلَىْ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَوْ أَنْ يَبْغِي عَزْ جَارُكَ وَجَلْ ثَنَاؤُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ - رواه الترمذি وقال هذا حديث ليس

استناداً بالقوى والحكيم بن ظهير بن الرأوي قد ترك حديثه بعض أهل الحديث

২২৯৯. হযরত বুরাইদা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার খালিদ বিন ওয়ালীদ নবী কর্মী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম-এর নিকট অভিযোগ করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! রাতে স্বপ্নের কারণে আমি ঘুমাতে পারি না। আল্লাহর নবী তার একথা শনে বললেন, তুমি বিছানায় শুতে গেলে এ দোয়া পড়বে, আল্লাহুস্মা রাববাস সামাওয়াতিস সাবয়ে, ওয়ামা আযাল্লাত, ওয়া রাববাল আরদিনা ওয়ামা আকাল্লাত, ওয়া রাববাশ শায়াতিনি ওয়ামা আযাল্লাত, কুণ্ডি জারান মিন শাররে খালকিকা কুল্লিহীম জামিজা আঁইয়াফ্রুতা আলাইয়া আহানুম মিনহুম আও আঁইয়াবগীয়া আয়া জারুকা ওয়া জাল্লা ছানাউকা, ওয়া লাইলাহ

ଗାଇରୁକା, ଲା ଇଲାହା ଇଲା ଆନତା” ଅର୍ଥାଏ “ହେ ଆନ୍ଦାହ! ସାତ ଆକାଶ ଯାକେ ଛାଯା ଦିଯେଛେ ତାର ରବ! ଏବଂ ଯମୀନସମୂହ ଓ ତା ଯାକେ ଧାରଣ କରେଛେ ତାର ରବ। ଶୟତାନଙ୍ଗଳେ ଓ ତାରା ଯାଦେରକେ ପଥଭର୍ଷ କରେଛେ ତାଦେର ରବ। ତୁମି ଆମାକେ ସକଳ ସୃଷ୍ଟିର ଅନିଷ୍ଟ ହତେ, ତାଦେର କେଉଁ ଯେ, ଆମାର ଉପର ପ୍ରଭାବ ବିଜ୍ଞାର କରନ୍ତି ଅଥବା ଆମାର ପ୍ରତି ଅବିଚାର କରନ୍ତି ତା ଥେକେ ଆମାକେ ନିରାପତ୍ତା ଦାନ କରୋ । ସେଇ ବିଜ୍ଞା ଯାକେ ତୁମି ନିରାପତ୍ତା ଦାନ କରେଛୋ । ମହାନ ତୋମାର ପ୍ରଶଂସା, ତୁମି ଛାଡ଼ା କୋନୋ ଇଲାହ ନେଇ, କୋନୋ ଇଲାହ ନେଇ ତୁମି ଛାଡ଼ା ।”-ତିରମିଯୀ । ତିନି ବଲେନ, ଏ ହାନୀସେର ସନଦ ଦୁର୍ବଲ ।

ତୃତୀୟ ପରିଚେତ

٢٣٠٠. عَنْ أَبِي مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ فَلَيَقُولْ أَصْبَحْتُ
وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ أَنِّي أَسْتَلِكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ فَتَحَّةَ وَنَصْرَةَ
وَنُورَةَ وَبَرَكَةَ وَهُدَاءَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَمِنْ شَرِّ مَا بَعْدَهُ ثُمَّ إِذَا أَمْسَى فَلَيَقُولْ
مِثْلَ ذَلِكَ . روାହ ଅବୁ ଦାୱୋ

୨୩୦୦. ହ୍ୟରତ ଆବୁ ମାଲିକ ଆଶାରୀ ରାଃ ହତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ତିନି ବଲେନ, ରାସ୍‌ତୁଲ୍‌ଲ୍ଲାହ ସାନ୍ଦ୍ରାନ୍ଦ୍ରାହ ଆଲାଇହି ଓୟାସାନ୍ଦ୍ରାମ ବଲେଛେନ, ତୋମାଦେର କେଉଁ ସକାଳେ ଘୁମ ଥେକେ ଉଠିଲେ ଯେନୋ ବଲେ, “ଆସବାହନା ଓୟା ଆସବାହାଲ ମୁଲକୁ ଲିପ୍ତାହି ରାବିଲ ଆଲାମୀନ । ଆନ୍ଦାହମ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ର ଆସାନ୍ଦୁକା ଖାଯରା ହାଯାଲ ଇଯାଓମି ଫାତହାହ ଓୟା ନାସରାହ, ଓୟା ନୂରାହ, ଓୟା ବାରକାତାହ, ଓୟା ହୁଦାହ । ଓୟା ଆଉଁଜୁ ବିକା ମିନ ଶାରରି ମା ଫିହେ, ଓୟା ମିନ ଶାରରେ ମା ବା'ଦାହ । ଛୁଦା ଇଯା ଆୟ୍ମା, ଫାଲ୍‌ଇଯାକୁଳ ମିଛଳା ଯାଲିକା” ଅର୍ଥାଏ “ଆମରା ସକାଳେ ଏସେ ଉପନୀତ ହ୍ୟାମ ଆର ରାଜ୍ୟର ଆନ୍ଦାହ ରାକୁଳ ଆଲାମୀନେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସକାଳେ ଏସେ ଉପନୀତ ହେଲୋ । ହେ ଆନ୍ଦାହ! ଆମି ତୋମାର କାହେ ଚାଇ ଏ ଦିନେର କଲ୍ୟାଣ । ଏର ସଫଳତା ଓ ସାହାଯ୍ୟ । ଏର ଜ୍ୟାତି ଏର ବରକତ ଓ ଏର ହେଦ୍ୟାତ ତୋମାର କାହେ । ଏତେ ସେ ଅକଲ୍ୟାଗ୍ନ ରଯେଛେ ଓ ଏର ପରେ ସେ ଅକଲ୍ୟାଗ୍ନ ରମେଛେ ତା ହତେ ଆଶ୍ରଯ ଚାଇ । ତାରପର ମେ ସନ୍ଧାୟ ଉପନୀତ ହଲେଓ ଯେନୋ ଏ ଏକଇ ଦୋଯା କରେ ।-ଆବୁ ଦାୱୋ
୨୩୦୧. وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي يَابْتِ أَسْمَعْكَ تَقُولُ كُلُّ غَدَاءٍ
اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدْنِي اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي لَا إِلَهَ إِلَّا
أَنْتَ تُكَرِّرُهَا ثَلَاثًا حِينَ تُصْبِحُ وَثَلَاثًا حِينَ تُمْسِي فَقَالَ يَا بُنْيَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
يَدَعْوُهُنَّ فَإِنَّ أَحَبْ أَسْتَنْسِتَهُ - روାହ ଅବୁ ଦାୱୋ

୨୩୦୧. ତାବେଯୀ ହ୍ୟରତ ଆବଦୁର ରହମାନ ଇବନେ ଆବୁ ବାକରା ହତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ତିନି ବଲେନ, ଆମି ଆମାର ପିତାକେ ବଲାମ, ହେ ପିତା! ଆପନାକେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ବଲତେ ଶୁଣି, (ଆପନି ବଲେନ) “ହେ ଆନ୍ଦାହ! ଆମାକେ ଶାରୀରିକଭାବେ ନିରାପଦେ ରାଖୋ, ଆମାକେ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତିରେ ନିରାପଦେ ରାଖୋ । ହେ ଆନ୍ଦାହ! ଆମାକେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିରେ ନିରାପଦେ ରାଖୋ । ତୁମି ଛାଡ଼ା କୋନୋ

ইলাহ নেই।”—এ দোয়া সকালে তিনবার ও বিকালে তিনবার বলেন। তখন তার পিতা বললেন, বৎস! আমি এ বাক্যগুলো দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দোয়া করতে শুনেছি। তাই আমি তাঁর নিয়ম পালন করাকে ভালোবাসি।—আবু দাউদ

٢٣٠٢. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُوفِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصْبَحَ فَأَلَّا أَصْبَحَنَا
وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْكَبْرَى، وَالْعَظَمَةُ لِلَّهِ وَالْخَلْقُ وَالْأَمْرُ وَاللَّيلُ
وَالنَّهَارُ وَمَا سَكَنَ فِيهِمَا لِلَّهِ الْلَّهُمَّ اجْعَلْ أَوْلَ هَذَا النَّهَارِ صَلَاحًا وَأَوْسَطَهُ نَجَاحًا
وَآخِرَهُ فَلَاحًا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ذَكْرَهُ النُّوَافِي فِي كِتَابِ الْأَذْكَارِ - بِرَوَايَةِ أَبْنِ السَّنَى

২৩০২. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকালে ঘূম হতে উঠে বলতেন, “আমরা সকালে এসে উপনীত হলাম, আর সকালে এসে উপনীত হলো আল্লাহর রাজ্য, আল্লাহরই উদ্দেশ্য। সব প্রশংসা আল্লাহরই। আল্লাহরই জন্য সব অহংকার ও সম্মান। সমগ্র সৃষ্টি কর্তৃত, রাত-দিন, এতে যা বসবাস করে সবই আল্লাহর। হে আল্লাহ! তুম এই দিনের প্রথমাংশকে কল্যাণকর করো, মধ্য অংশকে মুক্তির দিশারী করো, আর শেষাংশকে করো সাফল্যময়। হে সর্বাধিক রহমকারী।”—কিতাবুল আয়কার-নববী

٢٣٠٣. وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَنَا
عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَكَلِمَةِ الْإِحْلَاصِ وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى مِلْءِ أَبِيَّنَا
إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ - رواه احمد والدارمي

২৩০৩. হ্যরত আবদুর রহমান ইবনে আব্যা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভোরে উঠে বলতেন, “আমরা ইসলামের ফিতরাত ও কালেমায়ে তাওহীদ সহকারে ভোরে ঘূম থেকে উঠলাম এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দীনের ও ইবরাহীম আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিলাতের উপর। আর তিনি মুশরিক ছিলেন না।—আহমাদ ও দারেমী, ইবনে সুন্নীর রেওয়ায়েতে।

ব্যাখ্যা : ‘ফিতরাত’ শব্দের অর্থই হলো স্বভাবজাত ভাবে সত্য গ্রহণ করার ঝোক প্রবণতা। ইসলামের বিধি-বিধান প্রাকৃতিক স্বভাবের সাথে খুবই সামঞ্জস্যশীল। তাই ইসলামকে ফিতরাতের দীন বলা হয়।



৫- باب الدعوات في الأوقات

৫. বিভিন্ন সময়ের দোয়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

٤- ۲۳۰. عَنْ أَبْنَى عَبَّاسِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْاًنَ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ
قَالَ بِسْمِ اللَّهِ أَللَّهُمَّ جَبِّنَا الشَّيْطَانَ وَجَبِّنْ شَيْطَانَ مَارَزَفْنَا فَإِنَّهُ إِنْ يُقْدِرُ بِيَتْهُمَا
وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضْرُهُ شَيْطَانٌ أَبْدًا - متفق عليه

২৩০৪. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আকবাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ তার দ্বীর সাথে মিলনের ইচ্ছা পোষণ করলে সে যেনো বলে, “বিসমিল্লাহি আল্লাহমা জান্নাবনাশ শাইতানা ওয়া জান্নাবিশ শাইতানা মা রাজাকাতানা।” “বিসমিল্লাহু হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে শয়তান হতে দূরে রাখো এবং শয়তানকেও দূরে রাখো আমাদের জন্য তুমি যা নির্দিষ্ট করে রেখেছো তা হতে।” এ মিলনের ফলে যদি তাদের জন্য কোনো সত্তান মঙ্গুর হয় তাহলে কখনো শয়তান তার কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না।-বুখারী, মুসলিম

٥- ۲۳۰. وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبَلَةِ إِنَّ اللَّهَ أَلَا اللَّهُ الْعَظِيمُ
الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ
الْأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ - متفق عليه

২৩০৫. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আকবাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিপদের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, “লাইলাহা ইল্লাল্লাহু আজীমুল হালীম, লাইলাহা ইল্লাহু রাবুল আরশিল আজীম ; লাইলাহা ইল্লাহু রাবুল সামাওয়াতে, ওয়া রাবুল আরদে রাবুল আরশিল কারীম” অর্থাৎ “মহান ধৈর্যশীল আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আল্লাহ ছাড়া কোনো মাঝুদ নেই। তিনি মহান আরশের মালিক। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, যিনি সকল আসমানের রব, মহান আরশের রব।”-বুখারী, মুসলিম

٦- ۲۳۰. وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرْدَ قَالَ اسْتَبَرَ جَلَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَتَحْنَ عِنْدَ جُلُونَ
وَاحْدَهُمَا يَسْبُبُ صَاحِبَهُ مُغْضَبًا قَدْ اخْمَرَ وَجْهَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي لَا عَلِمُ كَلْمَةً لَوْ
قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَقَالُوا لِلرَّجُلِ إِلَا تَسْمَعُ
مَا يَقُولُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ إِنِّي لَسْتُ بِمَجْنُونٍ - متفق عليه

২৩০৬. হ্যরত সুলাইমান ইবনে সুরাদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী কর্মী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে দু' ব্যক্তি একে অপরকে গাল-মন্দ বলতে

নাগলো। আমরা তখন তাঁৰ কাছে বসা ছিলাম। এদেৱ একজন তাৰ সাথীকে খুব রাগত হৰে গাল দিছিলো। এতে তাৰ চেহারা লাল হয়ে গিয়েছিলো। এ অবস্থা দেখে নবী কৱীম সাদ্বাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাদ্বাম বললেন, আমি এমন একটি কালাম জানি যদি সে এ কালামটি পড়ে তাহলে তাৰ রাগ চলে যাবে। সেই কালামটি হলো “আউজু বিল্লাহি মিনাশ গাইতানিৰ রাজীম।” তখন সাহাবীগণ সেই লোকটিকে বললেন, রাসূলুল্লাহু সাদ্বাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাদ্বাম কি বলছেন, তুমি কি শুনছো না? লোকটি বললো, আমি ভূতগ্রস্থ পাগল নই।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : লোকটি ভেবেছিলো শয়তান বা ভূত তাড়াবার জন্য এ কালাম পড়া হয়। নতুন মুসলমান ছিলো বোধ হয় লোকটি। তাই একথা বলেছিলো।

٢٣٠.٧ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعْتُمْ صِبَاحَ الدِّيْكَةَ فَسَلُوْلًا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهَا رَأْتُ مَلَكًا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيْقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا . متفق عليه

২৩০৭. হ্যৱত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহু সাদ্বাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাদ্বাম বলেছেন, তোমরা যখন মোরগের আওয়াজ শুনবে, আল্লাহুর কাছে তার অনুগ্রহ কামনা করবে। কারণ মোরগ ফেরেশতা দেখেছে। আর তোমরা যখন গাধার টৎকার শুনবে, বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহুর কাছে পানা চাইবে, কারণ সে শয়তান দেখেছে।—বুখারী, মুসলিম

٢٣٠.٨ وَعَنْ أَبْنَى عَمْرَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى السَّفَرِ كَبَرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رِبِّنَا لَمْ نَقْلِبُوْنَ - اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبَرُّ وَالْعَقُوبَيْ وَمِنَ الْعَمَلِ مَتَّرَضِيَ اللَّهُمَّ هَوْنَ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَأَطْلُوْلَنَا بَعْدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْوَذُ بِكَ مِنْ وَعْنَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلِبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنْ وَزَادَ فِيهِنْ تَائِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُوْنَ لِرِبِّنَا حَامِدُوْنَ - رواه مسلم

২৩০৮. হ্যৱত আবদুল্লাহু ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহু সাদ্বাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাদ্বাম সফরে বেৱ হবাৱ কালে উটেৱ উপৰ স্থিৱ হয়ে বসাৱ পৱ তেনবাৱ “আল্লাহু আকবাৱ” বলতেন। তাৱপৱ বলতেন, “সুবহানাল্লাজী সাখখাৱা লানা হাজা ওয়ামা কুন্না লাহু মুকৱেনীন। ওয়া ইন্না ইলা রাকিবলা লামুন কালেবুন” “আল্লাহু শ্বা ইন্না নাস আলুকা ফি সাফারিনা হাজাল বিৱৰা ওয়াত্তাকওয়া, ওয়া মিনাল আমালে মা গৱদা।” “আল্লাহু শ্বা হাওয়েন আলাইনা সাফারিনা হাজা ওয়া আত্ত্যে লানা বু’দাহ” “আল্লাহু শ্বা আনতাস ছাহেৰু ফিস সফাৱি ওয়াল খালিফাতু ফিল আহলে” “আল্লাহু শ্বা

ইন্নি আউজুবিকা মিন ওয়াছায়েস সাফারে ওয়া কা'বাতিল মানয়ারে ওয়া সুয়িল মুনকালাবে ফিল মালে ওয়াল আহলে", "অর্থাৎ আল্লাহর প্রশংসা যিনি একে আমাদের অধীন করেছেন, অথচ আমরা একে অধীন করতে পারতাম না এবং আমরা আমাদের প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। আল্লাহ! আমরা আমাদের এ ভ্রমণে তোমার কাছে পুণ্য ও সংযম চাই এবং এমন কাজ যা তুমি পসন্দ করো। আল্লাহ, তুমি আমাদের প্রতি আমাদের এ ভ্রমণকে সহজ করো এবং এর দূরত্ব কমিয়ে দাও। আল্লাহ, তুমই ভ্রমণে আমাদের সংগী এবং পরিবার ও ধন-সম্পদে আমাদের প্রতিনিধি। আল্লাহ, আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই ভ্রমণের কষ্ট, খারাপ দৃশ্য ও ধন-সম্পদে অগ্রস পরিবর্তন থেকে।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর থেকে ফিরে এসেও এসব দোয়া পড়তেন এবং এর মধ্যে বেশি বেশি বলতেন, "আয়েবুনা তায়েবুনা আবেদুনা লিরাবিনা হামেদুন" অর্থাৎ "আমরা প্রত্যাবর্তন করলাম তাওবাকারী, ইবাদাতকারী এবং আমাদের মহান রবের প্রশংসাকারীরূপে"।—মুসলিম

٢٣٠٩. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّدُ مِنْ وَعْنَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمُنْقَلِبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ - رواه مسلم

২৩০৯. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে সারজিম রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরে রওনা হতেন, তখন সফরের কষ্ট, প্রত্যাবর্তনের অভিকারিতা, কল্যাণের পর অকল্যাণ, যত্নমের দোয়া ও পরিবার পরিজনের ব্যাপারে খারাপ দৃশ্য দেখা হতে আল্লাহর নিকট পানা চাইতেন।—মুসলিম

٢٣١٠. وَعَنْ حَوْلَةَ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ نَزَّلَ مِنْ لَأْ - فَقَالَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضْرُهُ شَيْءٌ هَنْئِي بِرَتْحِلَ مِنْ مُنْزِلِهِ ذَلِكِ - رواه مسلم

২৩১০. মহিলা সাহাবী হ্যরত খাওলা বিনতে হাকীম রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোনো জায়গায় অবতরণ করে বলে, "আউজু বিকালিমাতিল্লাহিত তাস্থাতে মিন্শ শারির মা খালাকা" অর্থাৎ "আমি আল্লাহর পূর্ণ কালামসমূহের মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টি সকল কিছুর অনিষ্টকারিতা হতে পানাহ চাই" তাহলে কোনো জিনিস তার ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত তার কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না।—মুসলিম

٢٣١١. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغَتِنِي الْبَارَحةَ قَالَ أَمَا لَوْ قُلْتَ حِينَ امْسَيْتَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ تَضُرُّكَ - رواه مسلم

২৩১১. হ্যরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! গত রাতে

বিচ্ছুর দংশনে আমি কষ্ট পেয়েছি। একথা শনে তিনি বললেন, তুমি যদি সক্ষ্য হবার পর বলতে, “আউজু বিকালিমাতিল্লাহিত তামাতে মিন শাররি মা খালাকা” তাহলে বিচ্ছু তোমাকে কষ্ট দিতে পারতো না।—মুসলিম

٢٣١٢. وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ وَسُحْرَ يَقُولُ سَمِعَ بِحَمْدِ اللَّهِ وَحْسِنَ بِلَائِهِ عَلَيْنَا رَبِّنَا صَاحِبِنَا وَأَفْضِلُ عَلَيْنَا عَائِدًا بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ - روah مسلم

২৩১২. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরে থাকতেন। ভোর হলে বলতেন, শ্রবণকারীরা শ্রবণ করুক (এবং সাক্ষী থাকুক) আমরা আল্লাহর প্রশংসা করছি, আমাদের প্রতি তাঁর মহা অবদানের স্বীকৃতি দিচ্ছি। হে রব! তুমি আমাদের সাথী হও ও আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করো। আমরা আল্লাহর কাছে জাহানামের আগুন থেকে আশ্রয় চাই।—মুসলিম

٢٣١٣. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَلَّ مِنْ عَزْوٍ أَوْ حَجَّ أَوْ عُمَرَةً يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الْأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَئِبُّونَ تَائِبُونَ سَاجِدُونَ حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَخْزَابَ وَحْدَهُ - متفق عليه

২৩১৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো যুদ্ধ, ইজ্জ বা ওমরা হতে ফিরে আসতেন, প্রতিটা উচ্চ জাগ্রণে তিনিই তিনবার করে তাকবীর বলতেন। এরপর তিনি বলতেন, “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহাদাল্লাহ শারীকা লাহ লালুল মুলকু ওয়ালাহল হামদু ওয়া হয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির। আয়েবুনা, তায়েবুনা আবেদুনা সাজেদুনা লি঱াবিনা হামেদুনা। সাদাকাল্লাহ ওয়াদাল্লাহ, ওয়া নাসারা আবদাল্লাহ ওয়া হাজামাল আহজাবা ওয়াহাদাল্লাহ” অর্থাৎ “আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজতু তাঁরই, তাঁরই প্রশংসা। তিনি সব জিনিসের উপরই ক্ষমতাশালী। আমরা ফিরছি তাওবাকারী, ইবাদাতকারী, সজদাকারী এবং আমাদের রবের প্রশংসাকারী হিসেবে। আল্লাহ তার ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করেছেন। তিনি তার বান্দাহকে সাহায্য করেছেন, পদানত করেছেন শক্তির সম্মিলিত শক্তিকে একাই।

-বুখারী, মুসলিম

٢٣٢٤. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَوْمِ الْأَخْرَابِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُمْ مُنْزِلُ الْكِتَابِ سَرِيعُ الْحِسَابِ اللَّهُمْ أَهْزِمُ الْأَخْرَابَ اللَّهُمْ أَهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ - متفق عليه

২৩১৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহ্যাব যুদ্ধের সময় মুশরিকদের জন্য বদদোয়া করে বলেছিলেন, “আল্লাহস্মা মুনজিলাল কিতাবে, সারিআল হিসাবে, আল্লাহস্মা আহজিমিল

‘আহ্যাবা, আল্লাহস্মা আহজিমহম, ওয়া জালজিলহম’ অর্থাৎ “হে কিতাব নাযিলকারী ও দ্রুত বিচারকারী আল্লাহ! হে আল্লাহ! তুমি পরাজিত করো শক্রর সশ্লিলত শক্তিকে। হে আল্লাহ! তুমি পরাজিত করো তাদেরকে এবং তাদেরকে পর্যন্ত ও বিচলিত করে দাও।”

-বুখারী, মুসলিম

٢٣١٥. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُشْرٍ قَالَ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي فَقْرِينَا الْيَهْ طَعَامًا وَوَطَبَةً فَأَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ أَتَى بِتَمَرٍ فَكَانَ يَأْكُلُهُ وَيَلْقَى النَّوْيَ بَيْنَ اصْبَعَيْهِ وَيَجْمَعُ السَّبَابَةَ وَالْوُسْطَى وَفِي رِوَايَةٍ فَجَعَلَ يُلْقِي النَّوْيَ عَلَى ظَهْرِ اصْبَعَيْهِ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى ثُمَّ أَتَى بِشَرَابٍ فَشَرَبَهُ فَقَالَ أَبِي وَآخَذَ بِلِجَامَ دَابِّتَهُ أَدْعُ اللَّهَ لَنَا فَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ وَأَغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ - رواه مسلم

২৩১৫. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে বুসর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পিতার নিকট এলেন। আমরা তাঁর সামনে রুটি ও মলীদা পেশ করলাম। এর থেকে তিনি কিছু খেলেন। এরপর তাঁর কাছে আরো কিছু খেজুর আনা হলো। তিনি তা খেতে লাগলেন। তর্জনী ও মধ্যমা আঙুল দিয়ে তিনি খেজুরের পেট চিরে বিচি বের করতে লাগলেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে, তর্জনী ও মধ্যমা আঙুলের পিঠের দিক দিয়ে বিচি ফেলতে থাকলেন। তাঁরপর তাঁর কাছে কিছু পানীয় আনা হলো, তিনি তা পান করলেন। তিনি ওখান থেকে রওনা হলে আমার পিতা তাঁর আরোহীর লাগাম ধরে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। তিনি তখন বললেন, ‘আল্লাহস্মা বারিক লাহুম ফিমা রাজাকতাহুম ওয়াগফির লাহুম, ওয়ারহামহুম’ অর্থাৎ ‘হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে যা দান করেছো তাতে বরকত দান করো। তাদেরকে মাফ করো এবং তাদের উপর দয়া করো।’—মুসলিম

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٢٣١٦. عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ اللَّهُمَّ أَهْلِهِ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْأَسْلَامِ رَبِّي وَرَبِّكَ اللَّهُ - رواه الترمذى و قال هذا حديث حسن غريب

২৩১৬. হ্যরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নতুন চাঁদ দেখতেন বলতেন, “আল্লাহস্মা আহিল্লাহ আলাইলা বিল আম্নে, ওয়াল ঈমানে, ওয়াসসালামাতি ওয়াল ইসলামে রাবি ওয়া রাবুকাল্লাহ” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! চাঁদকে উদয় করো আমাদের প্রতি নিরাপত্তা, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের সাথে। হে চাঁদ! আমার রব ও তোমার রব এক আল্লাহ।” তিনি বলেন, হাদীসটি গরীব ও হাসান

২৩১৭. وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخطَّابِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَامِنْ رَجُلٍ رَأَى مُبْتَلِي فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ خَلْقٍ تَفْضِيلًا إِلَّا لَمْ يُصْبِهِ ذَلِكَ الْبَلَاءُ كَائِنًا مَّا كَانَ - رواه الترمذى ورواه ابن ماجة عن ابن عمر وقال الترمذى هذا حديث غريب وعمرو بن دينار الرواى ليس بالقوى .

২৩১৭. হযরত ওমর ইবনুল খাতাব ও হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত । তাঁরা উভয়েই বলেন, রাসূলগ্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো বিপদগ্রস্ত লোককে দেখে বলবে, “আলহামদুল্লাহিল্লাজী আফানী মিশ্রা ইবাতালাকা বিহু ওয়া ফাদালানী আলা কাছিরিম মিশ্রান খালাকা তাফজিলা” অর্থাৎ “আল্লাহর শোকর, যিনি আমাকে নিরাপদে রেখেছেন যাতে তোমাকে লিঙ্গ করেছেন ।” আর আমাকে তাঁর সৃষ্টির অনেক জিনিস হতে বেশি মর্যাদা দান করেছেন । তাঁর উপর এ বিপদ কখনো নিপত্তি হবে না, যে যেখানেই থাকুক না কেনো ।-তিরমিয়ী । ইবনে মাজা ইবনে ওমর হতে বর্ণনা করেছেন ।-তিরমিয়ী বলেন, হাদীসটি গরীব ।

২৩১৮. وَعَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُخَيِّنِي وَيُمِيتِي وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ الْفَ الْفِ حَسَنَةً وَمَحَا عَنْهُ الْفَ الْفِ سَيِّئَةً وَرَفَعَ لَهُ الْفَ الْفِ دَرَجَةً وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ - رواه الترمذى وابن ماجة وقال الترمذى هذا حديث غريب وفي شرح السنّة من قال في سوق جامع بیاع فيه بدلت من دخل السوق

২৩১৮. হযরত ওমর রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলগ্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে সেক বাজারে প্রবেশ করে, “লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাশারীকা লাহ লাহল মূলকু ওয়ালাহল হামদু ইয়ুহয়ী ওয়া ইউমিতু, ওয়া হয়া হাইয়ুন, লাইয়ামুতু, বিইয়াদিহিল খায়র, ওহয়া আলা কুল্লি শাইঘিন কাদির” এ দোয়া পড়ে, আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্য দশ লাখ সওয়ার লিখবেন । দশ লাখ গুলাহ মিটিয়ে দেন, তাছাড়া তাঁর জন্য দশ লাখ মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন । জান্নাতে তাঁর জন্য একটি ঘর তৈরি করবেন ।-তিরমিয়ী, ইবনে মাজাহ । কিন্তু তিরমিয়ী বলেন, হাদীসটি গরীব । আর শরহে সুন্নায় রয়েছে বাজার শব্দের স্থলে বড় বাজার । যেখানে ক্রয়-বিক্রয় হয় ।

২৩১৯. وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يَدْعُو يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَمَامَ النِّعْمَةِ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ تَمَامُ النِّعْمَةِ قَالَ دَعْوَةً أَرْجُونَهَا حَيْرًا فَقَالَ إِنَّ مِنْ تَمَامِ النِّعْمَةِ دُخُولُ الْجَنَّةِ وَالْفَوْزُ مِنَ النَّارِ وَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ يَا ذَا الْجَلَلِ وَالْأَكْرَامِ

فَقَالَ قَدْ اسْتُجِيبَ لَكَ فَسَلْ وَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصَّبْرَ فَقَالَ سَأَلْتَ اللَّهَ الْبَلَاءَ فَاسْتَلْمَ الْعَافِيَةَ . رواه الترمذى

২৩১৯. হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক লোককে একথা বলে দোয়া করতে শনলেন, “হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পূর্ণ নেয়ামাত চাই।” (তার দোয়া শনে) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, পূর্ণ নেয়ামাত কি? সে বললো, এই দোয়া দিয়ে আমি সম্পদ লাভ করার আশা করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, পূর্ণ নেয়ামাত তো হলো জান্নাতে প্রবেশ করা ও জাহান্নাম হতে নাজাত লাভ করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর এক ব্যক্তিকে বলতে শনলেন, “ইয়াজাল জালালি ওয়াল ইকরাম” অর্থাৎ “হে মহত্ত্ব ও মর্যাদার অধিকারী।” তখন তিনি বললেন, তোমার দোয়া কবুল করা হবে, তুমি দোয়া করো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর এক ব্যক্তিকে বলতে শনলেন, সে বলছে, হে আল্লাহ! তোমার কাছে আমি ধৈর্যধারণের (সবর) শক্তি চাই। তিনি বললেন, তুমি তো আল্লাহর কাছে বিপদ চাইলে, বরং তুমি তাঁর কাছে নিরাপত্তা কামনা করো।—তিরিমিয়ী

২৩২০. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ جَلْسِ مَجْلِسِهِ فَكَثُرَ فِيهِ لَعْظَةٌ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ إِلَّا غُفرَلَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ .

رواہ الترمذی والبیهقی فی الدعوات الكبير

২৩২০. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো বৈঠকে বসে অর্থহীন কথা বলে, আর বৈঠক হতে ওঠার আগে এলে, “সুবহানাকা আল্লাহস্মা ওয়া বিহামদিকা, আশহাদু আন লা-ইলাহা ইল্লা আনতা আসতাগফিরুকা ওয়া আতুবু-ইলাইকা”, অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রশংসন সাথে তোমার পাক পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আমি সাক্ষ দিচ্ছি, তুমি ছাড়া আর কোনো মাঝে নেই। আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই। আর তোমার নিকট তাওবা করছি” তাহলে ওই বৈঠকে সে যা করেছে আল্লাহ তাআলা তা মাফ করে দেবেন।

—তিরিমিয়ী। বায়হাকী দাওয়াতুল কবীরে।

২৩২১. وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أَتَى بِدَائِبَةٍ لِيرْكَبَهَا فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهِيرَهَا قَالَ الحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ الذِّي سَخْرَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رِبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ثُمَّ قَالَ الحَمْدُ لِلَّهِ ثَلَثًا وَاللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَثًا سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْلِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ثُمَّ ضَحَّكَ فَقِيلَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِّكْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَنَعَ كَمَا صَنَعْتُ ثُمَّ

ضَحِّكَ فَقُلْتُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِّكْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنْ رَبُّكَ لَيَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا
قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي يَقُولُ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذَّنْبَ غَيْرِيْ - رواه احمد
والترمذى وابو داؤد

২৩২১. হয়রত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আরোহণ করার জন্য তাঁর কাছে একটি আরোহী আনা হলো। তিনি রেকাবে পা রাখলেন, বললেন, “বিসমিল্লাহি” যখন এর পিঠে আরোহণ করলেন, বললেন, “আলহাম্দুলিল্লাহ” এরপর বললেন, ‘সুবহানাল্লাজী সাখ্খারা লানা হায়া ওয়ামা কুন্না লাহু মুকরিনীল, ওয়া ইন্না ইলা রাকিনা লামুনকালিবুন’ তারপর তিনি তিনবার বললেন, আলহাম্দুলিল্লাহি, তিনবার বললেন, “ওয়াল্লাহ আকবার” এরপর বললেন, সুবহানাকা ইন্নী জালামতু নাফসি, ফাগফিরলী, ফাইল্লাহ লা ইয়াগফিরুয় যুনুবা ইল্লা আনতা।” অবশেষে তিনি হেসে ফেললেন। তাঁকে জিজেস করা হলো, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি হাসলেন কেনো? তিনি জবাবে বললেন, আমি যেরূপ করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি দেখলাম তিনি এরূপ করলেন, তারপর হাসলেন। তখন আমি তাঁকে জিজেস করলাম কি কারণে আপনি হাসলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, আল্লাহ তাঁর বান্দাহর প্রতি সন্তুষ্ট হন। যখন সে বলে, হে আল্লাহ! আমার অপরাধসমূহ ক্ষমা করো। আল্লাহ বলেন, সে বিশ্বাস করে, আমি ছাড়া শুনাই ক্ষমা করার আর কেউ নেই।—আহমাদ, তিরমিয়ী, আবু দাউদ

২৩২২. وَعِنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا وَدَعَ رَجُلًا أَخْذَ بِيَدِهِ فَلَا يَدْعُهَا حَتَّى
يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ يَدْعُ يَدَ النَّبِيِّ ﷺ وَيَقُولُ أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَأَخْرَى عَمَلِكَ
وَفِي رِوَايَةِ وَحْوَاتِيمَ عَمَلِكَ . رواه الترمذى وابو داؤد وابن ماجة وفى روايتهما لم
يذكر أخر عمليك .

২৩২২. হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো লোককে বিদায় দিতেন তার হাত ধরতেন। যতক্ষণ পর্যন্ত সে নবী করীমের হাত না ছাড়তেন তিনি তাঁর হাত ছেড়ে দিতেন না। হাত ছেড়ে দেবার সময় তিনি বলতেন, “তোমার দীন, তোমার আমানত, তোমার শেষ আমলকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করলাম।”—তিরমিয়ী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ। কিন্তু শেষ দুই ইমামের বর্ণনায় ‘শেষ আমল’ এর উল্লেখ নেই।

২৩২৩. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْخَطْمَىِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُسْتَوْدِعَ
الجَيْشَ قَالَ أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَحَوَافِتِمَ أَعْمَالِكُمْ . رواه ابو داؤد

২৩২৩. হয়রত আবদুল্লাহ খাতামী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৈন্যদলকে বিদায় দেবার সময় বলতেন, “তোমাদের দীন, তোমাদের আমানত ও তোমাদের শেষ আমল আল্লাহর হাতে সোপর্দ করলাম।”—আবু দাউদ

ব্যাখ্যা : সফরে বা ভ্রমণে বিভিন্ন ধরনের মূয়ামালাত সংঘটিত হয়। তাই এসব মূয়ামালাতে সঠিকভাবে চলার জন্য নবী করীম সঃ দোয়া করতেন।

২৩২৪. وَعَنْ أَنَسِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرِنِّي سَفَرًا فَزَوَّدْنِي فَقَالَ زَوْدُكَ اللَّهُ التَّقُوُّيُّ قَالَ زِدْنِيْ قَالَ وَغَفَرَ ذَنْبَكَ قَالَ زِدْنِيْ بِأَيِّ أَنْتَ وَأَمِّيْ قَالَ وَسِرْلَكَ الْخَيْرِ حَيْثُ مَا كُنْتَ . رواه الترمذی وقال هذا حديث حسن غريب

২৩২৪. হযরত আলাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি সফরে বের হবার ইচ্ছা করেছি। আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, আল্লাহ তোমাকে তাকওয়া অবলম্বনের পাথেয় দান করুন। লোকটি বললো, আমাকে আরো কিছু উপদেশ দিন। তিনি বলেন, আল্লাহ তোমার শুনাহ মাফ করুন। লোকটি আবার বললো, আমার মাতাপিতা আপনার জন্য কুরবান হোক। আমাকে আরো কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, তুমি যেখানেই থাকো আল্লাহ যেনে তোমার জন্য কল্যাণকর কাজ করা সহজ করে দেন।—তিরমিয়ী

২৩২৫. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرِنِّي أَرِيدُ أَنْ أَسَافِرَ فَأَوْصَنِيْ قَالَ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالثَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ فَلَمَّا وَلَى الرَّجُلُ قَالَ اللَّهُمَّ اطْوِ لِهِ الْبَعْدَ وَهَوْنَ عَلَيْهِ السَّفَرُ . رواه الترمذی

২৩২৫. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি সফরে বের হবার ইচ্ছা পোষণ করেছি। আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, তুমি সবসময় আল্লাহর ভয় মনে পোষণ করবে, আর পথের মধ্যে প্রতিটা উঁচু জায়গায় “আল্লাহ আকবার” অবশ্যই বলবে। সে লোকটি তাঁর কাছ থেকে চলে যাবার পর তিনি বললেন, ‘হে আল্লাহ! লোকটির সফরের দ্রুত্ত কথিয়ে দাও, তাঁর জন্য সফর সহজ করে দাও।—তিরমিয়ী

২৩২৬. وَعَنْ أَبْنِي عَمْرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذْ أَسَافِرَ فَأَقْبِلَ اللَّيْلُ قَالَ يَا أَرْضُ رَبِّيْ وَرَبِّكَ اللَّهُ أَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكَ وَشَرِّ مَافِيْكَ وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيْكَ وَشَرِّ مَا يَدْبُ عَلَيْكَ وَأَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ أَسَدِ وَأَسْوَدَ وَمِنَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَمِنْ شَرِّ سَاكِنِ الْبَلْدِ وَمِنْ شَرِّ وَالِدِ وَمَا وَلَدَ . رواه أبو داؤد

২৩২৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর করার সময় রাত হয়ে গেলে বলতেন, “হে যামীন! আমার রব ও তোমার রব আল্লাহ। তাই আমি তোমার অনিষ্ট হতে, তোমার মধ্যে যা আছে তাঁর অনিষ্ট হতে, তোমার মধ্যে যা সৃষ্টি করা হয়েছে এর অনিষ্ট হতে এবং যা তোমার উপর হাটাচলা করে তাঁর অনিষ্ট হতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। আল্লাহর কাছে আমি আরো পানাহ চাই সিংহ, বাঘ, কালো সাপ ও সাপ-বিছু হতে, শহরের অধিবাসী ও পিতা-পুত্র হতে।”—আবু দাউদ

ব্যাখ্যা : পিতা-পুত্র বলতে এখানে ইবলীস শয়তান ও এর অনুগামীদেরকে বুঝানো হয়েছে।

۲۳۲۷. وَعَنْ أَنْسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا غَزَّا قَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَصْدِيْ وَنَصِيرِيْ بِكَ أَحُولُ وَبِكَ أَصُوْلُ وَبِكَ أَفَاتِلُ . - رواه الترمذى وابو داؤد

২৩২৭. হয়রত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধে বের হবার সময় বলতেন, হে আল্লাহ! তুমি আমার ভরসাহুল। তুমি আমার সাহায্যকারী। তোমার সাহায্যেই আমি শক্ত চক্রান্ত ব্যর্থ করি। তোমার সাহায্যেই আমি আক্রমণ রচনা করি। তোমার সাহায্যে আমি যুদ্ধ পরিচালনা করি।

-তিরমিয়ী, আবু দাউদ

২৩২৮. وَعَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَافَ قَوْمًا قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ . - رواه احمد وابو داؤد

২৩২৮. হয়রত আবু মূসা আশআরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো জাতি সম্পর্কে ভয় করতেন, বলতেন, “আল্লাহহু ইন্না নাজালুকা ফি নুহরিহীম, ওয়া নাউজুবিকা মিন শুরফরিহীম” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমরা তোমাকে তাদের মুকাবিলায় স্থাপন করলাম এবং তোমার কাছেই তাদের অনিষ্ট হতে আশ্রয় গ্রহণ করলাম।”—আহমাদ ও আবু দাউদ

২৩২৯. وَعَنْ أَمْ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ تَوَكِّلْتُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ تُنْزِلَ أَوْ تُضْلِلَ أَوْ نُظْلِمَ أَوْ نَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا . - رواه احمد والترمذى والنسائى وقال الترمذى هذا حديث حسن صحيح وفى روایة أبي داؤد وابن ماجة قالت أم سلمة ما خرج رسول الله ﷺ من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أظلم أو أجهل أو يجهل على

২৩২৯. হয়রত উম্মে সালামা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর হতে বের হবার সময় বলতেন, “বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহী, আল্লাহহু ইন্না নাউজুবিকা মিন আন নাযিল্লা আও নাদিল্লা আও নাজলিমা আও নুজলামা আও নাজহালা আও ইউজহালা আলাইনা” অর্থাৎ “বিসমিল্লাহ, আমি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করলাম। হে আল্লাহ! আমি পদদ্ধতিত হওয়া, বিপথগামী হওয়া, উৎপীড়ন করা, উৎপীড়িত হওয়া, অজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং কারো অজ্ঞতা প্রকাশের পাত্র হওয়া হতে তোমার দরবারে আশ্রয় চাই।”—আহমাদ, তিরমিয়ী, নাসায়ী। তিরমিয়ী বলেন, এ হাদিসটি হাসান ও সহীহ। আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহর অন্য বর্ণনায় আছে, হয়রত উম্মে সালামা রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই ঘর হতে বের হতেন, আকাশের দিকে মাথা উঠিয়ে বলতেন, ‘আল্লাহহু ইন্নি আউজু বিকা আন আদিল্লা আও উদাল্লা,

আও আজলিমা আও উজলিমা, আও আজহালা আও ইউজহালা আলাইয়্যা” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমি বিপথগামী হওয়ায়, বিপথগামী করা, উৎপীড়ন করা, উৎপীড়িত হওয়া, অজ্ঞতা প্রকাশ করা বা অজ্ঞতা প্রকাশের পাত্র হওয়া হতে তোমার কাছে পানাহ চাই।

٢٣٣. وَعَنْ أَنْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ رَجُلٌ مِّنْ بَيْتِهِ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ يُقَالُ لَهُ حِينَئِذٍ هُدْيَتْ وَكَفِيتْ وَوَقِيتْ فَيَتَنَحَّى لَهُ الشَّيْطَنُ وَيَقُولُ شَيْطَانٌ أَخْرُ كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكَفِيَ وَوَقِيَ .
رواہ ابو داؤد و روى الترمذی إلى قوله له الشیطان

২৩৩০. হ্যরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো ব্যক্তি ঘর হতে বের হবার সময় যখন বলে, “বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাইহী, লা হাউলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহী ।” অর্থাৎ “আল্লাহর নামে বের হলাম, আল্লাহর উপর ভরসা করলাম, আল্লাহ ছাড়া আমার কোনো উপায় নেই, শক্তি নেই ।” তখন তাকে বলা হয়, পথ পেলে, উপায় পেলে, এবং রক্ষিত হলে । সুতরাং তার নিকট হতে শয়তান দূর হয়ে যায় । অপর এক শয়তান এই শয়তানকে বলে, যে ব্যক্তিকে পথ দেখানো হয়েছে, উপায় উপকরণ দেয়া হয়েছে এবং রক্ষা করা হয়েছে তাকে তুমি কি করতে পারবে ?—আবু দাউদ । আর তিরমিয়ী, তখন শয়তান দূর হয়ে যায় পর্যন্ত ।

٢٣٣١. وَعَنْ أَبِي مَالِكِ نِسْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَلَجَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَلَيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِعِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا وَعَلَى اللَّهِ رِسَّا تَوَكَّلْنَا ثُمَّ لِيُسْلِمْ عَلَى أَهْلِهِ .
رواہ ابو داؤد

২৩৩১. হ্যরত আবু মালিক আশআরী রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো ব্যক্তি যখন ঘরে প্রবেশ করে, সে যেনেো বলে, “আল্লাহহ্যা ইন্নি আসআলুকা খায়রাল মাওলাজে ওয়া খায়রাল মাখরাজে বিসমিল্লাহি ওয়ালাজনা ওয়া আলাইহী রাক্বান তাওয়াক্কালনা” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ঘরে প্রবেশ করা ও ঘর হতে বের হবার জন্য কল্যাণ চাই । তোমার নামে আমি প্রবেশ করি ও বের হই । হে আমাদের বর! আল্লাহর নামে ভরসা করলাম” । এরপর সে যেনেো আপন পরিবারের লোকদেরকে সালাম দেয় ।—আবু দাউদ

٢٣٣٢. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَأَ الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ بَارِكْ اللَّهُ لَكَ وَبَارِكْ عَلَيْكُمَا وَجَمِيعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ .
رواہ احمد والترمذی وابو داؤد وابن ماجة

২৩৩২. হ্যরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, কেউ বিয়ে করলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলতেন, “বারাকাল্লাহ লাকা ওয়া বারাকা আলাইকুমা ওয়া জামাআ বাইনাকুমা ফি খায়রীন” অর্থাৎ “আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন, তোমাদের উভয়কে বরকতময় করুন এবং তোমাদের কল্যাণের সাথে একত্রিত রাখুন ।”

—আহমাদ, তিরমিয়ী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ ।

۲۳۳۳. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ امْرَأً أَوْ اشْتَرَى حَادِمًا فَلَيَقُولُ اللَّهُمَّ اتَّقِنِي أَسْئِلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَإِذَا اشْتَرَى بَعِيرًا فَلَيَأْخُذْ بِدُرُورَةِ سَنَامِهِ وَلَيَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ وَفِي رِوَايَةِ الْمَرْأَةِ وَالْخَادِمِ ثُمَّ لِيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلِيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ . روah ابو داؤد وابن ماجة

۲۳۳۴. হ্যরত আমর ইবনে গুআইব রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি তার পিতার মাধ্যমে দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন কোনো রমণীকে বিয়ে করে অথবা কোনো খাদেম ক্রয় করে সে যেনো তখন বলে, “হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তার কল্যাণ এবং তাকে যে সৎ স্বভাবের সাথে সৃষ্টি করেছো তার কল্যাণ চাই। আর তোমার কাছে আমি তার মন্দ ও তাকে যে মন্দ স্বভাবের সাথে সৃষ্টি করেছো তা হতে পানাহ চাই। যখন কোনো ব্যক্তি উট কিনে, তখন যেনো টেক্টের চূড়া ধরে আগের মতো দোয়া পড়ে। অন্য এক বর্ণনায় নারী ও খাদেম সংস্কৰণে বলা হয়েছে, “তখন সে যেনো তার সামনের চুল ধরে বরকতের জন্য দোয়া করে।—আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ।

۲۳۳۴. وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعْوَاتُ الْمَكْرُوبِ اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو
فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِيْ شَانِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ .
رواه ابو داؤد

۲۳۳۵. হ্যরত আবু বাকরা রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বলেছেন, বিপন্ন ব্যক্তির দোয়া হলো, “আল্লাহশ্মা রাহমাতাকা আরযু ফালা তাকিল্নী ইলা নাফ্সী তারফাতা আইনিল, ওয়া আসলেহ লি শানী কুল্লাহ, লাইলাহা ইল্লা আনতা” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমি তোমার রহমত কামনা করি। তুমি আমাকে আমার নিজের উপর এক মুহূর্তের জন্যও ছেড়ে দিওনা। বরং তুমি নিজে আমার সকল ব্যাপার সংশোধন করে দাও। তুমি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই।—আবু দাউদ

۲۳۳۵. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ نِبْرَدِيِّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ هُمُومٌ لَرِمَنْتِي وَدِبُونْ يَا رَسُولُ اللَّهِ
قَالَ أَفْلَأْ أَعْلَمُكَ كَلَامًا إِذَا قُلْتَهُ أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَكَ وَقَضَى عَنْكَ دِينَكَ قَالَ قُلْتُ بِلِي
قَالَ قُلْ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ
الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلْبَةِ الدِّينِ وَفَهْرِ
الرِّجَالِ قَالَ فَقَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَ اللَّهُ هَمِّيْ وَقَضَى عَنِّيْ دِينِيْ . روah ابو داؤد

۲۳۳۶. হ্যরত আবু সাইদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, একবার এক ব্যক্তি এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি বড়ো চিন্তায় পড়েছি, আমার ঘাড়ে ঝণ চেপেছে।

তার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি কালাম বলে দেবো না, যদি তুমি এ কালাম পড়ো, আল্লাহ তোমার চিন্তা দূর করবেন ও ঝণ পরিশোধ করে দেবেন। সে ব্যক্তি বললো, হঁয়া বলুন, হে আল্লাহর রাসূল! তখন তিনি বললেন, তুমি সকাল ও সন্ধ্যায় পড়বে, “আল্লাহছ্যা ইন্নি আউজু বিকা মিনাল হাশে ওয়াল হজ্জে, ওয়া আউজুবিকা মিনাল আয়তে ওয়াল কাস্লে, ওয়া আউজু বিকা মিনাল বুখলে, ওয়াল জুবুনে, ওয়া আউজুবিকা মিন গালবাতেদ দাইনে, ওয়া কাহ্রির রিজালে”। অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে দুচিন্তা হতে মুক্তি চাই। অপারগতা ও অলসতা এবং কৃপণতা ও ভীরুতা হতে পানাহ চাই, ঝণের বোৰা ও মানুষের কঠোরতা হতে মুক্তি চাই।” সে লোকটি বললো, অবশেষে আমি তাই করলাম। আল্লাহ আমার চিন্তা দূর করে দিলেন এবং ঝণও পরিশোধ করে দিলেন।—আবু দাউদ

٢٣٣٦. وَعَنْ عَلَيِّ اللَّهِ جَاءَهُ مُكَاتِبٌ فَقَالَ أَنِّيْ عَجَزْتُ عَنْ كِتَابِتِيْ فَأَعْنَىْ قَالَ الْأَمْرُ أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ عَلِمْنِيْهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلٍ كَبِيرٍ دَيْنَا أَدَهُ اللَّهُ عَنْكَ قُلِ اللَّهُمَّ أَكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ . رواه الترمذى والبيهقى فى الدعوات الكبير وسنذكر حديث جابر إذا سمعتم نباح الكلاب فى باب تغطية الاوانى إن شاء الله تعالى

২৩৩৬. হ্যরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বললেন, একবার তাঁর কাছে একজন ‘মুকাতাব’ এসে বললো, আমি আমার কিতাবাতের মূল্য পরিশোধ করতে পারছি না, আমাকে সাহায্য করুন। উন্নরে হ্যরত আলী বললেন, আমি কি তোমাকে এমন কিছু ‘কালাম’ শিখিয়ে দেবো যা আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখিয়ে দিয়েছেন? এর দ্বারা, যদি তোমার উপর বড়ো পাহাড় সমান ঝণও চেপে থাকে, আল্লাহ তোমার এ ঝণ পরিশোধ করে দেবেন। তুমি পড়বে, “আল্লাহছ্যাক্ফিনি বিহালালিকা আন্হ হারামিকা, ওয়া আগনেনি বিফাদলিকা আশ্মান সেওয়াকা” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! তুমি আমাকে হালাল (বস্তুর) সাহায্যে হারাম থেকে বঁচিয়ে রাখো এবং তুমি তোমার রহমত দ্বারা আমাকে অন্যের মুখাপেক্ষী হতে রক্ষা করো।”—তিরমিয়ী। বায়হাকী দাওয়াতুল কবীরে। আর হ্যরত জাবিরের।।।
ইনশাআল্লাহ।

ব্যাখ্যা ৪: ‘মুকাতাব’ ওই গোলামকে বলে, যে মালিকের সাথে এতো দিনের মধ্যে এতো মূল্য পরিশোধ করলে ‘আয়াদ’ হয়ে যাবে বলে তুকিসুত্রে আবদ্ধ হয়। ওই নির্ধারিত মূল্যকে ‘কিতাবাত’ বলা হয়। এর বিবরণ পরিপূর্ণভাবে পরে আসবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

২৩৩৭. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ كَانَ إِذَا جَلَسَ مَجْلِسًا أَوْ صَلَى تَكَلْمَ بِكَلِمَاتٍ فَسَأَلَتْهُ عَنِ الْكَلِمَاتِ فَقَالَ إِنْ تُكَلِمْ بِخَيْرٍ كَانَ طَابِعًا عَلَيْهِنَّ إِلَى يَوْمِ مِيزَانَتِهِ—৮/১৯—

الْقِيمَةِ وَإِنْ تُكَلِّمْ بِشَرٍّ كَانَ كَثَارَةً لَهُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ - رواه النسائي

২৩৩৭. হ্যরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো মজলিসে বসলে অথবা নামায পড়লে তিনি কিছু 'কালাম' পড়তেন। একবার আমি সে সব কালাম সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, (মজলিসে) যদি ভালো কথা আলোচনা হয়ে থাকে তবে তা তার জন্য কিয়ামাত পর্যন্ত 'মোহর' হিসাবে গণ্য হবে। আর যদি (মজলিসে) মন্দ কথা হয়ে থাকে তবে তা তার জন্য কাফ্ফারা হিসাবে গণ্য হবে। কালামটি হলো, "সুবহানাকা আল্লাহুম্বা ওয়া বিহাম্দিকা, লাইলাহা ইল্লা আন্তা, আসতাগফিরুক্কা ওয়া আতুরু ইলাইকা" অর্থাৎ "হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসন সাথে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তুমি ছাড়া কোনো 'ইলাহ' নেই। আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই। তোমার কাছে তাওবা করি।"-নাসাই

২৩৩৮. وَعَنْ قَتَادَةَ بِلْعَجَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ هِلَالٌ خَيْرٌ وَرُشْدٌ
هِلَالٌ خَيْرٌ وَرُشْدٌ هِلَالٌ خَيْرٌ وَرُشْدٌ أَمْنَتْ بِالذِّي خَلَقَكَ ثُلُثَ مَرَاتٍ ثُمَّ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ
الَّذِي ذَهَبَ بِشَهْرٍ كَذَا وَجَاءَ بِشَهْرٍ كَذَا - رواه أبو داؤد

২৩৩৮. তাবেয়ী হ্যরত কাতাদা রহঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁর কাছে নির্ভরযোগ্য সূত্রে খবর পৌছেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নতুন চাঁদ দেখলে বলতেন, কল্যাণ ও হেদায়াতের চাঁদ, কল্যাণ ও হেদায়াতের চাঁদ, কল্যাণ ও হেদায়াতের চাঁদ। যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন তার প্রতি আমি ঈমান আনলাম। এ বাক্যটি তিনি তিনবার বলতেন। এরপর তিনি বলতেন, "সব প্রশংসন আল্লাহর যিনি অমুক মাস শেষ করলেন ও এ মাস আনলেন।"-আবু দাউদ

২৩৩৯. وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ مَنْ كَثُرَ هُمَّهُ فَلِيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي
عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ امْتِكَ وَفِي قَبْضَتِكَ نَاصِيَتِيْ بِيَدِكَ مَاضٍ فِي حُكْمِكَ عَدْلٌ فِي
قَضَاؤِكَ أَسْتَلِكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمِّيَتْ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَمْتَهُ
أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ الْهَمَّتْ عِبَادَكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي مَكْنُونِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ
الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِيْ وَجَلَّهُ هَمِّيْ وَغَمِّيْ مَا قَالَهَا عَبْدٌ قَطُّ إِلَّا اذْهَبَ اللَّهُ غَمَّهُ وَأَبْدَلَهُ
بِهِ فَرْجًا - رواه رزين

২৩৪০. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। যে বেশি বেশি চিন্তা ক্লিষ্ট হয়ে পড়েছে সে যেনো বলে, "আল্লাহুম্বা ইন্নি আব্দুকা, ওয়া ইবনু আবদিকা ওয়া ইবনু আমাতিকা, ওয়া ফি কাবজাতিকা, না-সিয়াতি বিইয়াদিকা মায়া ফিয়া হকমুকা আদলুন ফিয়া কায়াউকা

ଆସାନ୍ତୁକା ବିକୁଳେ ଇସମିନ, ହୁଓଯା ଲାକା ସାଶ୍ଵାଇତା ବିହି ନାଫସାକା, ଆଓ ଆନ୍ଧୀଲତାହୁ କି କିତାବିକା, ଆଓ ଆନ୍ତାମତାହୁ ଆହାଦାମ ମିନ ଥାଲକିକା, ଆଓ ଆଲହାମତା ଇବାଦାକା, ଆୟିସ୍-ତାସାର୍-ତା ବିହି କି ଶାକନ୍‌ଲିଲ ଗାଇବେ ଇନ୍‌ଦାକା ଆନ ତାଜ ଆଲାଲ କୁରାଅନା ରାବିଆ କାଲବି ଓସାଜାଆଲା ହାନ୍ତି ଓସା ଗାନ୍ତି,” ଅର୍ଥାଏ “ହେ ଆନ୍ତାହ! ଆମି ତୋମାର ବାନ୍ଦାହ, ତୋମାର ବାନ୍ଦାହର ପୁତ୍ର, ତୋମାର ଦାସୀର ପୁତ୍ର । ଆମି ତୋମାର ହାତେର ମୁଠେ, ଆମାର ଅନ୍ତି ତୋମାର ହାତେ । ତୋମାର ହକୁମ ଆମାତେ କର୍ଯ୍ୟକର, ତୋମାର ଆଦେଶ ଆମାର ଜନ୍ୟ ନ୍ୟାଯ । ଆମି ତୋମାର କାହେ ତୋମାର ସେବର ନାମେର ଉଛିଲାୟ ଯାତେ ତୁମି ନିଜକେ ଅଭିହିତ କରେଛୋ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି, ଅଥବା ତୁମି ତୋମାର କିତାବେ ନାଯିଲ କରେଛୋ ଅଥବା ତୁମି ତୋମାର ସୃଷ୍ଟିର କାଉକେଓ ତା ଶିକ୍ଷା ଦିଯେଛୋ ଅଥବା ତୁମି ତୋମାର ବାନ୍ଦାହଦେର ଉପର ଇଲହାମ କରେଛୋ ଅଥବା ତୁମି ଗାଯେବେର ପର୍ଦାୟ ତା ତୋମାର କାହେ ଗୋପନ ରେଖେଛୋ—ତୁମି କୁରାଅନକେ ଆମାର ହଦୟେର ବସନ୍ତକାଳ ସ୍ଵରୂପ ଚିନ୍ତା-ଧାନ୍ଦା ଦୂର କରାର ଉପାୟ ସ୍ଵରୂପ ଗଠନ କରୋ ।” ସେ ବାନ୍ଦାହ ସଥନଇ ତା ପଡ଼ୁବେ ଆନ୍ତାହ ତାର ଚିନ୍ତା ଦୂର କରେ ଦେବେନ । ଏଇ ଜ୍ଞାନଗାୟ ତାର ମନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତତା ଦାନ କରବେନ ।-ରାଧିନ

٢٣٤٠. وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَعَدْنَا كَبُرْنَا وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَحْنَا . روହ ବଖାରି

୨୩୪୦. ହ୍ୟରତ ଜାବିର ରାଃ ହତେ ବର୍ଣିତ । ତିନି ବଲେନ, ଆମରା ସଖନ ରାତାର ଉପରେ ଉଠତାମ, ‘ଆନ୍ତାହ ଆକବାର’ ଓ ସଖନ ରାତା ହତେ ନାମତାମ ‘ସୁବହାନ୍‌ଆନ୍ତାହ’ ବଲତାମ ।-ବୁଖାରୀ

٢٣٤١. وَعَنْ أَنَسِ بْنِ رَوْسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْكَفَرُ كَانَ إِذَا كَرِيَهُ أَمْ يَقُولُ يَا حَسِيبُ يَا قَيُومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغْبِثُ . روହ ତରମ୍ଦି. ଓକାହ ହେତୁ ହେତୁ ଗ୍ରୀବ୍ ଓ କିନ୍ତୁ ମହିଫୁତ୍ତେ

୨୩୪୧. ହ୍ୟରତ ଆନାସ ରାଃ ହତେ ବର୍ଣିତ । ତିନି ବଲେନ, ରାସ୍‌ଲୁଲ୍ହାହ ସାନ୍ତାନ୍‌ଆନ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓସାନ୍‌ଆମ କୋନୋ ବ୍ୟାପାରେ ଚିନ୍ତାକ୍ଲିଷ୍ଟ ହେଁ ପଡ଼ିଲେ ବଲତେନ, ‘ଇଯା ହାଇଯ୍ୟ, ଇଯା କାଇଯୁମୁ ବିରାହମାତିକା ଆସ୍-ତାଗିଛୁ’ ଅର୍ଥାଏ “ହେ ଚିରଙ୍ଗୀବ! ହେ ଚିର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ! ତୋମାର ରହମତେର ସାଥେ ଆମି ତୋମାର କାହେ ଫରିଯାଦ କରଛି ।”-ତିରମିଯୀ, ତିନି ବଲେନ, ଏ ହାଦୀସଟି ଗରୀବ ଓ ଗାୟରେ ମହଫୂଯ ।

٢٣٤٢. وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ لِدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَوْمَ الْخُنْدَقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ مِنْ شَيْءٍ تُنَقُّلُهُ فَقَدْ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْعَنَاجِرَ قَالَ نَعَمْ اللَّهُمَّ اسْتَرْعَأْتَنَا وَأَمِنْ رَوْعَاتِنَا قَالَ فَضَرَبَ اللَّهُ وُجُوهَ أَعْدَائِهِ بِالرِّتْبَعِ هَزَمَ اللَّهُ بِالرِّتْبَعِ . روହ ଅହମ୍

୨୩୪୨. ହ୍ୟରତ ଆବୁ ସାଈଦ ଖୁଦରୀ ରାଃ ହତେ ବର୍ଣିତ । ତିନି ବଲେନ, ଧନ୍ଦକ ଯୁଦ୍ଧେର ଦିନ ଆମରା ବଲେନ, ହେ ଆନ୍ତାହର ରାସ୍‌ଲୁଲ୍ହାହ । ଆମାଦେର କି କିଛୁ ବଲାର ଆହେ, ଆମାଦେର ପ୍ରାଣ ତୋ ଓଷଠାଗତ । ରାସ୍‌ଲୁଲ୍ହାହ ସଃ ବଲେନ, ହୁଁ ଆହେ । ତୋମରା ବଲୋ, “ଆନ୍ତାହଶାସ୍ତ୍ରର ଆଓରାତିନା ଓସା ଆମେନ ରାଓଆତେନା” ଅର୍ଥାଏ “ହେ ଆନ୍ତାହ! ତୁମି ଆମାଦେର ଦୋସତୁଲୋ ଚେକେ ରାଖୋ, ଆମାଦେର ଭୟତୁଲୋ ନିରାପତ୍ତା ପରିଣତ କରୋ । ବର୍ଣନାକାରୀ ଆବୁ ସାଈଦ ଖୁଦରୀ ବଲେନ, ଅତ୍ରଏବ ଆନ୍ତାହ ତାଆଲା, ତାର ଶତ୍ରୁଦେର ଚୋଥେକେ ଝାଡ଼ୋ ହାଓସା ଦିଯେ ଦମନ କରେ ଦିଲେନ । ଆର ଏ ଝାଡ଼ୋ ହାଓସା ଦିଯେଇ ତାଦେରକେ ପରାଜିତ କରଲେନ ।-ଆହମାଦ

٢٣٤٣. وَعَنْ بُرْيَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا دَخَلَ السُّوقَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي

أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ السُّوقِ وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا فِيهَا أَللَّهُمَّ إِنِّي
أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُصِيبَ فِيهَا صَفْقَةً خَاسِرَةً ۔ رواه البيهقي في الدعوات الكبير

২৩৪৩. হ্যরত বুরাইদা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো বাজারে প্রবেশ করতেন, বলতেন, “বিসমিল্লাহি আল্লাহুক্মা ইন্নি আসআলুকা খায়রা হাজিহিস সাওকে ওয়া খায়রা মা ফিহা। ওয়া আউজুবিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররি মা ফিহা। আল্লাহুক্মা ইন্নি আউজুবিকা আন উসিবা ফিহা ছাফকাতান খসিরাতান” অর্থাৎ “আল্লাহর নামের সাথে হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে এ বাজারের কল্যাণ, এতে যা রয়েছে তার কল্যাণ চাই। আমি পানাহ চাই এর অকল্যাণ হতে, এতে যা আছে তার অকল্যাণ হতে। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পানাহ চাই, এতে যেনে কোনো ক্ষতি ও বেচাকেনার ফাঁদে না পড়ি।”-বায়হাকী দাওয়াতুল কবীর



٦۔ بَابُ الْإِسْتِعَاْدَةِ

৬. آলِلَّاّহِ الرَّ নিকটِ آশ্রয় চাওয়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

٢٣٤٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَعَوَّذُمَا بِاللَّهِ مِنْ جَهَنَّمِ الْبَلَاءِ وَدَرْكِ
الشِّقَاءِ وَسُوءِ الْفَضَاءِ وَشَمَائِهِ الْأَعْدَاءِ - متفق عليه

২৩৪৪. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা বিপদ মুসিবতের কষ্ট ও দুর্ভাগ্যের আক্রমণ, ভাগ্যের অনিষ্ট বিপন্নতায় শক্তির পরিহাস থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো।—বুখারী, মুসলিম
২৩৪৫. وَعَنْ أَنَسِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ
وَالْعَجْزِ وَالْكَسْلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَّلِ الدِّينِ وَغَلْبَةِ الرِّجَالِ - متفق عليه

২৩৪৫. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, “হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে দুষ্কৃতি, শোক-তাপ, অক্ষমতা-অলসতা, ভীরুতা-কৃপণতা মনের বোঝা ও মানুষের জোর-জবরদস্তি হতে আশ্রয় চাই।—বুখারী, মুসলিম
২৩৪৬. وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسْلِ
وَالْهَمِّ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْمَمِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ
الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمَنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغَنِيِّ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَمَنْ شَرِّ فِتْنَةِ
الْمَسِيحِ الدِّجَالِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَائِي بِمَا إِلَّا اللَّهُجَلَّ وَتَعَالَى قُلْبِي كَمَا يُنَقِّي¹
ثُوبَ الْأَيْيَضِ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَائِي كَمَا بَاعَدْتُ بَيْنَ² الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ .
متفق عليه

২৩৪৬. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, “আল্লাহস্মা ইন্নি আউজু বিকা মিনাল কাসলে, ওয়াল হারামে, ওয়াল মাগরামে, ওয়াল মাসামে। আল্লাহস্মা ইন্নি আউজুবিকা মিন আযাবিন্নারে ওয়া ফিতনাতিল কারবে, ওয়া আযাবিল কাবরে, ওয়া মিন শাররি ফিতনাতিল গেনা ওয়াশাররে ফিতনাতিল ফাকরে, ওয়া মিন শাররি ফিতনাতিল মাসিহিদ দাজ্জাল। আল্লাহস্মাগসিল খাতায়ায়া বিমায়িছালজি ওয়াল বারাদে, ওয়া নাকি কালবি কামা ইউনাককিস ছাওবাল আবইয়াদ মিনাদ দানাসে। ওয়া বায়েদ বাইনি ওয়া বাইনা খাতায়া কামা বাআদ্দতা বাইনাল মাশরিকি ওয়াল মাগরেবে” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে অলসতা, বার্ধক্য, ঝণ ও পাপ থেকে পানাহ চাই। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে জাহানামের আগুন, জাহানামের পরীক্ষা, কবরের পরীক্ষা

ও শান্তি হতে, সচ্ছলতার পরীক্ষার অনিষ্ট ও দারিদ্রের পরীক্ষার অনিষ্ট হতে এবং কানা দাজ্জালের পরীক্ষার অনিষ্ট হতে পানাহ চাই। হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহসমূহ বরফের ও শিলার পানি দিয়ে ধূয়ে দাও। আমার হৃদয়কে পরিষ্কার করে দাও যেভাবে সাদা কাপড়, ময়লা হতে পরিষ্কার করা হয়। আমার ও আমার গুনাহর মধ্যে এমন দূরত্বের সৃষ্টি করে দাও যেমন দূরত্ব পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে।”—বুখারী, মুসলিম

۲۳۴۷. عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ وَالْجُنُونِ وَالْبَخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ اتْنِ نَفْسِيْ تَقْرِبْهَا وَزَكِّهَا اَنْتَ خَيْرٌ مَنْ زَكَّهَا اَنْتَ وَلِيْهَا وَمَوْلَاهَا اللَّهُمَّ اِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يُنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يُخْسِنُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تُشْبِعُ وَمِنْ دُعَوةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا۔ روah مسلم

۲۳۴۷. হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, “হে আল্লাহ! আমি অক্ষমতা, অলসতা, ভীরুতা, কৃপণতা, বার্ধক্য ও কবর আয়াব হতে তোমার নিকট পানাহ চাই। হে আল্লাহ! তুমি আমার আজ্ঞাকে সংযম দান করো। একে পবিত্র করো, তুমই শ্রেষ্ঠ পবিত্রকারক ও এর অভিভাবক ও রব। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ওই জ্ঞান লাভ হতে আশ্রয় চাই, যে জ্ঞান কোনো উপকারে আসে না। ওই হৃদয় হতে মুক্তি চাই যে হৃদয় তোমার ভয়ে ভীত হয় না। ওই মন হতে পানাহ চাই যে মন ত্ত্ব লাভ করে না, আর ওই দোয়া হতে, যে দোয়া করুন হয় না।”—মুসলিম

۲۳۴۸. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَلَيْبِكَ وَفَجَاءَهُ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخْطِكَ۔ روah مسلم

۲۳۴۸. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দোয়াগুলোর মধ্যে এটাও একটা দোয়া, “হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে (আমার প্রতি) তোমার নেয়ামতের কমে যাওয়া, (আমার উপর হতে) তোমার নিরাপত্তার আবর্তন, (আমার উপর) তোমার শান্তির আকস্মিক আক্রমণ ও তোমার সকল প্রকার অসম্ভোষ হতে পানাহ চাই।”—মুসলিম

۲۳۴۹. وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَعْمَلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ۔ روah مسلم

۲۳۴۹. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন, “আল্লাহস্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন শাররি মা আমিলতু ওয়ামিন শাররি মালাম আ’মাল” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পানাহ চাই যা আমি করেছি ও যা আমি করিনি তার অনিষ্ট হতে।”—মুসলিম

۲۳۵. وَعَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ أَمْتَ

وَعَلَيْكَ تَوَكِّلْتُ وَإِلَيْكَ أَبْتَأْتُ وَبِكَ حَاصِّتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزْبِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ
تُضْلِّنِي أَنْتَ الْحَىُ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَالْجِنُّ وَالْأَنْسُ يَمُوتُونَ - متفق عليه

২৩৫০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবুস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন, “আল্লাহস্মা লাকা আসলামতু, ওয়া বিকা আমানতু, ওয়া আলাইকা তাওয়াক্কালতু, ওয়া ইলাইকা আনাবতু, ওয়া বিকা খাসামতু, আল্লাহস্মা ইন্নি আউয়ু বিহিয়তিকা লা ইলাহা ইল্লা আন্তা, আন তুদিল্লানি। আনতাল হাইয়ুল্লায়ি লা ইয়ামুতু, ওয়াল জিনু ওয়াল ইন্সু ইয়ামুতুনা” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমি তোমারই কাছে নিজকে সমর্পণ করলাম, তোমারই উপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম, তোমারই উপর ভরসা করলাম, তোমারই দিকে নিজকে ফিরলাম, তোমারই সাহায্যে তোমার শক্তির সাথে লড়াই করলাম। হে আল্লাহ! আমি তোমার ইয়ত্তের (প্রতাপ প্রতিপত্তি) কাছে আশ্রয় গ্রহণ করছি পথ প্রষ্টতা হতে। তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তুমি চিরঞ্জীব, তোমার মৃত্যু নেই; মানুষ আর জিন মৃত্যুবরণ করবে।—বুখারী, মুসলিম

দ্বিতীয় পরিষেব

২৩৫১. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْأَرْبَعِ
مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ . رواه احمد
وابوداؤد وابن ماجة ورواه الترمذى عن عبد الله بن عمر و والنمساني عنهمَا .

২৩৫১. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতেন, হে আল্লাহ! আমি চারটি ব্যাপারে তোমার কাছে পানাহ চাই। (১) যে জ্ঞান কোনো কাজে আসে না। (২) যে অন্তর ভীত হয় না। (৩) যে মন ত্ত্বিত লাভ করে না। (৪) যে দোয়া করুল হয় না।—আহমাদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ। তিরমিয়ী আবদুল্লাহ ইবনে আমর হতে এবং নাসায়ী উভয় হতে।

২৩৫২. وَعَنْ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ مِنْ الْجِنِّ وَالْبُخْلِ
وَسُوءِ الْعُمَرِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ . رواه أبو داؤد والنمساني

২৩৫২. হযরত ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (১) ভীরতা-কাপুরতা, (২) কৃগতা, (৩) বয়সের অনিষ্টতা (৪) মনের ফিতনা ও (৫) কবরের আয়াব—এ পাঁচটি জিনিষ হতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাইতেন।

—আবু দাউদ, নাসায়ী

২৩৫৩. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ
وَالْقَلْمَةِ وَالذِلْلَةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ . رواه أبو داؤد والنمساني

২৩৫৩. হ্যরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, -রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতেন, আল্লাহমা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল ফাকরে, ওয়াল
কিল্লাতে ওয়ায়ফিল্লাতে ওয়া আউযুবিকা মিন আন আয়লিমা আও উজলিমা” অর্থাৎ “হে
আল্লাহ! আমি তোমার কাছে অভাব, স্বল্পতা, লাঞ্ছনায় পতিত হওয়া হতে পানাহ চাই।
আমি অত্যাচারী অথবা অত্যাচারিত হওয়া হতেও তোমার কাছে পানাহ চাই।

-আবু দাউদ, নাসায়ী

২৩৫৪. وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّقَاقِ
وَالنِّفاقِ وَسُوءِ الْأَخْلَاقِ - رواه أبو داؤد والنسائي

২৩৫৪. হ্যরত আবু হুরাইরা রাঃ হতেই এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতেন, “আল্লাহমা ইন্নি আউযুবিকা মিনাশ শিকাকে,
ওয়াননিফাকে ওয়া সুয়িল আখলাকে”, অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমি সত্যের বিরোধিতা,
মুনাফিকী ও চরিত্রহীনতা হতে তোমার কাছে পানাহ চাই।”-আবু দাউদ, নাসায়ী

২৩৫৫. وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ بِئْسَ
الضَّجِيعُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِشَتَّى الْبِطَانَةِ - رواه أبو داؤد والنسائي وابن ماجة

২৩৫৫. হ্যরত আবু হুরাইরা রাঃ হতেই বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতেন, “আল্লাহমা ইন্নি আউজুবিকা, মিনাল জুয়ে ফাইল্লাহু
বি'সাদাদাজিউ, ওয়া আউযুবিকা মিনাল খিয়ানাতে ফাইল্লাহা বি'সাতিল বিতানাতু” অর্থাৎ
“হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে স্কুধার তাড়না হতে পানাহ চাই, কারণ তা মানুষের ক্ষেত্রে না
খারাপ নির্দা-সাথী এবং তোমার কাছে পানাহ চাই বিশ্বাসঘাতকতা করা হতে। কেননা
বিশ্বাসঘাতকতা করে নির্দা-সাথী এবং তোমার কাছে পানাহ চাই বিশ্বাসঘাতকতা করা হতে।”-আবু দাউদ, নাসাই ও ইবনে মাজাহ

২৩৫৬. وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ
وَالْجَذَامِ وَالْجِنُونِ وَمِنْ سَيِّءِ الْأَسْقَامِ - رواه أبو داؤد والنسائي

২৩৫৬. হ্যরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম দোয়া করতেন, “আল্লাহমা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল বারাছে, ওয়ালজুয়ামে,
ওয়াল জুনুনে, ওয়া মিন সাইয়েয়েয়িল আসকামে,” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমি শ্বেত রোগ,
কুঠ রোগ, পাগলামী ও খারাপ রোগসমূহ হতে তোমার কাছে পানাহ চাই।”

-আবু দাউদ ও নাসাই

২৩৫৭. وَعَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ
الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ - رواه الترمذি

২৩৫৭. হ্যরত কুতুবা ইবনে মালিক রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতেন, “আল্লাহমা ইন্নি আউযুবিকা মিন মুনকারাতিল

ଆଖଲାକେ, ଓୟାଳ ଆ'ମାଲେ, ଓୟାଳ ଆହଓୟାଯେ” ଅର୍ଥାଏ “ହେ ଆଶ୍ରାହ! ଆମି ତୋମାର କାହେ ଖାରାପ ଚରିତ୍ର, ଖାରାପ କାଜ ଓ ଖାରାପ ଆଶା ଆକାଂଖା ହତେ ଆଶ୍ରମ ଚାଇ ।”-ତିରମିଷୀ

٢٣٥٨. وَعَنْ شُتَّيرِ بْنِ شَكْلِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ عَلِمْنِي
تَعْوِيْذًا أَتَعَوِّذُ بِهِ قَالَ قُلْنَاهُمْ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَشَرِّ
لِسَانِي وَشَرِّ قَلْبِي وَشَرِّ مَنْيَيْ - رواه ابو داؤد والترمذى والنسائى

২৩৫৮. তাবেয়ী হ্যরত শুভাইর ইবনে শাকাল ইবনে হুমাইদ তাঁর পিতা শাকাল হতে
বর্ণনা করেন। তাঁর পিতা বলেন, আমি একবার বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমাকে এমন
একটি দোআ শিখিয়ে দিন, যা দিয়ে আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইতে পারি। তিনি তখন
বললেন, পড়ো, “আল্লাহহ্যা ইনি আউয়ুবিকা মিন শাররি সাময়ী, ওয়া শাররি বাসারী, ওয়া
শাররি লিসানী ওয়া শাররি কালবী ওয়া শাররি মানিহয়ী” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমি তোমার
কাছে (১) আমার কানের অনিষ্টতা, (২) চেঁথের অনিষ্টতা (৩) আমার মুখের অনিষ্টতা আমার
কালবের অনিষ্টতা ও (৪) আমার বীর্যের অনিষ্টতা হতে রক্ষা পাবার জন্য আশ্রয় চাই।”
—আবু দাউদ, তিরমিয়ী, নাসাই

-ଆବୁ ଦାଉଦ, ତିରମିଯି, ନାସାଇ

٢٣٥٩ - وَعَنْ أَبِي الْيَسَرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو اللَّهَمَّ أَنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمْ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدْيَ وَمِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَنُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُذْبِرًا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوتَ لَدِيعًا . رواه أبو داود والنسائي وزاد في رواية أخرى والغمام

২৩৫৯. হ্যুরত আবুল ইয়াসার রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্মৃদ্ধাহ সাদ্ধাদ্ধাহ আলাইহি ওয়াসাদ্ধাম এভাবে দোয়া করতেন, “হে আল্লাহ! আমার উপর কিছু ধর্মে পড়া হতে আমি তোমার কাছে পানাহ চাই। হে আল্লাহ! উপর হতে পড়া, পানিতে ডুবা, আগুনে গোড়া ও বার্ধক্য হতেও আমি তোমার কাছে পানাহ চাই। আরো পানাহ চাই তোমার কাছে মৃত্যুর সময় শয়তানের শুরাহাতীতে পড়া হতে। আর তোমার পথ (জিহাদের ময়দান) হতে পৃষ্ঠ প্রদর্শনরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা হতেও পানাহ চাই। আরো পানাহ চাই দংশিত হয়ে মৃত্যুবরণ করা হতে।—আবু দাউদ, নাসাই

٢٣٦- وَعِنْ مُعَاذٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْتَعِينُكُمْ بِاللَّهِ مِنْ طَمَعٍ يَهْدِي إِلَى طَبَعِهِ -

رواہ احمد والبیهقی، فی الدعویات الکبیر

২৩৬০. হ্যৱত মুআয় রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা আল্লাহর নিকট লোড লালসা হতে পানাহ চাও, যে লোড লালসা মানুষকে দোষের দিকে নিয়ে যায়।—আহমদ। বায়হাকী দাওয়াতুল কবীরে।

٢٣٦١- وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ فَقَالَ يَا عَائِشَةَ إِسْتَعِينِي بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ هَذَا قَالَ هَذَا هُوَ الْغَاسِقُ إِذَا وَقَبَ - رواه الترمذى

২৩৬১. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন চাঁদের দিকে তাকিয়ে বলেন, “হে আয়েশা! আল্লাহর কাছে এর অপকারিতা হতে পানাহ চাও। কারণ এটা হলো সেই গাসেক যখন অঙ্ককার হয়ে যায়।”-তিরিয়ী

ব্যাখ্যা : সূরা ফালাকে, “ওয়া মিন শাররি গাসিকিন ইয়া ওয়াকাব” উল্লেখ হয়েছে। এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় এখানে ‘গাসেক’ অর্থ চাঁদ যখন তা অঙ্ককার হয়ে যায়। চাঁদকে যখন ‘গহণে’ ধরে তখন তা আলোহীন হয়ে যায় অথবা চাঁদ ভূবে গেলে পৃথিবী অঙ্ককারে ভূবে যায়। ‘অঙ্ককার একটা ধারাপ সময়। এ সময়ে অপকারিতা হতে পানাহ চাইতে রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন।

٢٣٦٢. وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِابْنِيْ يَا حُصَيْنَ كُمْ تَعْبُدُ الْيَوْمَ الْهَاٰ . قَالَ ابْنِيْ سَبْعَةً فِي الْأَرْضِ وَاحِدًا فِي السَّمَاءِ قَالَ فَإِيْهِمْ تَعْدُ لِرَغْبَتِكَ وَرَهْبَتِكَ قَالَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ قَالَ يَا حُصَيْنَ أَمَا إِنْكَ لَوْ أَسْلَمْتَ عَلَمْتُكَ كَلِمَتَيْنِ تَنْفَعَانِكَ قَالَ فَلَمَّا أَسْلَمَ حُصَيْنَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِمْنِي الْكَلِمَتَيْنِ اللَّتَيْنِ وَعَدْتُنِيْ قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ أَهْمِنِيْ رُشْدِيْ وَأَعِذْنِيْ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ . رواه الترمذى

২৩৬২. হযরত ইমরান ইবনে হ্�সাইন রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পিতা হ্�সাইনকে জিজেস করলেন, কতজন ইলাহৰ' তুমি এখন ইবাদাত করছো। আমার পিতা বললেন, সাতজনের। এদের ছয়জন মাটিতে আর একজন আকাশে। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আশা নিরাশার ও ভয়-ভীতির সময় এদের কাকে মানো। আমার পিতা বললেন, যিনি আকাশে আছেন তাকে মানি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, শোনো হ্সাইন! যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ করো, আমি তোমাকে দুটি কালেমা শিখাবো, যা তোমার উপকারে আসবে। বর্ণনাকারী ইমরান বলেন, আমার পিতা হ্সাইন ইসলাম গ্রহণ করার পর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ওই কালেমা দুটি শিখিয়ে দিন, যার কথা আপনি আমাকে দিয়েছিলেন। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি সেই আসমানের ইলাহকে বলো, “আল্লাহম্যা আলহিমনী রূশদী, ওয়া আয়েয়িনী মিন শাররি নাফসী” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমার দিলকে সত্য পথের সঞ্চান দাও। আমাকে আমার নফসের অপকারিতা হতে রক্ষা করো।”-তিরিয়ী

٢٣٦٣. وَعَنْ عَمْرُو بْنِ شَعِيبٍ عَنْ ابْيِهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا فَزَعَ أَهْدِكُمْ فِي النُّومِ فَلِيَقُلْ أَعُوذُ بِكَلِمَتِ اللَّهِ التَّامَاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعَقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ أَهْمَارِ الشَّيْطَنِينِ وَأَنْ يُخْضُرُونَ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرُّهُ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرُو يُعْلَمُهَا مَنْ بَلَغَ مِنْ وَلَدِهِ وَمَنْ أَمْ بَلَغَ مِنْهُمْ كَتَبَهَا فِي صَكِّ ثُمَّ عَلَقَهَا فِيْ عَنْقِهِ . رواه أبو داؤد والترمذى وهذا لفظه

২৩৬৩. হযরত আমর ইবনে শোআইব তাঁর পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ ঘুমের মধ্যে ভয় পেলে সে যেনো বলে, “আউয়ু বিকালেমাতিল্লাহিত তাস্মাতে মিন গাযাবিহি ওয়া ইকাবিহি ওয়া শাররি ইবাদিহি ওয়া মিন হামাযাতিশ শাইতানি ওয়া আনইয়াহদুরুন।” অর্থাৎ “আমি আল্লাহর পূর্ণ বাক্যসমূহের মাধ্যমে পানাহ চাছি, আল্লাহর রোষ ও তার শাস্তি হতে। তাঁর বান্দাদের অপকারিতা হতে এবং শয়তানের খটকা হতে। আর তারা যেনো আমার কাছে হাজির হতে না পারে। এতে খটকা তার ক্ষতি করতে পারবে না।” বর্ণনাকারী বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আমর তাঁর সন্তানদের মধ্যে যারা বয়ঃপ্রাপ্ত হতেন তাদেরকে এই দোয়া শিখিয়ে দিতেন। আর যারা অপ্রাপ্তবয়স্ক এ দোয়া কাগজে লিখে তাদের গল্লায় লটকিয়ে দিতেন।—আবু দাউদ, তিরমিয়ী। ভাষা তিরমিয়ীর।

২৩৬৪. وَعَنْ أَنْسِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ ثُلَثَ مَرْأَتٍ قَالَتِ
الْجَنَّةَ اللَّهُمَّ ادْخِلْهُمُ الْجَنَّةَ وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثُلَثَ مَرْأَتٍ قَالَتِ النَّارُ اللَّهُمَّ أَجِرْهُ
مِنَ النَّارِ - رواه الترمذى والنسانى

২৩৬৪. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি তিনবার আল্লাহর কাছে জান্নাতের জন্য দোয়া করবে, জান্নাত বলবে, হে আল্লাহ! তুমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। আর যে ব্যক্তি তিনবার জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাইবে, জাহান্নাম বলবে, হে আল্লাহ! তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দাও।

-তিরমিয়ী, নাসাই

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

২৩৬৫. عَنِ الْقَعْدَاعِ أَنَّ كَعْبَ الْأَحْمَارَ قَالَ لَوْلَا كَلِمَاتٌ أَفْوَلُهُنَّ لِجَعْلِيَّنِ يَهُودُ حِنَارًا
فَقَبِيلٌ لَهُ مَاهِنُ قَالَ أَعُوذُ بِوَجْهِ اللَّهِ الْعَظِيمِ الَّذِي لَيْسَ شَيْءٌ بِهِ أَعْظَمُ مِنْهُ وَبِكَلِمَاتِ
اللَّهِ التَّامَاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بِرٌّ وَلَا فَاجِرٌ وَلَا يَسْمَاءُ اللَّهُ الْحُسْنَى مَا عَلِمْتُ مِنْهَا
وَمَا لَمْ أَعْلَمْ مِنْ شَرٍّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبِرًا - رواه مالك

২৩৬৫. তাবেরী হযরত কাঁকা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত কাঁব আহবার বলেছেন, যদি আমি এ বাক্যগুলো না বলতাম, তাহলে ঈয়াহনীরা আমাকে গাধা বানিয়ে ফেলতো। তাকে জিজেস করা হলো, সে বাক্যগুলো কি? তিনি বললেন, “আউয়ু বেওয়াজিল্লাহিল আয়ীম আল্লাহয়ী লাইসা শাইয়ুন আ’যামু মিনহ, ওয়া বিকালি-মাতিল্লাহিত তাস্মাতিল্লাতি লা ইউজায়েযুহুরা বাররুন ওয়ালা ফাজেরুন, ওয়া বিআসমাইল্লাহিল হুস্না, মা আলিমতু মিনহা, ওয়া মা লাম আলাম মিন শাররি মা খালাকা ওয়া যারাআ ওয়া বারাআ” অর্থাৎ “আমি মহান আল্লাহর সন্তার পানাহ গ্রহণ করছি। তাঁর অপেক্ষা মহান আর কেউ নেই। আমি আল্লাহর পূর্ণ বাক্যসমূহের আশ্রয় নিছি যা অতিক্রম করার শক্তি তালো-মন্দ কোনো

লোকের নেই। আমি আরো আশ্রয় নিছি আল্লাহর ‘আসমায়ে হসনার’ যা আমি জানি আর যা আমি জানি না, তাঁর সৃষ্টির অপকারিতা হতে যাদেরকে তিনি সৃষ্টি করেছেন ও পৃথিবীতে ছড়িয়ে রেখেছেন।—মালেক

ব্যাখ্যা : হযরত কা'ব আহবার একজন প্রখ্যাত ইহুদী আলেম ছিলেন। তিনি হযরত ওমরের খিলাফত কালে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইহুদী শোষী তার ক্ষতি করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলো। তিনি এ বাক্যসমূহ পাঠ করে তাদের অনিষ্ট হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়েছেন। তাই তিনি বলেছেন, ‘তা না হলে তারা আমাকে গাধা বানিয়ে দিতো’, অর্থাৎ আমার মাথা নষ্ট করে দিতো।

٢٣٦٦. وَعَنْ مُسْلِمٍ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ فِي دُبْرِ الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ فَكُنْتُ أَقُولُهُنَّ فَقَالَ أَبِي بُنْيَانَ أَمْنَنْ أَخَذْتُ هَذَا قُلْتُ عَنْكَ قَالَ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُهُنَّ فِي دُبْرِ الصَّلَاةِ - رواه النسائي والترمذى إلا الله لم يذكر في دُبْرِ الصَّلَاةِ وروى أحمد لفظ الحديث وعنه في دُبْرِ كُلِّ صَلَاةِ - .

২৩৬৬. তাবেয়ী হযরত মুসলিম ইবনে আবু বাকরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আবু বাকরা নামায়ের পরে বলতেন “আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কুফরী, পরমুখাপেক্ষিতা ও কবর আয়াব হতে পানাহ চাই।” আর আমিও তাই বলতাম। একবার তিনি আমাকে বললেন, বৎস! তুমি এ বাক্য কার থেকে গ্রহণ করেছো? আমি বললাম, আপনার কাছ থেকেই তো। তখন তিনি বললেন, তবে শোনো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বাক্য নামায শেষ হবার পর বলতেন।—তিরমিয়ী, নাসাই, নামায শেষে শব্দ ছাড়া। ইমাম আহমদ শুধু দোয়াটি বর্ণনা করেছেন। তার বর্ণনা আছে প্রত্যেক নামায শেষে।

٢٣٦٧. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالْدِينِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَعْدِلُ الْكُفْرَ بِالدِّينِ قَالَ نَعَمْ وَقَيْ رَوَاهُ إِلَيْهِ أَنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ قَالَ رَجُلٌ وَيَعْدِلُنِي قَالَ نَعَمْ - رواه النسائي

২৩৬৭. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কুফরী ও ঝণ হতে পানাহ চাই। একথা শুনে এক ব্যক্তি বলে উঠলো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ঝণকে কুফরীর সমান ঘনে করেছেন! তিনি বললেন, হ্যাঁ। অন্য বর্ণনায় আছে, আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কুফরী ও পরমুখাপেক্ষিতা হতে পানাহ চাই। তখন এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এ দুটো কি এক রকম? তিনি বললেন, হ্যাঁ।—নাসায়ী

ব্যাখ্যা : ঝণী ও অভাবী ব্যক্তি পাওনাদারের সাথে নানা টালবাহনা করে। এটা মুনাফেকী আচরণ। অনেক সময় তারা এমনভাবে কথা বলে যা কুফরীর পর্যায়ে পড়ে। তাই এ মুসিবত থেকে পানাহের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতে বলেছেন।

٧- بَابُ جَامِعِ الدُّعَاءِ

৭. সামগ্রিক দোয়া

প্রথম পরিষেব্দ

۲۳۶۸. عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ كَانَ يَدْعُوْ بِهَذَا الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِيْ وَأَسْرَافِيْ فِي أَمْرِيْ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جَدِيْ وَهَزَلِيْ وَخَطَائِيْ وَعَمَدِيْ وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدِمْتُ وَمَا أَخْرَتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقْدِمُ وَأَنْتَ الْمُؤْخِرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ متفق عليه

২৩৬৮. ইয়রত আবু মুসা আশআরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো একপ দোয়া করতেন, “হে আল্লাহ! তুমি আমার অপরাধ মাফ করো। আমার অজ্ঞতা ও আমার কাজে সীমালংঘন, আর যা আমার চেয়েও তুমি বেশি জানো। হে আল্লাহ! তুমি আমার তত্ত্বের বিষয়, খামখেয়ালী করা, অনিচ্ছায় করা, আমার অপরাধ মাফ করো, যা সবই আমি করি। আল্লাহ! তুমি আমার আগের শুনাহ ও পরের শুনাহ, গোপন শুনাহ ও প্রকাশ্য শুনাহ মাফ করে দাও। যা তুমি আমার চেয়েও বেশি জানো। তুমিই আগে বাড়াও, তুমিই পেছনে হটাও। প্রত্যেকটি ব্যাপারেই তুমি ক্ষমতা রাখো।”-বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : বিনয়বশতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব দোয়া করেছেন, করেছেন আমাদের শিক্ষার জন্য। তিনি তো নিজে বেগুনাহ ছিলেন।

۲۳۶۹. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اصْلِحْ لِيْ دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِيْ وَاصْلِحْ لِيْ دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِيْ وَاصْلِحْ لِيْ أُخْرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِيْ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِيْ فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِيْ مِنْ كُلِّ شَرٍ۔
رواه مسلم

২৩৬৯. ইয়রত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, “হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য আমার দীনকে ঠিক করে দাও, যা ঠিক করে দেবে আমার কর্ম। তুমি ঠিক করে দাও আমার দুনিয়া। যাতে রয়েছে আমার জীবন। তুমি ঠিক করে দাও আমার আবিরাত, যেখানে আমি ফিরে যাবো। আমার হায়াত প্রত্যেক কল্পণকর কাজের জন্য বাড়িয়ে দাও, আর আমার মৃত্যুকে আমার জন্য প্রত্যেক অকল্পণকর কাজ হতে শান্তিদায়ক কর।”-মুসলিম

٢٣٧٠. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالْتَّقْوَى وَالْعَفَافَ وَالْغَنْيَ - رواه مسلم

২৩৭০. হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতেন, “হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে হেদায়াত, তাকওয়া, হারাম থেকে বেঁচে থাকা ও অমুখাপেক্ষী থাকতে চাই।”-মুসলিম

٢٣٧١. وَعَنْ عَلَيِّ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلِ اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي وَادْجِزْ
بِالْهُدَى هَدِيَّتَكَ الْطَّرِيقَ وَبِالسَّدَادِ سَدَادَ السَّهْمِ - رواه مسلم

২৩৭১. হয়রত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, তুমি দোয়া করো, হে আল্লাহ! আমাকে হেদায়াতের পথ দেখাও। আমাকে সরল-সোজা রাখো। আর ‘হিদায়াত’ অর্থ মনে করবে তুমি আল্লাহর পথ, আর ‘সোজা’ অর্থে খেয়াল করবে তীরের মতো সোজা।-মুসলিম

٢٣٧٢. وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ بْنِ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَجُلٌ إِذَا أَسْلَمَ عَلَيْهِ النَّبِيِّ ﷺ
الصُّلُوةَ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَدْعُوْ بِهِمْ لَهُ، الْكَلِمَاتِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ
وَعَافِنِيْ وَارْزِقْنِيْ - رواه مسلم

২৩৭২. তাবেগী হয়রত আবু মালেক আশআরী রহঃ হতে বর্ণিত। তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন। তার পিতা বলেছেন, যখন কোনো লোক ইসলাম গ্রহণ করতো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে প্রথম নামায শিক্ষা দিতেন। তারপর তাকে এ পূর্ণ বাক্যগুলো পড়ে দোয়া করতে বলতেন, “আল্লাহস্মাগফিরলী, ওয়ারহামনী, ওয়াহদেনী, ওয়া আফেনী, ওয়ারজুকনী,” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করো, আমাকে দয়া করো, আমাকে পথ দেখাও, আমাকে শান্তিতে রাখো এবং আমাকে রিয়িক দান করো।”-মুসলিম

২৩৭৩. وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّهُمَّ اتَّنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي
الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ - متفق عليه

২৩৭৩. হয়রত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময়ই এ দোয়া করতেন, “আল্লাহস্মা আতেনা ফিদুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতে হাসানাতাও ওয়াকিনা আয়াবান্নারে” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ দান করো এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করো। আর জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচিয়ে রাখো।”-বুখারী, মুসলিম

বিতীয় পরিষেদ

২৩৭৪. عن ابن عباس قال كان النبي ﷺ يدعون يقول رب اعني ولا تعن على وانصرني ولا تنصر على وامكرنى ولا تمكر على واهدىنى وتسير المهدى لى وانصرنى على من بغي على رب اجعلنى لك شاكرا لك ذاكرا لك راهبا لك مطوعا لك محببا اليك او اها منيبا رب تقبل تويني واغسل حوتى واجب دعوتى وثبت حجتى وسدة ليساني واهد قلبي واسلل سخيمة صدري . رواه الترمذى وابو داؤد وابن ماجة

২৩৭৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্দাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতেন ও বলতেন, “হে রব! আমাকে সাহায্য করো, আমার বিপক্ষে সাহায্য করো না। আমাকে মদদ করো আমার বিরুদ্ধে মদদ করো না। আমার পক্ষে উপায় উপকরণ উভাবন করো, আমার বিরুদ্ধে উপায় উপকরণ উভাবন করো না। আমাকে পথ দেখাও, আমার জন্য পথ সহজ করে দাও। যে আমার উপর শক্তি প্রয়োগ করে তার উপর আমাকে বিজয়ী করো। হে রব! আমাকে তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ বানাও। আমাকে তোমার যিকিরকারী করো, তোমার ভয়ে আমাকে ভীত করো। তোমার অনুগত করো, তোমারই প্রতি বিন্দু করো। তোমার কাছে মনের দুঃখ জানাতে শিখাও, তোমার প্রতি আমাকে ঝুকাও। হে রব! তুমি আমার তাওবা করুল করো, আমার মুখ ঠিক রাখো। আমার হৃদয়কে হেদায়াত দান করো, আমার হৃদয়ের কালিমা বিদ্যুরিত করো।”

-তিরিমিয়ী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ

২৩৭৫. وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ بَكَى فَقَالَ سُلِّمَا اللَّهُ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ قَاتِلَ أَحَدًا لَمْ يُعْطِ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ . رواه الترمذى
وابن ماجة وقال الترمذى هذا حديث حسن غريب استادا

২৩৭৫. হযরত আবু বকর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিদ্বারের উপর দাঁড়িয়ে কেঁদে ফেললেন, এরপর বললেন, তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং শান্তি চাও। কারণ ঈমান গ্রহণ করার পর কাউকেও শান্তির চেয়ে উত্তম আর কিছু দেয়া হয় না।-তিরিমিয়ী ইবনে মাজাহ। তিরিমিয়ী বলেন, হাদীসটি হাসান। তবে সনদ হিসেবে গৱৰী।

২৩৭৬. وَعَنْ أَنْسِ بْنِ رَجَلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَئِ الدُّعَاءُ أَفْضَلُ قَالَ سَلِّلْ رَبِّكَ الْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ثُمَّ أَتَاهُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي فَقَالَ

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُ الدُّعَاءُ أَفْضَلُ فَقَالَ لَهُ مثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ أَتَاهُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَقَالَ لَهُ مثْلُ ذَلِكَ قَالَ فَإِذَا أَعْطَيْتَ الْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاهَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَقَدْ أَفْلَحْتَ . رواه الترمذى وابن ماجة وقال الترمذى هذا حديث حسن غير بسناداً

২৩৭৬. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম-এর নিকট আসলো এবং তাঁকে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ দোয়া সর্বোত্তম? উত্তরে তিনি বলেন, তোমার রবের কাছে দুনিয়া ও আধিরাতের শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা করো। এরপর সেই ব্যক্তি আবার দ্বিতীয় দিন এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ দোয়া সর্বোত্তম? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম তাকে আগের দিনের মতো বললেন। আবার সেই ব্যক্তি তৃতীয় দিন আসলো (ও তাঁকে একই প্রশ্ন করলো) তিনি আগের মতই উত্তর দিলেন। এরপর তিনি বললেন, দুনিয়া ও আধিরাতে ব্যবন্ধন শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করলে, তখন নাজাত লাভ করলে।

-তিরিমিয়ী, ইবনে মাজাহ, তিরিমিয়ী বলেন, হাদীসটি হাসান ও গুরীব।

ব্যাখ্যা : মূল হাদীসে ‘মুআফাত’ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ অন্যের হাত থেকে নিরাপদ থাকা। আবার নিজের হাত থেকেও অন্যকে নিরাপদ রাখা।

২৩৭৭. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيرْدَ الْخَطْمَىِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّكَ وَحَبَّ مَنْ يُنْقَعِنِي حُبَّهُ عِنْدَكَ اللَّهُمَّ مَا رَأَيْتَ قُتْنِي مِمَّا أُحِبُّ فَاجْعَلْهُ فُؤْدَةً لِي فِيمَا تُحِبُّ اللَّهُمَّ مَا زَرَيْتَ عَنِّي مِمَّا أُحِبُّ فَاجْعَلْهُ فَرَاغًا لِي فِيمَا تُحِبُّ .
رواه الترمذى

২৩৭৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ইয়ায়ীদ খাতমী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম তাঁর দোয়া করার সময় বলতেন, “হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার ভালোবাসা এবং যার ভালোবাসা তোমার নিকট আমার কাজে আসবে বলে জানো তার ভালোবাসা আমাকে দান করো। হে আল্লাহ! আমি ভালোবাসি এমন যা তুমি আমাকে দান করেছো, একে তুমি আমার পক্ষ অবলম্বন করার সুযোগ দাও যা তুমি ভালোবাসো তার জন্য। হে আল্লাহ! আমি যা ভালোবাসি তার যতোখানি তুমি আমার কাছ হতে দূরে রেখেছো তাকে তুমি যা আমার পক্ষে ভালোবাসো তা করার জন্য সুযোগ দান করো।-তিরিমিয়ী

২৩৭৮. وَعَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ قَلِمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِنْ مَجْلِسِ حَتَّى يَدْعُ بِهِؤُلَاءِ الدُّعَوَاتِ لِأَصْحَابِهِ اللَّهُمَّ أَفْسِمْ لَنَا مِنْ حَشْبِتَكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ وَمِنْ طَاعَتَكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ وَمِنْ الْيَقِينِ مَا تَهُونُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتُ الدُّنْيَا وَمَتَعْنَا بِاسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثُ مِنْنَا وَاجْعَلْ

ثَارَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَأَنْصَرَنَا عَلَى مَنْ عَادَنَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينَنَا وَلَا تَجْعَلْ الدِّينَ أَكْبَرَ هَمَنَا وَلَا مَبْلَغٌ عِلْمَنَا وَلَا شُرْطٌ عَلَيْنَا مَنْ لَا يُرْحَمُنَا . رواه الترمذى وقال هذا حديث حسن غريب

২৩৭৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো মজলিস হতে খুব কমই উঠতেন, যতোক্ষণ পর্যন্ত তিনি তার সাথী সঙ্গীদের জন্য এ দোয়া না করতেন। “হে আল্লাহ! তুমি আমাদের মধ্যে ওই পরিমাণ তোমার ভীতি দান করো যা দিয়ে তুমি আমাদের মাঝে ও তোমার নাফরমানীর মধ্যে বাধা সৃষ্টি করবে। তোমার ইবাদাত-আনুগত্যের ওই পরিমাণ আমাদেরকে দান করো, যা দিয়ে তুমি আমাদেরকে জাল্লাতে পৌছাবে এবং তোমার প্রতি বিশ্বাস ওই পরিমাণ দান করো, যা দিয়ে তুমি আমাদের দুনিয়ার বিপদসমূহ সহজ করে দেবে। হে আল্লাহ! আমাদের উপকার করো আমাদের কান দ্বারা, আমাদের চোখ দ্বারা, আমাদের শক্তি দ্বারা, যতোদিন তুমি আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখবে। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের উত্তরাধিকারী জারী রাখো। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের প্রতিশোধ স্পৃহাকে সীমাবদ্ধ রাখো, তাদের প্রতি যারা আমাদের প্রতি যুলুম করেছে এবং আমাদের সাহায্য করো তাদের বিরুদ্ধে যারা আমাদের সাথে শক্তি করেছে। হে আল্লাহ! আমাদের দীন সম্পর্কে আমাদেরকে কোনো বিপদে ফেলো না। দুনিয়াকে আমাদের মূল চিন্তার বিষয় ও জ্ঞানের পরিসীমা বানিও না। হে আল্লাহ! যারা আমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে না তাদেরকে আমাদের উপর চাপিয়ে দিও না।”-তিরমিয়ী, তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব ও হাসান।

২৩৭৯. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَمْتَنِي وَعَلِمْنِي مَا يَنْفَعْنِي وَزَدْنِي عِلْمًا الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ حَالٍ أَهْلِ النَّارِ . رواه الترمذى وابن ماجة وقال الترمذى هذا حديث غريب اسناداً

২৩৭৯. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতেন, “হে আল্লাহ! যা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে তা আমাদের কাজে লাগাও, আর আমাদেরকে আমাদের উপকারে আসে এমন শিক্ষাদান করো এবং আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করো। প্রত্যেক অবস্থায়ই আল্লাহর শোকর আদায় করছি জাহানামীদের অবস্থা হতে আমি আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।-তিরমিয়ী, ইবনে মাজাহ। তিরমিয়ী বলেন, এ হাদীসের সনদ গরীব।

২৩৮. وَعَنْ عَمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ سُمِعَ عِنْدَ وَجْهِهِ دَوِيٌّ كَدَوِيٌّ النَّحْلِ فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ يَوْمًا فَمَكَثَنَا سَاعَةً فَسَرَرَ عَنْهُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقِصْنَا وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهْنِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا

وَأَثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَأَرْضِنَا وَأَرْضَ عَنَا ثُمَّ قَالَ أَنْزِلْ عَلَى عَشْرِ آيَاتِ مِنْ أَقَامَهُ
دَخَلَ الْجَنَّةَ ثُمَّ قَرَأَ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى خَتَمَ عَشْرَ آيَاتِ رواه احمد والترمذی

২৩৮০. হয়রত ওমর ইবনুল খাতাব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী করীম আল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ওহী নাযিল হতো তাঁর মুখে মৌমাছির গুল শুন দের মতো এক প্রকার আওয়াজ শোনা যেতো। এভাবে একদিন তাঁর উপর ওহী নাযিল রো হলো। আমরা কিছু সময় তাঁর কাছে অপেক্ষা করলাম। তিনি স্বাভাবিক হয়ে কেবলার কাছে ফিরলেন। হাত উঠিয়ে বললেন, “হে আল্লাহ! তোমার দান আমাদের জন্য বাড়িয়ে ও। কমিয়ে দিও না আমাদেরকে। আমাদেরকে সম্মানিত করো, আগমানিত করো না। আমাদেরকে দান করো, বাস্তিত করো না। আমাদেরকে করুল করো। কাউকেও আমাদের পক্ষে গ্রহণ করো না। তুমি আমাদেরকে খুশী করো, আমাদের প্রতিও তুমি খুশী থাকো।” রপর তিনি বললেন, এখন আমার উপর দশটি আয়াত নাযিল হলো। যে ব্যক্তি এ আয়াতগুলো বাস্তবে কায়েম করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এরপর তিনি (সূরা মুমিনুনের কুরআন) হতে তিলাওয়াত করতে লাগলেন, “কাদ আফলাহাল মুমিনুন” অর্থাৎ “মুমিনগণ তকার্য হয়েছে—এভাবে তিনি দশটি আয়াত তিলাওয়াত শেষ করলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٢٣٨١. عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ إِنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ أَدْ
اللَّهُ أَنْ يُعَافِيَنِيْ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ وَإِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قَالَ فَادْعُهُ قَ
فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأْ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ وَيَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوْجِ
إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّحْمَةِ إِنِّي تَوَجَّهُتُ بِكَ إِلَى رَبِّي لِيَقْضِيَ لِيْ فِيْ حَاجَتِي
هَذِهِ اللَّهُمَّ فَسْقِعْهُ فِيْ - رواه الترمذی وقال هذا حديث حسن صحيح غريب

২৩৮১. হয়রত ওসমান ইবনে হনাইফ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক দৃষ্টিহীন ব্যক্তি নবী করীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। তিনি যেনে আমাকে (চেখ) লোলো করে দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি চাইলে আমি আল্লাহর নিকট দোয়া করবো। কিন্তু তুমি যদি চাও সবর করতে পারো, আর এটাই হবে তামার জন্য উত্তম। লোকটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য দোয়া করুন। এন্নাকারী ওসমান বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ভালো করে যু করতে ও এ দোয়া পড়তে বললেন, “হে আল্লাহ! তোমার নবী মুহাম্মদ, রহমতের বী। তাঁর মাধ্যমে আমি তোমার কাছে মিনতি জানাইছি ও তোমার দিকে ফিরছি। হে নবী আমি আপনার মাধ্যমে আমার রবের দিকে ঝুঁজু হচ্ছি। তিনি যেনে আমার এ প্রয়োজন রংগ করেন। হে আল্লাহ! তুমি আমার ব্যাপারে তাঁর সুপারিশ কবুল করো।—তিরমিয়ী। শনি বলেন, হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গৱীব।

২৩৮২. وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ مِنْ دُعَاءِ دَاؤِدَ يَقُولُ اللَّهُمَّ
إِنِّي أَسْتَلُكَ حُبُّكَ وَحُبًّا مَنْ يُحِبُّكَ وَالْعَمَلُ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبُّكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبُّكَ
أَحَبَّ إِلَيْيَ مِنْ نَفْسِي وَمَالِي وَاهْلِي وَمِنَ النَّاسِ الْبَارِدِ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا
ذَكَرَ دَاؤِدَ يُحَدِّثُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ أَعْبُدَ الْبَشَرَ - رواه الترمذى وقال هذا حديث حسن غريبٌ

২৩৮২. হযরত আবু দারদা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হযরত দাউদ নবীর দোয়া ছিলো এই—তিনি বলতেন, “হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার ভালোবাসা কামনা করি। আর যে ব্যক্তি তোমাকে ভালোবাসে তার ভালোবাসা চাই। আর আমি ওই কাজের শক্তি চাই যে শক্তি আমাকে তোমার ভালোবাসার দিকে নিয়ে যাবে। আল্লাহ! তোমার ভালোবাসাকে আমার কাছে আমার জীবন, আমার সম্পদ, আমার পরিজন ও ঠাণ্ডা পানি অপেক্ষাও বেশি পিয় করে তোলো। হযরত আবু দারদা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত দাউদকে শ্বরণ করতেন, তাঁর কাহিনী বর্ণনা করতেন। তিনি বলতেন, দাউদ ছিলেন তাঁর ঘৃণের সবচেয়ে বেশি ইবাদাতকারী।

-তিরিয়ী, তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব।

২৩৮৩. وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّى بِنًا عَمَّارُ بْنُ يَاسِيرٍ صَلَوةً فَأَوْجَزَ
فِيهَا فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ لَقَدْ خَفَقْتَ وَأَوْجَزْتَ الصَّلَاةَ فَقَالَ أَمَا عَلَىَّ ذَلِكَ لَقَدْ
دَعَوْتُ فِيهَا بِدَعْوَاتِ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا قَامَ تَبِعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ هُوَ
أَبِي غَيْرَ أَنَّهُ كَنَى عَنْ تَفْسِيْهِ فَسَأَلَهُ عَنِ الدُّعَاءِ ثُمَّ جَاءَ فَأَخْبَرَ بِهِ الْقَوْمُ اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ
الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَىِ الْخَلْقِ أَحِبْنَا مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِنِي وَتَوْقَنْتِي إِذَا عَلِمْتَ
الْوَفَاءَ خَيْرًا لِنِي اللَّهُمَّ وَاسْتَلْكَ خَشِبْتَكَ فِي الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَاسْتَلْكَ كَلْمَةَ الْحَقِّ
فِي الرِّضَا وَالْفَضْبِ وَاسْتَلْكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغَنْيِ وَاسْتَلْكَ تَعِيمًا لَا يَنْقُدُ
وَاسْتَلْكَ قُرْةَ عَيْنٍ لَا تَنْقِطُ وَاسْتَلْكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَايَا وَاسْتَلْكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ
الْمَوْتِ وَاسْتَلْكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشُّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَاءٍ مُضْرِبةً وَلَا
كَنْتَ مُضْلِلَ اللَّهُمَّ زَيَّنَا بِزِينَةِ الْأَيْمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاءَ مَهْدِيْنَ - رواه النسائي

২৩৮৩. তাবেয়ী হযরত আতা ইবনে সায়েব রঃ তার পিতা হযরত সায়েব হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, একবার সাহাবী আশ্মার ইবনে ইয়াসির আমাদেরকে এক নামায পড়ালেন। এতে তিনি সংক্ষেপ করলেন। পরে নামাযীদের একজন বলে উঠলো, আপনি এতো তাড়াতাড়ি নামায পড়ালেন ও সংক্ষেপ করলেন, তিনি বললেন, এতে আমার ক্ষতি হবে না। কারণ এতে আমি যেসব দোয়া পড়েছি তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর

কাছে শুনেছি। এরপর এক ব্যক্তি তার অনুকরণ করলো। হয়রত আতা বলেন, তিনি হলেন আমার পিতা সায়েবেই। তবে তিনি নিজের নাম প্রকাশ না করে ইঙ্গিতে বললেন। তিনি হয়রত আম্বারকে দোয়াটি কি তা জিজ্ঞেস করলেন। পরে এসে লোকদেরকে তা জানালেন। দোআটি হলো, “হে আল্লাহ! আমি তোমার গায়েবের ইলম ও সৃষ্টির উপর তোমার ক্ষমতা রাখার দোহাই দিয়ে বলছি, তুমি আমাকে ততোদিন জীবিত রাখবে যতোদিন আমার জীবন আমার জন্য কল্যাণকর বলে মনে করবে। আর আমাকে মৃত্যুদান করবে যখন তুমি মৃত্যুকে আমার জন্য কল্যাণকর জানবে। হে আল্লাহ! আমি গোপনে ও প্রকাশ্যে যেনো তোমাকে ভয় করি, তোমার কাছে সন্তোষ ও অসন্তোষ অবস্থায় সত্য বলার সাহস ও হিস্বত চাই। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট অভাব ও ব্রহ্মলতায় মধ্যপদ্ধা অবলম্বনের তাওফিক চাই। তোমার নিকট চাই এমন নেয়ামত যা কখনো শেষ হবে না। আমি তোমার কাছে আরো চাই চোখ জুড়াবার বিষয়, যা কখনো ছিন্ন হবে না। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার হকুমের উপর সতুষ্ঠি থাকতে চাই। তোমার কাছে চাই মৃত্যুর পরের উত্তম জীবন। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে (জান্মাতে) তোমার প্রতি দৃষ্টি দেবার স্বাদ গ্রহণ করতে চাই এবং ক্ষতিকর কষ্ট ও পথ বিভ্রান্তির ফাসাদে নিপত্তি হওয়া ছাড়া তোমার সাক্ষাতের আশা করি। হে আল্লাহ! আমাদেরকে ঈমানের ভূষণে ভূষিত করো আর আমাদেরকে হেদায়াতপ্রাপ্তি ও হেদায়াত প্রদর্শনকারী বানাও।—নাসাই

ব্যাখ্যা : হয়রত আম্বার রাঃ এ দোয়া নামাযের শুরুতে ‘সুবহানাকা’র জায়গায় পড়েছিলেন। অথবা পড়েছিলেন শেষের দিকে দরদ শরীফ পড়ার পর। সংক্ষেপে নামায পড়ার প্রশ্নের উত্তরের মর্ম হলো, লম্বা কেরাওতের সওয়াব লাভ না করলেও একটি উত্তম দোয়ার সওয়াব লাভ করবো।

দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখতে না পারলেও জান্মাতে আল্লাহকে দেখতে পাওয়া যাবে— এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মত। মুতাফিলার মত হলো, জান্মাতেও আল্লাহকে দেখতে পাওয়া যাবে না। চোখ জুড়াবার ব্যাপার হলো নেক সন্তান-সন্ততি।

٢٣٨٤. وَعَنْ أُمِّ سَلْمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُبْرِ صَلَاةِ الْفَجْرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلاً مُتَقْبِلًا وَرِزْقًا طَيْبًا . رواه احمد وابن ماجة والبيهقي
في الدعوات الكبير

২৩৮৪. হয়রত উম্মে সালামা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায শেষ করে বলতেন, “আল্লাহ! আমি তোমার কাছে উপকারী জ্ঞান, কবুল হবার মতো আমল ও হালাল রিয়িক চাই।—আহমাদ ইবনে মাজাহ। আর নায়হাকী দাওয়াতুল করীরে।

২৩৮৫. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ دُعَاءً حَفِظْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا أَدْعُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَعْظَمُ شُكْرَكَ وَأَكْثَرُ ذِكْرِكَ وَأَتَبِعُ نُصْحَكَ وَاحْفَظْ وَصِيتَكَ . رواه الترمذى

২৩৮৫. হয়রত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে একটি দোয়া মুখস্ত করেছি। এ দোয়া আমি কখনো পরিত্যাগ

କରି ନା, ତାହଲେ ହେ ଆଜ୍ଞାହ! ତୁମି ଆମାକେ ତାଓଫିକ ଦାଓ, ଆମି ଯାତେ ତୋମାର ବେଶ ବେଶ ଶୋକର ଆଦାୟ କରତେ ପାରି । ବେଶ ବେଶ ତୋମାର ଯିକିର କରତେ ପାରି, ତୋମାର ନୟିହତ ପାଲନ କରତେ ପାରି ଓ ତୋମାର ଅସିଯତେର ଶରଣ ରାଖତେ ପାରି ।

۲۳۸۶. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَلِكَ الصِّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَالْأَمَانَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَالرِّضْيَ بِالْقَدْرِ .

୨୩୮୬. ହୟରତ ଆବଦୂଲ୍ଲାହ ଇବନେ ଓମର ରାଃ ହତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ତିନି ବଲେନ, ରାସୂଲୁଲ୍ଲାହ ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟାସାଲ୍ଲାମ ଦୋୟା କରତେନ, “ହେ ଆଜ୍ଞାହ! ଆମି ତୋମାର କାହେ ସୁନ୍ଦରୀ, ପବିତ୍ରତା, ଆମାନତଦାରୀ, ଉତ୍ସମ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ତାକଦୀରେର ଉପର ସମ୍ମୁଦ୍ର ଥାକାର ତାଓଫିକ କାମନା କରାଇ ।

୨୩୮୭. وَعَنْ أُمِّ مَعْبُدٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِيْ مِنِ النِّقَّاقِ وَعَمَلِيْ مِنِ الرِّبَاِ وَلِسَانِيْ مِنِ الْكَذِبِ وَعَيْنِيْ مِنِ الْخِيَانَةِ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تَحْفِي الصُّدُورُ . ରୋହମା ବହେବୀ ଫି ଦୁଇତାତ କ୍ଷେତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣିତ ।

୨୩୮୭. ହୟରତ ଉଥେ ମାବାଦ ରାଃ ହତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ତିନି ବଲେନ, ଆମି ରାସୂଲୁଲ୍ଲାହ ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟାସାଲ୍ଲାମକେ ବଲତେ ଶୁଣେଛି, ତିନି ଦୋୟା କରତେନ, “ହେ ଆଜ୍ଞାହ! ତୁମି ଆମାର ମନକେ ମୁନାଫିକୀ ହତେ, ଆମାର କାଜକେ ଲୌକିକତା ହତେ, ଆମାର ମୁଖକେ ଯିଥ୍ୟା ବଲା ହତେ, ଆମାର ଚୋଖକେ ଖିଯାନତ କରା ହତେ ପାକ-ପବିତ୍ର କରୋ । ତୁମି ଅବଶ୍ୟଇ ଚୋଖେର ଖିଯାନତ ଓ ମନେର ଗୋପନୀୟତା ସମ୍ପର୍କେ ଅବଗତ ଆଛୋ ।-ହାଦୀସ ଦୁଁଟିଇ ବାୟହାକୀ ଦାଓୟାତୁଲ କବିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ।

୨୩୮୮. وَعَنْ أَنَسِ بْنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَادَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ حَفَتْ فَصَارَ مِثْلَ الْفَرْخِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْ كُنْتَ تَدْعُو اللَّهَ بِشَيْءٍ أَوْ تَسْأَلُهُ إِيمَانًا قَالَ نَعَمْ كُنْتُ أَقُولُ اللَّهُمَّ مَا كُنْتَ مُعَاقِبِيْ بِهِ فِي الْآخِرَةِ فَعَجِلْهُ لِيْ فِي الدُّنْيَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُبْحَانَ اللَّهِ لَا تُطْبِقُهُ وَلَا تَسْتَطِعُهُ أَفَلَا قُلْتَ اللَّهُمَّ أَتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ قَالَ فَدَعَا اللَّهُ بِهِ فَشَفَأَهُ اللَّهُ . ରୋହମା ମୁସଲ୍ମିନ୍

୨୩୮୯. ହୟରତ ଆନାସ ରାଃ ହତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ତିନି ବଲେନ, ଏକବାର ରାସୂଲୁଲ୍ଲାହ ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟାସାଲ୍ଲାମ ଏକଜନ ମୁସଲିମ ରୋଗୀକେ ଦେଖତେ ଗେଲେନ । ସେ ଶୁକିଯେ ପାଖିର ବାଚ୍ଚାର ମତୋ ଦୁର୍ବଲ ହୟେ ଗିଯେଛିଲୋ । ରାସୂଲୁଲ୍ଲାହ ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟାସାଲ୍ଲାମ ତାକେ ଜିଜ୍ଞେସ କରିଲେ, ତୁମି କି ଆଜ୍ଞାହର କାହେ କୋନୋ ବ୍ୟାପାରେ ଦୋୟା କରେଛିଲେ ଅଥବା ତା ତାଁର ନିକଟ ଦେଇଲେ ? ଉତ୍ତରେ ସେ ବଲିଲୋ, ହଁ ବଲତାମ, ହେ ଆଜ୍ଞାହ! ତୁମି ଆମାକେ ଆଖିରାତେ ଯେ ଶାନ୍ତି ଦିବେ ତା ଦୁନିଆତେଇ ଆଗେଭାଗେ ଦିଇଯେ ଦାଓ । ଏକଥାଯ ରାସୂଲୁଲ୍ଲାହ ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟାସାଲ୍ଲାମ ବଲିଲେ, ସୁବହାନାଲ୍ଲାହ । ଆଖିରାତେର ଶାନ୍ତି ତୁମି ଦୁନିଆତେ ସହ୍ୟ କରତେ ପାରିବେ ନା । ଆଖିରାତେ ଓ ସହ୍ୟ କରତେ ପାରିବେ ନା । ତୁମି ଏଭାବେ ବଲିଲି କୋନୋ—“ହେ ଆଜ୍ଞାହ! ଆମାଦେରକେ ଦୁନିଆତେ ଓ ଆଖିରାତେ କଲ୍ୟାଣ ଦାଓ, ବୀଚାଓ ଆମାଦେରକେ ଜାହାନାମେର ଆଯାବ

থেকে।” হ্যৱত আনাস বলেন, পরে ওই ব্যক্তি এভাবে দোয়া কৱলো এবং আল্লাহ তাআলা তাকে ভালো কৱে দিলেন।—মুসলিম

٢٣٨٩. وَعَنْ حُذِيفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذْلِلَ نَفْسَهُ قَاتِلُهُ وَكَيْفَ يُذْلِلُ نَفْسَهُ قَالَ يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلَاءِ لِمَا لَا يُطِيقُ . رواه الترمذى وابن ماجة والبيهقى فى شعب الإيمان وقال الترمذى هذا حديث حسن غريب

২৩৮৯. হ্যৱত হ্যাইফা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিজকে লাঞ্ছিত করা মুমিনের উচিত নয়। লোকেরা জিজ্ঞেস কৱলো, হে আল্লাহর রাসূল! নিজকে লাঞ্ছিত কৱে কিভাবে? তিনি বললেন, এমন বিপদ কামনা কৱে বসা যা সহ্য কৱার সাধ্য তাৰ নেই (ওই ব্যক্তি যেমন কৱেছিলো)। তিরমিয়ী, ইবনে মাজাহ। বায়হাকী শোআবুল ইমানে। ইমাম তিরমিয়ী বলেন, হাদীসটি হাসান গৱীব।

٢٣٩. وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَلَمِنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ قُلْ اللَّهُمَّ اجْعَلْ سَرِيرَتِي خَيْرًا مِنْ عَلَائِبِنِي وَاجْعَلْ عَلَائِبِنِي صَالِحَةً اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ صَالِحِ مَا تُنْزِي النَّاسَ مِنَ الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ غَيْرِ الصَّالِلِ وَلَا الْمُضِلِّ . رواه الترمذى

২৩৯০. হ্যৱত ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এই দোয়াটি শিখিয়েছেন, তিনি বলেছেন, তুমি বলো, “হে আল্লাহ! তুমি আমার গোপনকে প্রকাশ হতে উত্তম কৱো, আমার প্রকাশ কাজকে মার্জিত কৱো। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ভালো চাই যা তুমি মানুষকে দান কৱেছো—পরিবার-পরিজন, ধনসম্পদ, সন্তান সন্ততি, যারা পথভ্রষ্ট ও পথ ভ্রষ্টকাৰী নয়।—তিরমিয়ী



(۱۱)

كتاب المناسك

হজ্জ

প্রথম পরিচ্ছেদ

হজ্জ ফরয়, এবং ফরাত ও মীকাত

٢٣٩١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَعُجُّوْمًا فَقَالَ رَجُلٌ عَامِي رَسُولُ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوْ جَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ ذَرُونِي مَا تَرْكُتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلْكَ مَنْ كَانَ قُبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَأَخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَبْيَانِهِمْ فَإِذَا أَمْرَتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا سَتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَلَغْوَةٌ । رواه مسلم

২৩৯১. হ্যুরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করার সময় বললেন, হে মানবজাতি! আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করেছেন, অতএব তোমরা হজ্জ পালন করবে। সে সময় এক ব্যক্তি জিজেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! এ হজ্জ পালন কি প্রত্যেক বছর? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ থাকলেন। এমন কি লোকটি তিনিডিন বার জিজেস করলো। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি আমি হ্যাঁ বলতাম (হজ্জ প্রতি বছর) ফরয হয়ে যেতো। তখন তোমরা (প্রতি বছর হজ্জ পালন করতে) পারতে না। তারপর তিনি বললেন, দেখো, যে ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে কিছু বলিনি সে ব্যাপারটি সেভাবে থাকতে দাও। কারণ তোমাদের আগের লোকেরা বেশি প্রশ়্ন করে ও তাদের নবীদের সাথে মতপার্থক্য করে খৎস হয়ে গিয়েছে। তাই আমি তোমাদেরকে যখন কোনো ব্যাপারে কোনো নির্দেশ দেবো তা যথাসাধ্য পালন করবে। আর যে ব্যাপারে নিষেধ করবো তা পরিত্যাগ করবে।

২৩৯২. وَعَنْهُ قَالَ سُنْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ أَيْمَانُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ ثُمَّ مَا ذَرَ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قِيلَ ثُمَّ مَا ذَرَ قَالَ حَجُّ مُبَرُّ । متفق عليه

২৩৯২. হ্যুরত আবু হুরাইরা রাঃ হতেই এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজেস করা হলো, কোন্ আমল সর্বোত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে বিশ্বাস করা। তারপর তাকে জিজেস করা হলো এরপরে কোন্ আমল? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। আবার জিজেস করা হলো, এরপর কোনটি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হজ্জে মার্কুর' অর্থাৎ করুল হওয়া হজ্জ। -বুখারী, মুসলিম

২৩৯৩. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفَثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَبِيرٌ
وَلَدْتَهُ أُمٌّهُ . متفق عليه

২৩৯৪. হ্যরত আবু হুরাইরা রাঃ হতেই বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে লোক আল্লাহরই জন্য হজ্জ করেছে, এতে অশ্লীল কথাবার্তা
বলেনি বা অশ্লীল কাজকর্ম করেনি। সে লোক হজ্জ হতে এমন (বেগুনাহ) হয়ে বাড়ী ফিরবে
যেন ওইদিনই তার মা তাকে প্রসব করেছে।

২৩৯৪. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعُمْرَةُ كَفَارَةٌ لِمَا بَيْتُهُمَا وَالْحَجَّ
الْمُبَرُّ لِيْسَ لَهُ جَزَاءً إِلَّا الْجَنَّةُ . متفق عليه

২৩৯৪. হ্যরত আবু হুরাইরা রাঃ হতেই বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এক উমরা অপর উমরা পর্যন্ত সময়ের কাফুরারা স্বরূপ
আর কবুল করা হজ্জের বিনিময় জাল্লাত ছাড়া আর কিছু নয়।—বুখারী, মুসলিম

২৩৯৫. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنِّي عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً .
متفق عليه

২৩৯৫. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রমযান মাসে উমরা পালন হজ্জের মতো
সওয়াবের।—বুখারী, মুসলিম

২৩৯৬. وَعَنْهُ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَ رَكْبًا بِالرُّوحَاءِ فَقَالَ مَنْ الْقَوْمُ قَالُوا الْمُسْلِمُونَ
فَقَالُوا مَنْ أَنْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِّيَا فَقَالَتْ إِلَيْهَا حَجَّ قَالَ نَعَمْ
وَلَكِ أَجْرٌ - رواه مسلم

২৩৯৬. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জের পথে 'রাওহ' নামক জায়গায় এক আরোহী কাফেলার
দেখা পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা ? তারা বললো, 'আমরা মুসলমান'। এরপর
আঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'আপনি কে ?' তিনি বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল। একথা
শনে একজন মহিলা একটি শিশুকে উপরে তুলে ধরে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল।
এ শিশুর কি হজ্জ হবে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ হবে। তবে সওয়াব হবে তোমার।—মুসলিম

২৩৯৭. وَعَنْهُ قَالَ إِنَّ امْرَأَةً مَنْ خَنْعَمْ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فِي رِبِيعَةِ اللَّهِ عَلَىٰ عِبَادَهِ
فِي الْحَجَّ أَدْرَكْتُ أُبِيْ شِيجَنَا كَبِيرًا لَا يَثْبِتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَاْحَاجُ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذَلِكَ فِي
حَجَّةِ الْوَادِعِ . متفق عليه

২৩৯৭. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতেই এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন,
একবার খাসআম গোত্রের এক মহিলা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! বান্দাহদের

উপর আল্লাহ তাআলার ফরয করা হজ্জ আমার পিতার উপরও ফরয হয়েছে, কিন্তু আমার পিতা খুবই বৃক্ষ, সওয়ারীর উপর বসে থাকার শক্তি তাঁর নেই। তাই আমি কি তার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করতে পারি? তিনি বললেন, হ্যাঁ পারো। এটা বিদায় হজ্জের ঘটনা।

-বুখারী, মুসলিম

٢٣٩٨. وَعَنْهُ قَالَ أَتِيَ رَجُلٌ نِّبِيًّا مُّصَدِّقًا فَقَالَ أَنْ أَخْتِنِ تَذَرَّتْ أَنْ تَحْجُّ وَإِنَّهَا مَائِتَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ لَّوْ كَانَ عَلَيْهَا دِينٌ أَكْنَتْ قَاضِيَةً قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاقْضِ دِينَ اللَّهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْفَضَاءِ . - متفق عليه

২৩৯৮. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার বোন হজ্জ পালন করার জন্য মানত করেছিলেন। কিন্তু তা আদায় করার আগেই তিনি মারা গেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার বোনের কোনো খণ্ড থাকলে তুমি আদায় করতে কিনা? সে বললো, নিশ্চয়ই আদায় করতাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তবে তুমি আল্লাহর খণ্ড আদায় করো। এই খণ্ড আদায় করার অধিক উপরোগী। -বুখারী, মুসলিম

٢٣٩٩. وَعَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِأَمْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرْنَ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْتَبْتُ فِيْ غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجْتِ امْرَأَتِيْ حَاجَةً قَالَ اذْهَبْ فَاحْجُجْ مَعَ امْرَأَتِكَ . - متفق عليه

২৩৯৯. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতেই বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো পুরুষ যেনো কোনো সময় কোনো স্ত্রীলোকের সাথে এক জায়গায় একত্র না হয়, আর কোনো স্ত্রীলোক যেনো কখনো আপন কোনো মাহুরাম ব্যক্তির সাথে ছাড়া একাকিনী সফরে বের না হয়। সেই সময় এক ব্যক্তি বলে উঠলো, হে আল্লাহর রাসূল! অমুক যুক্তে আমার নাম সেখানে হয়েছে। আর আমার স্ত্রী একাকিনী হজ্জে রওয়ানা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যাও তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জ করো। -বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : ঈমাম আবু হানীফা রঃ ইমাম আহমদ রঃ এ হাদীসের আলোকেই বলেন, মাহুরাম ব্যক্তি (অর্থাৎ স্বামী, পিতা, ভাই, যাদের সাথে বিয়ের সম্পর্ক হারাম) না থাকলে মহিলাদের উপর হজ্জ ফরয নয়।

٢٤٠٠. وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ جِهَادُكُنَّ الْحَجَّ . - متفق عليه

২৪০০. হ্যরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার তিনি নিজে জিহাদে যাবার জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট অনুমতি চাইলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের জিহাদ হলো হজ্জ।

-বুখারী, মুসলিম

۲۴۰۱. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَسْافِرُ امْرَأَةٌ مُسِيرَةً يَوْمًا وَكِيلَةً إِلَّا
وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ - متفق عليه

۲۴۰۲. হয়রত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো মহিলা কোনো মাহুরাম ব্যক্তি ছাড়া একদিন এক রাতের পথও যেনো (অন্য কারো সাথে) সফর না করে।—বুখারী, মুসলিম

۲۴۰۲. وَعَنْ أَبْنَى عَبَّاسِ قَالَ وَقَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذِي الْحُلْيَةِ وَلِأَهْلِ
الشَّامِ الْجُحْفَةِ وَلِأَهْلِ نَجْدِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلْمِلُمْ فَهُنَّ لَهُنَّ وَلَمَنْ أَتَى
عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلَّهُ مِنْ
أَهْلِهِ وَكَذَاكَ وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يَهْلُوْنَ مِنْهَا - متفق عليه

۲۴۰۲. হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে আবুআস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাবাসীদের জন্য ‘যুলহুলাইফাকে’ মীকাত নির্দিষ্ট করেছেন। শামবাসীদের জন্য ‘জুহফা’কে আর নজদবাসীদের জন্য ‘কারনুল মানাযিল’কে এবং ইয়েমেনবাসীদের জন্য ‘ইয়ালামলাম’কে। এসব স্থান এসব স্থানের লোকজনের জন্য আর অন্য স্থানের লোকেরা যখন এ পথ দিয়ে আসবে তাদের জন্য, যারা হজ্জ বা উমরার ইচ্ছা করে। আর যেসব লোক এ সীমার ভিতরে থাকবে, তাদের ইহুমামের স্থান তাদের ঘর। এভাবে, এভাবে (যারা যতো নিকটে হবে) এমন কি মক্কাবাসীরা ইহুমাম বাঁধবে মক্কা হতে।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : ‘মীকাত’ হলো ওই জায়গা, যেখান থেকে খানায়ে কাবার চারদিকে বহির্বিশ্বের মুসলমানদেরকে ইহুমাম বেঁধে হজ্জের জন্য আসতে হয়। এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মীকাতের সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

۲۴۰۳. وَعَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مُهَلٌ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلْيَةِ
وَالطَّرِيقُ الْأَخْرُ الْجُحْفَةُ وَمُهَلٌ أَهْلُ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ وَمُهَلٌ أَهْلٌ نَجْدِ قَرْنَ
أَهْلِ الْيَمَنِ يَلْمِلُمْ - رواه مسلم

۲۴۰۳. হয়রত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, মদীনাবাসীদের ‘মীকাত’ হলো ‘যুলহুলাইফা’। ইরাকবাসীদের মীকাত হলো ‘জাতু-ইরক’। আর নজদবাসীদের মীকাত হলো ‘কারনুল মানাযিল’ এবং ইয়েমেনবাসীদের মীকাত হলো ‘ইয়ালামলাম’।—মুসলিম

۲۴۰۴. وَعَنْ أَنْسِ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعَ عُمَرٍ كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلَّا
أَلْتِيْ كَانَتْ مَعَ حَجَّتِهِ عُمْرَةً مِنَ الْحَدِيبَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي

ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةُ مِنَ الْجُعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُبَّينَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةُ مَعْ حَجَّتِهِ - متفق عليه

২৪০৪. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারটি 'উমরা' পালন করেছেন। হজ্জের সাথে করা 'উমরা' ছড়া প্রত্যেকটি 'ওমরা' পালন করেছেন 'ফিলকদ' মাসে। এক উমরা করেছেন হুদাইবিয়া নামক স্থান হতে 'ফিলকদ' মাসে এক 'উমরা' করেছেন পরের বছর ফিলকদ মাসে। এক উমরা করেছেন, 'জিরানা' নামক স্থান থেকে যেখানে তিনি হুনাইন যুদ্ধেলক্ষ গনীমতের মাল বণ্টন করেছিলেন ফিলকদ মাসে। আর এক উমরা তিনি পালন করেছেন দশম হিজরীতে তাঁর বিদায় হজ্জের মাসে।

-বুখারী, মুসলিম

২৪০৫. وَعِنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ذِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يُحْجِجْ مَرْتَبْيْنَ - رواه البخاري

২৪০৫. হযরত বারাআ ইবনে আয়েব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (দশম হিজরীতে) হজ্জ পালন করার আগে ফিলকদ মাসে দু'বার 'উমরা' করেছেন। -বুখারী

ব্যাখ্যা : হযরত বারাআ সম্ভবত হুদাইবিয়া ও হজ্জের সাথে পালন করা উমরাহকে এ হাদীসে উমরা হিসেবে গণ্য করেননি।

বিতীয় পরিষেদ

২৪০৬. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَقَامَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ أَفِيْ كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَوْ قُلْتُهَا نَعَمْ لَوْجَبَتْ وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهَا وَلَمْ تَسْتَطِعُوْنَا وَالْحَجَّ مَرَّةٌ فَمَنْ زَادَ فَتَطَرَّعَ -
رواہ احمد والنسانی والدارمی

২৪০৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে মানব জাতি! আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর হজ ফরয করেছেন (অতএব তোমরা হজ্জ পালন করবে)। ঠিক এ সময় হযরত আকরা ইবনে হাবেস রাঃ দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই হজ্জ কি প্রতি বছর? তিনি বললেন, যদি আমি বলতাম হ্যাঁ, তবে ফরয হয়ে যেতো। আর যদি ফরয হয়ে যেতো, তোমরা তা পালন করতে না এবং করতে সমর্থও হতে না। হজ্জ (জীবনে) একবার। যে বেশি করলো সে নফল কাজ করলো। -আহমাদ, নাসাই, দারেমী।

২৪০৭. وَعَنْ عَلَيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ مُلْكِ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ

اللَّهُ وَلَمْ يَجِعْ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يُمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
يَقُولُ وَلَلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا . رواه الترمذى وقال هذا
حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَقَوْنَى إِسْنَادَهُ مَقْالٌ وَهَلَّا لَبْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَجْهُولٌ وَالْحَارِثُ يُضَعَّفُ فِي
الْحَدِيثِ .

২৪০৭. হয়রত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি 'বায়তুল্লাহ' পৌছার পথের ক্রমচের মালিক হয়েছে অথচ
হজ্জ পালন করেন সে ইহুদী হয়ে মৃত্যুবরণ করুক অথবা নাসারা হয়ে—এতে কিছু যায় আসে
না। আর এটা এ কারণে যে, আল্লাহ তাআলা বলেন, "মানুষের জন্য বায়তুল্লাহর হজ্জ পালন
করা ফরয, যে ব্যক্তি ওখানে পৌছার সামর্থ্য লাভ করেছে।—তিরিয়াই। তিনি বলেছেন, এটি
গরীব। এর সনদে কথা আছে। এর এক রাবী হেলাল ইবনে আবদুল্লাহ অপরিচিত। অপর
রাবী হাকেম দুর্বল।

২৪০৮. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا صَرْرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ . رواه أبو داؤد

২৪০৮. হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হজ্জ পালন না করে থাকা ইসলামে নেই।

—আবু দাউদ

২৪০৯. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَعْجِلْ . رواه داؤদ والدارمى

২৪০৯. হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রাঃ বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি হজ্জ পালন করার ইচ্ছা পোষণ করেছে সে
যেনে তাড়াতাড়ি হজ্জ পালন করে।—আবু দাউদ, দারেমী

২৪১. وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَابِعُو بَيْنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّمَا
يَنْهَا فِي الْفَقْرِ وَالذُّنُوبِ كَمَا يَنْهَا الْكِبِيرُ خَبَثُ الْحَدِيدِ وَالْذَّهَبِ وَالْفِضْلَةِ وَلَيْسَ
لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابُ الْأَجْنَةِ . رواه الترمذى والنسائى ورواه أخْمَدُ وابْنُ مَاجَةَ
عَنْ عُمَرَ إِلَى قَوْلِهِ خَبَثُ الْحَدِيدِ

২৪১০. হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হজ্জ ও উমরা সাথে সাথে করো। কারণ হজ্জ ও
উমরা দারিদ্র ও শুনাহ দ্র করে, যেমন হাঁপুর লোহা সোনা-জুপার ময়লা দ্র করে। কবুল
করা হজ্জের সওয়াব জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়।—তিরিয়াই, নাসায়ী। কিন্তু আহমদ ও
ইবনে মাজাহ হয়রত ওমর হতে লোহার ময়লা পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

২৪১১. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُوجِبُ
الْحَجَّ قَالَ الرِّزْدُ وَالرَّاحِلَةُ . رواه الترمذى وابن ماجة

۲۸۱۱. ہے رات آبادنٹاہ ایونے ومر را: ہتے بُرْتَنَتِ . تینی بلنے، اک بُرْکی نبی کریم سائٹاہ آلایہی ویساٹاہمے نیکٹ اسے جیڈے کرنے، ہے آنٹاہر راسُل! کی ہلے ہجھ فری ہے ؟ تینی بلنے، پخت خرچ و باہنے ।-تیرمیثی و ایونے ماجاہ

۲۴۱۲. وَعَنْهُ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا الْحَاجُ قَالَ الشَّعْثُ التَّفْلُ فَقَامَ أَخْرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْحَجَّ أَفْضَلُ قَالَ الْحَجَّ وَالْحَجَّ فَقَامَ أَخْرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا السَّبِيلُ قَالَ زَادَ وَرَاحِلَةً . رواہ فی شرح السنۃ وروی ابُو مَاحَّةَ فِی سُنْتِهِ إِنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْفَصْلَ الْآخِرِ .

۲۸۱۲. ہے رات آبادنٹاہ ایونے ومر را: ہتے بُرْتَنَتِ . تینی بلنے، اک لئک راسُلُنٹاہ سائٹاہ آلایہی ویساٹاہمکے جیڈے کرنے، ہاجی کے ؟ راسُلُنٹاہ سائٹاہ آلایہی ویساٹاہم کرنے، یہ لئکر (یہرماں بُندھار جن) اپنے ملے چل اے و بُرگنج شریور । ارپر آوار اک بُرکی دُنڈیے بلنے، ہے آنٹاہر راسُل! کون ہجھ بُنیش ہالے ؟ تینی بلنے، لاءکایکار ساتھ آویاڑ سوچ کرنا اے و بُر کوربانیر رکھ پربھیت کرنا । ارپر ڈتیی آوار اک بُرکی دُنڈاںو و بلنے، ہے آنٹاہر راسُل! । کُرآنے بُرْتَنَت 'سَارِیَلَر' سامرہ راٹھے ار ارٹ کی ؟ راسُلُنٹاہ سائٹاہ آلایہی ویساٹاہم بلنے، پथرے خرچ و باہنے ।-باگبی شرہ سُوناہ، ایونے ماجاہ । کیٹھ تینی شےواں بُرگنا کرنے نی ।

۲۴۱۳. وَعَنْ أَبِي رَزِينَ نِبْيَانِ الْعَقِيلِيِّ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخَ كَبِيرٍ لَا يَسْتَطِعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظُّفْنَ قَالَ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمَرْ . رواہ الترمذی وابو داؤد والنسانی و قال الترمذی هذا حدیث حسن صحيح

۲۸۱۳. ہے رات آبُر ریان ڈکاہلی را: ہتے بُرْتَنَتِ . تینی اکبار نبی کریم سائٹاہ آلایہی ویساٹاہم-اے نیکٹ گیئے بلنے، ہے آنٹاہر راسُل! آمارا پیتا ڈھوئی بُرک، ہجھ و اویرا کرنا رامرہ راٹھنے نا، بُنلنے بساتے پارنے نا । راسُلُنٹاہ سائٹاہ آلایہی ویساٹاہم بلنے، ٹوٹی ٹومار پیتا ر پکھ ہتے ہجھ و اویرا کرنا دا و ।-تیرمیثی، آبُر داؤد و ناساری । ایماں تیرمیثی بلنے، ہادیسٹ ہاسان و سہیہ ।

۲۴۱۴. وَعَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَمِعَ رَجُلًا يُقُولُ لِبْيِكَ عَنْ شُبُرْمَةَ قَالَ مَنْ شُبُرْمَةَ قَالَ أَخِّ لَيْ أَوْ قَرِيبَ لَيْ قَالَ أَحْجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ قَالَ لَا قَالَ حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبُرْمَةَ . رواہ الشافعی وابو داؤد وابن ماجہ

۲۸۱۵. ہے رات آبادنٹاہ ایونے آکواس را: ہتے بُرْتَنَتِ . تینی بلنے، اکدا راسُلُنٹاہ سائٹاہ آلایہی ویساٹاہم بُنلنے، اک بُرکی بلنے، امی شوبراہما ر پکھ ہتے ہجھ پالنے ایچھا پوے گ کرنا । راسُلُنٹاہ سائٹاہ آلایہی ویساٹاہم بلنے، شوبراہما کے ؟ سے بلنے، آمارا اک ڈاہی، امی بلنے، آمارا اک آجھیا । تختن

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তুমি নিজের হজ্জ করেছো কি ? লোকটি বললো, জি-না । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তবে তুমি প্রথমে নিজের হজ্জ করো । পরে শুবরামার হজ্জ করবে ।—শাফেয়ী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ

— ২৪১৫. وَعَنْهُ قَالَ وَقَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ .

رواه الترمذى وابو داود

২৪১৫. হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতেই বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্বকালের লোকজনের জন্য 'আকীক' নামক স্থানকে ইহরাম বাঁধার জন্য শীকাত নির্ধারণ করেছেন ।—তিরমিয়ী ও আবু দাউদ

— ২৪১৬. وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عَرْقٍ .

رواه أبو داود والنسائي

২৪১৬. হয়রত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরাকীদের জন্য 'ঘাতে ইরককে' মিকাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন ।

—আবু দাউদ ও নাসাই

ব্যাখ্যা : এ হাদীস থেকে বুরো গেল, ইরাকীদের জন্য দুটি 'শীকাত' নির্দিষ্ট করা হয়েছে ।

— ২৪১৭. وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَهْلُ بِحْجَةَ أَوْ عُمْرَةَ مِنْ الْمَسْجِدِ الْأَقْصِيِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ أَوْ وَجَبَ لَهُ الْجَنَّةُ . روah أبو داود وابن ماجة

২৪১৭. হয়রত উষ্মে সালামা রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মসজিদে আকসা থেকে মসজিদে হারামের দিকে হজ্জ বা উমরার ইহরাম বাঁধবে তার পূর্বের ও পরের শুনাহ মাফ করে, দেয়া হবে । অথবা তিনি বলেছেন, জান্নাত প্রাপ্তি অবশ্যভাবী হয়ে যাবে ।

—আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

— ২৪১৮. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَحْجُونَ فَلَا يَتَرَدَّدُونَ وَيَقُولُونَ نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَأَلُوا النَّاسَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَتَرَدَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الرِّزَادِ التَّقْوَى . روah البخاري

২৪১৮. হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, ইয়েমেন-বাসীরা হজ্জ পালন করতো, পথের খরচ সঙ্গে আনতো না । তারা বলতো, আমরা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলকারী । কিন্তু মক্কায় পৌছে মানুষের কাছে ডিক্ষা চাইতো । এ সময় আল্লাহ তাঙ্গা এ আয়াত নাযিল করেন, “ওয়া তাওয়াক্কু, ফাইন্না খাইরায যাদিততাকওয়া ।

অর্থাৎ “তোমরা পথের খরচ সাথে নাও। আর উন্নম পাথেয় তো “তাকওয়া” (অর্থাৎ অন্যের নিকট হাত না পাতা)।

٢٤١٩. وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِنَّ
جِهَادٌ لَا قِتَالٌ فِيهِ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةُ - رواه ابن ماجة

২৪১৯. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! মহিলাদের উপর কি জিহাদ ফরয? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাদের উপর জিহাদ ফরয। যে জিহাদে কাটাকাটি অর্থাৎ যুদ্ধ নেই, আর তাহলো হজ্জ ও উমরা।-ইবনে মাজাহ

٢٤٢٠. وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَسْكَنَةُ مِنْ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ الْحَجَّ حَاجَةً ظَاهِرَةً أَوْ
سُلْطَانًا جَائِرًا أَوْ مَرَضًا حَابِسًا فَمَاتَ وَلَمْ يَحْجُّ فَلَيْمَتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا
- رواه الدارمي

২৩২০. হযরত আবু উমায়া রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কঠিন অভাব অথবা অত্যাচারী শাসকের বাধা, অথবা সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হওয়া ছাড়া হজ্জ পালন না করে মৃত্যু পথের যাত্রী হয়ে বসেছে, সে যেনো মৃত্যুবরণ করে ইহুদী হয়ে অথবা নাসারা হয়ে।-দ্বারেমী

٢٤٢١. وَعَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ الْحَاجُ وَالْعُمَارُ وَفْدُ اللَّهِ إِنْ دَعَوْهُ
أَجَابُهُمْ وَإِنْ اسْتَغْفِرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ - رواه ابن ماجة

২৪২১. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে ঝর্না করেছেন। তিনি বলেছেন, হজ্জ ও উমরাকারীরা হলো আল্লাহর দাওয়াতী কাফেলা বা প্রতিনিধি দল। তাই তারা যদি আল্লাহর কাছে দোয়া করেন, আল্লাহ সেই দোয়া কবুল করেন। আর তারা যদি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেন।-ইবনে মাজাহ

২৪২২. وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَسْكَنَةَ يَقُولُ وَفْدُ اللَّهِ ثَلَاثَةُ الْغَازِيِّ وَالْحَاجُ
وَالْمُعْتَمِرُ - رواه النسائي والبيهقي في شعب الإيمان

২৪২২. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে এ হাদীসটি ও বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আল্লাহর প্রতিনিধি দল হলো: তিনটি গায়ী, হাজী ও উমরাহ পালনকারী।-নাসাই, বাযহাকী শোআবুল ঈমানে।

২৪২৩. وَعَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَسْكَنَةَ إِذَا لَقِيتَ الْحَاجَ فَسِلْمُ عَلَيْهِ وَصَافِحْهُ
وَمُرْهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَهُ فَإِنَّهُ مَغْفُورُ لَهُ - رواه احمد

২৪২৩. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তুমি কোনো হাজীর সাক্ষাত পাবে তাকে সালাম করবে, মুসাফাহ করবে। তাকে অনুরোধ জানাবে, তিনি যেনে তোমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান তার ঘরে ঢোকার আগে। কারণ হাজী হলো গুনাহ মাফ করা পরিদ্রব্যক্তি।—আহমদ

২৪২৪. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ حَاجًاً أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ غَازِيًّا ثُمَّ ماتَ فِي طَرِيقِهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَ الْغَازِيِّ وَالْحَاجِ وَالْمُعْتَمِرِ . رواه البهقى في
شعب الإيمان

২৪২৪. হ্যরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি হজ্জ, উমরা অথবা আল্লাহর পথে জিহাদের নিয়তে বের হয়েছে এরপর এ পথে সে মৃত্যুবরণ করেছে, তার জন্য গাযী, হাজী বা উমরাহ পালনকারীর সওয়াব লেখা হবে।—বায়হাকী, শোআবুল ঈমান।



ا۔ بَابُ الْحِرَامِ وَالتَّلْبِيَةِ

۱. إِهْرَامُ وَتَالِبِيَّا

প্রথম পরিচ্ছেদ

۲۴۲۵. وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَطِيبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحِرِّمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يُطْرُفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ مُسْكٌ كَائِنٌ أَنْظُرْ إِلَى وَيْصِ الطِيبِ فِي مَقَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرَمٌ - متفق عليه

২৪২৫. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর ইহরামের জন্য ইহরাম বাধার পূর্বে এবং ইহরাম খোলার জন্য (দশ তারিখে) কাবার তাওয়াফ করার পূর্বে খুশবু লাগিয়েছি। এমন খুশবু যাতে মিশক ছিলো। আমি যেনেো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিদ্ধিতে এখনো খুশবু দ্রব্যের উজ্জ্বলতা প্রত্যক্ষ করছি অথচ তিনি ইহরাম অবস্থায় ছিলেন।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : ইহরাম বাধা অবস্থায় সুগক্ষি লাগানো নিষেধ। আয়েশা রাঃ-এর কথা, ‘তিনি তখন মুহরিম ছিলেন’ অর্থাৎ আমার সুগক্ষি লাগাবার পর পরই তিনি ইহরাম বেঁধেছিলেন। ফলে ইহরাম বাধার পরও তাঁর শরীরে খুশবুর ক্রিয়া ছিলো। এতে বুরা গেল আগে লাগানো সুগক্ষি ইহরাম অবস্থায় বাকী থাকলে ইহরামের ক্ষতি হয় না।

۲۴۲۶. وَعَنْ أَبْنَىْ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُهَلِّ مُلِيدًا يَقُولُ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ أَنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَا يَزِيدُ عَلَى هُؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ - متفق عليه

২৪২৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাথার চুল জড়ানো অবস্থায় বলতে শুনেছি, “লাকবাইক আল্লাহল্লাহ লাকবাইক, লাকবাইক লা-শারীকা লাকা লাকবাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'য়মাতা লাকা, ওয়াল মুলক; লাশারীকা লাকা” অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে উপস্থিত! আমি তোমার খিদমতে দণ্ডয়মান। তোমার কোনো শরীক নেই। আমি তোমার দরবারে উপস্থিত। সব প্রশংসা, সব নেয়ামত তোমারই, সমগ্র রাজত্ব তোমার, তোমার কোনো শরীক নেই। এ কয়টি বাক্যের বেশি কিছু তিনি বলেননি।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : এ দোয়াটির নামই তালিবিয়া বা ইহরামের দোয়া।

۲۴۲۷. وَعَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ وَاسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتْهُ قَائِمَةً أَهْلُ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلْيَةِ - متفق عليه

২৪২৭. হ্যৱত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতেই এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, (বিদায় হজ্জের সময়) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুলহলায়কা মসজিদের কাছে নিজের পা রিকাবে রাখার পর উটনী তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঢ়ালে তিনি তালবিয়া বলেছিলেন।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের সময় সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করার পর মদীনায়ই যোহরের নামায পড়েছেন, আসরের নামায পড়েছেন যুল হলাইফায়। এটাই মদীনাবাসীদের ‘মীকাত’ তথা ‘ইহরাম’ বাঁধার জায়গা। এখানেই তিনি রাত কেটেছেন। সকালে তিনি ‘ইহরাম’ বেঁধেছেন।

এ হাদীসে থেকে বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটে ওঠার পর উট দাঁড়িয়ে গেলে তিনি ‘লাবাইকা’ বলেছেন। অন্য বর্ণনায় আছে, ইহরাম বাঁধার জন্য দু রাকআত নফল নামায পড়ার পর তিনি ‘লাবাইকা’ পড়েছেন। আর এক বর্ণনায় আছে—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘বাযদা’ নামক স্থানে পৌছে ‘লাবাইকা’ বলেছেন। তাই তালবিয়া পড়ার ব্যাপারে তিনি রকম বর্ণনা পাওয়া যায়।

এসব বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য হলো—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ে মুসাল্লায় বসে ‘লাবাইকা’ বলেছেন। তারপর উটের উপর বসে আর একবার ‘লাবাইকা’ বলেছেন, এরপর বাযদা নামক স্থানে পৌছে আর একবার ‘লাবাইকা’ বলেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার লাবাইকা বলেছেন। যে বর্ণনাকারী যে জায়গায় লাবাইকা বলতে শুনেছেন, তিনি বুঝেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝি এখানেই ‘লাবাইকা’ বলা শুরু করেছেন। তাই প্রত্যেকেই প্রত্যেকের শোনার জায়গার নাম তালবিয়া শুরু করার জায়গা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। কাজেই রাবীদের বর্ণনার মধ্যে আর কোনো বিরোধ থাকে না।

২৪২৮. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ نَّبْرَدِيِّ قَالَ حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَصَرْخُ بِالْحَجَّ
صَرَّأْخًا - رواه مسلم

২৪২৮. হ্যৱত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মুক্তির উদ্দেশ্যে বের হলাম এবং উচ্চস্থরে হজ্জের ‘তালবিয়া বলতে থাকলাম।—মুসলিম

২৪২৯. وَعَنْ أَنَسِ قَالَ كُنْتُ رَدِيفَ أَبِي طَلْحَةَ وَإِنَّهُمْ لَيَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا الْحَجَّ
وَالْعُمْرَةِ - رواه البخاري

২৪২৯. হ্যৱত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হ্যৱত আবু তালহার সাথে একই সওয়ারীতে সওয়ার ছিলাম। আমি শুনেছি তারা একত্রে হজ্জ ও উমরা উভয়ের ‘তালবিয়া’ বলেছিলেন।—বুখারী

ব্যাখ্যা : তারা হজ্জে ‘কিরানের’ নিয়ত করেছিলেন।

২৪২৯. وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَيْنَا مَنْ أَهْلُ

بِعُمَرَةٍ وَمِنَ أَهْلٍ بِحَجَّ وَعُمْرَةٍ وَمِنَ أَهْلٍ بِالْحَجَّ فَإِنَّمَا
مَنْ أَهْلٌ بِعُمَرَةٍ فَحَلٌّ وَأَمَّا مَنْ أَهْلٌ بِالْحَجَّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمَرَةَ فَلَمْ يَحْلُواْ حَتَّىٰ كَانَ
يَوْمُ النَّحْرِ . متفق عليه

۲۴۳۰. هزارات آয়েশা رাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে বিদায় হজ্জের বছর হজ্জ করার জন্য রওয়ানা হলাম। আমাদের মধ্যে কেউ শুধু উমরার জন্য 'ইহরাম' বেঁধেছিলেন, আবার কেউ হজ্জ ও উমরার জন্য একত্রে 'ইহরাম' বেঁধেছিলেন, আবার কেউ শুধু হজ্জের জন্য 'ইহরাম' বেঁধেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু হজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধেছিলেন। অতএব যারা শুধু উমরার 'ইহরাম' বেঁধেছিলেন তারা তো তাওয়াফ ও সায়ির পর হালাল হয়ে গেলেন (অর্থাৎ ইহরাম খুলে ফেলেন)। আর যারা শুধু হজ্জ অথবা হজ্জ ও উমরার উভয়ের জন্য 'ইহরাম' বেঁধেছে তারা হালাল হয়নি। এভাবে কুরবানীর দিন এসে গেলো।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : হজ্জ পালনকারীরা তিনি রকমের (۱) 'মুফরিদ' (۲) 'কারেন' (۳) 'মুতামাত্তু' যারা শুধু হজ্জের 'ইহরাম' বাঁধেন তারা 'মুফরিদ' (হাজী)। এটা হজ্জ ইফরাদ। যারা হজ্জ ও উমরা উভয়ের ইহরাম বেঁধে প্রথমে উমরা পালন করেন তারপর হজ্জ করেন তারা হলেন 'কারেন' (হাজী)। এটা 'হজ্জে কেরান'। আর যারা উমরার ইহরাম বেঁধে এসে 'উমরাহ' (তাওয়াফ সায়ি) করে ফেলেন তারা 'মুতামাত্তে' (হাজী), এটাই হজ্জ 'তামাত্তু'। উমরা করার পর তারা হালাল হয়ে যায়, অর্থাৎ ইহরাম খুলে ফেলেন, আবার হজ্জের সময় হারাম থেকে ইহরাম বাঁধেন।

এখন প্রশ্ন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে বিদায় হজ্জে কোনু রকম হজ্জের ইহরাম বেঁধেছিলেন? এ ব্যাপারে কোনো কোনো হাদীস থেকে বুঝা যায়, তিনি 'মুফরিদ' ছিলেন। এ হাদীস থেকেও তাই মনে হয়। অধিকাংশ হাদীস থেকে বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'কারেন' ছিলেন। কোনো কোনো হাদীস থেকে বুঝা যায় তিনি 'মুতামাত্তে' ছিলেন।

এসব হাদীসের মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা হয় যে—তাঁর কোনো কোনো সঙ্গী ইহরাম বাঁধার সময় রাসূলের মুখে 'লাকবাইকা বিহাজ্জাতিন' শব্দ শব্দেননি, তারা বুঝেছেন তিনি 'মুফরিদ' ছিলেন।

আবার কেউ কেউ, 'লাকবাইকা বিহাজ্জাতিন ওয়া উমরাতিন' শব্দেছেন। তারা তাঁকে 'কারেন' মনে করেছেন। আবার কেউ 'লাকবাইকা বেউমরাতিন' শব্দেছেন, তারা তাঁকে 'মুতামাত্তে' মনে করেছেন। আর এটা তো খুবই স্বাভাবিক যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো 'লাকবাইকা বিহাজ্জাতিন' বলেছেন, কখনো 'লাকবাইকা বেউমরাতিন', আবার কখনো 'লাকবাইকা বেহাজ্জাতিন ওয়া উমরাতিন' বলেছেন। কাজেই যে যা শব্দেছেন তাই বর্ণনা করেছেন। তাছাড়াও 'কেরান' ও 'তামাত্তু'র মধ্যে পরম্পরা সাদৃশ্য আছে। তাই কেউ বুঝেছেন, তিনি কেরান, কেউ বুঝেছেন তিনি তামাত্তু করেছেন। তাদের জানা যতে তারা বর্ণনা করেছেন।

۲۴۳۱ . وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَمَتَّعْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمَرَةِ إِلَى الْحَجَّ
بَدَأَ فَاهْلَ بِالْعُمَرَةِ ثُمَّ أَهْلَ بِالْحَجَّ . متفق عليه

২৪৩১. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের সংগে উমরাকেও মিলিয়েছিলেন এবং তিনি এভাবে শুরু করেছিলেন। প্রথমে উমরার তালবিয়া বলেছিলেন। এরপর হজ্জের তালবিয়া।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : এর অর্থ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে মুতামাতে ছিলেন। পরে 'কারেন' হয়েছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

২৪৩২. وَعَنْ زِيدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ تَجَرَّدَ لِإِهْلَكِهِ وَأَغْتَسَلَ . رواه الترمذى

والدارمى

২৪৩২. হ্যরত যায়েদ ইবনে সাবিত রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইহরামের জন্য সেলাইবিহান কাপড় পড়তে ও গোসল করতে দেখেছেন।—তিরমিয়ী, দারেমী

২৪৩৩. وَعَنْ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَبَدَ رَأْسَهُ بِالْفَسْلِ . رواه أبو داود

২৪৩৩. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আঠালো পদার্থ দিয়ে মাথার চুল জট করেছিলেন।—আবু দাউদ

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চুল ছিলো বাবরী। ইহরামের সময় মাথায় চিরঙ্গী করা বা তেল নেয়া নিষেধ। চুলগুলো যেনো এলোমেলো হয়ে না যায় তাই তিনি এক্ষণ করতেন।

২৪৩৪. وَعَنْ خَلَادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَانِيْ جِبْرِيلُ فَأَمْرَنِيْ أَنْ أَمْرَ أَصْحَابِيْ أَنْ يُرْقَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْأَهْلَكِ أَوِ التُّلْبِيَةِ . رواه مالك
والترمذى وابو داود والنسانى وابن ماجة والدارمى

২৪৩৪. হ্যরত খালাদ ইবনে সায়েব তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হ্যরত জিবরাইল এসে আমাকে বলেছেন, আমি যেনো আমার সাহাবীদেরকে উচ্চস্থরে তালবিয়া পাঠ করতে নির্দেশ দেই।—মালিক, তিরমিয়ী, আবু দাউদ, নাসাই, ইবনে মাজাহ ও দারেমী।

ব্যাখ্যা : তালবিয়া উচ্চস্থরে পড়ার অর্থ এতো উচ্চস্থরে পড়া যাতে কষ্ট না হয়। মহিলারা তাদের নিজেদের শোলার মতো স্বরে তালবিয়া পাঠ করবে।

২৪৩৫. وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلْبِي إِلَيْهِ مَنْ عَنْ

يَمْبَيْهُ وَشَمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الْأَرْضُ مِنْ هُنَا وَهُنَا - رواه
الترمذى وابن ماجة

২৪৩৫. হযরত সাহল ইবনে সাদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো মুসলমান যখন লাক্বাইক বলেন, তখন তার সাথে সাথে তার ডান বামের প্রতিটা জিনিস, চাই পাথর হোক কিংবা গাছ-গাছড়া কিংবা মাটির ঢেলা লাক্বাইক বলতে থাকে। এমনকি এখান থেকে ডান ও বামদিকের ভূখণ্ডের শেষ সীমা পর্যন্ত।-তিরমিয়ী, ইবনে মাজাহ

২৪৩৬. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكَعُ بِذِي الْحُلْيَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ إِذَا
اسْتَوَتْ بِهِ النَّاقَةُ قَاتِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِيِّ ذِي الْحُلْيَةِ أَهْلَ بَهْرَاءَ الْكَلِمَاتِ وَيَقُولُ
لِبَيْكَ اللَّهُمَّ لِبَيْكَ وَسَدِّيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدِيْكَ لَبَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ بِيْكَ وَالْعَمَلُ - مُتَفَقُ
عَلَيْهِ وَلَفْظُهُ لِمُسْلِمٍ .

২৪৩৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুলহুলাইফায় ইহরাম বাঁধার সময় দুই রাকআত নামায পড়েছেন। এরপর যুলহুলাইফার মসজিদের কাছে তাঁর উটনী তাঁকে নিয়ে ঢালে তিনি এ সকল শব্দের সমন্বয়ে তালবিয়া পাঠ করলেন, “লাক্বাইকা আল্লাহশ্মা লাক্বাইকা; লাক্বাইকা ও সাআদাইকা, ওয়াল খায়রু ফি ইয়াদাইকা লাক্বাইকা; ওয়াররাগবাউ ইলাইকা ওয়াল আমালু।” অর্থাৎ প্রভু হে! আমি তোমার দরবারে উপস্থিত। আমি তোমার দরবারে হাজির। আমি উপস্থিত আছি ও তোমার দরবারের সৌভাগ্য লাভ করেছি। সব কল্যাণ তোমার হাতে নিহিত। আমি উপস্থিত। সকল আশা আকাংখা তোমার হাতে। সকল আমল তোমার নির্দেশ।-বুখারী, মুসলিম। পাঠ মুসলিমের।

২৪৩৭. عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَرَأَ مِنْ
تَلْبِيَهِ سَأَلَ اللَّهَ رِضْوَانَهُ وَالْجَنَّةَ وَاسْتَعْفَاهُ بِرَحْمَتِهِ مِنَ النَّارِ - رواه الشافعى

২৪৩৭. হযরত উমরা ইবনে খুযাইমা ইবনে সাবিত রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি তার পিতা হতে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তালবিয়া শেষ করলেন, আল্লাহর কাছে তিনি তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করলেন, তাঁর কাছে জান্নাত চাইলেন। এরপর তিনি তাঁর রহমতের দ্বারা জাহানামের আগুন থেকে মুক্তি চাইলেন।-শাফেয়ী

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

২৪৩৮. عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ الْحَجَّ أَدْنَ فِي النَّاسِ فَاجْتَمَعُوا فَلَمَّا
أَتَى الْبَيْدَاءَ أَحْرَمَ - رواه البخاري

২৪৩৮. হযরত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হজ্জের ইচ্ছা পোষণ করলেন, মানুষের মধ্যে ঘোষণা করে দিলেন। তাই লোকেরা দলে দলে একত্র হলো। তিনি ‘বাযদা’ বামক জায়গায় পৌছলে ‘ইহরাম’ বাঁধলেন।

-বুখারী

ব্যাখ্যা ৩ উল্লেখ্য, এ হজ্জেই মদীনা থেকে রাসূলের প্রথম ও শেষ হজ্জ। হিজরতের আগেও তিনি হজ্জ করেছেন। কিন্তু তখন খানায়ে কা'বা মূর্তি ও ভাস্তর্য মুক্ত হয়নি। দশম হিজরীতে তাই তিনি হজ্জ পালনের ঘোষণা দিলে দলে দলে মানুষ এসে তাঁর হজ্জ কাফেলায় একত্র হতে আগলেন। এক লাখের অধিক সাথী-সংগী নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিদায় হজ্জে যোগ দেন।

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ لِبْيُكَ لَا شَرِيكَ لَكَ فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ وَلَكُمْ قَدِّرَةٌ إِلَّا شَرِيكَ لَكُمْ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ يَقُولُونَ هَذَا وَهُمْ يَطْوِقُونَ بِالْبَيْتِ - رواه مسلم

২৪৩৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আকবাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘তালবিয়ায়’ মুশরিকরা বলতো, “লাক্বাইকা লা শারীকা লাকা” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমরা উপস্থিতি। তোমার কোনো শরীক নেই।” এসময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, “তোমাদের সর্বনাশ হোক, থামো থামো (আর সামনে অহসর হয়ো না। কিন্তু তারা আগে বেড়ে বলতো) অবশ্য যে শরীক তোমার আছে, যার মালিক তুমি। সে তোমার মালিক নয়। মুশরিকরা একথা বলতো আর বাযতুল্লাহ তাওয়াফ করতো।—মুসলিম



ػ باب قصة حجة الوداع

২. বিদায় হজ্জের বিবরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

٢٤٤. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ مكث بالمدينة تسعة سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج في العاشرة أن رسول الله ﷺ حاج فقدم المدينة بشر كثير فخرجنا معه حتى إذا آتينا ذا الحليفة فولدت اسما بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله ﷺ كيف أصنع قال اغتنصي واستثمرى بثوب وأخرمي فصلى رسول الله ﷺ في المسجد ثم ركب القصواه حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لأشريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لأشريك لك قال جابر لستنا ننوي إلا الحج لستنا نعرف العمرة حتى إذا آتينا البيت معه استلم الركعن فطاف سبعا فرمل ثلثا ومشى أربعاء ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ط فصلى ركعتين فجعل المقام بيته وبين البيت وفي رواية الله قرأ في الركعتين قلن هو الله أحد وقل يا بها الكفرون ثم رجع إلى الركعن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنى من الصفا قرأ أن الصفا والمروءة من شعائر الله أبدا بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبلن القبلة فوحده الله وكبّره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قادر لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل ومشى إلى المروءة حتى انصبّت قدماه في بطن الوادي ثم سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروءة ففعل على المروءة كما فعل على الصفا حتى إذا كان آخر طواف على المروءة نادى وهو على المروءة والناس تحنته فقال لو أتني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسوق الهداي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدى فليحل ول يجعلها عمرة فقام سراقة بن مالك بن جعشر فقال يا رسول

الله العَامِنَا هَذَا أَمْ لَا يَدِ فَشِبُّكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْأَصَابِعُ وَاحِدَةٌ فِي الْأُخْرَى وَقَالَ دَخَلَتِ
الْعُمْرَةَ فِي الْحِجَّةِ مَرَّتِينِ لَا يَلِ لَا يَدِ أَبِدِ وَقَدِمَ عَلَىٰ مِنَ الْيَمِنِ بِيَدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ
مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحِجَّةَ قَالَ قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَهْلٌ بِمَا أَهْلَ بِهِ رَسُولُكَ قَالَ فَإِنَّ
مَعِي الْهَدْيَ فَلَا تَحِلُّ قَالَ فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلَىٰ مِنَ الْيَمِنِ وَالَّذِي
أَتَىٰ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ مَايَهَ قَالَ فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصْرُوا إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ
هَدْيَ فَلِمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرُوِيَّةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنْيَ فَاهْلُوا بِالْحِجَّةِ وَرَكِبَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ فَصَلَّى
بِهَا الظَّهَرَ وَالعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرِ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّىٰ طَلَعَتِ الشَّمْسُ
وَأَمَرَ بِقُبْبَةِ مِنْ شَعْرٍ تُضَرِّبُ لَهُ بِنَمَرَةٍ فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا تَشُكْ فُرِيشُ إِلَّا أَنَّهُ
وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ كَمَا كَانَتْ فُرِيشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاجْزَأَ رَسُولُ اللَّهِ
عَلَيْهِ حَتَّىٰ أَتَىٰ عَرَفةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمَرَةٍ فَنَزَلَ بِهَا حَتَّىٰ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ
أَمْرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلتُ لَهُ فَاتَىٰ بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ إِنْ دَمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ
حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحْرِبَةٍ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا إِلَّا كُلُّ شَيْءٍ مِّنْ أَمْرِ
الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيْ مَوْضُوعٍ وَدَمَاءَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٍ وَإِنْ أَوْلَ دَمَ أَضَعُ مِنْ دَمَاءِ نَা
دَمِ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَكَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَهُ هُذِيلٌ وَرَبَا الْجَاهِلِيَّةَ
مَوْضُوعًَ وَأَوْلُ رِبَا أَضَعُ مِنْ رِبَا نَارًا رِبَا عَبَاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَانَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ فَاتَّقُوا
الله فِي النِّسَاءِ وَإِنَّكُمْ أَخْذَتُمُوهُنَّ بِأَمْنِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلُتُمْ فِرُوجَهُنَّ بِكَلَمَةِ اللَّهِ
وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوْطِينَ فُرِيشَكُمْ أَحَدًا تَكْرُهُونَهُ فَإِنْ قَعَلَنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرِّتَهُ
غَيْرَ مُبِرِّجٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا لَنْ تَضْلُوا
بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تُسْكِنُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ قَالُوا نَشَهَدُ
أَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ وَآدَيْتَ وَنَصَحْتَ فَقَالَ بِاَصْبَعِهِ السَّبَابَةِ يَرْقِعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكِتُهَا
إِلَى النَّاسِ اللَّهُمَّ اشْهِدْ أَنَّمِّ إِلَهَ ثَلَثَ مَرَاتٍ ثُمَّ أَذْنَ بِلَالٍ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظَّهَرَ ثُمَّ
أَقامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصْلِ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ رَكِبَ حَتَّىٰ أَتَىٰ الْمَرْقَفَ فَجَعَلَ بَطْنَ
نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصُّخْرَاتِ وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاهَةِ بَيْنَ يَدِيهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَلَمْ

يَزِلْ وَاقِفًا حَتَّىٰ غَرَبَ الشَّمْسُ وَذَهَبَ الصُّفَرَةُ قَلِيلًا حَتَّىٰ غَابَ الْقُرْصُ وَأَرْدَفَ أَسَامَةَ وَدَفَعَ حَتَّىٰ أَتَى الْمُزْدَلْفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِذَانٍ وَاحِدٍ وَأَقَامَتِينِ وَلَمْ يُسْبِحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّىٰ طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبُحُ بِإِذَانٍ وَأَقَامَةٍ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّىٰ أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَسَتَقَبَّلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَاهُ وَكَبَرَهُ وَهَلَلَهُ وَوَحْدَهُ فَلَمْ يَزِلْ وَاقِفًا حَتَّىٰ أَسْفَرَ جِدًّا فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسَ حَتَّىٰ أَتَى بَطْنَ مُحِسِّرٍ فَحَرَكَ قَلِيلًا ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَىَ الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكَبِيرِيَّ حَتَّىٰ أَتَى الْجَمْرَةِ الَّتِيْ عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعَ حَصَبَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَبٍ مِنْهَا مِثْلَ حَصَبِ الْعَذْفِ رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِيِّ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَةً بِيَدِهِ ثُمَّ أَعْطَى عَلَيْهَا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ وَأَشْرَكَهُ فِي هَذِهِ ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِيُضْعَةٍ فَجَعَلَتْ فِي قِدْرٍ فَطَبَخَتْ فَأَكَلَاهُ مِنْ لَحْمَهَا وَشَرَبَ مِنْ مَرْقَهَا ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَافِاصَ إِلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظَّهَرَ فَأَتَى عَلَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَسْقُونَ عَلَى زَمْرَمَ فَقَالَ أَنْزِعُوكُمْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَوْلَا أَنْ يُغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ فَنَأْوَلُوهُ دَلْوَأَ فَشَرَبَ مِنْهُ . رواه مسلم

২৪৪০. হ্যরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো হজ্জ পালন না করেই মদীনায় নয় বছর অতিবাহিত করেন। এরপর দশম বছর মানুষের মধ্যে প্রচার করে দেয়া হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বছর হজ্জ করতে যাবেন। তাই মদীনায় অসংখ্য লোক আগমন করলো। অতপর আমরা তাঁর সাথে হজ্জ করতে রওয়ানা হলাম। ‘যুলছলাইফা’ নামক স্থানে পৌছলে (হ্যরত আবু বকরের স্থান) আসমা বিনতে উমাইস মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকরকে প্রসব করলেন। তাই বিবি আসমা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজেস করে পাঠালেন, “আমি এখন কি করবো?” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে পাঠালেন, “তুমি গোসল করো। কাপড়ের নেকড়া দিয়ে টাইট লেঙ্গুট পড়ো। এরপর ইহরাম বাঁধো। হাদীস বর্ণনাকারী হ্যরত জাবির বলেন, এই সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে (দু রাকআত ইহরামের) নামায পড়লেন। এরপর কাসওয়া নামক উটনীর উপর আরোহণ করলেন। এরপর ‘বায়দ’ নামক জায়গায় তাঁকে নিয়ে উটনী সোজা হয়ে দাঁড়ালে তিনি আল্লাহর তাওহীদ সংশ্লিষ্ট এ তালবিয়া পড়লেন, “লাক্বাইকা আল্লাহশ্মা লাক্বাইকা; লাক্বাইকা লা শারীকা লাকা লাক্বাইকা; ইন্নাল হামদা ওয়ান্নিয়ামাতা লাকা ওয়াল মুলক, লাশরীকা লাকা।”

হ্যরত জাবের রাঃ বলেন, আমরা হজ্জ ছাড়া আর অন্য কিছুর নিয়ত করিনি। (হজ্জের সাথে উমরা করা যেতে পারে কিনা) আমরা তা জানতাম না। অবশেষে আমরা তাঁর সাথে বায়তুল্লাহর হেরেমে পৌছলাম। তিনি ‘হাজারে আসওয়াদে’ হাত লাগিয়ে চুম্ব খেলেন। এরপর সাত বার খানায়ে কা’বা (বায়তুল্লাহ) তাওয়াফ করলেন। তিনবার জোরে জোরে ও চার বার স্বাভাবিকভাবে তাওয়াফ করলেন। এরপর তিনি মাকামে ইবরাহীমের দিকে এগলেন। সেখানে কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন, “ওয়াত্তাখাজু মিম মাকামে ইবরাহীমা মুসাল্লা” অর্থাৎ “এবং মাকামে ইবরাহীমকে নামায়ের স্থানে রূপান্তরীত করো” (অর্থাৎ এর কাছে নামায পড়ো)। এসময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাকামে ইবরাহীমকে নিজের ও বায়তুল্লাহর মাঝখানে রেখে (অর্থাৎ তাঁর সামনে মাকামে ইবরাহীম ও বায়তুল্লাহ) দুই রাকআত নামায পড়লেন। আর এক বর্ণনায় আছে এ দু রাকআত নামাযে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘কুলহয়ল্লাহ আহাদ ও কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফেরুন’ পড়েছিলেন। এরপর হাজারে আসওয়াদের দিকে ফিরে গেলেন, একে চুম্ব খেলেন। তারপর দরজা দিয়ে সাফা পর্বতের দিকে বের হয়ে গেলেন। সাফার কাছে পৌছে কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন, “ইন্নাস সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শাআয়েরিল্লাহ” অর্থাৎ নিচয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নির্দশনসমূহের অত্তর্ভুক্ত।” তিনি বললেন, আমি তা ধরে শুরু করবো যা ধরে আল্লাহ শুরু করেছেন। তাই তিনি সাফা হতে শুরু করলেন। এর উপরে চড়লেন। এখান থেকে তিনি আল্লাহর ঘর দেখতে পেলেন, তারপর তিনি কেবলার দিকে মুখ ফিরালেন, আল্লাহর তাওহীদের ঘোষণা দিলেন, তাঁর মহিমা বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, “আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি অবিতীয়। তাঁর কোনো শরীক নেই। তাঁরই শাসন ও তাঁরই সব প্রশংসন। তিনি সর্বশক্তিমান। আল্লাহ ছাড়া কোনো যাবুদ নেই, তিনি অবিতীয়। তিনি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন, তাঁর বান্দাহকে সাহায্য করেছেন, একাকী সমস্ত সম্মিলিত শক্তিকে পরাভূত করেছেন—একথা তিনি তিনবার বললেন। এর মাঝে কিছু দোয়া করলেন। এরপর সাফা হতে নামলেন এবং দ্রুত মারওয়ার দিকে হেঁটে চললেন, যে পর্যন্ত তাঁর পাউপত্যকার সমতলে গিয়ে ঠেকলো। তারপর তিনি দৌড়ে চললেন, উপত্যকা অতিক্রম না করা পর্যন্ত। চূড়ায় ওঠার পর স্বাভাবিকভাবে হেঁটে চললেন, মারওয়ায় না পৌছা পর্যন্ত। এখানেও তিনি সাফায় যা করেছেন, মারওয়ার শেষ চলা পর্যন্ত তাই করলেন। মারওয়ার উপর দাঁড়িয়ে লোকদেরকে সঙ্গে করলেন। লোকেরা তখন ছিলো তাঁর নীচে। তিনি বললেন, যদি আমি আমার ব্যাপারে আগে বুঝতে পারতাম যা আমি পরে বুঝতে পেরেছি, তাহলে আমি কখনো কুরবানীর পশ সঙ্গে করে আনতাম না এবং একে উমরার রূপ দান করতাম। তাই তোমাদের যার সাথে কুরবানীর পশ নেই সে যেনো ‘ইহরাম’ খুলে ফেলে। একে উমরার রূপ দান করে। এ সময় সুরাকা বিন মালেক ইবনে জুশুম দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কি আমাদের জন্য এ বছর না সব সময়ের জন্য? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতের আঙুলগুলো পরম্পরের মধ্যে চুকিয়ে দিয়ে দুবার বললেন, উমরা হজ্জের মধ্যে প্রবেশ করলো না; বরং চিরকালের জন্য, চিরকালের জন্য।

এ সময় হ্যরত আলী ইয়েমেন হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কুরবানীর পশ নিয়ে আসলেন। (তিনি সেখানে বিচারক পদে নিযুক্ত ছিলেন)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাঁকে জিজেস করলেন, তুমি ‘ইহরাম’ বাধার সময় কিসের ইহরাম বেঁধেছিলে (হজ্জের না উমরার না দুটিরই)? হ্যরত আলী বললেন, আমি

এরপ করেছি—হে আল্লাহ! আমি ইহরাম বাঁধছি যেভাবে ইহরাম বেঁধেছেন তোমার রাসূল!” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তবে তুমি ইহরাম খুলো না। কারণ আমার সাথে কুরবানীর পশু রয়েছে। বর্ণনাকারী হযরত জাবির বলেন, যেসব পশু হযরত আলী ইয়েমেন হতে এনেছিলেন, আর যা নবী করীম সঃ নিজের সাথে এনেছিলেন তা একত্রে একশ হয়ে গেলো। হযরত জাবির বলেন, তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথে যারা নবীর মতো পশু নিয়ে এসেছিলেন, তারা ছাড়া সকলে ইহরাম খুলে ফেললেন মাথা ছাটলেন। এরপর (৮ জিলহজ্জ) তালবিয়ার দিন (যারা ইহরাম খুলে ফেলেছিলেন তারা) সকলেই নতুন করে ইহরাম বাঁধলেন এবং মিনার দিকে রওয়ানা হলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সওয়ার হয়ে গেলেন এবং সেখানে যোহুর, আসর, মাগরিব এশা ও ফজরের নামায আদায় করলেন। এরপর এখানে অল্প সময় অপেক্ষা করলেন। এর মধ্যে সূর্য উদিত হলো। এ সময় নবী সঃ নির্দেশ করলেন কেউ গিয়ে যেনে ‘নামেরায’ তাঁর একটি পশমের তাবু খাটায়। একথা বলে তিনিও সেদিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তখন কুরাইশরা নিসন্দেহ ছিলো যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিচয়ই মাশআরুল হারামের নিকটেই অবস্থান করবেন, যেভাবে তারা জাহেলিয়াতের যুগে করতো (সাধারণের সাথে আরাফাতে অবস্থান করবেন না যাতে তার মানহানি হয়) কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতে না পৌছা পর্যন্ত সামনে বাড়তে লাগলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন, নামেরায তাঁর জন্য তাবু খাটানো হয়েছে। তাই তিনি সেখানে নামলেন (এবং অবস্থান নিলেন)। সূর্য ঢলে গেলে তিনি তাঁর কাসওয়া উটনী সাজাবার জন্য হৃকুম দিলেন। কাসওয়া সাজানো হলো। তিনি ‘বাতনে ওয়াদী’ বা ‘আরান’ উপত্যকায় পৌছলেন। এখানে তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করলেন এবং বললেন, “তোমাদের একজনের জীবন ও সম্পদ তোমাদের অপরের প্রতি (সকল দিনে, সকল মাসে, সকল জায়গায়) হারাম যেভাবে এ দিনে, এই মাসে, এ শহরে হারাম। শোনো! জাহেলিয়াতের যুগের সকল অপকর্ম রহিত হলো। মূর্খতার যুগের রক্তের দাবীগুলো রহিত হলো। আর আমাদের রক্তের দাবীসমূহের যে দাবী আমি প্রথমে রহিত করলাম, তাহলো (আমার নিজ বংশের আয়াস) ইবনে রাবীয়া ইবনে হারিসের রক্তের দাবী। যে বনী সাদ গোত্রে দুখপানরত অবস্থায় ছিলো। এ সময় হ্যাইল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে। এভাবে জাহেলিয়াত যুগের সুদ রহিত হয়ে গেলো। আর আমাদের সুদের যে সুদ আমি প্রথমে রহিত করছি, তাহলো (আমার চাচা) আবুস ইবনে আবদুল মুওলিবের সুদ তা সব রহিত হলো।”

ত্বরীয় কথা হলো—“তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে। কারণ তোমরা তাদেরকে গ্রহণ করেছো আল্লাহর যামানাতে এবং আল্লাহর নির্দেশে তাদের লজ্জাস্থানকে হালাল করেছো। তাদের উপর তোমাদের হক হলো তারা যেনে তোমাদের অন্দর মহলে অন্য কাউকে যেতে না দেয়, যা তোমরা অপছন্দ করে থাকো। যদি তারা তা করে, তবে তাদেরকে মারবে, হালকা মারব। আর তোমাদের উপর তাদের হক হলো, তোমরা ন্যায়সংগতভাবে তাদের খাদ্য ও পোশাকের ব্যবস্থা করবে।”

ত্বরীয় কথা হলো—“আমি তোমাদের জন্য এমন একটি জিনিস রেখে যাচ্ছি যদি তোমরা তা আঁকড়ে ধরো, তবে তোমরা আমার পর কখনো বিপথগামী হবে না। আর তা হচ্ছে—আল্লাহর কিতাব।”

“হে লোক সকল! তোমরা আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে, তখন তোমরা কি বলবে? লোকেরা উভয়ে বললো, আমরা সাক্ষ দিবো—আপনি নিচয়ই আমাদের কাছে আল্লাহর

বাণী পৌছিয়েছেন। নিজের কর্তব্য পালন করেছেন এবং আমাদের কল্যাণ কামনা করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের শাহাদাত আঙুলি আকাশের দিকে উঠিয়ে এবং তা দিয়ে তিনবার মানুষের দিকে ইংগিত করে বললেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো।

এরপর হ্যরত বিলাল আযান ও ইকামত দিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের নামায পড়লেন। বেলাল আবার ইকামত দিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামায পড়লেন। এর মাঝে কোনো নফল নামায পড়লেন না। এরপর তিনি ‘কাসওয়া’ উটনীতে আরোহণ করে নিজের অবস্থান স্থলে পৌছলেন। এখানে এর পিছন দিক (জাবালে রহস্যতের নীচে) পাথরসমূহের দিকে এবং হাবলুল মাশাতকে নিজের সম্মুখে করে কেবলার দিকে ফিরলেন। সূর্য না ডুবা ও পিত রং কিছুটা না চলে যাওয়া পর্যন্ত এভাবে তিনি এখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। এরপর সূর্যের গোলক পরিপূর্ণ নীচের দিকে অদ্রশ্য হয়ে গেলো। এরপর তিনি হ্যরত উসামাকে নিজের সওয়ারীর পেছনে বসালেন এবং মুহাদিলফায় পৌছা পর্যন্ত সওয়ারী চালাতে থাকলেন। এখানে তিনি এক আযান ও দুই ইকামতের সাথে মাগরিব ও এশার নামায পড়লেন। এর মধ্যে কোনো নফল নামায পড়লেন না। তারপর ভোর না হওয়া পর্যন্ত শুয়ে রইলেন। ভোর হয়ে গেলে তিনি আযান ও ইকামত দিয়ে ফজরের নামায পড়লেন। এরপর তিনি কাসওয়ায় আরোহণ করে মাশাতারুল হারাম নামক স্থানে এসে পৌছলেন। এখানে তিনি কেবলামুখী হয়ে আল্লাহর নিকট দোয়া করলেন। তাঁর মহত্ব ঘোষণা করলেন। কালেমায়ে তাওহীদ পড়লেন এবং তাঁর একত্ব ঘোষণা করলেন। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে এরূপ করতে থাকলেন আকাশ-পরিষ্কার হওয়া পর্যন্ত। অতপর তিনি সূর্য উদয়ের আগেই সওয়ারী চালিয়ে দিলেন। নিজের (চাচাতো ভাই) ফযল ইবনে আববাসকে সওয়ারীর পেছনে বসালেন। তিনি ‘বাত্মে মুহাস্সির’ নামক স্থানে পৌছলেন এবং সওয়ারীকে কিছু উত্তেজিত করলেন। এরপর তিনি মধ্যম পথ ধরলেন যা বড় জামরার দিকে গিয়েছে। সুতরাং তিনি ওই জামরার নিকট পৌছলেন যা গাছের নিকট আছে (অর্থাৎ বড় জামরা) এবং বাত্মে ওয়াদী অর্থাৎ নীচের খালি জায়গা হতে এর উপর সাতটি কংকর মারলেন। মর্মর দানার মতো কংকর এবং প্রত্যেক কংকর মারার সময় বললেন, “আল্লাহ আকবার”। এরপর তিনি সেখান থেকে কুরবানীর জায়গায় আসলেন এবং নিজ হাতে তেষট্টি উট কুরবানী করলেন। আর যা বাকী রইলো তা হ্যরত আলীকে কুরবানী করতে দিলেন। তিনি তা কুরবানী করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পশ্চতে আলীকেও শরীক করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক পশ্চ হতে কিছু অংশ নিয়ে একত্রে গোশত পাকানোর নির্দেশ দেন। নির্দেশ অনুযায়ী একটি ডেকচিতে তা পাকানো হয়। তারা উভয়ে এর গোশত খেলেন ও ঝোল পান করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওয়ারীতে আরোহণ করলেন এবং বায়তুল্লাহর দিকে রওয়ানা হলেন। মকাব পৌছে তিনি যোহরের নামায পড়লেন। এরপর তিনি (নিজ গোত্র) বনী আবদুল মুতালিবের নিকট পৌছলেন। তারা তখন যথযথের পাড়ে দাঁড়িয়ে লোকজনকে পানি পান করাচ্ছিলেন। তিনি তাদেরকে বললেন, হে বনী আবদুল মুতালিব! টানো টানো (দ্রুত কর)। আমি যদি আশংকা না করতাম, পানি পান করানোর ব্যাপারে লোকেরা তোমাদেরকে পরাভূত করে দেবে, তবে আমি নিজেও তোমাদের সাথে পানি টানতাম। তখন তারা তাকে এক বালতি পানি এনে দিলেন। তা হতে তিনি কিছু পানি পান করলেন।—মুসলিম

٢٤٤١ . وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حَرَجَنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوِادِاعِ فِيمَا مِنْ أَهْلٌ بِعُمْرَةِ وَمِنْ أَهْلٌ بِحِجَّةِ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَهْلٌ بِعُمْرَةِ وَلَمْ يُهْدِ فَلِيَحْلُلْ وَمَنْ أَخْرَمْ بِعُمْرَةً وَاهْدِي فَلِيُهُلِلْ بِالْحِجَّةِ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحْلُلْ حَتَّى يَحْلُلْ مِنْهُمَا وَقِيْ روَايَةٍ فَلَا يَحْلُلْ بَنَحْرِ هَدِيْهِ وَمَنْ أَهْلٌ بِحِجَّةِ فَلِيُتِمْ حَجَّهُ قَالَتْ فَحَضَتْ وَلَمْ أَطْفُ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمْ أَزْلِ حَانِصًا حَتَّى كَانَ يَوْمُ عَرَفةَ وَلَمْ أَهْلِلْ إِلَّا بِعُمْرَةِ فَأَمْرَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَنْقُضَ رَأْسِيْ وَأَمْتَشِطَ وَأَهْلِلْ بِالْحِجَّةِ وَأَتْرُكُ الْعُمْرَةَ فَفَعَلَتْ حَتَّى قَضَيْتُ حَجَّيْ بَعْثَ مَعِيْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِيْ بَكْرٍ وَأَمْرَنِيْ أَنْ أَغْتَمِ مَكَانَ عُمْرَتِيْ مِنَ التَّنْعِيْمِ قَالَتْ فَطَافَ الَّذِينَ كَانُوا أَهْلُوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلَوْا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنَا وَمَمَا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحِجَّةَ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ

২৪৪১. হ্যরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বিদায় হজ্জে রওনা হলাম। আমাদের কেউ উমরার ইহরাম বেঁধেছিলো, আর কেউ কেউ বেঁধেছিলো হজ্জের ইহরাম। আমরা যখন মক্কায় পৌছলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি উমরার ইহরাম বেঁধেছে এবং কুরবানীর পশু সাথে নানেনি সে যেনো উমরার কাজ শেষ করে ইহরাম খুলে ফেলে। আর যে ব্যক্তি উমরার ইহরাম বেঁধেছে, সাথে করে কুরবানীর পশুও এনেছে, সে যেনো হজ্জের তালিবিয়া বলে উমরার সাথে এবং ইহরাম না খুলে, যে পর্যন্ত হজ্জ ও উমরা উভয় হতে অবসর গ্রহণ না করে। আর এক বর্ণনায় আছে, সে যেনো ইহরাম না খুলে যে পর্যন্ত পশু কুরবানী করে অবসর না হয়। আর যে ব্যক্তি শুধু হজ্জের ইহরাম বেঁধেছে সে যেনো হজ্জের কাজ পূর্ণ করে।

হ্যরত আয়েশা রাঃ বলেন, আমি ঝাতুমতী হয়ে গেলাম। উমরার জন্য খানায়ে কা'বার তাওয়াফ করতে পারলাম না। সাফা-মারওয়ার সাঁয়ীও করতে পারলাম না। আমার অবস্থা আরাফার দিন উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত এক্সপই থাকলো। অর্থাৎ আমি উমরা ছাড়া অন্য কিছুর ইহরাম বাঁধিনি। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিলেন, আমি যেনো আমার মাথার চুল খুলে ফেলি, এতে চিরুনী করি, হজ্জের ইহরাম বাঁধি, আর উমরা ত্যাগ করি। আমি তা-ই করলাম এবং আমার হজ্জ আদায় করলাম। এরপর আমার ভাই আবদুর রহমান ইবনে আবু বকরকে আমার সাথে পাঠালেন এবং আমাকে নির্দেশ দিলেন, আমি যেনো আমার সেই উমরার পরিবর্তে 'তান্যীম' থেকে উমরা করি।

হ্যরত আয়েশা রাঃ বলেন, যারা শুধু উমরার ইহরাম বেঁধেছিলো, তারা খানায়ে কা'বার তাওয়াফ করলো এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সায়ী করলো। অতঃপর তারা হালাল হয়ে গেলো। এরপর তারা (হজ্জের জন্য) তাওয়াফ করলো। যখন মিনা হতে (১০ তারিখ) ফিরে আসলো

কিন্তু যারা হজ্জ ও উমরার ইহুরাম একসাথে বেংধেছিলো তারা শধু (১০ তারিখে) একটি মাত্র তাওয়াফ করলো (তাদের উমরার প্রথম তাওয়াফ প্রয়োজন হয়নি)।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : ‘তারা একটি মাত্র তাওয়াফ করলো’—এটা সম্ভবত কোনো সাহাবীর জন্য কোনো কারণে বিশেষ ব্যবস্থা ছিলো। নতুবা উপরে হ্যরত জাবিরের হাদীসে বুখা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু’বার তাওয়াফ করেছিলেন। একবার অরাফাতে যাবার আগে ৮ তারিখে। আবার ১০ তারিখে মিনা হতে এসে। তাঁর হজ্জ, হজ্জে ‘কেরান’ ছিলো বলে প্রমাণিত।

٢٤٤٢. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجَّ فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْنِيَّ مِنْ ذِي الْحِلْفَةِ وَيَدًا فَاهْلَ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهْلَ بِالْحَجَّ فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجَّ فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ فَلِمَا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرَمٌ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلَيَطْافِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلِيُقْصِرْ وَلِيُحَلِّلْ ثُمَّ لِيُهَلِّ بِالْحَجَّ وَلِيُهْدِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدِيَّا فَلِيَصُمْ ثَلَثَةً أَيَّامٍ فِي الْحَجَّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَطَافَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوْلَ شَيْءٍ ثُمَّ حَبَّ ثَلَثَةً أَطْوَافٍ وَمَشَ أَرْبَعًا فَرَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَةَ الْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَاتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ لَمْ يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرَمٌ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَنَهَرْ هَدِيَّهُ يَوْمَ النُّحْرِ وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرَمٌ مِنْهُ وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ سَاقَ الْهَدْنِيَّ مِنَ النَّاسِ۔ متفق عليه

২৪৪২. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের সাথে উমরা মিলিয়ে ‘হজ্জ তামাতু’ করেছিলেন। তিনি ‘যুলহুলাইফা’ হতে কুরবানীর পশু সাথে নিয়েছিলেন এবং প্রথমে তালবিয়া বললেন, উমরার, তারপর তালবিয়া বললেন, হজ্জের। তাই লোকেরাও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে হজ্জের সাথে উমরা মিলিয়ে ‘হজ্জ তামাতু’ করলেন। তাদের কেউ কুরবানীর পশু সাথে আনলো, আর কেউ সাথে আনেনি। এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মকাব পৌছে লোকদেরকে বললেন, তোমাদের যে ব্যক্তি কুরবানীর পশু সাথে করে এনেছে সে যেনো এমন কোনো বিষয়কে হালাল মনে না করে যা ইহুরামের কারণে তার উপর হারাম হয়ে গিয়েছে (অর্থাৎ সে যেনো ইহুরাম না খুলে) যে পর্যন্ত সে নিজের হজ্জ সমাপন না করে। আর তোমাদের যে ব্যক্তি কুরবানীর পশু সাথে আনেনি, সে যেনো বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সাথী করে এবং মাথা ছেটে

হালাল হয়ে যায়। এরপর হজ্জের ইহরাম বাঁধে ও কুরবানীর পশ্চ নেয়। আর যে কুরবানীর পশ্চ নিতে পারলো না সে যেনো তিনি দিন হজ্জের সময় রোয়া রাখে। আর বাড়ীতে ফিরে যাবার পর সাতদিন।

অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় পৌছে প্রথমে উমরার জন্য ‘খানায়ে কা’বার’ তাওয়াফ করলেন, হাজারে আসওয়াদে ছয় দিলেন। তিনি তাওয়াফে তিনবার জোরে জোরে চললেন আর চারবার স্বাভাবিক হাঁটলেন, বায়তুল্লাহর তাওয়াফ শেষ করে তিনি মাকামে ইবরাহীমে দুই রাকআত (তাওয়াফের নামায) পড়লেন ও সালাম ফিরালেন। এরপর এখান থেকে সাফায় গেলেন। সাফা মারওয়ায় সাতবার সায়ী করলেন। এরপরও তিনি (ইহরামের কারণে) যা তার উপর হারাম ছিলো তা নিজের হজ্জ সমাপন না করা পর্যন্ত হালাল করলেন না। অর্থাৎ কুরবানীর তারিখে কুরবানী করলেন এবং (মিনা হতে) মক্কায় গিয়ে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করলেন। তারপর ইহরামের কারণে যা তার প্রতি হারাম ছিলো তা হতে তিনি পূর্ণ হালাল হয়ে গেলেন। আর লোকদের যারা কুরবানীর পশ্চ সাথে এনেছিলো তারাও একপ করলেন যেকুপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের ব্যাখ্যা বুঝার জন্য ২৪৩০নং হযরত আয়েশার হাদীসের ব্যাখ্যা দেখে নিন।

٢٤٤٣. وَعِنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ عُمْرَةٌ نِإِسْتَمْتَعْنَا بِهَا فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْهَدِيِّ فَلَيَحِلِّ الْحِلُّ كُلُّهُ فَإِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلْتُ فِي الْحِجَّةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ
- روah مسلم

২৪৪৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আকবাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এটা উমরা, যা দিয়ে আমরা তামাতু করলাম। সুতরাং যার কাছে কুরবানীর পশ্চ নেই, সে যেনো পূর্ণভাবে হালাল হয়ে যায়। মনে রাখবে, কিয়ামত পর্যন্ত উমরা হজ্জের মাসে প্রবেশ করলো।—মুসলিম

(বিশেষ দ্রষ্টব্য : এ অধ্যায়ে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ নেই।)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

২৪৪৪. عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِي نَاسٍ مَعِيْ قَالَ أَهْلُكُنَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِجَّةِ خَالِصًا وَحْدَةً قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ فَقَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْتَمِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَأَمَرَنَا أَنْ تُحَلِّ فَقَالَ عَطَاءٌ قَالَ حُلُونَا وَأَصْبِبُوا النِّسَاءَ قَالَ عَطَاءٌ وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ أَحْلَهُنَّ لَهُمْ فَقُلْنَا لِمَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسَ أَمْرَنَا أَنْ نَقْضِي إِلَى نِسَاءِ نَا فَنَأْتَى عَرَفَةَ تَنْطَرُ مَذَاكِرُنَا الْمَنِيَّ قَالَ يَقُولُ جَابِرٌ بِيَدِهِ كَائِنِيْ اَنْظُرْ إِلَى قَوْلِهِ بِيَدِهِ يُحَرِّكُهَا قَالَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْنَا فَقَالَ قَدْ عِلِّمْتُمْ أَنِّي

أَنْقُمْ لِلَّهِ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبْرُكُمْ وَلَوْلَا هَدِيَ لَحَلَّتْ كَمَا تَحْلُونَ وَلَوْلَا إِسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا سَتَدَبَرْتُ لَمْ أَسْقُ الْهَدْيَ فَحَلُوا فَحَلَّنَا وَسَمِعْنَا وَأَطْعَنَا قَالَ عَطَا، قَالَ جَابِرٌ فَقَدِمْ عَلَىٰ مِنْ سِعَاتِهِ فَقَالَ بِمَ أَهْلَتْ قَالَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاهْدِ وَامْكُثْ حَرَاماً قَالَ وَاهْدِي لَهُ عَلَىٰ هَدِيَّهُ فَقَالَ سُرْقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَيْعَا مِنْهَا هَذَا أَمْ لَا يَدِ قَالَ لَا يَدِ رواه مسلم

২৪৪৪. তাবেয়ী হ্যরত আতা ইবনে আবু রাবাহ রং বলেন, আমি এবং আমার সাথে কিছু লোক হ্যরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহকে বলতে শুনেছি, “আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ শুধু হজ্জের ইহরাম বেঁধেছিলাম।” হ্যরত আতা বলেন, হ্যরত জাবির আরো বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিলহাজ্জের চার তারিখ পার হবার পর মকায় পৌছলেন। আমাদেরকে ইহরাম ছেড়ে হালাল হয়ে যেতে অক্ষুম দিলেন। আতা জাবিরের মাধ্যমে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথাও বলেছেন, ‘তোমরা হালাল হও।’ আপন আপন স্তৰীর সাথে মিলামিশা করো। আতা আবার বলেন, এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বাধ্য করলেন না। বরং স্তৰীদেরকে তাদের জন্য হালাল করে দিলেন। হ্যরত জাবির বলেন, আমরা পরম্পর বলতে লাগলাম, আমাদের ও আরাফাতে হাজির হবার মধ্যে যখন মাত্র পাঁচ দিন বাকী, এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে স্তৰীর সাথে মিলতে অনুমতি দিলেন। তবে কি আমরা আরাফাতে উপস্থিত হবো আর আমাদের লিঙ্গ থেকে শুক্র ব্যরতে থাকবে? হ্যরত আতা বলেন, এ সময় জাবির নিজের হাত নেড়ে ইংগিত করলেন, আমি যেন এখনে তাঁর হাত নাড়ার ইংগিত দেখছি। জাবির বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন (ভাষণ দানের জন্য) আমাদের মাঝে দাঁড়ালেন এবং বললেন, “তোমরা জানো যে, আমি তোমাদের অপেক্ষা আল্লাহকে অধিক ভয় করি, তোমাদের অপেক্ষা অধিক সত্য বলি ও তোমাদের অপেক্ষা অধিক ভালো কাজ করি। আমি যদি সাথে করে কুরবানীর পশ্চ না আনতাম, আমি তোমাদের মতো হালাল হয়ে যেতাম। আর আমি যদি আমার ব্যাপারে পূর্বে বুঝতাম, যা আমি পরে বুঝেছি, তাহলে আমি কখনো কুরবানীর পশ্চ সাথে করে আনতাম না (যার কারণে আমি হালাল হতে পারছি না)। তাই তোমরা হালাল হয়ে যাও।” সুতরাং আমরা হালাল হয়ে গেলাম এবং তাঁর কথা শুনলাম ও তাঁর কথা মেনে নিলাম।

আতা বলেন, হ্যরত জাবির বলেছেন, এ সময় হ্যরত আলী তাঁর কর্মসূল হতে আগমন করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজেস করলেন, তুমি কিসের ইহরাম বেঁধেছো। আলী বললেন, আমি তখন বলেছি, “আমি ইহরাম বেঁধেছি, যার ইহরাম বেঁধেছেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।” তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, তবে তুম (কেরানের জন্য) পশ্চ কুরবানী দিও এবং মুহরিম থেকে যাও। হ্যরত জাবির বলেন, আলী তার সাথে কুরবানীর পশ্চ এনেছিলো। (জাবির বলেন) এ সময় সুরাকা ইবনে মালেক ইবনে জু'শুম দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! হজ্জের সাথে উমরা করা কি আমাদের শুধু এই বছরের জন্য? তিনি বললেন, সবসময়ের জন্য।—মুসলিম

٢٤٤٥ . وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَرْبَعِ مَصَبَّينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ أَوْ خَمْسٍ فَدَخَلَ عَلَىٰ وَهُوَ غَضِبَانٌ فَقُلْتُ مَنْ أَغْضَبَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدْخِلْهُ اللَّهُ النَّارَ قَالَ أَوْ مَا شَعَرْتُ إِنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِإِيمَانٍ فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ وَلَوْ أَنِّي اسْتَفْبَلْتُ مِنْ أَمْرِيْ مَا سَتَدَبَرْتُ مَا سَقَتُ الْهَدْنِيْ مَعِيَ حَتَّىٰ اشْتَرَيْهُ ثُمَّ أَحْلَ كَمَا حَلَوْ - رواه مسلم

২৪৪৫. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন (বিদায় ইজ্জের সময় মক্কায়) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিলহাজ মাসের চার কি পাঁচ তারিখে আমার কাছে রাগতঃ অবস্থায় প্রবেশ করলেন। (এ অবস্থা দেখে) আমি জিজ্ঞেস করলাম, কে আপনাকে রাগাভিত করলো, হে আল্লাহর রাস্ল ! আল্লাহ তাকে জাহান্নামে নিষ্কেপ করুন। তখন তিনি বললেন, তুমি কি জান না যে আমি (কিছু) লোককে এক ব্যাপারে হকুম দিয়েছি আর তারা (আমার হকুম পাবার পরও) এ ব্যাপারে ইতস্ততঃ করছে। আমি যদি প্রথমে বুঝতে পারতাম যা আমি পরে বুঝেছি, তাহলে কখনো আমি সাথে করে কুরবানীর পশ্চ আনতাম না। বরং পরে তা খরিদ করতাম এবং এখন হালাল হয়ে যেতাম, যেমন তারা হালাল হচ্ছে।-মুসলিম

ব্যাখ্যা : 'তারা এ ব্যাপারে ইতস্ততঃ করছে' এর অর্থ হলো জাহেলিয়াতের যুগে মুশরিকরা ইজ্জের সময় জ্ঞানের সাথে মিলনকে খুবই শৃঙ্খল মনে করতো। পূর্ব অভ্যাস মতো সাহারীগণ এখনো রাসূলের হকুম পাবার পরও এ ব্যাপারে ইতস্ততঃ করছিলো। তাই তিনি রাগাভিত ও জাহেলিয়াতের প্রধা ভাঙতে বাধ্য করছিলেন।



۳- بَابِ دُخُولِ مَكَّةِ وَالْطَّوَافِ

۳. مَكْلَمَةُ الْبَيْتِ وَ تَাওয়াফ

খানায়ে কা'বার হাজারে আসওয়াদের এক কোণ থেকে শুরু করে আবার ওই কোণে ফিরে আসলে এক 'শাওত' হয়। এভাবে সাত শাওতে এক তাওয়াফ হয়। ইজ্জে তিনবার তাওয়াফ করতে হয়।

প্রথমঃ মক্কায় পৌছেই এক তাওয়াফ করতে হয়। এ তাওয়াফকে 'তাওয়াফে কুদুম' বলে। এ তাওয়াফ সুন্নাত।

ব্রিতীয় : ۱۰ যিলহাজ্জ মিনা হতে এসে তাওয়াফ করতে হয়। এ তাওয়াফকে 'তাওয়াফে যিয়ারত' বা 'তাওয়াফে এফাদা' বলে। এ তাওয়াফ ফরয।

তৃতীয় : তৃতীয় তাওয়াফ বিদায়ের কালে। এ তাওয়াফকে তাওয়াফস সদর বা তাওয়াফে বিদা (শেষ তাওয়াফ) বলে। এ তাওয়াফ ওয়াজিব।

মক্কায় থাকা কালে অন্যান্য সকল নফল ইবাদাত অপেক্ষা তাওয়াফই উত্তম।

প্রথম পরিচেদ

٤٤٤٦. عَنْ نَافِعٍ قَالَ إِنَّ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْدِمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِذِي طَوَى حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ وَيُصَلِّيَ فَيَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا وَإِذَا نَفَرَ مِنْهَا مَرَ بِذِي طَوَى وَبَاتَ بِهَا حَتَّى يُصْبِحَ وَيَذْكُرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعُلُ ذَلِكَ . متفق عليه

২৪৪৬. তাবেয়ী হ্যরত নাফে' রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ যখনই মক্কায় আসতেন 'যীতুয়া' নামক স্থানে রাত যাগন করতেন, ভোর না হওয়া পর্যন্ত। এরপর তিনি গোসল করতেন। নফল নামায পড়তেন। তারপর দিনের বেলায় মক্কায় প্রবেশ করতেন। (মক্কা হতে চলে যাবার সময়ও এভাবে তিনি) মক্কা হতে রওনা হতেন। 'যীতুওয়া' পৌছতেন। এখানে রাত কাটতেন, ভোর না হওয়া পর্যন্ত। তিনি বলতেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক্সপ করতেন।—বুখারী, মুসলিম

২৪৪৭. وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَهَا مِنْ أَعْلَاهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا . متفق عليه

২৪৪৭. হ্যরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় আসতেন, মক্কার উঁচু দিক হতে প্রবেশ করতেন। (আবার যখন মক্কা হতে চলে যেতেন) মক্কার নীচ দিক দিয়ে বের হতেন।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : মক্কার উঁচু দিক হলো 'সানিয়ায়ে কাদা'র দিক। মক্কার কবরস্তান—'জামাতুল মাওলা' এদিকেই অবস্থিত। আর নীচের দিক হলো 'সানিয়ায়ে কুদার' দিক। এই স্থানকে বর্তমানে 'বাবুশ শাবীকা' বলা হয়।

٢٤٤٨. وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرُّبِّيْرِ قَالَ قَدْ حَجَّ النَّبِيُّ ﷺ فَاخْبَرَتِنِي عَائِشَةُ أَنَّ أَوْلَ شَيْءٍ بَدَأَهُ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةُ ثُمَّ حَجَّ أَبْوَ بَكْرٍ فَكَانَ أَوْلُ شَيْءٍ بَدَأَهُ الْطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ حَجَّ ثُمَّ عُثْمَانُ مِثْلُ ذَلِكَ . متفق عليه

২৪৪৮. হযরত ওরওয়া ইবনে যুবাইর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ করেছেন, (আমার খালা) হযরত আয়েশা আমাকে বলেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হজ্জ করার জন্য) মক্কায় প্রবেশ করে প্রথমে তিনি ওয়ু করলেন, তারপর বাযতুল্লাহ তাওয়াফ করলেন। তবে তা উমরায় পরিণত করলেন না (অর্থাৎ ইহরাম খুললেন না)। এরপর হযরত আবু বকর হজ্জ করেছেন, তিনিও প্রথমে যে কাজ করেছেন তাহলো বাযতুল্লাহর তাওয়াফ। তিনি এ তাওয়াফকে উমরায় পরিণত করেন। অতপর হযরত উমর, তারপর হযরত ওসমান এ একইভাবে হজ্জ করেছেন।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : বুখা গেলো মক্কায় প্রবেশ করার পর প্রথম কাজ আল্লাহর ঘরের তাওয়াফ করা। এটা সুন্নাত। উমরার নিয়তে গিয়ে থাকলে তা করা ওয়াজিব।

٢٤٤٩. وَعَنْ أَبْنَى عَمْرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا طَافَ فِي الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوْلَ مَا يَقْدِمُ سَعْيَ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشْيَ أَرْبَعَةَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَطْوَفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ - متفق عليه

২৪৪৯। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ বা উমরা করতে এসে প্রথমে যখন তাওয়াফ করতেন তিনি পাক জোরে পদক্ষেপ করতেন। আর চার পাক স্বাভাবিকভাবে চলতেন। অতপর (মাকামে ইবরাহীমের কাছে) দুই রাকআত (তাওয়াফের) নামায পড়তেন। এরপর সাফা মারওয়ার মধ্যে সায়ী করতেন।—বুখারী, মুসলিম

২৪৫০. وَعَنْهُ قَالَ رَمَلٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْحَجَرِ ثَلَاثًا وَمَشَيْ أَرْبَعًا وَكَانَ يَسْعَى بِبَطْنِ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ - رواه مسلم

২৪৫০। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজারে আসওয়াদ থেকে শুরু করে আবার হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত তিনি পাক জোরে জোরে তাওয়াফ করেছেন। আর চার বার স্বাভাবিকভাবে চলেছেন। এভাবে তিনি সাফা মারওয়ার মাঝেও সায়ী করেছেন। (সায়ীর সময়) তিনি বাত্নুল মাসীলে মাঝখানের (নিচু জায়গায়) দৌড়ে চলেছেন।—মুসলিম

ব্যাখ্যা : মাঝখানের নিচু জায়গায় (বাত্নুল মাসীলে) দৌড়ে চলা সুন্নাত।

২৪৫১. وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَا قَدِمَ مَكَّةَ أتَى الْحَجَرَ فَسَتَّلَمَهُ ثُمَّ مَشَى عَلَى بَعْنَيْهِ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَيْ أَرْبَعًا - رواه مسلم

২৪৫১. হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একায় এলেন, হাজারে আসওয়াদের নিকট গেলেন, একে চুম্ব খেলেন। এরপর এর ডানদিকে ঘুরে তিন বার জোরে তাওয়াফ করলেন আর চার বার স্বাভাবিকভাবে হাটলেন।—মুসলিম

২৪৫২. وَعَنِ الرَّبِيعِيِّ بْنِ عَرَبِيِّ قَالَ سَالَ رَجُلٌ نِبْنَ ابْنِ عُمَرَ عَنْ إِسْتِلَامِ الْحَجَرِ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَهُ يَسْتَلِمُهُ وَيُقْبِلُهُ . رواه البخاري

২৪৫২. হযরত যুবাইর ইবনে আরবী (তাবেরী বসরী) রহঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরকে হাজারে আসওয়াদে 'চুম্ব খাওয়া' প্রসঙ্গে জিজেস করলো। হযরত ওমর উত্তরে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করতে ও চুম্ব খেতে দেখেছি (এর কোনো কারণ জানি না)।

২৪৫৩. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمْ أَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَهُ يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيْنِ . متفق عليه

২৪৫৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খানায়ে কাবার দুই ইয়েমেনী কোণ ছাড়া অন্য কোণে কোনো চুম্ব খেতে দেখিনি।—বুখারী, মুসলিম

২৪৫৪. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَهُ فِي حَجَةِ الْوَادِعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمَحْجَنٍ . متفق عليه

২৪৫৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রাঃ বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে উটের উপর বসে মাথা বাঁকা লাঠি দিয়ে হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করেছেন।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : পায়ে হেটে তাওয়াফ করাই ওয়াজিব। তাই এ হাদীস সম্পর্কে বলা হয়, কোনো ওজরের কারণে অথবা তাওয়াফের জায়গা তখনো পাকা না হবার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়ারীতে আরোহণ করে তাওয়াফ করেছিলেন।

২৪৫৫. وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَهُ طَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ كُلُّمَا أَنِّي عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ وَكَبَرَ . رواه البخاري

২৪৫৫. হযরত ইবনে আববাস রাঃ হতেই এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের উপর সওয়ার হয়েই বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেছেন। হাজারে আসওয়াদের কাছে পৌছেই তিনি নিজের হাতের একটি জিনিস (লাঠি) দিয়ে এর দিকে ইশারা করেছেন ও 'আল্লাহ আকবার' ধর্মী দিয়েছেন।—বুখারী

২৪৫৬. وَعَنِ أَبِي الطْفَلِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَهُ يَطْوُفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمَحْجَنٍ مَعَهُ وَيُقْبِلُ الْمِحْجَنَ . رواه مسلم

২৪৫৬. হ্যরত আবু তোফায়েল রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করার সময় তাঁর হাতের বাঁকা লাঠি দিয়ে হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করতে ও লাঠিকে চুম্বন করতে দেখেছি।—মুসলিম

২৪৫৭. وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ لَا تَذْكُرُ إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِيفَ طَمِثْتُ فَدَخَلَ النَّبِيُّ لَّهُ وَآتَى أَبْكِيْ فَقَالَ لِعَلَّكَ نَفْسُتُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ بَنَاتِ آدَمَ فَأَفْعَلْتُ مَا يَقْعُلُ الْحَاجُ غَيْرُ أَنْ لَا تَطْوِيْ فِي بَيْتٍ حَتَّى تَطْهِيرِيْ .— متفق عليه

২৪৫৮. হ্যরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (হজ্জ করার জন্য) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে রওনা হলাম। তখন আমরা হজ্জ ছাড়া অন্য কিছুর (উমরার) তালিয়া পড়তাম না। আমরা 'সারেফ' নামক স্থানে পৌছলে আমার মাসিক শুরু হয়ে গেলো। এ সময় একবার, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে আসলেন। আমি হজ্জ করতে পারবো না বলে তখন কাঁদছিলাম। তিনি (আমাকে কাঁদতে দেখে) বললেন, মনে হয় তোমার মাসিক শুরু হয়েছে। আমি বললাম, হ্যাঁ! তিনি দিয়েছেন। তাই হাজীগং যা করে তুমিও তা করতে থাকো। তবে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তুমি তাওয়াফ করো না।—বুখারী, মুসলিম

২৪৫৮. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعْثَنِيْ أَبُو بَكْرٍ فِي الْحَجَّةِ أَمْرَهُ النَّبِيُّ لَّهُ عَلَيْهَا قِيلَ حَجَّةُ الْوَدَاعِ يَوْمُ النَّحْرِ فِي رَهْطٍ أَمْرَهُ أَنْ يُؤْذِنَ فِي النَّاسِ إِلَّا لَا يَحْجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطْوِقُنَ بِالْبَيْتِ عُرْبَيَانٌ .— متفق عليه

২৪৫৮. হ্যরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের (এক বছর) আগে যে হজ্জে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হ্যরত আবু বকরকে আমীরুল হজ্জ বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন, সে হজ্জে আবু বকর রাঃ আমাকে আরো কিছু লোকসহ কুরবানীর দিনে মানুষের মাঝে ঘোষণা দিতে আদেশ দিয়ে পাঠালেন। (হে লোক সকল শোনো!) এ বছরের পর আর কেলো মুশরিক বায়তুল্লাহর হজ্জ করতে পারবে না। আর কেউ কখনো উলঙ্গ হয়ে এর তাওয়াফ করতে পারবে না।—বুখারী, মুসলিম

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

২৪৫৯. عَنِ الْمُهَاجِرِ السَّكِينِ قَالَ سُلَيْلَ جَابِرٌ عَنِ الرَّجُلِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فَقَالَ قَدْ حَجَّنَا مَعَ النَّبِيِّ لَّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ نَكُنْ نَفْعِلُهُ . روأه الترمذى وابو داؤد

২৪৫৯. হ্যরত মুহাজিরে মক্কী (তায়েবী) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হ্যরত জাবির রাঃ-কে ওই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজেস করা হলো, যে ব্যক্তি খানায়ে কাঁবা দেখে নিজের দুই হাত উঠাবে (এবং দোয়া করলে এই দোয়া শরীয়ত সম্মত কিনা ?) জবাবে হ্যরত জাবির

বললেন, আমরা নবী কৰীমের সাথে হজ্জ করেছি। আমরা একপ কৱিনি।

-তিরিমিয়ী, আবু দাউদ

ব্যাখ্যা : বাযতুল্লাহ দেখলে হাত উঠিয়ে দোয়া কৱার হাদীসের সংখ্যাই বেশি। তবে প্রথমবার দেখে হাত উঠিয়ে দোয়া কৱলে এৱপৰ আৱ হাত না উঠালে দুই রকম হাদীসের ওপৰই আমল কৱা হয়ে যায়।

۲۴۶۰. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَخَلَ مَكَّةَ فَأَقْبَلَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلْمَهُ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ أَتَى الصَّفَا فَعَلَاهُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْبَيْتِ فَرَقَعَ بَدِينَهِ فَجَعَلَ يَذْكُرُ اللَّهَ مَا شَاءَ وَيَدْعُوْ - رواه أبو داؤد

۲۴۶۰. হ্যৱত আবু হুরাইৱা রাঃ হতে বৰ্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা হতে (হজ্জ পালনে) মক্কায় আগমন কৱে হাজারে আসওয়াদের দিকে অগ্সর হলেন, একে চুম্ব খেলেন। তারপৰ বাযতুল্লাহ তাওয়াফ কৱলেন, এৱপৰ সাফা পাহাড়ের দিকে এলেন। এৱ উপৰ উঠলেন। যার থেকে বাযতুল্লাহ দেখতে পেলেন। তারপৰ হাত উঠালেন এবং মন ভৱে আল্লাহৰ যিকিৱ ও দোয়া কৱতে থাকলেন। -আবু দাউদ

۲۴۶۱. وَعَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنْ كُمْ تَسْكُلْمُونَ فِيهِ فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلَا يَسْكُلْمَ إِلَّا بَخِيرٌ - رواه الترمذি والنسائي والدارمي وذكر الترمذি جماعة وقفوه على ابن عباس.

۲۴۶۱. হ্যৱত ইবনে আবুআস. রাঃ হতে বৰ্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বাযতুল্লাহৰ চারদিকে তাওয়াফ কৱা নামায়েই মতো। তবে পাৰ্থক্য এই যে, তোমৱা এতে কথা বলতে পাৱো। তাই তাওয়াফেৰ সময় তালো কথা ছাড়া আৱ কিছু বলবে না। -তিরিমিয়ী, নাসাই, দারেমী। কিন্তু ইমাম তিরিমিয়ী এমন একদল মুহাদিসেৰ নাম উল্লেখ কৱেছেন, যঁৱা এ হাদীসকে হ্যৱত ইবনে আবুআসেৰ কথা অৰ্থাৎ মওকুফ হাদীস বলে সাৰ্বান্ত কৱেছেন।

۲۴۶۲. وَعَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَزَلَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ أَشَدُ بَيَاضًا مِنَ الْلَّبَنِ فَسَوَّتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ - رواه احمد والترمذি وقال هذا حديث حسن صحیح

۲۴۶۲. হ্যৱত ইবনে আবুআস রাঃ হতে এ হাদীসটিও বৰ্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হাজারে আসওয়াদ জান্নাত হতে নাযিল হয়। তখন তা ছিলো দুধেৰ চেয়েও বেশি সাদা। অতঃপৰ আদম সন্তানেৰ শুনাই একে কালো কৱে দেয়। -আহমদ ও তিরিমিয়ী। ইমাম তিরিমিয়ী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

ব্যাখ্যা : 'আদম সন্তানেৰ শুনাই' অৰ্থাৎ শুনাহগার আদম সন্তানেৰ চুম্বৰ স্পৰ্শেৰ কাৱণে তা ধীৱে ধীৱে কালো হয়ে যায়।

۲۴۶۳. وَعَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْحَجَرِ وَاللَّهِ لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ لَهُ

عَيْنَانِ يُبَصِّرُهُمَا وَلِسَانٌ يُنْطِقُ بِهِ يَشْهُدُ عَلَى مَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقِّهِ . رواه الترمذى وابن ماجة والدارمى

۲۴۶۳. হযরত ইবনে আকবাস রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজারে আসওয়াদ সম্পর্কে বলেছেন, আল্লাহর কসম, কিয়ামতের দিন আল্লাহ এটিকে উঠাবেন। তখন এর দুটি চোখ থাকবে। এ চোখ দ্বারা হাজারে আসওয়াদ দেখতে পাবে। এর একটি জিহ্বা থাকবে। এই জিহ্বা দিয়ে সে কথা বলবে ও সাঙ্গ দেবে কে তাকে ইয়ানের সাথে চুমু খেয়েছে।—তিরিমিয়ী, ইবনে মাজাহ, দারেমী

۲۴۶۴. وَعَنْ أَبْنَىْ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الرُّكْنَ وَالْمَقَامَ يَأْفُوتُنَا مِنْ يَأْفُوتُنَا جَنَّةً طَمَسَ اللَّهُ تُورَهُمَا وَلَوْلَمْ يَطْمِسْ تُورَهُمَا لَا خَاءَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ . رواه الترمذى

۲۴۶۵. হযরত ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, হাজারে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহীম জান্নাতের ইয়াকৃতগুলোর দুটি ইয়াকৃত। আল্লাহ এদের নূর (আলো) দূর করে দিয়েছেন। যদি এদের নূর (আলো) দূর করে দেয়া না হতো, তাহলে এরা পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তের মধ্যে যা আছে সবকে আলোকময় করে দিতো।—তিরিমিয়ী

۲۴۶۵. وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيرٍ أَنَّ أَبْنَىْ عُمَرَ كَانَ يُزَاحِمُ عَلَىِ الرُّكْنَيْنِ زَحَاماً مَارَأَيْتُ أَهْدَمَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّىْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُزَاحِمُ عَلَيْهِ قَالَ أَنْ أَفْعُلُ فَأَتَىْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مَسْحَهُمَا كَفَارَةً لِلْخَطَايَا وَسَمِعْتَهُ يَقُولُ مَنْ طَافَ بِهِذَا الْبَيْتَ أَسْبُوعًا فَأَحْصَاهُ كَانَ كَعْتَقَ رَقَبَةً وَسَمِعْتَهُ يَقُولُ لَا يَضْعُ قَدَمًا وَلَا يَرْقَعُ أُخْرَى إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا خَطِيْبَةً وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً . رواه الترمذى

۲۴۶۵. হযরত ওবায়েদ ইবনে উমায়ের (তাবেয়ী) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হাজারে আসওয়াদ ও রুক্নে ইয়ামানীর দিকে যেতাবে বাঁপিয়ে পড়তেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের আর কাউকে এদের দিকে এমনভাবে বাঁপিয়ে পড়তে দেখিনি। ইবনে ওমর রাঃ বলেন, আমি যদি এমন করি (তাতে দেবের কিছু নেই) কারণ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, এদের স্পর্শ করা শুনাহের কাফফার। রাসূলুল্লাহ সঃ-কে আরো বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহর চারদিকে সাতবার ঘুরবে ও তা পূর্ণ করবে, তা তার জন্য গোলাম মুক্ত করে দেবার মতো। ইবনে ওমর রাঃ বলেন, আমি তাঁকে আরো বলতে শুনেছি। কোনো লোক এতে এক পা রাখবে না ও অপর পা উঠাবে না, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তা দ্বারা তার একটি শুনাহ মাফ করে দেবেন ও একটি নেকী দান করবেন।—তিরিমিয়ী

۲۴۶۶. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائبِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ رَبَّنَا أَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقَنَا عَذَابَ النَّارِ . رواه أبو داؤد

২৪৬৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সায়েব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাজারে আসওয়াদ ও কুকনে ইয়ামানী মধ্যবর্তী স্থানে, ‘রবরানা আতিনা ফিদুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতে হাসানাতাও ওয়াকিনা আয়াবানারে’ এ দোয়া পড়তে শুনেছি।—আবু দাউদ

২৪৬৭. وَعَنْ صَفِيَّةَ بْنَتِ شَيْبَةَ قَالَتْ أَخْبَرَتِنِيْ بِنْتُ أَبِيْ تُجْرَةَ قَالَتْ دَخَلْتُ مَعَ نِسْوَةً مِنْ قُرْشِيْ دَارَ أَلِ أَبِيْ حُسْنَى نَظَرًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَّا وَالْمَرْوَةِ فَرَأَيْتُهُ يَسْعَى وَكَانَ مِيزَرَةً لَيَدُورُ مِنْ شَدَّةِ السَّعْيِ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ اسْعُوا فَانِ اللَّهُ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ - رواه في شرح السنّه وروي أَحْمَدَ مَعَ اختلافٍ .

২৪৬৭. হযরত সাফিয়া বিনতে শায়বা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু তুজরাতের মেয়ে আমাকে বলেছেন, আমি কুরাইশের কিছু মহিলার সাথে আবু হোসাইন পরিবারের একটি ঘরে প্রবেশ করলাম। এখান থেকে সাফা মারওয়ার সায়ীর সময় আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেতাম। আমি তাঁকে দেখলাম তিনি সায়ী করছেন, জোরে জোরে পা ফেলার কারণে তাঁর চাঁদর এদিকে ওদিকে দুলছিলো। আমি তাঁকে তখন একথাও বলতে শুনেছি, ‘তোমরা সায়ী করো। কারণ সায়ী করা আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন।’—শরহে সুন্নাহ, মুসনাদে আহমাদ কিছু পার্থক্য সহকারে।

২৪৬৮. وَعَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَّا وَالْمَرْوَةِ عَلَى بَعِيرٍ لِأَضْرَبَ وَلَا طَرْدَ وَلَا إِلِيْكَ الْبَيْكَ . رواه في شرح السنّه

২৪৬৮. হযরত কুদামা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমার রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উটে চড়ে আমি সাফা মারওয়ার মাঝে সায়ী করতে দেখেছি। কিন্তু কাউকেও মারতে বা হাঁকতে দেখিনি। এমন কি সরো সরো বলতেও শুনিনি।—শরহে সুন্নাহ

ব্যাখ্যা ৪ পূর্বের হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়ে হেঁটে সায়ী করেছেন বলে বুঝা গেছে। পরের হাদীসে উটে আরোহণ করে সায়ী করেছেন বলে বুঝা যায়। সম্ভবত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফে কুদূমের সায়ী বাহনে চড়ে করেছেন। আর তাওয়াফে ইফাদায় সায়ী করেছেন পায়ে হেঁটে। সরো সরো বলতেও না শোনার অর্থ হলো অহংকার প্রদর্শন না করা।

২৪৬৯. وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أَمِيَّةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بِالبَيْتِ مُضْطَبِعًا بِرِدٍّ أَخْضَرَ - رواه الترمذى وابو داؤد وابن ماجة والدارمى

২৪৬৯. হযরত ইয়ালা ইবনে উমাইয়া রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সবুজ কাপড় ‘এ্যতেবা’ হিসাবে গায়ে দিয়ে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করেছেন।—তিরমিয়ী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী।

٢٤٧٠. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنَ الْجَعِيرَةِ فَرَمَلُوا بِالْبَيْتِ ثُلَّا وَجَعَلُوا أَرْدِيَّتَهُمْ تَحْتَ أَبَاطِيهِمْ ثُمَّ قَذَفُوهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمُ الْيُسْرَىٰ ۔
رواہ ابو داؤد

২৪৭০. হযরত ইবনে আবাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ জিরানা হতে উমরা করেছেন। তিনি বায়তুল্লাহর তাওয়াফে তিনবার রমল করেছেন। এ সময় তাঁরা নিজেদের চাদরকে বগলের নিচ দিয়ে তাকে বাম কাঁধের উপর ফেলেছেন।—আবু দাউদ

ত্রুটীয় পরিচ্ছেদ

٢٤٧١. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَا تَرَكْنَا إِسْتِلَامَ هَذِينَ لِلرُّكْنَيْنِ السِّيَّمَانِيِّ وَالْحَجَرِ فِي شِدَّةِ
وَلَا رَخَاءِ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُمَا ۔ متفق عليه وفى روایة لهما قال
نَافِعٌ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ وَقَالَ مَا تَرَكْنَاهُ مُنْذُ رَأَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ ۔ متفق عليه

২৪৭১. হযরত ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রুক্নে ইয়ামানীর ও হাজারে আসওয়াদের এ কোণ দুটিকে ভীড়ে ও ভীড় ছাড়া কোনো অবস্থাতেই স্পর্শ করতে ছাড়িনি যখন খেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা স্পর্শ করতে দেখেছি।—বুখারী, মুসলিম।

এ দুটির আর এক বর্ণনায় হযরত নাফে' বলেন, আমি হযরত ওমরকে দেখেছি, হাজারে আসওয়াদের উপর নিজের হাত দিয়ে সম্পর্শ করে তারপর হাতের উপর চুম্ব খেতে। তিনি আরো বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা করতে দেখার পর আর কখনো তা ছেড়ে দেইনি।

٢٤٧٢. وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ شَكُونْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَشْتَكِيْ فَقَالَ طَوْفِيْ مِنْ
وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتَ رَاكِبَةُ قَطْفَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقْرَأُ
بِالْطُّورِ وَكِتْبِ مَسْطَوْزِ ۔ متفق عليه

২৪৭২. হযরত উম্মে সালামা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (হজ্জের সময়) অসুস্থ হয়ে পড়েছি বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অভিযোগ করলাম। তিনি বলেন, তাহলে তুমি 'সওয়ার হয়ে লোকদের পেছনে পেছনে তাওয়াফ করো। উম্মে সালামা বলেন, আমি তাওয়াফ করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়তুল্লাহর পাশে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন। নামাযে তিনি পড়েছিলেন “ওয়াত্তুর ওয়া কিতাবিম্ মাসতুর ।”—বুখারী, মুসলিম

٢٤٧٣. وَعَنْ عَابِسٍ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ رَأَيْتُ عَمَرَ يَقْبِلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ أَنِّي لَا عُلِمْتُ أَنِّكَ حَجَرٌ مَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْبِلُ مَاقْبُلَتُكَ . متفق عليه

২৪৭৩. হযরত আবেস ইবনে রাবীআ রাঃ বলেন, আমি হযরত ওমরকে হাজরে আসওয়াদ চুম্ব খেতে দেখেছি এবং তাকে একথা বলতে শুনেছি—আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে, তুমি একটি পাথর, যা কারো লাভ ক্ষতি করতে পারে না। আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তোমাকে চুম্ব খেতে না দেখতাম তবে আমি কখনো তোমাকে চুম্ব দিতাম না।—বুখারী, মুসলিম

২৪৭৪. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَكُلَّ بِهِ سَبْعُونَ مَلَكًا يَعْنِي الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ فَمَنْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَلِكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَّةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ رَبَّنَا أَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقُنَا عَذَابَ النَّارِ قَالُوا أَمِينٌ . رواه ابن ماجة

২৪৭৪. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কুকনে ইয়ামানীর সাথে সন্তুরজন ফেরেশতা নিয়েজিত রয়েছেন। যখন কোনো ব্যক্তি বলে, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে দুনিয়া ও আধিকারণের ক্ষমা ও কুশল কামনা করি। হে ব্রহ্ম! আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ দান করো, আধিকারণে কল্যাণ দান করো এবং জাহানামের আগন্তের আয়াব থেকে আমাদেরকে নাজাত দান করো। তখন সেসব ফেরেশতারা বলে গঠন, ‘আমীন’।—ইবনে মাজাহ

২৪৭৫. وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِسْتَحَانِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حُوْلَ وَلَا قُوَّةُ إِلَّا بِاللَّهِ مُحِيطٌ عَنْهُ عَشْرُ سِنَّاتٍ وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَمَنْ طَافَ فَتَكَلَّمَ وَهُوَ فِي تِلْكَ الْحَالِ خَاصٌ فِي الرَّحْمَةِ بِرِجْلِيهِ كَخَاطِصِ الْمَاءِ بِرِجْلِيهِ . رواه ابن ماجة

২৪৭৫. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে এ হাদীসটি বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ শরীক সাত বার তাওয়াক করবে এবং এ তাওয়াকে, “সুবহানাল্লাহি ওয়াল্লাহ হামদুল্লাহিও ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, ওয়াল্লাহ হাওলা ওয়াল্লাহ কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ” দোয়াটি পড়া ছাড়া আর কোনো কথা বলেনি, তার দশটি শুনাহ মাফ করে দেয়া হবে, তার (আমল নামায়) দশটি নেকী জিখা হবে। তাছাড়া তার দশটি মর্যাদাও বাঢ়িয়ে দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি তাওয়াক করা অবস্থায় কথাবার্তা বলেছে সে আল্লাহ তাআলার রহমতে তার পা দিয়ে ঢেউ উঠিয়েছে যেমন কোনো ব্যক্তি নিজের পা দিয়ে পানিতে ঢেউ উঠিয়ে থাকে।—ইবনে মাজাহ



٢- بَابُ الْوَقْفِ بِعِرْفَةٍ

٤. آرাফাতে অবস্থান

মঙ্গা হতে তায়েফের পথে মুয়দালিফার কাছাকাছি ২৫ কিলোমিটার অর্ধাং সাড়ে পনের মাইল ‘আরাফাত ময়দান’ অবস্থিত। এর উত্তর পাশে ‘জাবালে রহমত’, উত্তর পূর্ব দিকে ‘জাবালে আরাফাত’ এ দুটি পাহাড় রয়েছে।

কথিত আছে, জান্নাত হতে বের হবার পর হযরত আদম ও মা হাওয়া এ আরাফাতের ময়দানে পরম্পর পরিচিত ও মিলিত হয়েছিলেন। এ কারণে এ ময়দানের নাম হয়েছে আরাফাতের ময়দান।

‘আরাফা’ অর্থাৎ পরিচয়।

আরাফাতে অবস্থান করা হজ্জের একটি ফরয কাজ। ৯ খিলহজ্জের সূর্য উঠার পর থেকে সূর্য অন্ত যাওয়ার আগ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এক মুহূর্ত এখানে অবস্থান করলেও এ ফরয আদায় হয়ে যায়। নতুনা হজ্জ আদায় হবে না।

প্রথম পরিচ্ছেদ

٢٤٧٦. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ نَّثَرَفِيَ أَنَّهُ سَالَ أَنْسَ بْنَ مَالِكَ وَهُمَا غَادَيَا نَمِينَ إِلَى عَرَفَةَ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَانَ يَهْمِلُ مِنْ أَمْهَلٍ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ مِنْ أُمْهَلٍ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ . متفق عليه

২৪৭৬. হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর সাকাফী (তাবেয়ী) সম্পর্কে বর্ণিত। তিনি হযরত আনাস রাঃ-কে একবার মিনা হতে ভোরে আরাফাতের দিকে একত্রে যাবার সময় জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, আপনারা আরাফার দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে কি করতেন? তিনি বললেন, আমাদের যারা ‘লাবাইক খনী’ দিতো, তাদের তা হতে বারণ করা হতো না। যারা তাকবীর খনী দিতো তাদেরকেও তা দিতে নিষেধ করা হতো না।—বুখারী, মুসলিম

٢٤٧٧. وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَحَرْتُ هُنَا وَمَنِي كُلُّهَا مَنْحَرٌ فَانْجَرُوا فِي رِحَالِكُمْ وَوَقَفْتُ هُنَا وَعَرَفَةَ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَوَقَبَتُ هُنَا وَجَمَعْ كُلُّهَا مَوْقِفٌ . رواه مسلم

২৪৭৭. হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি এ স্থানে কুরবানী করেছি আর মিনার সব স্থান কুরবানীর স্থান। তাই তোমরা তোমাদের আবাসেই কুরবানী করো। আমি ওই স্থানে অবস্থান করেছি আর আরাফাত সবটাই অবস্থানের স্থান। আমি এ স্থানে অবস্থান করেছি। আর মুয়দালিফা সবটাই অবস্থানের স্থান।—মুসলিম

٢٤٧٨. وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُعْتَقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَهُ وَإِنَّهُ لِيَدْعُوا ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هُؤُلَاءِ - رواه مسلم

২৪৭৮. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এমন কোনো দিন নেই, যে দিন আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে আরাফাতের দিনের চেয়ে জাহানাম থেকে বেশি মুক্তি দিয়ে থাকেন। তিনি সে দিন বান্দাদের খুব কাছাকাছি হন, তাদেরকে নিয়ে ফেরেশতাদের কাছে গর্ব প্রকাশ করে বলেন, এরা কি চায় বলো? (আমি তাদেরকে তাই দেবো)।—মুসলিম

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٢٤٧٩. عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ خَالِهِ يُقَالُ لَهُ يَزِيدُ بْنُ شَبَّابَانَ قَالَ كُنْتُ فِي مَوْقِفٍ لَنَا بِعَرَفَةَ يَبْعَدُهُ عَمْرُو مِنْ مَوْقِفِ الْأَمَامِ جِدًّا فَاتَّانَا ابْنُ مَرِيعَ بِالْأَنْصَارِيٍ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكُمْ يَقُولُ لَكُمْ قَفُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ فَإِنَّكُمْ عَلَى أِرْثٍ مِنْ أَرْثِ أَبِيكُمْ أَبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ - رواه الترمذি وابو داؤد والنسائي وابن ماجة

২৪৭৯. হযরত আমর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সাফওয়ান (তাবেয়ী) তাঁর মামা হতে বর্ণনা করেন, যাকে ইয়ায়ীদ ইবনে শায়বান বলা হতো। ইয়ায়ীদ বলেন, আমরা আরাফাতে আমাদের পূর্বপুরুষদের নির্দিষ্ট স্থানে ছিলাম। আমর বলেন, এ স্থানটি ছিলো ইমামের (রাসূলুল্লাহ) স্থান হতে বহু দূরে (তাই তারা রাসূলের কাছে যেতে চাইলো)। ইয়ায়ীদ বলেন, এ সময় আমাদের কাছে আনসারী ইবনে মিরবা এসে বললেন, আমি তোমাদের কাছে রাসূল প্রেরিত প্রতিনিধি। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের অবস্থানে থাকার জন্যই বলেছেন। কারণ তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের সুন্নাতের উপর আছো (তিনি সমস্ত আরাফাতকেই অবস্থানের জায়গা বলে ঘোষণা করেছেন)।—তিরিয়ী, আবু দাউদ, নাসাই ও ইবনে মাজাহ।

٢٤٨٠. وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ وَكُلُّ مِنْحَرٍ وَكُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ وَكُلُّ فِجَاجٍ مَكْهُ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ - رواه ابو داؤد والدارمي

২৪৮০. হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, গোটা আরাফাত অবস্থানস্থল এবং গোটা মিনাই কুরবানীর জায়গা। গোটা মুয়দালিফাই অবস্থানস্থল আর মক্কার সব রাস্তাই রাস্তা ও কুরবানীর জায়গা।—আবু দাউদ, দারেমী

ব্যাখ্যা ৪ সব রাস্তাই রাস্তা । তাই যে কোনো রাস্তা দিয়েই মকায় প্রবেশ করলে চলবে । তবে সানিয়ায়ে কাদা দিয়ে প্রবেশ করা ভালো । এভাবে গোটা মকাই কুরবানী করার জায়গা । যদিও উমরার পও মারওয়ায় ও হজ্জের পও মিনায় যবেহ করাই উত্তম ।

وَعَنْ خَالِدِ بْنِ هُوَذَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ عَلَى بَعِيرٍ
قَائِمًا فِي الرِّكَابِينَ । رواه أبو داود

২৪৮১. হ্যরত খালেদ ইবনে হাওদা রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি আরাফার দিনে একটি উটের উপর চড়ে ভাষণ দিতে দেখেছি ।—আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ৪ এ উটনি ছিলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাস্তুরী নামক উটনী । দুপুরের পর তিনি আরাফাতের আরানা উপত্যকায় ভাষণ দিয়েছিলেন ।

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شَعِيبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءً
يَوْمَ عَرَفَةَ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِيٍّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ
الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ । رواه الترمذি وروى مالك عن طلحة
بْنِ عَبْيَدِ اللَّهِ إِلَى قَوْلِهِ لَا شَرِيكَ لَهُ ।

২৪৮২. হ্যরত আমর ইবনে ওআইব তাঁর পিতা ওআইব হতে, তিনি তাঁর দাদা (হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সকল দোয়ার শ্রেষ্ঠ দোয়া হলো আরাফাতের দিনের দোয়া । আর সকল কালেমা (যিকির) যা আমি করেছি ও আমার পূর্বে নবীগণ করেছেন তার শ্রেষ্ঠ কলেমা (যিকির) হলো, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাল্লাহ লা শারীকালাল্লাহ লাহল মূলকু, ওয়া লাহল হামদু, ওয়া হুওয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদীর” । অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো মারুদ নেই । তিনি অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরীক নেই । তাঁরই রাজত্ব । তার জন্যই সকল প্রশংসন । তিনি সকল শক্তির আধার ।—তিরিয়ী । ইমাম মালিক তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ হতে, এ হাদীসটি ‘লা শরীকা লাহ’ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন ।)

ব্যাখ্যা ৫ ‘আরাফার দিনের দোয়া’ চাই আরাফাতের ময়দানে চাওয়া হোক অথবা অন্য যে কোনো জায়গায় চাওয়া হোক । এ দিনের দোয়া সর্বোত্তম দোয়া ।

وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْيَدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَارِيَ الشَّيْطَنُ
يَوْمًا هُوَ فِيهِ أَصْغَرُ وَلَا أَدْحَرُ وَلَا أَخْفَرُ وَلَا أَغْبَيْظُ مِنْهُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ وَمَا ذَاكَ إِلَّا مَا
يُرِيَ مِنْ قَنْزُلِ الرَّحْمَةِ وَتَجَارِبُ اللَّهِ عَنِ التَّنْوُبِ الْعِظَامِ إِلَّا مَارِيَ يَوْمَ بَدْرٍ فَقِيلَ
مَارِيَ يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ فَإِنَّهُ قَدْ رَأَى جِبْرِيلَ يَزْعُ المَلِئَكَ । رواه مالك مرسلا وفِي شَرْحِ
السُّنْنَةِ بِلْفَظِ الْمَصَابِيحِ

২৪৮৩. হয়রত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে কারীয় রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শয়তানকে আরাফাতের দিন ছাড়া অন্য কোনো দিন এতো অপমানিত এতো ধিকৃত এতো বেশি হীন ও এতো বেশী রাগান্বিত দেখা যায় না। কারণ শয়তান (এদিন দেখতে থাকে বান্দাদের প্রতি আল্লাহর রহমত নাযিল হচ্ছে, তাদের বড়ো বড়ো শুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হচ্ছে। তবে যা দেখা গিয়েছিলো বদরের দিন (তা এর চেয়েও ভয়ংকর)। কেউ জিজ্ঞেস করলো, বদরের দিন কি দেখা গিয়েছিলো (হে আল্লাহর রাসূল!)। জবাবে তিনি বললেন, সেদিন শয়তান নিশ্চিতভাবে দেখেছিলো, হয়রত জিবরাইল আবীন ফেরেশতাদেরকে কাতারবন্দী করছেন।—মালেক মুরসাল হিসাবে। শরহে সুন্নাহ মাসাবিহের শব্দে।

২৪৮৪. وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ أَنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِي بِهِمُ الْمُلْكَةَ فَيَقُولُ انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي أَتُونِي شَغْفًا غُبْرًا ضَاجِبِينَ مِنْ كُلِّ فَجَعَ عَمِيقَ أَشْهَدُكُمْ أَنِّي غَفَرْتُ لَهُمْ فَيَقُولُ الْمُلْكَةُ يَا رَبِّ فَلَانَ كَانَ يُرْهَقُ فَلَانَ وَفَلَانَ وَفَلَانَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثُرُ عَيْقِنًا مِنْ النَّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةً۔ رواه في شرح السنة

২৪৮৪. হয়রত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আরাফাতের দিন আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার নিকটতম আসমানে নেমে আসেন। হাজীদেরকে নিয়ে ফেরেশতাদের কাছে গর্ব করেন এবং বলেন, তাকাও আমার বান্দাদের দিকে, তারা আমার কাছে আসছে আলুলায়িত চুলে, ধূলাবালি গায়ে, আহাজারী করতে করতে দূর দূরান্ত হতে। আমি তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি, আমি তাদেরকে মাফ করে দিলাম। তখন ফিরিশতারা বলেন, হে রব! অমুক বান্দাহকে তো বড়ো শুনাহগার বলা হয়। আর অমুক পুরুষ ও নারীকেও। তিনি বলেন, আল্লাহ তখন বলেন, আমি তাদেরকেও মাফ করে দিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আরাফাতের দিনের চেয়ে বেশি জাহানাম হতে শুক্রি দেবার মতো আর কোনো দিন নেই।—শরহে সুন্নাহ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

২৪৮৫. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ قُرْيَشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقْفُونَ بِالْمُزْدِلَفَةِ وَكَانُوا يُسْمَوْنَ الْحُسْنَ فَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقْفُونَ بِعَرَفَةَ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَاتَ يَقِيفَ بِهَا ثُمَّ يُفِيضُ مِنْهَا فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ۔ متفق عليه

২৪৮৫. হয়রত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরাইশ গোত্র ও তাদের অনুসারীরা (আরাফাতের দিন) মুয়দালিফায় অবস্থান গ্রহণ করতো। নিজেদেরকে তারা বাহাদুর ও

অভিজ্ঞত বলে অভিহিত করতো। আর বাকী আরব গোত্র অবস্থান গ্রহণ করতো আরাফার ময়দানে। ইসলাম বিজয়ের পর আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে নির্দেশ দিলেন, আরাফাতের ময়দানে গিয়ে সাধারণ মানুষদের সাথে অবস্থান নিতে। তারপর সেখান থেকে ফিরে আসতে। এ ব্যাপারটিকেই আল্লাহ তাআলা কুরআনে এভাবে বলেছেন “তুম্হা আফিজ্জু মিন হাইচু আফাজাল্লাসু” অর্থাৎ “অতগর তোমরা ফিরে আসো, যেখান থেকে মানুষ ফিরে আসে।”—বুধারী, মুসলিম

٢٤٨٦. وَعَنْ عَبَّاسِ بْنِ مُرْدَكَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا لِأَمْتَهِ عَشِيَّةً بِالْمَغْفِرَةِ فَأَجِبَّ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ مَا خَلَا الْمَظَالِمِ فَإِنِّي أَخْذُ لِلْمَظْلُومِ مِنْهُ قَالَ إِنِّي رَبِّ إِنِّي شَفِّتَ أَغْطِيَتَ الْمَظْلُومَ مِنَ الْجَنَّةِ وَغَفَرْتَ لِلظَّالِمِ فَلَمْ يُجَبْ عَشِيَّتِهِ فَلَمَّا أَصْبَحَ بِالْمُزَدَّكَةِ أَعَادَ الدُّعَاءَ فَأَجِبَّ إِلَيْيَ مَسَأَلَ قَالَ فَصَاحَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ تَبَسَّمَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعَمْرُ بَابِيْ أَنْتَ وَأَمِّيْ أَنْ هَذِهِ لِسَاعَةٌ مَا كُنْتَ تَضْحَكُ فِيهَا فَمَا الَّذِي أَضْحَكَ اللَّهُ سُنْكَ قَالَ أَنَّ عَدُوَّ اللَّهِ ابْلَيْسَ لَمَّا عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ اسْتَجَابَ دُعَائِيْ وَغَفَرَ لِأَمْتَهِ أَخْذَ التُّرَابَ فَجَعَلَ يَحْثُرَةً عَلَى رَأْسِهِ وَيَدْعُوْ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ فَاضْحَكَنِيْ مَا رَأَيْتُ مِنْ جَزْعِهِ . رواه ابن ماجة وروى البهقى في
كتاب البعث والنشور نحوه۔

২৪৮৬. হ্যরত আব্বাস ইবনে মিরদাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতের বিকালে নিজের উস্তাত (হাজী) দের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইলেন। জবাব দেয়া হলো, অন্যের প্রতি জুলুম করা ছাড়া সকল শুনাহ আমি ক্ষমা করে দিলাম। কিন্তু আমি ময়লুমের পক্ষ হয়ে যালেমকে পাকড়াও করবো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে রব! আপনি ইচ্ছা করলে ময়লুমকে জাল্লাত দিতে পারেন। আর যালেমকে পারেন ক্ষমা করতে। কিন্তু সেদিন বিকালে এর কোনো জবাব দেয়া হলো না। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়দালিফায় ভোরে উঠলেন। আবার তিনি সেই দোআ করলেন। তখন তিনি যা চেয়েছিলেন তা তাঁকে দেয়া হলো। হ্যরত আব্বাস বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে ফেললেন। অথবা তিনি বলেছেন, মুচকী হাসলেন। এ সময় হ্যরত আবু বকর, ওমর রাঃ বললেন, আমাদের মা বাপ আপনার জন্য কুরবান হোক হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এটা তো এমন এক সময়, যখন আপনি কোনো সময়ই হাসেন না। আজ হাসার কারণ কি? আল্লাহ সবসময় আপনাকে হাসিখুশী রাখুন। তিনি তখন বললেন, আল্লাহর দুশ্মন, ইবলিস যখন জানতে পারলো, আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করেছেন এবং আমার উস্তত (হাজীদেরকে) মাফ করে দিয়েছেন, তখন সে মাটি উঠিয়ে নিজের মাথায় মারতে লাগলো আর বলতে লাগলো হায় আমার কপাল। হায় আমার দুর্গাগ্য। ইবলিসের এ অস্ত্রিভাবেই আমার হাসির কারণ!—ইবনে মাজাহ বায়হাকী

۵۔ بَابُ الدِّفْعِ مِنْ عَرْفَةِ وَالْمُزْدَلْفَةِ

৫. আরাফাত ও মুয়দালিফা হতে ফিরে আসা

প্রথম পরিষেবা

۲۴۸۷. عَنْ هَشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ زَيْدٍ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسِيرُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِينَ دَفَعَ قَالَ كَانَ يَسِيرُ الْعَنْقَ فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ . متفق عليه

২৪৮৭. হ্যরত হিশাম ইবনে উরওয়া তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একবার উসামা ইবনে যায়েদকে জিজেস করা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জ আরাফাত হতে ফিরে আসার সময় কিভাবে চলছিলেন? জবাবে উরওয়া বললেন, তিনি স্বাভাবিক গতিতে চলছিলেন। যখনই তিনি পথ প্রশস্ত পেতেন দ্রুত চলতেন।

ব্যাখ্যা : 'দ্রুত চলতেন' অর্থাৎ সামনের নেক কাজ করার জন্য যাতে তাড়াতাড়ি পৌছা যায়।

۲۴۸۸. وَعَنِ ابْنِ عَبَاسٍ أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِيَوْمِ عَرْفَةِ فَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَأَهُ زَجْرًا شَدِيدًا وُضَرِّبَ لِلْأَبْلِ فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسُّكْيَنَةِ فَإِنَّ الْبَرَّ لِيُنْسَى بِالْأَيْضَاعِ . رواه البخاري

২৪৮৮. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি (বিদায় হজ্জ) আরাফার দিন আরাফাতের ময়দান হতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ফিরে এসেছেন। এসময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেছন হতে জোরে ঝোরে বাহন তাড়ানো ও উট মারার শব্দ শুনতে পেলেন। এ সময় তিনি নিজের হাতের চাবুক দিয়ে পেছনে তাদের দিকে ইংগিত দিয়ে বললেন, হে শোকেরা! তোমরা ধীরে সুষ্ঠে অশান্তির সাথে পথ চলো। উট তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়াই শুধু নেক কাজ নয়। -বুখারী

ব্যাখ্যা : উট তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়াই শুধু নেক কাজ নয়' অর্থাৎ হজ্জের যাবতীয় কার্যক্রম ঠিকমতো আদায় করাই প্রকৃত নেক কাজ।

۲۴۸۹. وَعَنْ أَنَّ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ كَانَ رَدْفَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ عَرْفَةِ إِلَى الْمُزْدَلْفَةِ ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنَ الْمُزْدَلْفَةِ إِلَى مِنَافِي فَكِلَاهُمَا قَالَ لَمْ يَزِلَ النَّبِيُّ ﷺ يُلْبِسِي حَتَّى رَمَى جَرَةً الْعَقَبَةِ . متفق عليه

২৪৮৯. হ্যরত ইবনে আবাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (বিদায় হজ্জের সময়) আরাফাতের ময়দান হতে ফিরে আসার সময় মুয়দালিফা পর্যন্ত উসামা ইবনে যায়েদ নবী

করীম সাল্লাহুজ্জাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেছনে সওয়ার ছিলেন। এরপর তিনি মুয়দালিফা হতে মিনায় আসা পর্যন্ত (আমার বড় ভাই) ফযল ইবনে আবুসাকেও সওয়ারীর পেছনে ওঠালেন। তাঁরা উভয়ে বলেছেন, নবী করীম সাল্লাহুজ্জাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামরাতুল আকাবায় কংকর মারা পর্যন্ত তালবিয়া বলেছেন।—বুখারী, মুসলিম

٢٤٩٠. وَعِنْ أَبْنَى عُمَرَ قَالَ جَمِيعَ النَّبِيِّ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمِيعِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ وَلَمْ يُسْبِحْ بَيْنَهُمَا وَلَا عَلَى إِثْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا . رواه البخاري

২৪৯০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাহুজ্জাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিব ও এশার নামায মুয়দালিফায় একত্রে পড়েছেন। প্রত্যেকটি নামাযের জন্য তিনি তিনি ইকামত দিয়েছেন। এ দুই নামাযের মাঝে কোনো নফল নামায পড়েননি। এদের পরেও পড়েননি।—বুখারী

٢٤٩١. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ مَارَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمِيقَاتِهَا إِلَّا صَلَوَتِينِ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمِيعِ وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا . متفق عليه

২৪৯১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাহুজ্জাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনো মুয়দালিফায় মাগরিব ও এশার নামায একত্রে পড়া ছাড়া আর কোনো নামায একত্রে পড়তে দেখিনি। আর ওইদিন ফজরের নামাযও তিনি সময়ের আগে আদায় করেছিলেন।—বুখারী, মুসলিম

٢٤٩٢. وَعَنْ أَبْنَى عَبَّاسٍ قَالَ أَنَا مِنْ قَدْمِ النَّبِيِّ الْمَكْرِمِ لِيَلْمَدَ الْمُزْدَلِفَةَ فِي ضَعْفَةِ أَهْلِهِ . متفق عليه

২৪৯২. হযরত ইবনে আবুস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাহুজ্জাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়দালিফার রাতে নিজের পরিবারের যেসব দুর্বল লোকদেরকে (শিশু ও নারী) সময়ের আগেই মিনার দিকে পাঠিয়েছিলেন আমি ও তাদের মধ্যে ছিলাম।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : আরাফাত হতে ফিরে এসে মুয়দালিফায় সূর্য উঠার আগ পর্যন্ত অবস্থান করার নিয়ম। কিন্তু অসুস্থতা, দুর্বলতা, নারী শিশু হলে আগেও মিনার রওয়ানা হওয়া যায়।

٢٤٩٣. وَعَنْهُ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ الْمَكْرِمِ أَنَّهُ قَالَ فِي عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وَغَدَاءِ جَمِيعِ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَهُوَ كَافُ نَاقَةٌ هَنْتِ دَخَلَ مُحِسِّراً وَهُوَ مِنْ مِنْيٍ قَالَ عَلَيْكُمْ بِخَصِّ الْخَذْفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةِ وَقَالَ لَمْ يَرْلَ رَسُولُ اللَّهِ الْمَكْرِمُ يُلْبِيَ حَتَّى رَمَيَ الْجَمْرَةَ . رواه مسلم

২৪৯৩. হ্যৱেন আৰোস রাঃ তাঁৰ (ছেট) ভাই ফযল ইবনে আৰোস হতে বৰ্ণনা কৱেন। আৱ ফযল ছিলেন নবী কৱীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এৰ উটেৱে পেছনেৱে আৱোহী। নবী কৱীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আৱাফাতেৱে সন্ধ্যায় ও মুয়দালিফায় ভোৱে লোকদেৱেকে তাদেৱে রওয়ানা কৱাৱ সময় বলেছেন, তোমৰা অবশ্যই ধীৱে সুস্থে প্ৰশান্তিৱ সাথে চলবে। তিনি নিজেও নিজেৱে উটনীকে মুহাস্সিৱ না পৌছা পৰ্যন্ত সংযত বেখেছিলেন আৱ মুহাস্সিৱ হলো যিনার অভূক্ত। এখানে তিনি বললেন, ‘তোমৰা জামৱাতে আঙুল দিয়ে মাৱাৱ মতো ছেট পাথৰ (হাতে) লও। ফযল বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামৱায় পাথৰ মাৱা পৰ্যন্ত সবসময় তালিবিয়া পড়ছিলেন।—মুসলিম

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ أَفَاضَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ جَمِيعٍ وَعَلَيْهِ السُّكِينَةُ وَأَمْرَهُمْ بِالسُّكِينَةِ
وَأَوْضَعَ فِيْ وَادِيِّ مُحَسِّرٍ وَأَمْرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَىِ الْخَذْفِ وَقَالَ لِعَلِيٍّ لَا أَرْكِمْ
بَعْدَ عَامِيْ هَذَا لَمْ أَجِدْ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الصَّحِيفَتِيْنِ إِلَّا فِي جَامِعِ التِّرْمِذِيِّ مَعَ
تَقْدِيمِ وَتَأْخِيرِ۔

২৪৯৪. হ্যৱেন জাবেৱ রাঃ হতে বৰ্ণিত। তিনি বললেন, নবী কৱীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়দালিফা হতে ধীৱিষ্ট্ৰিভাবে রওয়ানা হলেন, লোকজনকেও ধীৱিষ্ট্ৰিভাবে রওয়ানা হওয়াৱ জন্য নিৰ্দেশ দিলেন। তবে মুহাস্সিৱ উপত্যকায় পৌছাব পৰ উটকে কিছু তাড়া কৱলেন এবং তাদেৱেকে জামৱায় আঙুল দিয়ে নিষ্কেপ কৱাৱ মতো পাথৰ মাৱতে নিৰ্দেশ দিলেন। এ সময় তিনি বললেন, সন্ধিবত এ বছৱেৱ পৰ আমি আৱ তোমাদেৱেকে দেখতে পাৰো না।

সংকলক খতীব তাৰেবী বলেন, এ হাদীসটি আমি বুখাৰী ও মুসলিমে পাইনি। তবে তিৱমিয়া কিছু আগ পাছ কৱে এ হাদীস বৰ্ণনা কৱেছেন।

ব্যাখ্যা ৪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহৰ হকুমে জানতে পেৱেছিলেন, এ হজ্জ তাঁৰ জীবনেৱ শেষ হজ্জ। তাই সকলেৱ কাছ থেকে তিনি বিদায় নিষ্কেপেন। আৱ এজন্যই এ হজ্জেৱ নাম, ‘বিদায় হজ্জ’।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

২৪৯৫. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَبِيسِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ حَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَنْ أَهْلَ
الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَدْفَعُونَ مِنْ عَرَفَةَ حِينَ تَكُونُ الشَّمْسُ كَانَهَا عَمَائِمُ الرِّجَالِ فِي
وُجُوهِهِمْ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ وَمِنَ الْمُزْدَلِفَةِ بَعْدَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ حِينَ تَكُونُ كَانَهَا عَمَائِمُ
الرِّجَالِ فِي وُجُوهِهِمْ وَإِنَّا لَأَنْدَعْنَا مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَنَدْفَعُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ
قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ هَذِهِنَا مُخَالِفٌ لِهَدِيِّ عَبْدَةِ الْأَوَّلَانِ وَالشِّرْكِ । رواه البیهقی
وَقَالَ حَطَبَنَا وَسَاقَهُ نَحْوَهُ ।

২৪৯৫. মুহাম্মদ ইবনে কায়েস ইবনে মাখরামা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ভাষণ দান করে বললেন, জাহিলী যুগের মানুষেরা সূর্য অঙ্গের আগে মানুষের চেহারায় মানুষের পাগড়ীর মতো যখন দেখা যেত তখন আরাফাতের ময়দান হতে রওয়ানা হতো। আর সূর্য উদয়ের পর মানুষের চেহারায় ওইভাবে মানুষের পাগড়ীর মতো যখন দেখাতো তখন মুয়দালিফা হতে রওয়ানা হতো। আর আমরা সূর্য ডুবে না যাওয়া পর্যন্ত আরাফাতের ময়দান হতে রওয়ানা হবো না এবং সূর্য উঠার আগে মুয়দালিফা হতে রওয়ানা হবো না। আমাদের নিয়ম-নীতি মৃত্তিপূজক ও শিরক পছন্দের নিয়ম-নীতির বিপরীত।—বায়হাকী শোআবুল ঈমান

ব্যাখ্যা : সূর্য ওঠার পর ও অন্ত যাবার কিছু আগে সূর্যের কিরণ সোজাসোজী মানুষের চেহারায় এসে পড়ে। এ সময় মানুষ কোনো গিরিপথ অথবা উপত্যকায় থাকলে সূর্যের কিরণে তাদের চেহারাকে পাগড়ীর মতো দেখায়।

٢٤٩٦ . وَعِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدْمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَلَّةَ الْمَزْدِكَفَةِ أَغْيَلْمَةً بَنِيْ عَبْدِ
الْمُطَلِّبِ عَلَى حُمُرَاتٍ فَجَعَلَ بَلْطُخُ أَفْخَادَتَا وَيَقُولُ أَبْيَنِيْ لَا تَرْمُوا الْجَمَرَةَ حَتَّىْ تَطْلُعَ
الشَّمْسُ - رواه أبو داؤد والنسائي وابن ماجة

২৪৯৬. হ্যরত ইবনে আকবাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুয়দালিফার রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে আবদুল মুত্তালিব বংশীয় বালকদেরকে গাধার উপর চড়িয়ে দিয়ে তাঁর আগেই মিনার দিকে পাঠিয়ে দিলেন। আমাদের উরু ছাপড়িয়ে দিয়ে বললেন, আমার প্রিয় সভানগণ! তোমরা সূর্য ওঠার আগে জামরায় পাথর নিষ্কেপ করো না।—আবু দাউদ, নাসাই, ইবনে মাজাহ।

ব্যাখ্যা : এতে বুঝা গেলো রাত থাকতে পাথর নিষ্কেপ ঠিক নয়।

٢٤٩٧ . وَعِنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ بِأَمْ سَلَمَةَ لِيَلَّةَ النُّحْرِ فَرَمَتِ الْجَمَرَةَ قَبْلَ
الْفَجْرِ ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْيَوْمُ الَّذِي يَكُونُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
عِنْدَهَا - رواه أبو داؤد

২৪৯৭. হ্যরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরবানীর আগের রাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে সালমাকে (মিনায়) পাঠিয়ে দিলেন। তিনি ভোর হ্বার আগেই পাথর মারলেন। এরপর মক্কায় পৌছে 'তাওয়াকে ইফাদা' করে আসলেন। আর সেই দিনটি ছিলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তাঁর ঘরে থাকার দিন।—আবু দাউদ

ব্যাখ্যা : এ হাদীস অনুযায়ী ইমাম শাফেয়ী রঃ রাতে পাথর মারা জায়েয় মনে করেন। অন্যদিকে ইমাম আয়ম রঃ রাতে কংকর মারাকে হ্যরত উম্মে সালমার জন্য বিশেষ কারণে বিশেষ ব্যবস্থা বলে মনে করেন।

۲۴۹۸. وَعِنْ أَبْنَ عَبَّاسٍ قَالَ يُلَيْيِ الْمُقِيمَ أَوِ الْمُعْتَمِرَ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ - رواه أبو داؤد وقال وروي موقوفا على ابن عباس

۲۴۹۸. হ্যরত ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মকাবাসী অথবা মকার বাইর থেকে আগমনকারী উমরাকারী তাওয়াফ করার সময় যে পর্যন্ত হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ না করবে লাকাইকা বলতে ধাকবে।—আবু দাউদ। তিনি বলেন, এ হাদীসটি মণ্ডুকুফ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

۲۴۹۹. عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَاصِمٍ بْنِ عَرْوَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الشَّرِيدَ يَقُولُ أَفْضَلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فَمَا مَسَّ قَدَمَاهُ الْأَرْضُ حَتَّى أَتَى جَمْعًا - رواه أبو داؤد

۲۴۹۹. হ্যরত ইয়াকুব ইবনে আসেম ইবনে উরওয়া (তাবেয়ী) হতে বর্ণিত। তিনি হ্যরত শারীদ ইবনে ছুওয়াইদ-কে বলতে শুনেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সান্দুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আরাফাত হতে রওয়ামা হয়েছি। মুখদালিফায় না পৌছা পর্যন্ত তাঁর পা কোথাও মাটি স্পর্শ করেনি।—আবু দাউদ

ব্যাখ্যা : ‘পা কোথাও মাটি স্পর্শ না করার’ অর্থ হলো আরাফাত থেকে মুখদালিফা পর্যন্ত মাঝ পথে তিনি কোথাও নামেননি অথবা অবস্থান নেননি।

۲۵۰۰. وَعِنْ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ الْحَجَاجَ بْنَ يُوسُفَ عَامَ نَزَلَ بِأَبْنِ الزُّبِيرِ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ كَيْفَ نَصْنَعُ فِي الْمَوْقِفِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ سَالِمُ أَنَّ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنْنَةَ فَهَاجِرْ بِالصُّلُوِّ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ صَدَقَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَجْمِعُونَ بَيْنَ الظَّهِيرَةِ وَالغَصْرِ فِي السُّنْنَةِ فَقُلْتُ لِسَالِمَ إِنَّمَا قَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ سَالِمٌ وَهَلْ يَتَبَعَّونَ ذَلِكَ إِلَّا سُنْنَةً - رواه البخاري

۲۵۰۰. হ্যরত ইবনে শিহাব (তাবেয়ী) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে (হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের পুত্র) সালেম রঃ বলেছেন, যে বছর হাজাজ ইবনে ইউসুফ হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে শুবায়েরের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী নিয়ে মকাব পৌছেন, (আমার পিতা) হ্যরত আবদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন, আরাফাত দিনে আরাফাতের ময়দানে আমরা কিভাবে হজ্জের কাজসম্পাদন করবো? সালেম বলেন, (আমি আমার পিতার জবাবের অপেক্ষা না করে) বললাম, আপনি যদি সুন্নাত তরীকা অনুযায়ী কাজ করতে ছান, তাহলে আরাফাত দিন সকালে নামায পড়বেন (যোহর ও আসর এক সাথে যোহরের প্রথম সময়ে)। তখন আমার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বললেন, সালেম ঠিক বলেছে। সাহাবীগণ যোহর ও আসরের নামায পড়তেন সুন্নাত অনুযায়ী। ইবনে শিহাব বলেন, আমি সালেমকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি এটা করেছেন (অর্থাৎ যোহর ও আসর এক সাথে

পড়েছেন) ? সালেম বললেন, তাঁরা কি রাস্পের সুন্নাত অনুসরণ করা ছাড়া অন্য কিছু অনুসরণ করতেন ? -বুধারী

ব্যাখ্যা : হ্যরত হোসাইনের শাহুদাতের পর হ্যরত আয়েশার বোন হ্যরত আসমার পুত্র হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাঃ ৬৪ হিজরী সনে খিলাফতের দাবী করেন। ৭৩ হিজরী সনে আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান তাঁর বিরুদ্ধে অভিযান চালাবার জন্য কুখ্যাত বৈরাচারী গর্ডনের হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফকে নিয়োজিত করেন। তাদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের শাহুদাত লাভ করেন। এরপর আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান হাজ্জাজকে আমীরুল হজ্জ নিযুক্ত করে মঙ্গা পাঠান। এ সময়ই হাজ্জাজ হ্যরত ইবনে ওমরকে আরাফাতের মাসআলা জিঞ্জেস করে। এ ঘটনার প্রতিই হাদীসের ইংগিত।



٧- بَابِ رَصْبَ الْجَمَار

৬. পাথর মারা

হয়রত আদম আলাইহিস সালাম মিনায এসে উপস্থিত হলে শয়তান তাঁর নিকট আসে । হয়রত আদম আঃ তাকে পাথর মারলে সে দ্রুত পালিয়ে যায় । ঠিক একইভাবে হয়রত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন তাঁর পুত্র হয়রত ইসমাইলকে একই জায়গায় কুরবানী করতে পূর্ণ তৈরি হন ; তখনও শয়তান হয়রত ইবরাহীমকে ধোকায় ফেলতে চেষ্টা করে । হয়রত ইবরাহীম আলাইহি ওয়াসল্লাম ও শয়তানকে পাথর মেরে তাড়িয়ে দেন ।

যেসব স্থানে পাথর মারা হয়, সেসব স্থানকে চিহ্নিত করার জন্য পরবর্তী সময় সেখানে পাথরের স্তুতি তৈরি করা হয় । এ স্তুতিকে ‘জামরা’ বলা হয় । এ জামরাকে লক্ষ্য করেই প্রতি বছর হাজী সাহেবগণ প্রতিকী শয়তানকে পাথর মেরে থাকেন । এ জামরা তিনটি । মক্কার দিক থেকে প্রথম জামরা মসজিদে খায়েফের নিকট । একে জামরায়ে উলা বলে । তারপর জামরায়ে উসতা । এরপর জামরাতুল আকাবা বা জামরাতুল কুবরা—বড় জামরা । আরাফাত হতে ফিরে আসার পর প্রথমে এ জামরাতুল কুবরাতে পাথর মারতে হয় ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

٢٥٠١. عَنْ جَابِرِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَرْمِيُ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحرِ وَيَقُولُ لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكُكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَى لَا حُجَّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ ۔ روah مسلم

২৫০১. হয়রত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামকে কুরবানীর দিন সওয়ারীর উপর থেকে পাথর মারতে দেখেছি । তখন তিনি বলছিলেন, তোমরা আমার কাছে তোমাদের হজ্জের আহকাম শিখে নাও । এই হজ্জের পর আর আমি হজ্জ করতে পারব কিনা আমি তা জানি না ।—মুসলিম

ব্যাখ্যা : হেটে গিয়ে পাথর মারাই উত্তম । এখনকার যুগে তো কোনো সওয়ারীর উপর আরোহণ করে পাথর মারা অসম্ভব ব্যাপার । সওয়ারীর উপর আরোহণ করে পাথর মারাও যায় তা শিখাবার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বাহনে উঠে পাথর মেরেছিলেন ।

২৫০২. وَعَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَمَيَ الْجَمَرَةِ بِمِثْلِ حَصَى الْحَذْفِ ۔ روah مسلم

২৫০২. হয়রত জাবের রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামকে জামরায় খ্যফের পাথরের মতো পাথর মারতে দেখেছি ।—মুসলিম

ব্যাখ্যা : খ্যফের পাথর অর্থাৎ খেজুরের দানার ন্যায় ছোট ছোট পাথর । পাথর এর চেয়ে ছোট অথবা বড় হওয়া ঠিক নয় ।

٢٥٠٣ . وَعَنْهُ قَالَ رَمَيْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْجَمْرَةِ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحَىٰ وَأَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ . متفق عليه

২৫০৩. হ্যরত জাবের রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিন সকাল বেলায় ও এর পরের দিনগুলোতে সূর্য ঢলে পড়ার পর জামরায় পাথর মেরেছেন।—বুখারী, মুসলিম

٢٥٠٤ . وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ أَنْتَهَى إِلَى الْجَمْرَةِ الْكَبْرَى فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنْيَهُ وَرَمَيْ بِسَبْعِ حَصَابَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَابَةٍ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَمَيْ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ . متفق عليه

২৫০৪. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি জামরাতুল কুবরার নিকট পৌছে বায়তুল্লাহকে বামে আর মিনাকে ডানে রেখে এর উপর সাতটি পাথর মারলেন, এতে প্রত্যেকবার আল্লাহ আকবার বলেছেন। তারপর তিনি বলেন, যাঁর উপর সূরা বাকারা নাখিল হয়েছে, তিনিও এভাবে কৎকর মেরেছেন।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : 'যাঁর উপর সূরা বাকারা নাখিল হয়েছে' বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। এটা আরবী ভাষা বর্ণনার একটা সুন্দর রীতি। যেহেতু সূরা বাকারায়ই হজের নিয়ম-নীতি বেশি বর্ণিত হয়েছে। তাই হাদীসে এ সূরার নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

٢٥٠٥ . وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْجَمْرَةِ تَوْ رَمَيْ الْجِمَارَ تَوْ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَوْ وَالطَّوَافُ تَوْ وَإِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلَا يُسْتَجِمْ بِتَوْ .
رواه مسلم

২৫০৫. হ্যরত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঈসতেঞ্জার ঢেলা নিতে হয় বেজোড়, জামরায় পাথর মারা বেজোড়, সাফা মারওয়ায় সায়ী বেজোড়। তাওয়াফও করতে হয় বেজোড়। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন সুগন্ধী ধোয়া লাগায় সেও যেনো বেজোড় লাগায়।—মুসলিম

ব্যাখ্যা : সব কাজই বেজোড় করা উত্তম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٢٥٠٦ . عَنْ قَدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ بِرْمِيِ الْجَمْرَةِ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى نَاقَةٍ صَهْبَاءَ لَيْسَ ضَرْبٌ وَلَا طَرْدٌ وَلَيْسَ قِبْلُ إِلَيْكَ إِلَيْكَ . رواه الشافعى
والترمذى والنسائى وابن ماجة والدارمى

২৫০৬. হ্যরত কুদামা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আম্বার রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঈদের দিন একটি লাল-সাদা মিশ্রিত উটনীর উপর হতে জামরায় পাথর মারতে দেখেছি। সেখানে কাউকে আঘাত করা নেই। হংকার নেই, সর সর শব্দও নেই।—শাফেয়ী, তিরমিয়ী, নাসাই, ইবনে মাজাহ ও দারেমী।

وَعَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ إِنَّمَا جَعَلَ رَمْنَى الْجِمَارِ وَالسُّعْنَى بَيْنَ الصَّفَّا وَالْمَرْوَةِ لِاقْامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ . رواه الترمذى والدارمى و قال الترمذى هذا حديث حسن صحيح

২৫০৭. হ্যরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, পাথর মারা ও সাফা মারওয়ার মধ্যে সায়ী করা, আল্লাহর যিকির কায়েম করার জন্যই প্রবর্তিত হয়েছে।—তিরমিয়ী ও দারেমী। ইমাম তিরমিয়ী বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

وَعَنْهَا قَالَتْ قُلْنَا يَارَسُولُ اللَّهِ إِلَّا تَبْنِي لَكَ بِنَاءً يُظْلِكَ بِمِنْيٍ قَالَ لَا مِنْيٍ مُنَاحٌ مِنْ سَبَقَ . رواه الترمذى وابن ماجة والدارمى

২৫০৮. হ্যরত আয়েশা রাঃ হতেই এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সাহাবীগণ আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আপনার জন্য মিনায় একটি বাড়ী তৈরি করে দেবো? যা আপনাকে সবসময় ছায়া দান করবে। জবাবে তিনি বললেন, না। মিনায় সে-ই তাৰু খাটোবে যে প্রথমে আগমন করবে।—তিরমিয়ী ইবনে মাজাহ ও দারেমী।

ব্যাখ্যা ৪ এতে বুৰা গেল, ইবাদাতের স্থানে কারো জন্য কোনো বিশেষ সুবিধা সুযোগ রাখা ঠিক নয়। যে আগে আসবে, আগে স্থান করে নেবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

২৫০৯. عَنْ نَافِعٍ قَالَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقِنُّ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَقُرْقَأَ طَوِيلًا يُكَبِّرُ اللَّهَ وَيُسَبِّحُهُ وَيَحْمِدُهُ وَيَدْعُوا اللَّهَ وَلَا يَقِنُّ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقْبَةِ . رواه مالك

২৫১০. তাবেয়ী হ্যরত নাফে' হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ প্রথম দুই জামরায় দীর্ঘ সময় অবস্থান করতেন এবং আল্লাহ আকবার, সুবহানাল্লাহি ও আল হামদুল্লাহ বলতেন এবং দোয়া করতেন। কিন্তু তিনি জামরাতুল আকাবার কাছে অবস্থান করতেন না।—মালিক

٧- بَابُ الْهَدْبَنِ

৭. কুরবানীর পশুর বর্ণনা

যে সকল পশু একার হেরেমে কুরবানীর জন্য পাঠানো হয় তাকেই 'হাদইউন' (هدي) বলা হয়। ইসলাম পূর্ব যুগেও মুশরিক আরবরা হজ্জ ও উমরা পালন করতো ও হেরেমে কুরবানী করতো। যারা যেতে পারতো না, তারা কুরবানীর জন্য পশু পাঠাতো।

এসব কুরবানীর পশু পথিমধ্যে যাতে লুণ্ঠিত না হয় অথবা কেউ এর উপর আরোহণ না করে; ধনীরা এর গোশত না খায়, হারিয়ে গেলে পাওয়া যায় এজন্য এ ধরনের পশুতে দুই ধরনের চিহ্ন থাকতো—(১) পশুর কুঁজের এক পাশে চিরে দেয়া হতো (২) গলায় জুতার মালা পরিয়ে দেয়া হতো। পূর্ব প্রচলিত এ নিয়মকে ইসলাম বহাল রাখে এ একই কারণে।

এ সম্পর্কেই কুরআনে বলা হয়েছে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَانِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْبَنَ .

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর নির্দর্শনসমূহের কুরবানীর জন্য পাঠানো পশুর, আর গলায় মালা বুলানো পশুর প্রতি অবমাননা প্রদর্শন করো না।"-সূরা আল মায়েদা ৪:২

৬ষ্ঠ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খানায়ে কাঁবায় উমরার জন্য রাওয়ানা হয়ে যাবার সময় হৃদায়বিয়ার প্রান্তে পৌছেছিলেন। সে সময়ও তার সাথে ৬০টি কুরবানীর পশু ছিলো। পরের বছর শর্ত অনুযায়ী উমরা আদায় করতে যাওয়ার সময় তাঁর সাথে ছিলো ৭০টি কুরবানীর উট। ৯ম হিজরী সনে হযরত আবু বকরকে আমীরুল হজ্জ করে পাঠাবার সময়ও তাঁর সাথে কুরবানীর পশু পাঠিয়েছিলেন। সর্বশেষ ১০ম হিজরী সনে বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে করে নেয়া ১০০টি পশু কুরবানী করেছিলেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

٢٥١. عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الظَّهَرَ بِذِي الْحُلِيقَةِ ثُمَّ دَعَا بِنَافِعٍ فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الْأَيْمَنِ وَسَلَّتِ الدَّمَ عَنْهَا وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهْلَ بِالْحَجَّ . رواه مسلم

২৫১০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুলহুল্লায়ফায় যোহরের নামায পড়লেন, এরপর তিনি তার কুরবানীর পশু ('হাদইউন') আনালেন। এর কুঁজের ডান দিকে চিরে দিলেন। তারপর এর রক্ত মুছে ফেলে গলায় দুই জুতার একটি মালা পরিয়ে দিলেন। এরপর তিনি তার বাহনে আরোহণ করলেন। (সামনে গিয়ে) বায়দাতে বাহন সোজা হয়ে দাঁড়ালে তিনি হজ্জের তালিবিয়া বললেন।—মুসলিম

٢٥١١. وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَهْدَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً إِلَى الْبَيْتِ غَنِمًا فَقَلَدَهَا . متفق عليه

২৫১১. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার বায়তুল্লাহর কুরবানীর পশ্চ হিসাবে (হাদিউন) একপাল ছাগল-ডেড়া পাঠালেন এবং পালের গলায় জুতার মালা পরিয়ে দিয়েছিলেন।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : ছাগল ডেড়ার কুঁজ চিরা যায় না। এটা নিয়মও ছিলো না।

٢٥١٢. وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَائِشَةَ بَقْرَةً يَوْمَ النَّحْرِ . مسلم

২৫১২. হযরত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর দিন (মিনায়) হযরত আয়েশার পক্ষ হতে একটি গরু কুরবানী করেছিলেন।—মুসলিম

٢٥١٣. وَعَنْهُ قَالَ نَحْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَانِهِ بَقْرَةً فِي حَجَّتِهِ . رواه مسلم

২৫১৩. হযরত জাবের রাঃ হতে এ হাদিসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হজ্জে তার স্তৰদের পক্ষ হতে একটি গরু কুরবানী করেছিলেন।
—মুসলিম

٢٥١٤. وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَتَلَتْ قَلَادِيدُ بَدْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِيْ ثُمَّ قَلَدَهَا وَأَشْعَرَهَا وَأَهْدَاهَا فَمَا حَرَّ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ أَحِلًّا لَهُ . متفق عليه

২৫১৪. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুরবানীর পশ্চ মালা আমি আমার নিজ হাতে তৈরি করেছি। এরপর তিনি তা পশ্চদের গলায় পরিয়েছেন এবং এগুলোর কুঁজ চিরে দিয়েছেন। অতপর এগুলোকে 'হাদিউন' অর্থাৎ কুরবানীর পশ্চ হিসেবে পাঠিয়েছেন। এতে তার পক্ষে কোনো জিনিস হারাম হয়নি যা তার জন্য আগে হালাল ছিল।—বুখারী, মুসলিম

٢٥١٥. وَعَنْهَا قَالَتْ فَتَلَتْ قَلَادِيدَهَا مِنْ عِهْنِ كَانَ عِنْدِيْ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي . متفق عليه

২৫১৫. হযরত আয়েশা রাঃ বলেন, আমার কাছে যে পশম ছিল তা দিয়ে আমি (রসূলুল্লাহ) কুরবানীর পশ্চ (হাদিজ) মালা তৈরি করেছি। অতপর হজুর তাকে আমার পিতার সাথে মকায় পাঠিয়েছেন।—বুখারী, মুসলিম

٢٥١٦. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكُبْهَا فَقَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ لِرَكْبِهَا فَقَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكُبْهَا وَيُلْكَ فِي الثَّانِيَةِ أَوِ الْثَالِثَةِ . متفق عليه

২৫১৬. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে একটি কুরবানীর উট চালিয়ে নিয়ে যেতে দেখলেন। তিনি যখন বললেন, এর উপর চড়ে যাও। ওই ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এটা যে কুরবানীর উট (হাদই)। তিনি বললেন, চড়ো! সে পুনরায় বললো, এটা যে কুরবানীর উট। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় কি তৃতীয়বারে বললেন, আরে হতভাগ্য এর উপর চড়ো।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ৪ কুরবানীর উটের উপর আরোহণ করা নিষেধ। তবে খুব ঠেকে গেলে তিনি কথা। এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কারণেই বোধ হয় তাকে উটের উপর চড়তে বলেছেন।

٢٥١٧. وَعَنْ أَبِي الزَّيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ سُنْنَةً عَنْ رُكْوبِ الْهَدْيِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ارْكُبُهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أَلْجِنْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهِيرًا .
رواه مسلم

২৫১৭. হযরত আবু যুবায়র (তাবেরী) রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাহাবী হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহকে কুরবানীর উটের উপর সওয়ার হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে শনেছি। জবাবে তিনি বলেছেন, আমি নবী কর্ম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শনেছি এর উপর আরোহণ করতে পারো কষ্ট না দিয়ে সুন্দরভাবে, যদি তুমি অন্য সওয়ারী না পেয়ে এর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ো।—মুসলিম

٢٥١٨. وَعَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَةً عَشَرَ بَدْنَةً مَعَ رَجُلٍ وَأَمْرَةً فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا أُبْدَعَ عَلَىٰ مِنْهَا قَالَ انْحِرْهَا ثُمَّ اصْبِغْ نَعْلِيْهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ اجْعَلْهَا عَلَىٰ صَفْحَتِهَا وَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ .
رواه مسلم

২৫১৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এক ব্যক্তির সাথে কুরবানী করার জন্য মকাব ১৬টি উটনী পাঠালেন এবং তাকে কুরবানী করার জন্য ছক্কুম দিয়ে দিলেন। সে লোকটি নিবেদন করলো, হে আল্লাহর রাসূল! এ উটগুলোর কোনটি যদি পথে অচল হয়ে পড়ে তখন আমি কি করবো? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কুরবানী করে দেবে। এরপর এর মালার জুতা দুটি এর রক্তে রঙিত করে পাশে রেখে দেবে। তবে তুমি ও তোমার সাথীদের কেউ এর গোশত খাবে না।—মুসলিম

٢٥١٩. وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ نَحْرَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةِ وَالْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةِ .
رواه مسلم

২৫২০. হযরত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদাইবিয়ার সক্ষির বছর আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাতজনের পক্ষ থেকে একটি উট ও এভাবে সাতজনের পক্ষ হতে একটি গরু কুরবানী করেছি।—মুসলিম

২৫২১. وَعَنْ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَتَى عَلَىٰ رَجُلٍ قَدْ أَتَاهُ بَدَنَتَةً يَنْحِرُهَا قَالَ ابْعَثْهَا قِيَاماً مُقْبَدَةً سَنَةً مُحَمَّدٍ .
متفق عليه

২৫২০. হযরত ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি একবার এক ব্যক্তির নিকট আসলেন। দেখলেন ওই ব্যক্তি উটকে বসিয়ে ‘নহর’ করছে। এ দৃশ্য দেখে তিনি তাকে বললেন উটকে দাঁড় করিয়ে পা বেঁধে ‘নহর’ করো। এটাই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : বাম পা বেঁধে দাঁড়ানো অবস্থায় উটের বুকে ছুরি মারাকে ‘নহর’ বলে। উট কুরবানীর এটা নিয়ম। গরু ছাগল বাম পাশে শুইয়ে গলায় ছুরি চালানো সুন্নত।

২৫২১. وَعَنْ عَلَيِّ قَالَ أَمْرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ أَقْوَمَ عَلَىٰ بُدْنِهِ وَأَنَّ اتَّصَدِقَ بِلَحْمِهَا وَجَلُودِهَا وَأَجْلِتِهَا وَأَنَّ لَا أُعْطِيَ الْجَزَارَ مِنْهَا قَالَ تَحْنُّ تُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا .
متفق عليه

২৫২১. হযরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বিদায় হজ্জে কুরবানীর উটগুলো দেখাশুনা করতে ও এর গোশত, চামড়া ঝুল (গরীবদের মধ্যে) বস্তন করে দিতে এবং কসাইকে এর কিছু না দিতে হ্রকুম দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, কসাইকে তার পারিশ্রমিক আমরা আমাদের নিজের কাছ থেকে দিবো।

—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : ঝুল অর্থাৎ (পশুর গায়ের কাপড়) বলগা, চামড়া সদকা করে দিতে হয়। আর এসব যদি বিক্রি করে দেয়া হয় তাহলে এর মূল্য মিসকীনকে সদকা করে দিতে হয়।

২৫২২. وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا لَا تَكُلُّ مِنْ لَحْوِنَ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثٍ فَرَخْصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ كُلُّمَا وَتَزَوَّدُمَا فَأَكْلَنَا وَتَزَوَّدَنَا .
متفق عليه

২৫২২. হযরত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কুরবানীর পশুর গোশত তিন দিনের বেশি খেতাম না। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে অনুমতি দিয়ে বললেন, তিন দিনের বেশি সময় ধরে খেতে ভবিষ্যতের জন্য রেখে দিতে পারো। সুত্রাং আমরা খেতে লাগলাম ও রেখে দিতে লাগলাম।—বুখারী, মুসলিম

বিতীয় পরিচেদ

২৫২৩. عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَهْذَى عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ فِي هَذَا يَা رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَمَلًا كَانَ لَأِبِي جَهْلٍ فِي رَأْسِهِ بُرْهَةً مِنْ فِضَّةٍ وَفِي رِوَايَةٍ مِنْ ذَهَبٍ يَغِيظُ بِذَلِكَ الْمُشْرِكِينَ . رواه أبو داؤد

২৫২৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হৃদাইবিয়ার বছর নিজের কুরবানীর পশুগুলোর মধ্যে আবু জেহেলের একটি উটকেও কুরবানীর পশু হিসাবে মুক্ত পাঠিয়েছিলেন। এর নাকে ছিলো একটি ঝুঁপার বলয়। অপর বর্ণনায় আছে সোনার বলয়। এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিকদের মনঃকষ্ট উৎপাদন করতে চেয়েছিলেন।—আবু দাউদ

ব্যাখ্যা : বদর যুদ্ধে আবু জেহেল নিহত হবার পর তার এ উট্টি গনীমতের মাল হিসাবে মুসলমানরা লাভ করেছিলেন।

٢٥٢٤. وَعَنْ نَاجِيَةَ الْخُزَاعِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطَبَ مِنَ الْبُدْنِ قَالَ انْهَرُهَا ثُمَّ أَغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ خُلِّبَنَّ النَّاسِ وَبَيْنَهَا فَيَأْكُلُونَهَا -
رواه مالك والترمذى وابن ماجة ورواہ أبو داؤد والدارمى عن ناجية الأسلمى

২৫২৪. হয়রত নাজিরা খোয়ায়ী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! যে কুরবানীর পশ পথে অচল ও অক্ষম হয়ে পড়বে একে আমি কি করবো? জবাবে তিনি বললেন, একে নহর (কুরবানী) করে দেবে। এর মাঝের জুতা এর রক্তে ডুবিয়ে পার্শ্বের উপর রেখে দিবে। এরপর এ কুরবানী করা পশকে মানুষের জন্য রেখে যাবে। তারা এর গোশত খাবে।—মালিক

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নানুযায়ী ৬ষ্ঠ হিজরী সনে উমরার নিয়তে মক্কা যাবার ইচ্ছা করেছিলেন। সে সময় প্রশ়াকারী ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর পশসহ আগেই মক্কার পথে রওয়ানা করে দিয়েছিলেন।

٢٥٢٥. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطِيْعَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ الْأَيَامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمَ الْقِرَاءَةِ قَالَ ثُمَّ يَوْمَ الْيَوْمِ الثَّانِي قَالَ وَقَرِيبًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَنَاتٌ خَمْسٌ أَوْ سِتٌ فَطَفْقَنَ يَرْدِكْفَنَ إِلَيْهِ بِإِيمَنِ يَنْدَأْ قَالَ فَلَمَّا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا قَالَ فَتَكَلَّمُ بِكَلْمَةٍ حَفِيْةٍ لَمْ أَفْهَمْهَا فَقُلْتُ مَا قَالَ قَالَ مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ - رواه أبو داؤد
وَذَكَرَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ فِي بَابِ الْأَضْحِيَّ .

২৫২৫. হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে কুরত রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কুরবানীর দিনটিও যহান দিনগুলোর মধ্যে একটি দিন। এরপর দ্বিতীয় দিন। হয়রত আবদুল্লাহ বলেন, এ দিনে পাঁচ কি ছয়টি উট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আনা হলো। উটগুলো নিজদেরকে তাঁর নিকট আগে কুরবানী হবে সেজন্য পেশ করতে লাগলো। হয়রত আবদুল্লাহ বলেন, উটগুলো মাটিতে শইয়ে গেলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নস্থরে কিছু কথা বললেন, যা আমরা বুঝতে পারলাম না। আমি কাছের একজনকে জিজেস করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বললেন? সে ব্যক্তি বললো, তিনি বলেছেন, যে চায় তা কেটে নিতে পারে।—আবু দাউদ। হয়রত ইবনে আব্বাস ও হয়রত জাবেরের হাদীস ‘আধিয়্যা’ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয় পরিষ্কেদ

٢٥٢٦. عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا الْعَامَ الْمَاضِيَ قَالَ كُلُّهُمْ أَطْعَمُوهُ وَأَدْخِرُوهُ فَإِنْ ذَلِكَ الْعَامُ كَانَ بِالنَّاسِ جَهَدٌ فَارَدْتُ أَنْ تُعِينُونَا فِيهِمْ . متفق عليه

২৫২৬. হযরত সালামা ইবনে আকওয়া রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার দুর্ভিক্ষের বছর) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, তোমাদের যে ব্যক্তি কুরবানী করবে তৃতীয় দিনের পর তার ঘরে যেনো কুরবানীর গোশতের কিছু বাকী না থাকে। সালামা বলেন, পরবর্তী বছর এলে সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা বিগত বছর যা করেছিলাম এ বছর কি তা-ই করবো? তিনি বললেন, না, তোমরা খাও। অন্যদেরকেও খাওয়াও। যদি চাও কিছু জমা করে রাখো। গত বছর তো মানুষের অভাব ছিলো। তাই আমি চেয়েছিলাম তোমরা তাদেরকে সাহায্য করো।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটি ২৫২২ হাদীসের ব্যাখ্যা।

٢٥٢٧. وَعَنْ نُبَيْشَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا كُنَّا نَهِيَّنَاكُمْ عَنْ لُحُومِهَا أَنْ تَأْكُلُوهَا فَوْقَ ثَلَاثٍ لِكَيْ تَسْعَكُمْ جَاءَ اللَّهُ بِالسُّعَةِ فَكُلُّهُمْ أَدْخِرُوهُ أَلَا وَإِنْ هَذِهِ الْأَيَّامُ أَكْلٌ وَشُرْبٌ وَذِكْرُ اللَّهِ . رواه أبو داود

২৫২৭. হযরত নুবাইশা হ্যামী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। গত বছর আমি তোমাদেরকে তিনি দিনের বেশি কুরবানীর গোশত খেতে বারণ করেছিলাম। কারণ ওই গোশত যেনো তোমাদের জন্য ও অভাবীদের জন্য যথেষ্ট হয়। এ বছর আল্লাহ তাআলা স্বচ্ছলতা দান করেছেন। অতএব এ বছর তোমরা খাও ও জমা রাখো। দান করে নেক অর্জন করো। জেনে রাখো (স্টৈরে) এ কয়দিন হলো খাবার দাবার ও আল্লাহর যিকিরের দিন।—আবু দাউদ



٨ - بَابُ الْحَلْقِ

٨. مَسْكُوكْ مُغুন

মাথার চুল কামিয়ে ফেলা অথবা চুল ছাটা হজ্জ ও উমরার একটি অংশ। এটা ওয়াজিব। উমরার সময় মাথা কামাতে অথবা ছাটাইতে হয় সায়ী করার পর মারওয়ায়। হজ্জ করতে হয় কুরবানী করার পর মিনায়। মাথা কামিয়ে ফেলা চুল ছাটার চেয়ে উত্তম। তবে হজ্জে তামাস্তুকারীদের পক্ষে উমরার ছাটানোই উত্তম। এতে হজ্জের পর মাথা কামানোর জন্য কিছু চুল ধাকে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

٢٥٢٨. عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَلْقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَادِعِ وَأَنَّاسًا مِّنْ أَصْحَابِهِ وَقَصْرَ بَعْضُهُمْ . متفق عليه

২৫২৮. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর কিছু সাহাবী বিদায় হজ্জে মাথা কামিয়েছেন। আবার কেউ মাথার চুল ছাটিয়ে ছিলেন।—বুখারী, মুসলিম

٢٥٢٩. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ لِيْ مُعَاوِيَةَ إِنِّيْ قَصَرْتُ مِنْ رَأْسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصِ . متفق عليه

২৫২৯. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমীরে মুয়াবিয়া রাঃ আমাকে বলেছেন, আমি মারওয়ার কাছে কাঁচি দিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথা ছেটেছি।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : সম্ভবত এটা হোদাইবিয়ার পর ৭ম হিজরীর কাশা উমরার অথবা ৮ম হিজরীর মক্কা বিজয়ের সময় জিরানা হতে করা উমরার ঘটনা। কারণ বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কাজ মিনাতেই করেছেন।

٢٥٣. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَادِعِ اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُحَلَّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُحَلَّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ . متفق عليه

২৫৩০. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে বলেছেন, হে আল্লাহ! যারা মাথা মুগুন করেছে তুমি তাদের উপর রহমত করো। সাহাবাগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! যারা মাথা ছাটিয়েছে তাদের প্রতিও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বললেন, হে আল্লাহ! তুমি মাথা মুণ্ডকারীদের প্রতি রহমত বর্ষণ করো। সাহাবাগণ আরয় করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যারা মাতা ছেটেছে তাদের প্রতিও। এবার তৃতীয়বার তিনি বললেন, “যারা মাথা ছেটেছে তাদের প্রতিও।”—বুখারী, মুসলিম

۲۵۳۱. وَعَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ دَعَا لِلْمُحَلَّقِينَ ثُلَّا وَلِلْمُقْصِرِينَ مَرَّةً وَاحِدَةً - رواه مسلم

۲۵۳۱. হয়রত ইয়াহইয়া ইবনে হোসাইন তাঁর দাদী হতে বর্ণনা করেছেন। তাঁর দাদী বলেছেন, বিদায় হজ্জে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাথা মুণ্ডকারীদের জন্য তিনবার দোয়া করতে শুনেছি। আর যারা মাথা ছেটেছেন তাদের জন্য মাত্র একবার।—মুসলিম

ব্যাখ্যা : মাথা মুণ্ডকারীদের জন্য কোনো হাদীসে দুইবার আবার কোনো হাদীসে তিনবার দোয়া করেছেন বলে উল্লেখ আছে।

۲۵۳۲. وَعَنْ أَنَسِ بْنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ مِنِي فَاتَّيَ الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَةَ بِمِنْيَى وَتَحْرَ نُسْكَهُ ثُمَّ دَعَا بِالْحَلَاقِ وَتَأْوِلِ الْحَالَقِ شَفَّةَ الْأَيْمَنِ فَحَلَقَهُ ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَ فَاعْطَاهُ أَيْمَهُ ثُمَّ نَأَوَلَ الشِّقَّ الْأَيْسَرَ فَقَالَ أَحْلَقَ فَحَلَقَهُ فَاعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ فَقَالَ افْسِمَةَ بَيْنَ النَّاسِ - متفق عليه

۲۵۳۲. হয়রত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনায় পৌছে প্রথমে জামরাতে গেলেন। এতে কংকর মারলেন, তাঁরপর তিনি মিনায় উপস্থিত তাঁর তাবুতে ফেরত এলেন এবং কুরবানীর জানোয়ারগুলো যবেহ করলেন। এরপর তিনি নাপিত ডেকে আনে তাঁর মাথার ডানদিক (তাঁর দিকে) বাড়িয়ে দিলেন। নাপিত তা মুণ্ড করলো। তাঁরপর তিনি আবু তালহা আনসারীকে ডেকে এনে তাঁর কাছে চুলগুলো দিলেন। এরপর নাপিতের দিকে মাথার বাম দিক বাড়িয়ে দিলেন ও বললেন মুণ্ড। এরপর তিনি মুণ্ড করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুণ্ডিত চুল আবু তালহাকে দিয়ে বললেন, যাও এগুলো মানুষের মাঝে বেটন করে দাও।—বুখারী, মুসলিম

۲۵۳۳. وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَطِيبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَوْمَ النُّحْرِ قَبْلَ أَنْ يُطْوِفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ - متفق عليه

۲۵۳۳. হয়রত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এহরাম বাঁধার আগে সুগক্ষি লাগিয়েছি এবং কুরবানী করার দিন বায়তুল্লাহর তাওয়াফের পূর্বেও এমন সুগক্ষি লাগিয়েছি যাতে মেশক ছিলো।—বুখারী, মুসলিম

۲۵۳۴. وَعَنْ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقَاضَ يَوْمَ النُّحْرِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظَّهَرَ بِمِنْيَى - رواه مسلم

২৫৩৪. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর দিন মক্কায় গিয়ে ‘তাওয়াফুল ইফায়া’ আদায় করলেন। এরপর তিনি মিনায় ফিরে যোহরের নামায পড়লেন।—মুসলিম

ব্যাখ্যা : অন্যান্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর দিন মক্কায় যোহরের নামায পড়েছেন। এ হাদীসে মিনায় যোহর পড়ার কথা উল্লেখ হয়েছে। এ ব্যাপারে হাদীসের মিল হলো সত্ত্বে সাহাবীগণ মিনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য যোহরের নামায পড়তে দেরী করেছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

২৫৩৫. عَنْ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ قَالَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَعْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا .
رواه الترمذى

২৫৩৫. হ্যরত আলী রাঃ ও হ্যরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাকে তার মাথার চুল কামাতে নিষেধ করেছেন।—তিরিমিয়ী।

২৫৩৬. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ إِنْمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّفْصِيرُ . روah أبو داؤد والدارمي وهذا الباب بحال عن الفضل الثالث

২৫৩৬. হ্যরত ইবনে আবাস রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : স্ত্রীলোকের প্রতি মাথা মুড়ান নেই। স্ত্রীলোকের প্রতি রয়েছে মাথা ছাঁটান।

—আবু দাউদ ও দারেমী

ব্যাখ্যা : হজ্জ ছাড়া অন্য সময়ে স্ত্রীলোকের পক্ষে মাথা মুড়ান বা ছাঁটান জায়েয নয়।

[এ অধ্যায়ে তৃতীয় পরিচ্ছেদ নেই]



٩- بَابُ التَّحْلِلِ وَنَقْلِهِمْ بَعْضُ الْأَعْمَالِ عَلَى بَعْضٍ

৯. হজ্জের বিভিন্ন আমলে আগ পর করা

হজ্জের ফরয আমল। যেমন ইহরাম বাঁধা, আরাফাতে অবস্থান করা, তাওয়াকুল ইফায়া করা এবং এসব আমলের মাঝে তারতীব বা ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ফরয। এসব ক্রমিকে আগ পর হয়ে গেলে হজ্জ আদায় হবে না।

আর ওয়াজিব আমল। যেমন কংকর মারা, কুরবানী করা, মাথার চুল কামানো, এগুলোর মধ্যে তারতীব বা ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব। এসব আমলে আগ পাচ হয়ে গেলে, কাফকারা হিসাবে হানাফী মতে একটি ছাগ বা তেড়া কুরবানী দিতে হবে। এটাকেই 'দম' বলে।

এভাবে ফরয আমল ওয়াজিব আমলের মধ্যে আগ পরে হয়ে গেলে 'দম' দিতে হবে। যেমন, কংকর মারা বা মাথা কামানোর আগে তাওয়াকুল ইফায়া করা হলে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

٢٥٣٧. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَفَ فِي حَجَةِ الْوَدَاعِ
بِعِنْدِ النَّاسِ يَسْأَلُونَهُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرُ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ فَقَالَ أَذْبَحْ وَلَا
حَرَجَ فَجَاءَ أَخْرُ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرُ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَقَالَ أَرْمْ وَلَا حَرَجَ فَمَا سُلِّمَ
النَّبِيُّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أَخْرَ أَقْتَلَ أَنْفَعَنَّ وَلَا حَرَجَ . مُتَفَقُ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةِ
لِمُسْلِمٍ أَنَّهُ رَجُلٌ فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَقَالَ أَرْمْ وَلَا حَرَجَ وَأَتَاهُ أَخْرُ فَقَالَ أَقْضَتُ
إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ أَرْمْ وَلَا حَرَجَ

২৫৩৭. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে মিনায় জনসমাগমে এসে উপস্থিত হলেন, যেন মানুষ তাঁর থেকে মাসআলা মাসায়েল জিজেস করে নিতে পারে। এতএব এক ব্যক্তি এসে জিজেস করলো, হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি না জেনে কুরবানীর আগে মাথা কামিয়ে ফেলেছি। জবাবে তিনি বললেন, এতে দোষ নেই। এখন কুরবানী করো। আর এক লোক এসে জিজেস করলো। আমি না জেনে কংকর মারার পূর্বে কুরবানী করে ফেলেছি। তিনি বললেন, তাতে শুনাহ হবে না। এখন কংকর মারো। মোটকথা আগে পিছে করার যে কোনো আমলের ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজেস করা হলেই তিনি বলতেন, তাতে কোনো শুনাহ হবে না। এখন করো।—বুখারী মুসলিম। কিন্তু মুসলিমের এক বর্ণনায়, এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বললো, আমি কংকর মারার পূর্বে মাথার চুল কেটে ফেলেছি। উত্তরে তিনি বললেন, এতে কোনো শুনাহ হবে না। এখন করো। এরপর আর এক ব্যক্তি এসে বললো, আমি কংকর মারার আগে তাওয়াকুল ইফায়া করেছি। তিনি বললেন, তাতে কোনো শুনাহ হবে না। (এখন কংকর মারো)।

২৫৩৮. وَعَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسَأَّلُ يَوْمَ الْحُجَّةِ بِمِنْ فَيَقُولُ لَا حَرَجَ
فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ فَقَالَ لَا حَرَجَ - رواه البخارى

২৫৩৮. হ্যরত ইবনে আব্রাহাম রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরবানীর দিন মিনায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোনো ব্যতিক্রম আমলের কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন, এতে কোনো গুনাহ হবে না। এ সময় এক লোক জিজ্ঞেস করলো, আমি পাথর মেরেছি সক্ষ্যার পর। উত্তরে তিনি বললেন, এতে কোনো গুনাহ হবে না।-বুখারী

ধ্বংগীয় পরিচ্ছেদ

২৫৩৯. عَنْ عَلَيِّ قَالَ آتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَفْضَلْتُ قَبْلَ أَنْ أَحْلِقَ قَالَ
أَحْلِقْ أَوْ قَصِّرْ وَلَا حَرَجَ وَجَاءَ أَخْرُ فَقَالَ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ إِرْمْ وَلَا حَرَجَ - رواه
الترمذি

২৫৩৯. হ্যরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি মাথা কামানোর আগে তাওয়াকুল ইফায়া করেছি। তিনি বললেন, এতে কোনো গুনাহ হবে না। এখন মাথার চুল কাটো বা ছাটো। এরপর আর ব্যক্তি এসে বললো, আমি কংকর মারার আগে কুরবানী করে ফেলেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এতে কোনো গুনাহ হবে না। এখন কংকর মারো।-তিরিয়া

ত্রুটীয় পরিচ্ছেদ

২৫৪. عَنْ أَسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ حَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَاجًا فَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَهُ
فَمِنْ قَائِلٍ يَأْرَسُولَ اللَّهِ سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ اطْوَفَ أَوْ أَخْرَنَ شَيْئًا أَوْ قَدَّمْتُ شَيْئًا فَكَانَ
يَقُولُ لَا حَرَجَ إِلَّا عَلَى رَجُلٍ نِإِفْرَاضٍ عِرْضٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ ظَالِمٌ فَذِلِكَ الَّذِي حَرَجَ وَهَلْكَ -
رواہ ابو داؤد

২৫৪০. হ্যরত উসামা ইবনে শরীক রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হজ্জে বের হলাম। দেখলাম, লোকদের কেউ তাঁর নিকট এসে বলছে। হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাওয়াক করেছি বা অমুক কাজ আগে করেছি। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এতে গুনাহ হবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি অন্যায় করে কোনো মুসলমানের মানহানি ঘটাবে সে বড়ো গুনাহর কাজ করেছে এবং ধর্মের পথে অগ্রসর হয়েছে।-আবু দাউদ

۱۔ باب خطبة يوم النحر ورثى أيام التشريق والتوديع

۱۰. کুরবানীর দিনের ভাষণ আইয়ামে তাশ্বারীকে গাথর মারা ও বিদায়ী তাওয়াক করা

প্রথম পরিচ্ছেদ

۲۵۴۱. عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ حَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ إِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهْيَقِتِهِ يَوْمَ خَلْقِ اللَّهِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ السَّنَةُ اثْنَيْ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُمَ ثَلَاثُ مُتَوَالِيَّاتٌ دُوَّالُ الْقَعْدَةِ وَدُوَّالُ الْحِجَّةِ وَدُوَّالُ الْمُحْرَمِ وَرَجَبٌ مُضَرِّ الدُّنْيَا بَيْنَ جُمَادِيَ وَشَعْبَانَ وَقَالَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَّا أَنَّهُ سَيِّسِمِيَهُ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَيْنَ ذَا الْحِجَّةِ قُلْنَا بَلِي قَالَ أَيْ بَلْدِ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَّا أَنَّهُ سَيِّسِمِيَهُ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَيْنَ الْبَلْدَةِ قُلْنَا بَلِي قَالَ فَإِيْ يَوْمُ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَّا أَنَّهُ سَيِّسِمِيَهُ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَيْنَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلِي قَالَ فَإِنْ دِمَاءَ كُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَأَعْرَاضُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةٍ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلْدَكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا وَسَلَقُونَ رَيْكُمْ فَيَسْتَلِكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلَا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلْلًا يُضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِهِ أَلَا هَلْ بَلْغَتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهِدْ فَلِيُبْلِغَ الشَّاهِدُ الغَائِبَ فَرْبُ مُبْلَغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ . متفق عليه

۲۵۴۱. হযরত আবু বাকরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর দিন (۱۰ ফিলহজ্জ) আমাদের সামনে এক ভাষণ দান করেন ও বলেন, বছর ঘুরে এসেছে। সে তারিখের গঠন অনুযায়ী, যে তারিখে আল্লাহর তাআলা আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন। বছর বারো মাসে। এর মধ্যে চারমাস হারাম বা সম্মানিত মাস। তিনি মাস পরপর এক সাথেই। ফিলকাদা, ফিলহজ্জ ও মুহাররাম। চতুর্থ মাস মুদার গোত্রের রজব মাস। যে মাস জ্যান্ডিউল উত্থরা ও শাবানের মাঝখানে।

এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এটা কোনো মাস? আমরা জ্বাব দিলাম—আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল এ ব্যাপারে বেশি ভালো জানেন। এরপর তিনি কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। আমরা ভাবলাম তিনি হযরত এ মাসের অন্য কোনো নাম বলবেন। অতপর তিনি বললেন, এ মাস কি ফিলহজ্জ মাস নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ এ মাস ফিলহজ্জ মাস। এবার তিনি বললেন, এ শহর কোনু শহর? আমরা বললাম, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল ভালো জানেন। তিনি কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। এতে আমরা ভাবলাম, তিনি বুঝি এ শহরের অন্য কোনো নাম বলবেন। তিনি বললেন, এ শহর কি মক্কা শহর না? আমরা বললাম, হ্যাঁ, এ শহর মক্কা শহর, হে আল্লাহর রাসূল! এরপর তিনি বললেন, এটা কোনু দিন?

আমরা জবাবে বললাম, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলই তা ভালো জ্ঞানেন। তিনি কিছুক্ষণ চূপ থাকলেন। এতে আমরা ভাবলাম, তিনি বুঝি এর অন্য কোনো নাম বলবেন। তারপর তিনি বললেন, এটা কুরবানীর দিন নয় ? আমরা বললাম, হ্যাঁ কুরবানীর দিন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তোমাদের জীবন, সম্পদ ও সম্মান তোমাদের জন্য পরিত্র, যেমন তোমাদের এ মাস এ শহর এ দিন পরিত্র। তোমরা খুব তাড়াতাড়ি আল্লাহর কাছে পৌছবে, আর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। সাবধান! আমার পর তোমরা বিজ্ঞ হয়ে একে অন্যের জীবন সংহার করো না। তোমরা বলো, আমি কি তোমাদের কাছে আল্লাহর হৃকুম পৌছিয়ে দেইনি ? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল, পৌছিয়ে দিয়েছেন। তিনি তখন বললেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো। এরপর বললেন, প্রত্যেক উপস্থিতি ব্যক্তি যেনো অনুপস্থিত ব্যক্তিকে একথা শনিয়ে দেয়। কেননা এমন অনেক ব্যক্তি আছে, যাকে পরে পৌছানো হয়। সে মূল শ্রোতা হতেও বেশি সমবাদার ও সংরক্ষণকারী হতে পারে।

ব্যাখ্যা : ‘মুদার গোত্রের রথব মাস’ মানে হলো এ মাসকে ‘মুদার গোত্র’ খুব বেশি সম্মান প্রদর্শন করতো। তাই তাদের বৎশের নামের সাথে রথব মাসকে সম্পর্কিত করা হয়েছে।

فَأَعْدَتْ عَلَيْهِ الْمَسْنَلَةَ فَقَالَ كُنْتَ أَنْتَ تَسْعَيْنَ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا . رواه البخاري
٢٥٤٢ وَعَنْ وَرَةَ قَالَ سَالِتُ ابْنَ عُمَرَ مَتَى أَرْمِي الْجِمَارَ قَالَ إِذَا رَمَيْنَا فَأَرْمِمْهُ

২৫৪২. হ্যরত ওবারা তাবেয়ী রাহঃ হতে বর্ণিত। তিনি বললেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাহঃ-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কবে পাথর মারবো ? তিনি বললেন, তোমার ইমাম যেদিন মারবে সেদিন তুমি পাথর মারবে। আমি আবার তাঁকে এ মাসআলাটি জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেন, আমরা সময়ের অপেক্ষায় থাকতাম। সূর্য ঢলে গেলে আমরা পাথর মারতাম।—বুধারী

ব্যাখ্যা : ইমাম বলতে এখানে খলিফা বা তার প্রতিনিধি বা সময়ের প্রাঞ্জ ও নেতৃত্বশীর্ষীর লোককে বুঝানো হয়েছে।

২৫৪৩. وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي جَمْرَةَ الدِّينِ بِسَبْعِ حَصَابَاتٍ يُكَبِّرُ عَلَى اثْرِ كُلِّ حَصَابٍ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يُسْهِلَ فَيَقُولُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ طَوِيلًا وَيَدْعُو وَيَرْقُعُ يَدِيهِ ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى بِسَبْعِ حَصَابَاتٍ يُكَبِّرُ كُلُّا رَمَيْ بِحَصَابٍ ثُمَّ يَأْخُذُ بِذَاقَتِ الْبِشَمَالِ فَيُسْهِلَ وَيَقُولُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَدْعُو وَيَرْقُعُ يَدِيهِ وَيَقُولُ طَوِيلًا ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقْبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ حَصَابَاتٍ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَابٍ وَلَا يَقْفُ عِنْدَهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُولُ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ يَفْعَلُهُ . رواه البخاري

২৫৪৩. হ্যরত সালেম (তাঁর পিতা) আবদুল্লাহ ইবনে ওমর হতে রাহঃ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর প্রথম আমরায় সাতটি কংকর মারতেন। প্রত্যেক কংকরের পর ‘আল্লাহ আকবার’ বলতেন। এরপর তিনি কিছুদূর আগে বেড়ে নরম ঘাটিতে

যেতেন। সেখানে কা'বার দিকে মুখ ফিরিয়ে দীর্ঘ সময় হাত তুলে দোয়া করতেন। এরপর জামরায়ে উত্তোল্য এসে আবার সাতটি কংকর মারতেন। প্রত্যেক কংকরের সাথে 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। এরপর বাম দিকে কিছু দূর এগিয়ে নরম মাটিতে পৌছে কা'বার দিক মুখ ফিরিয়ে দোয়া করতেন। এরপর জামরাতুল আকবায় গিয়ে খোলা জায়গা হতে সাতটি কংকর মারতেন। প্রত্যেক কংকর মারার সাথে 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। কিন্তু এর কাছে দাঁড়াতেন না। বরং নিজের গন্তব্য পথে রওনা হতেন এবং বলতেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এভাবে কংকর মারতে দেখেছি।—বুখারী

۲۵۴۴. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اسْتَأْذِنَ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ بُيْتَ بِمَكْهُ لَبَابِيَ مِنْ مَنْ أَجْلَ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ . متفق عليه

২৫৪৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুতালিব লোকদেরকে পানি পান করাবার জন্য মিনার রাতগুলো মক্কায় যাপনের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনুমতি চাইলেন। তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : তাশরীকের দিনগুলোতে মিনায় থাকার নিয়ম। হাজীদের পানি পান করাবার দায়িত্ব হযরত আব্বাস রাঃ-এর থাকার কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এ সময় মক্কায় থাকতে বলেছেন।

۲۵۴۵. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَ إِلَى السِّقَايَةِ فَاسْتَسْقَى فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا فَضْلُ اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ فَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَرَابٍ مِّنْ عِنْدِهَا فَقَالَ أَسْقِنِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيهِمْ فِيهِ قَالَ أَسْقِنِي فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ أَتَى زَمْزَمَ وَهُمْ يَسْقُونَ وَيَعْمَلُونَ فِيهَا فَقَالَ أَعْمَلُمُ فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ ثُمَّ قَالَ لَوْلَا أَنْ تُغْلِبُوا لَنَزَلتُ حَتَّى أَصْبَحَ الْحَبْلَ عَلَى هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَى عَاتِقَتِهِ . رواه البخاري

২৫৪৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'পানি পান' বিভাগে এসে পানি চাইলেন। তখন আমার পিতা আব্বাস রাঃ আমার ভাইকে বললেন, ফযল! তোমার মায়ের কাছে যাও। তার কাছ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে থাকার পানি এনে দাও। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমাকে এখান থেকে পানি পান করাও। আমার পিতা তখন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এতে লোকেরা হাত দেয়। তখন তিনি বললেন, আমাকে এখান থেকেই পানি পান করান। এরপর তিনি এখান থেকেই পানি পান করলেন। এরপর তিনি যময়মের দিকে গেলেন। তখনো তারা পানি পান করছিলেন। (এ অবস্থা দেখে) তিনি বললেন, কাজ করতে থাকো। তোমরা নেক কাজ করায় ব্যস্ত আছো। তারপর তিনি বললেন, যদি লোকেরা তোমাদেরকে পরাত্ত করার আশংকা আমার না থাকতো, তাহলে

আমি সওয়ারী হতে নেমে এতে রশি নিতাম। বর্ণনাকারী বলেন, ‘এতে’ বলে তিনি নিজের কাঁধের দিকেই ইঙ্গিত করলেন।—বুখারী

২৫৪৬. وَعَنْ أَنَسِ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلَهُ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَقَدَ رَقَدَةً بِالْمُحَصَّبِ ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ - رواه البخاري

২৫৪৬. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (যিলহজ্জ মাসের তেরো তারিখ মিনা হতে রওনা হয়ে) হাস্সাব নামক জায়গায় ঘোহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামায পড়লেন। এরপর এখানেই কিছুক্ষণ শয়ে থাকলেন। অতপর ওখান থেকে খানায়ে কা'বার দিকে সওয়ারীতে আরোহণ করলেন ও কাবা শরীফ পৌছলেন ও তাওয়াক্ফে বেদা সমাপন করলেন।—বুখারী

২৫৪৭. وَعَنْ عَبْدِ الرَّزِّيْبِ بْنِ رَقِيعٍ قَالَ سَالَتْ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قُلْتُ أَخْبِرْنِيْ بِشَيْءٍ عَقْلَتِيْهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلَهُ وَسَلَّمَ التُّرْوِيَّةَ قَالَ بِمِنْيٍ قَالَ فَإِنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلَهُ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَرِّيْدِ قَالَ بِالْأَبْطَعِ ثُمَّ قَالَ افْعُلْ كَمَا يَفْعُلُ أَمْرَأُكَ - متفق عليه

২৫৪৭. হযরত আবদুল আয়ীয ইবনে রুকাইর (তাবেয়ী) রহঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আনাস ইবনে মালেকের কাছে জিজেস করলাম। বললাম, এ বিষয়ে আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে যা জেনেছেন তা আমাকে বলুন। তিনি ৮ তারিখে ঘোহরের নামায কোথায় পড়েছেন? হযরত আনাস জবাবে বললেন, ‘মিনায়’। তারপর জিজেস করলাম ১৩ তারিখে মদীনায় রওনা হবার দিন আসরের নামায কোথায় আদায় করেছেন? তিনি বললেন, আবতাহে, এরপর হযরত আনাস বললেন, কিন্তু তোমরা তোমাদের নেতৃবৃন্দ যেভাবে করেন সেভাবে করবে।—বুখারী, মুসলিম

২৫৪৮. وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نُزُولُ الْأَبْطَعِ لِيْسَ بِسُنْنَةِ إِنَّمَا نَزَّلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلَهُ وَسَلَّمَ كَانَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ إِذَا خَرَجَ - متفق عليه

২৫৪৮. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘আবতাহে’ অবতরণ ও অবস্থান সুন্নাত নয়, (মদীনার) দিকে রওনা হওয়া ‘আবতাহ’ হতে সহজ ছিলো বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ জায়গায় নেমেছেন ও অবস্থান নিয়েছেন।

—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : মিনা হতে মক্কায় রওনা হবার পথে মুহাসসাব বা ‘আবতাহে’ নাম ও অবস্থান গ্রহণ করা হযরত আয়েশা ও ইবনে আববাসের নিকট সুন্নাত নয়। খোলাফায়ে রাশেদার নিকট সুন্নাত। তাঁরা এখানে নেমেছেন।

২৫৪৯. وَعَنْهَا قَالَتْ أَحْرَمْتُ مِنَ التَّنْعِيمِ بِعُمْرِهِ فَدَخَلْتُ فَقَضَيْتُ عُمْرَتِيْ وَأَنْتَرَنِيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلَهُ وَسَلَّمَ بِالْأَبْطَعِ حَتَّى فَرَغْتُ فَأَمَرَ النَّاسَ بِالرَّجِيلِ فَخَرَجَ فَمَرَّ بِالْبَيْتِ فَطَافَ

بِهِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ثُمَّ حَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ هَذَا الْحَدِيثُ مَأْوَجَدُتْهُ بِرِوَايَةِ الشَّيْخِيْنِ بَلْ
بِرِوَايَةِ أَبِي دَاؤَدَ مَعَ اخْتِلَافٍ يُسِيرٍ فِي أُخْرِهِ .

۲۵۴۹. হ্যৱত আয়েশা রাঃ হতেই বৰ্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'তানয়ীম' হতে উমরার ইহুৱাম বেঁধেছি। মকাব পৌছে আমি আমার কাষা উমরা আদায় কৱলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবতাহে এসে আমার কাজ শেষ না হওয়া পৰ্যন্ত অপেক্ষা কৱলেন। তাৱপৰ তিনি জনগণকে মদীনাৰ দিকে রওনা হতে নিৰ্দেশ দিলেন। নিজেও রওনা হলেন। বায়তুল্লাহ পৌছে ফজৱেৱ নামায়েৱ আগে বিদায়ী তাওয়াফ কৱলেন। এৱপৰ মদীনাৰ দিকে রওনা হলেন।

মিশকাত সংকলক বলেন, ইয়াম বাগাবী এ হাদীসকে প্ৰথম পৱিষ্ঠে স্থান দিলেও আমি তা বুখারী, মুসলিমে পাইনি। কিছু তাৱতম্যসহ তা আৰু দাউদে রয়েছে।

۲۰۰ . وَعَنْ أَبْنَى عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
لَا يَنْفِرُنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ أَخْرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خَفِقَ عَنِ الْحَاضِرِ - متفق عليه

۲۵۵۰. হ্যৱত অবদুল্লাহ ইবনে আবোস রাঃ হতে বৰ্ণিত। তিনি বলেন, (হজ্জেৱ কাজ কৱাৱ
পৰ শেষ তাওয়াফ না কৱেই) লোকজন দেশেৱ দিকে ফিৰতে শুল্ক কৱতো। তাই রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিলেন, তোমাদেৱ কেউ যেনো বায়তুল্লাহৰ সাথে শেষ
সাক্ষাত না কৱে বাড়ীৱ দিকে রওনা না হয়। তবে ঝতুমতী মহিলাগণ এৱ ব্যতিক্ৰম।

-বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : শেষ তাওয়াফ ওয়াজিব।

۲۰۰۱ . وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حَاضَتْ صَفِيَّةُ لَيْلَةَ النُّفُرِ فَقَالَتْ مَا أَرَانِي إِلَّا حَابِسَتُكُمْ
قَالَ النَّبِيُّ
عَقْرَبَ حَلْقَى اطَافَتْ يَوْمَ النُّحْرِ قِبْلَ نَعْمَ قَالَ فَانْفِرِيْ - متفق عليه

۲۵۵۱. হ্যৱত আয়েশা রাঃ হতে বৰ্ণিত। তিনি বলেন, মদীনা হতে রওনা হাবাৰ রাতেই
বিবি সাফিয়াৰ মাসিক শুল্ক হলো, হ্যৱত সাফিয়া বললেন, মনে হয় আমি আপনাদেৱকে
আটকে দিলাম। (আমি শেষ তাওয়াফ কৱিলি) একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বললেন, ধৰ্স হোক নিপাত যাক। সে কি কুৱানীৱ দিন তাওয়াফ কৱেনি? বলা
হলো, হ্যাঁ কৱেছে। তিনি বললেন, তবে যাত্রা শুল্ক কৱো। -বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : বুৰো গেলো বিদায়ী তাওয়াফ ওয়াজিব হলেও ঝতুমতীদেৱ জন্য মাফ। যদি
তাওয়াফে ইফাদা কৱে থাকে।

বিতীয় পৱিষ্ঠে

۲۰۰۲ . عَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَادِعِ أَيْ
يَوْمٌ هَذَا قَالُوا يَوْمُ الْحِجَّةِ الْأَكْبَرِ قَالَ فَإِنَّ دِمَائَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَغْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ

كَحُزْنَةٍ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَّا لَا يَعْجِنِي جَانِ عَلَى نَفْسِهِ إِلَّا لَا يَعْجِنِي جَانِ عَلَى
وَلَدِهِ وَلَا مَوْلَودٌ عَلَى وَالدِهِ إِلَّا وَأَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيْسَ أَنْ يُعْبَدَ فِي بَلْدِكُمْ هَذَا أَبَدًا
وَلِكِنْ سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةً فِيمَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَسَيَرْضُى بِهِ - رواه ابن ماجة
والترمذى وصَحَّحةُ

২৫৫২. 'হযরত আমর ইবনুল আহওয়াস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বিদায় হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। হে লোকেরা! এটা কোন দিন? লোকেরা বললো, এটা হচ্ছে আকবরের দিন। তিনি তখন বললেন, (মনে রাখবে) তোমাদের জীবন, তোমাদের সম্পদ, তোমারে ইয্যত, তোমাদের পরম্পরের মধ্যে হারাম। যেমন আজকের এ দিন এ শহরে হারাম। হশিয়ার! কোনো অপরাধকারী যেনো তার জীবনের উপর যুদ্ধ না করে। সাবধান! কোনো অপরাধী যেনো নিজের সন্তানের উপর যুদ্ধ না করে। কোনো সন্তান যেনো তার পিতার প্রতি যুদ্ধ না করে। সাবধান। চিরদিনের জন্য শয়তান এ শহরে তার কোনো পৃজ্ঞা হবে (একথা হতে) নিরাশ হয়ে গেছে। কিন্তু তোমাদের যে সব কাজের মাঝ দিয়ে তার অনুকরণ করা হবে, সেসব কাজ তোমরা তুচ্ছ মনে করবে। কিন্তু তাতে সে খুশী হবে।—ইবনে মাজাহ, তিরিমিয়া। তিরিমিয়া হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

٢٥٥٣ . وَعَنْ رَافِعٍ بْنِ عَمْرُو الْمُزَنِيِّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَهُ يَخْطُبُ النَّاسَ بِمِنْ
جِنْ ارْتَفَعَ الضُّحْنُ عَلَى بَعْلَةٍ شَهِيَا، وَعَلَى يَعْبُرُ عَنْهُ وَالنَّاسُ بَيْنَ قَائِمٍ وَقَاعِدٍ -
رواه أبو داود

২৫৫৩. হ্যারত রাফে ইবনে আমর মুখ্যানী রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি সাদা-কালো মিশ্রিত ঘচ্ছরের উপর থেকে মিনায় ভাষণ দিতে দেখেছি । তখন সুর্য উপরে উঠে গিয়েছিলো । হ্যারত আলী রাঃ তাঁর বক্তব্যকে উচ্চস্থরে শোকদের কাছে পৌছাচ্ছিলেন । শোকজনের কেউ তখন দাঁড়ানো ছিলো, কেউ বসা ছিলো । -আবু দাউদ

اللهم الليل - رواه الترمذى وابو داود وابن ماجة
٢٥٤ . وَعَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ عَلَيْهِ السَّلَامَ أَخْرَ طَوَافَ الْزِيَارَةِ يَوْمَ النُّحْرِ

২৫৫৪. হ্যৱত আয়েশা রাঃ ও ইবনে আববাস রাঃ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম (১০ তারিখে) কুরবানীর দিনের যিয়ারাত রাত পর্যন্ত পিছিয়ে
দিয়েছিলেন।—তিরমিয়ী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ।

ବ୍ୟାଧୀ ୪ କୁରବାନୀର ଦିନ ତାଓଯାଫେ ଯିହାରାତ ରାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରା ଯାଏ । ତବେ ରାସୁଲୁଙ୍ଗାହୁ
ସାହୁଙ୍ଗାହୁ ଆମାଇହି ଓୟାସାହୁମ ଯୋହରେ ଆଗେଇ ତା ସମାପନ କରେଛେ ।

٢٥٥٥- وَعَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ وَابْنُ مَاجَةَ

۲۵۵۵. হয়রত ইবনে আকবাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'তাওয়াফে ইফাদায় সাত পাকে রমল করেননি।

-আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ

ব্যাখ্যা : এতে বুঝা যায় তাওয়াফে ইফাদায় রমল নেই।

۲۵۵۶. وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ جَمْرَةَ الْعَقْبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ . رواه في شرح السنة وقال استاده ضعيف وفي روایة احمد والنسائي عن ابن عباس قال اذا رمى الجمرة فقد حل له كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ

۲۵۵۶. হয়রত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ (১০ তারিখ) জামরাতুল আকাবায় পাথর মারার পর স্তৰী সহবাস ছাড়া তার জন্য আর সকল কাজ হালাল হয়ে যাবে।—শরহে সুন্নাহ। ইমাম বাগাবী বলেছেন, এর সনদ দুর্বল। কিন্তু আহমাদ ও নাসায়ী হয়রত ইবনে আকবাস হতে হাদীসটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কেউ জামরাতুল আকাবায় পাথর মারা শেষ করবে তার জন্য স্তৰীর সাথে মিলন ছাড়া আর সব কাজ হালাল হয়ে গেলো।

ব্যাখ্যা : অন্য বর্ণনায় মাথার চুল কাটার কথাও আছে। তাই কারো কারো ঘতে মাথা মুণ্ডানোর আগে হালাল হওয়া যাবে না।

۲۵۵۷. وَعَنْهَا قَالَتْ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَخْرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَى الظَّهَرَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنَأَمَكَثَ بِهَا لِبَالِيِّ أَيَامَ التَّشْرِيقِ يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ كُلُّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَبَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَبٍ وَيَقْفُ عِنْدَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ فَيُطِيلُ الْقِيَامَ وَيَتَضَرُّعُ وَيَرْمِي التَّالِثَةَ فَلَا يَقْفُ عِنْدَهَا . رواه أبو داؤد

۲۵۵۷. হয়রত আয়েশা রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের নামায পড়ার পর দিনের শেষ বেলায় তাওয়াফে ইফাদা সমাপন করেন। তারপর আবার মিনায় ফিরে এলেন। আইয়ামে তাশুরীকের দিনগুলো তিনি মিনায় অবস্থান করলেন। এ দিনগুলোতে তিনি সূর্য চলে পড়ার পর জামরায় সাতাতি করে পাথর মারতেন। প্রত্যেক পাথর মারার সাথে সাথে 'আল্লাহ আকবার' বলতেন। অর্থম ও দ্বিতীয় জামরার নিকট দাঁড়িয়ে তিনি দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতেন ও আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেন। কিন্তু দ্বিতীয় জামরায় (পাথর মারার পর) অপেক্ষা করতেন না।—আবু দাউদ

ব্যাখ্যা : 'আইয়ামে তাশুরীকের দিনগুলো' অর্থাৎ ۱۱, ۱۲ ও ۱۳ তারিখ।

۲۵۵۸. وَعَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمٍ بْنِ عَدَىِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَجُلٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِرِعَاةِ الْأَيْلِ فِي الْبَيْتِوْتَةِ أَنَّ يَرْمُوا بَيْمَنَ النَّحْرِ ثُمَّ يَجْمِعُونَ رَمَىَ بَيْمَنَ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ فَيَرْمُونَهُ فِي أَحَدِهِمَا . رواه مالك والترمذি والنسائي وقال الترمذی هذا حديث صحيح

୨୫୫୮. ହୟରତ ଆବୁଲ ବାନ୍ଦାହ ଇବନେ ଆସେମ ଇବନେ ଆଦୀ ତାର ପିତା ହତେ ବର୍ଣନା କରେନ । ତିନି ବଲେଛେନ, ରାସ୍ତୁଲ୍ଲାହ ସାହାନ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓୟାସାନ୍ତାମ ଉଟ ଚାଲକଦେଇକେ ମିନାୟ ରାତ ଯାପନ ମା କରାର ଏବଂ କୁରବାନୀର ତାରିଖେ ଜାମରାତୁଳ ଆକାବାୟ କାଁକର ମାରାର ପର ଦୁଇ ଦିନେର କାଁକର ଏକଦିନେ ମାରତେ ଅନୁମତି ଦିଯେଛିଲେନ ।-ମାଲିକ, ତିରମିଥୀ ନାସାୟୀ । ଇମାମ ତିରମିଥୀ ବଲେନ, ହାଦୀସଟି ସହିହ ।

ବ୍ୟାଖ୍ୟା : ମିନାୟ ରାତ ଯାପନ କରଲେ ଉଟ ଚରାବାର ଅସୁବିଧା ହୟ । ତାଇ ରାସ୍ତୁଲ୍ଲାହ ସାହାନ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓୟାସାନ୍ତାମ ଏ ଅନୁମତି ଦିଯେଛିଲେନ ।



।।-বাব মাইজটিভে ম্হোম

১। ইহুরাম অবস্থায় যা থেকে বেঁচে থাকতে হবে

ইহুরাম অবস্থায় কিছু কাজ করা নিষেধ। এগুলোকে 'মামনূআতে ইহুরাম' বা 'মাহযুরাতে ইহুরাম' বলে। মুহরিমের জন্য সেলাই করা কাপড় ও রঙীন পোশাক পড়া নিষেধ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

٢٥٥٩. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا يَلْبِسُ الْمُحْرِمُ مِنِ الشَّيْبَابِ فَقَالَ لَا تَلْبِسُوا الْقَمِيصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السُّرُوكِينَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخَفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلِبِسْ خَفْيَنِ وَلِيَقْطِعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبِسُوا مِنَ الشَّيَابِ شَيْئًا مُسْتَهْ رَغْفَرَانَ وَلَا وَرَسَ . متفق عليه وزاد البخاري في روايته ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس الفازين .

২৫৫৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। এক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এসে জিজেস করলো, মুহরিম কোন্ ধরনের পোশাক পরবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জামা, পাগড়ি, পাজামা, টুপী, মোজা পরবে না। তবে যে লোকের জুতা নেই সে মোজা পরতে পারবে। কিন্তু মোজাকে পায়ের পাতার উচু হাড়ের নীচে হতে কেটে দিবে। এমন কোনো কাপড়ও পরবে না যাতে জাফরানের ও ওর্সের রং আছে।—বুখারী, মুসলিম

বুখারীর এক বর্ণনায় আরো একটু বেশি আছে—মুহরিমা মহিলা বোরখা পরবে না, দান্তানাও পরবে না।

٢٥٦٠. وَعَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ إِذَا لَمْ يَجِدْ الْمُحْرِمُ نَعْلَيْنِ لِبِسْ خَفْيَنِ وَإِذَا لَمْ يَجِدْ إِزْكَارًا لِبِسْ سَرَوْبِيلَ . متفق عليه

২৫৬০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক ভাষণে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, মুহরিম ব্যক্তি জুতা না পেলে মোজা পরতে পারবে। সেলাইবিহীন লুঙ্গী না পেলে পাজামা পরতে পারবে।—বুখারী, মুসলিম

٢٥٦١. وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أَمِيَّةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْجِعْرَانَةِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ عَلَيْهِ جُبَّةٌ وَهُوَ مُتَضَمِّنٌ بِالْخَلْوَقِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَحْرَمْتُ بِالْعُمْرَةِ

وَهَذِهِ عَلَىٰ فَقَالَ أَمَا الْطِيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَاتٍ وَأَمَا الْجُبْرَةُ فَاتْزِعْهَا ثُمَّ اصْنُعْ فِي عُمْرِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّكَ - متفق عليه

২৫৬১. হযরত ইয়া'লা ইবনে উমাইয়া রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জি'রানা নামক স্থানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ছিলাম। এমন সময় তাঁর নিকট একজন বেদুইন আসলো। তার গায়ে ছিলো জুকুরা আর শরীরে ছিলো সুগক্ষি ছিটানো। সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি উমরা করার জন্য ইহরাম বেঁধেছি। আর আমার শরীরে এসব আছে। আর কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার শরীরে যে সুগক্ষি আছে তা তিনবার করে ধূয়ে ফেলো, আর জুকুরা খুলে ফেলো। তারপর হজ্জে যা করো উমরাতেও তা করো।-বুখারী, মুসলিম

২৫৬২. وَعَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ .
رواه مسلم

২৫৬৩. وَعَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَرَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ - متفق عليه

২৫৬৩. وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصْمَمِ أَنَّ أُخْتَ مَيْمُونَةَ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَرَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ . روah مسلم قال الشيخ الأئمَّةِ مُحْمَّدُ السُّنْنَةِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَالْأَكْثَرُونَ عَلَىَّ أَنَّ تَرَوَّجَهَا حَلَالًا وَظَهَرَ أَمْرٌ تَرَوِّجِهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ ثُمَّ بَنَىَ بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ بِسَرِيفٍ فِي طَرِيقٍ

-বুখারী, মুসলিম

২৫৬৪. وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصْمَمِ أَنَّ أُخْتَ مَيْمُونَةَ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَرَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ . روah مسلم قال الشيخ الأئمَّةِ مُحْمَّدُ السُّنْنَةِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَالْأَكْثَرُونَ عَلَىَّ أَنَّ تَرَوَّجَهَا حَلَالًا وَظَهَرَ أَمْرٌ تَرَوِّجِهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ ثُمَّ بَنَىَ بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ بِسَرِيفٍ فِي طَرِيقٍ مَكْئَةٍ .

২৫৬৫. উচ্চুল মুমিনীন হযরত মায়মুনার বোন পুত হযরত ইয়ায়ীদ ইবনে আসাম তাবেয়ী তাঁর খালা মায়মুনা হতে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মায়মুনাকে বিয়ে করেছেন হালাল অবস্থায় (ইহরাম অবস্থায় নয়)।-মুসলিম

ইমাম মুহিউস সুন্নাহ বাগাবী রহঃ বলেন, অধিকাংশ শাফেয়ী ইমামের মতে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মায়মুনাকে বিয়ে করেছেন হালাল অবস্থায়, আর বিয়ের ঘটনা প্রকাশ করেছেন ইহরাম অবস্থায়। মক্কা হতে মদীনায় যাবার পথে সারেফ নামক স্থানে মিলিত হয়েছেন।

কিন্তু হানাফী ইমামগণের কাছে ইয়ায়ীদ ইবনে আসামের হাদীসটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবুবাসের হাদীসের সাথে তুলনা হতে পারে না।

٢٥٦٥. وَعَنْ أَبِي أَيُوبَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ . متفق عليه

۲۵۶۵. হ্যরত আবু আইয়ুব আনসারী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম অবস্থায় নিজের মাথা ধূতেন।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাবরী চুল ছিলো। তাই মাঝে মধ্যে ধোয়া প্রয়োজন হতো। মাথা ধোয়া যায় তবে চুল যেনো না ওঠে, গোসল করা যায় তবে না করাই উভয়।

٢٥٦٦. وَعَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ . متفق عليه

۲۵۶۶. হ্যরত ইবনে আকবাস রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম অবস্থায় শিঙা নিয়েছেন।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : শরীরের চুল কাটা না গেলে বা চুল না উঠলে শিঙা লাগানো জায়েয়।

٢٥٦٧. وَعَنْ عُثْمَانَ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الرَّجُلِ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ضَمَدَهُمَا بِالصَّبْرِ . رواه مسلم

۲۵۶۷. হ্যরত উসমান রাঃ রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সেই লোক সম্পর্কে বর্ণনা করেন, যে লোক ইহরাম অবস্থায় চোখে ব্যথা অনুভব করে সে মুসাক্কার দিয়ে পত্তি বাঁধতে পারে।—মুসলিম

ব্যাখ্যা : ইহরাম অবস্থায় মাথা ও চেহারা ঢেকে রাখা ঠিক নয়। তবে অসুখের কারণে তা করা যায়।

٢٥٦٨. وَعَنْ أَمِ الْحُصَينِ قَالَتْ رَأَيْتُ أَسْنَةَ وَبِلَالًا وَاحْدَهُمَا أَخْذَ بِخِطَامِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْآخَرُ رَافِعًّا ثُوَبَةً يَسْتَرُهُ مِنَ الْحِرَّ حَتَّى رَمَى حَمْرَةَ الْعَقْبَةِ . رواه مسلم

۲۵۶۸. মহিলা সাহাবী হ্যরত উশুল হসাইন রাঃ বলেন, আমি উসামা ও বিলালকে দেখেছি তাদের একজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটনীর বাগ ধরে রেখেছে আর দিতীয়জন কাপড় উপরে উঠিয়ে রোদ হতে তাকে ছায়া দিচ্ছে, জামরাতুল আকাবায় পাথর মারা পর্যন্ত।—মুসলিম

٢٥٦٩. وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عَبْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِهِ وَهُوَ بِالْحَدِيبَيَّةِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَهُوَ يُوقَدُ تَحْتَ قِدْرِ وَالْقِمْلِ تَتَهَافَتُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ أَيُوذِينَكَ هَوَأُمُّكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاحْلِقْ رَأْسَكَ وَأَطْعِمْ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ وَالْفَرَقَ ثَلَاثَةُ أَثْعَرْ أَوْ سُمْ ثَلَاثَةُ أَبْيَامْ أَوْ أَنْسُكْ نَسِيْكَةً . متفق عليه

۲۵۶۹. হ্যরত কা'ব ইবনে উয়্যরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার কা'বের নিকট দিয়ে গেলেন তখন তিনি হৃদায়বিয়ায় ছিলেন,

মঙ্কায় পৌছার আগে। (তিনি দেখলেন) কা'ব ইহরাম অবস্থায় একটি ডেগের তলায় আগুন ধরাছে, আর তার মুখাবয়ব বেয়ে উকুন বরে পড়ছে। এ দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার (গায়ের) গোকা কি তোমাকে কষ্ট দিছে? কা'ব বললেন, জি, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, তাহলে তুমি তোমার মাথা মুণ্ড করে ফেলো এবং ছয়জন মিসকীনকে এক 'ফরক' খাবার খাইয়ে দাও অথবা তিন দিন রোধা রাখো অথবা একটি পত কুরবানী করো। বর্ণনাকারী বলেন, এক 'ফরক' তিন 'ছাঁকে' বলে।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : ৬ষ্ঠ হিজরীর হৃদাইবিয়ার সক্ষির মঙ্কার ঘটনা। আর এক 'সা'। আমাদের দেশের পৌনে চার সেরের কিছু বেশী।

ধিতীয় পরিষেবা

২৫৭৩. عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَا النِّسَاءَ فِي أَحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَازَيْنِ وَالشِّيَابِ وَمَا مَسَ الْوَرَسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الشِّيَابِ وَلَتَبْسِ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ الْوَكَنِ الشِّيَابِ مُعَصْفِرٍ أَوْ خَرِّيْ أَوْ حَلِّيْ أَوْ سَرَادِيلَ أَوْ قَمِبِصِرٍ أَوْ خَفِيْ . رواه أبو داود

২৫৭০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহিলাদেরকে তাদের ইহরামে দাস্তানা, বোরখা ও ওয়ারম বা জাফরানে রঞ্জিত কাপড় পরতে নিষেধ করতে শুনেছেন। এরপর (ইহরামের প্র) তারা যে কোনো কাপড় পসন্দ করবে—তা কুসুমী হোক বা রেশমী অথবা যে কোনো রকমের অলংকার অথবা পাজামা বা পিরান বা মোজা পরতে পারে।—আবু দাউদ

২৫৭১. وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمْرُونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُحْرَمَاتٌ فَإِذَا جَاؤُرُوا بِنَا سَدَّكْتُ إِحْدَاهُنَّ جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاؤُرُوتَا كَشْفَتُهَا . رواه أبو داود وَلَابْنِ مَاجَةَ مَعْنَاهُ

২৫৭১. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ইহরাম অবস্থায় ছিলাম। আমাদের কাছ দিয়ে আরোহীরা অতিক্রম করতো। তারা আমাদের কাছাকাছি এলে আমাদের সকলেই নিজ নিজ মাথার চাদর চেহারার উপর লটকিয়ে দিতো। তারা চলে গেলে আমরা তা সারিয়ে নিতাম।—আবু দাউদ। আর ইবনে মাজা এর মর্মার্থ।

২৫৭২. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدْهُنُ بِالرِّتْبَتِ وَهُوَ مُحْرِمٌ غَيْرُ الْمُفْتَنِ بَعْدِ غَيْرِ الْمُطَبِّبِ . رواه الترمذি

২৫৭২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহরাম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুগন্ধিহীন তেল ব্যবহার করতেন।—তিরমিয়ী

ব্যাখ্যা : ইহরাম বাধার পর খুবুর ব্যবহার করলে কুরবানী দিতে হবে।

তৃতীয় পরিষেদ

২৫৭২. عَنْ رَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَجَدَ الْقَرْفَ قَالَ أَنِّي عَلَىٰ تَوْتَىٰ يَا نَافِعَ فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ بُرْنَسًا فَقَالَ تُلْقِنِي عَلَىٰ هَذَا وَقَدْ نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَلْبِسَهُ الْمُحْرِمُ - روah ابو داؤد

২৫৭৩. হয়রত নাফে (তাবেয়ী) রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ শীত বোধ করলেন ও বললেন, নাফে' আমার গায়ে একটি কাপড় জড়িয়ে দাও। নাফে' বলেন, আমি তাঁর গায়ের উপর একটি ওভারকোট মেলে দিলাম। তখন হয়রত ইবনে ওমর বললেন, আমার গায়ে ওভারকোট জড়িয়ে দিলে অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহরিমকে তা পরতে নিষেধ করেছেন।—আবু দাউদ

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ সেলাই করা কাপড় পরিধান করা নিষেধ। কিন্তু সেলাই করা কাপড় গায়ের উপর চাদরের মতো প্রয়োজনে মেলে দেয়া যায়।

২৫৭৪. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ أَبْنِ بُحَيْثَةَ قَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِلْحَى جَلَلٍ مِّنْ طَرِيقِ مَكَّةَ فِي وَسْطِ رَأْسِهِ . متفق عليه

২৫৭৪. হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে মালিক ইবনে বুহাইনা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম বাঁধা অবস্থায় মক্কা মদীনার পথে সূহাজামাল নামক জায়গায় নিজের মাথার মাঝখানে শিঙা লাগিয়েছিলেন।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : নিচয়ই প্রয়োজনের কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিঙা নিয়েছিলেন। যদিও ইহরাম অবস্থায় তা নিষেধ।

২৫৭৫. وَعَنْ أَنْسٍ قَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَىٰ ظَهْرِ الْقَدْمِ مِنْ وَجْعٍ كَانَ بِهِ - روah ابو داؤদ والنسائي

২৫৭৫. হয়রত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম অবস্থায় ব্যাথার দর্কন পায়ের পাতার উপর শিঙা নিয়েছিলেন।
—আবু দাউদ, নাসাই

২৫৭৬. وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَبْحُونَةً وَهُوَ حَلَالٌ وَسِنِي بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ وَكُنْتُ أَنَا الرَّسُولُ بَيْنَهُمَا - روah احمد والترمذি وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

২৫৭৬. হয়রত আবু রাফে রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবি মায়মুনাকে বিয়ে করেছিলেন হালাল অবস্থায় এবং তার সাথে মধুরাতও যাপন করেছিলেন হালাল অবস্থায়। আমিই ছিলাম তাদের মধ্যে দৃত।—আহমাদ, তিরমিয়ী। ইমাম তিরমিয়ী হাদীসটিকে 'হাসান' বলেছেন।

ব্যাখ্যা : বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবি মায়মুনাকে ইহরাম অবস্থায় বিয়ে করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে।

۱۷۔ بَابُ الْمَحْرُومِ يُجْتَنِبُ الصِّدَّ

۱۲. مুহরিম শিকার করবে না

প্রথম পরিচ্ছেদ

۲۵۷۷۔ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ أَنَّهُ أَهْذَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَمَاراً وَخُشِّيَا وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ
أَوْ بِوَدَانَ فَرَدَ عَلَيْهِ قَلْمَارَ رَأْيِ مَافِيْ وَجْهِهِ قَالَ إِنَّا لَمْ نَرِدْهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَا حُرْمٌ
متفق عليه

۲۵۷۹. হযরত সা'ব ইবনে জাসসামা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি আবওয়া বা ওন্দান নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি বন্য গাধা শিকার করে এনে হাদিয়া দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাধাটি ফেরত দিলেন। এতে তার চেহারায় বিমর্শভাবে লক্ষ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমরা যেহেতু মুহরিম, তাই তা তোমাকে ফেরত দিলাম।—বুখারী, মুসলিম

۲۵۷۸۔ وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَخَلَّفَ مَعَ بَعْضِ اصْحَابِهِ وَهُمْ
مُحْرِمُونَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأَوْا حَمَاراً وَخُشِّيَا قَبْلَ أَنْ يُرَأِهُ فَلَمَّا رَأَوْهُ تَرَكُوهُ حَتَّى رَأَهُ
أَبُو قَتَادَةَ فَرَكِبَ فَرِسَّا لَهُ فَسَأَلُوكُمْ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَةً فَأَبْوَا فَتَنَاهُ لَهُ فَحَمَلَ عَلَيْهِ
فَعَقَرَهُ ثُمَّ أَكَلَ فَاكِلُوا فَنَدِمُوا فَلَمَّا أَدْرَكُوكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَالُوهُ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ
شَيْءٌ؟ قَالُوا مَعَنَا رِجْلٌ فَأَخْذَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَاكْلُهَا . متفق عليه وفى رواية لهما فلما
اتوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَمْنِكُمْ أَحَدٌ أَمْرَةً أَنْ يُخْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا قَالُوا لَا قَالَ
فَكُلُّوْ مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا

۲۵۷۸. হযরত আবু কাতাদা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি (৬ষ্ঠ হিজরীতে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে (উমরা করতে) বের হয়েছেন, পথে তিনি তাঁর কিছু সাথীসহ পিছনে পড়ে গেলেন। সাথীদের সকলেই ছিলেন মুহরিম। আর আবু কাতাদা তখনো ইহুরাম বাঁধেননি। আবু কাতাদার দেখার পূর্বে তার সাথীরা একটি বন্য গাধা দেখতে গেলেন। তারা বন্য গাধাটি দেখার পর তাকে এভাবেই থাকতে দিলেন। অবশেষে আবু কাতাদা ও ওটাকে দেখে ফেললেন। এরপর আবু কাতাদা তার ঘোড়ায় আরোহণ করে সাথীদেরকে তার চাবুকটা দিতে বললেন। কিন্তু সাথীরা তা তাকে দিতে অঙ্গীকার করলেন। অতঃপর তিনি নিজেই চাবুক উঠিয়ে নিলেন। এরপর বন্য গাধাটিকে আক্রমণ করে আহত করলেন। অবশেষে আবু কাতাদা তা খেলেন, সাথীরাও খেলেন কিন্তু এতে তারা অনুতঙ্গ হলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট পৌছে তাকে ব্যাপারটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের সাথে বন্য গাধার কিছু আছে কি? জবাবে তারা বললেন, আমাদের সাথে এর একটি পা

আছে। তখন তিনি সে পাঠি নিলেন ও তা খেলেন।—বুখারী মুসলিম। কিন্তু বুখারী মুসলিমের আৱ এক বৰ্ণনায় আছে—তাৱা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এৱে কাছে আসলেন। তিনি তাদেৱকে জিজেস কৱলেন, তোমাদেৱ কেউ কি আবু কাতাদাকে বন্য গাধাকে আক্ৰমণ কৱাৱ জন্য ইঙ্গিত কৱেছিলে? তাৱা বললেন, জি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, তবে তোমোৱা এৱে অবশিষ্ট গোশত খেতে পাৱো।

ব্যাখ্যা : বুখা গেল শিকারে কোনো প্ৰকাৱ সাহায্য কৱাও ঠিক নয়।

২৫৭৯. وَعَنْ أَبِي عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ لِأَجْنَاحٍ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْأَحْرَامِ الْفَارَةُ وَالْغَرَابُ وَالْحِدَاءُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ . متفق عليه

২৫৭৯. হ্যৱত আবদুল্লাহ ইবনে ওমৱ রাঃ হতে বৰ্ণিত। তিনি নবী কৱীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বৰ্ণনা কৱেছেন। নবী কৱীম সঃ বলেছেন, যে ব্যক্তি হারামে কিংবা ইহৰামে ইন্দুৱ, কাক, চিল, বিছু ও হিংস্র কুকুৱ এ পাঁচটি প্ৰাণী হত্যা কৱেছে, তাৱা কোনো শুনাই হবে না।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : এছাড়া এ ধৰনেৱ অন্য কোনো হিংস্র বা অনিষ্টকাৰী প্ৰাণীৱ ব্যাপাৱেও এ একই নিৰ্দেশ।

২৫৮০. وَعَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلُنَ فِي الْحِلْلِ وَالْحَرَمِ الْحَيَّةُ وَالْغَرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحِدَاءُ . متفق عليه

২৫৮০. হ্যৱত আয়েশা রাঃ হতে বৰ্ণিত। তিনি নবী কৱীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বৰ্ণনা কৱেছেন, নবী কৱীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পাঁচটি অনিষ্টকাৰী প্ৰাণী হিল ও হৱম যে কোনো স্থানে হত্যা কৱা যেতে পাৱে। সেগুলো হলো সাপ, সাদা কালো কাক, ইন্দুৱ, হিংস্র কুকুৱ ও চিল।—বুখারী, মুসলিম

তিতীয় পরিষেব্দ

২৫৮১. عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحُمَّ الصَّيْدِ لَكُمْ فِي الْأَحْرَامِ حَلَالٌ مَا لَمْ تَصِدِّدُهُ أَوْ يُصَادِ لَكُمْ . رواه أبو داؤد والترمذى والنمسانى

২৫৮১. হ্যৱত জাবিৱ রাঃ হতে বৰ্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শিকারেৱ গোশত ইহৰাম অবস্থায়ও তোমাদেৱ জন্য হালাল। যদি তোমোৱা নিজেৱা তা শিকার কৱে না থাকো। অথবা তোমাদেৱ জন্য শিকার না কৱা হয়ে থাকে।—আবু দাউদ, তিৱমিয়ী, নাসাই

২৫৮২. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَرَادُ مِنْ ضَيْدِ الْبَحْرِ . رواه أبو داؤد والترمذى

২৫৮২. হ্যরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ফড়িং সাগরের শিকারের মধ্যে গণ্য।—আবু দাউদ ও তিরমিয়ী

ব্যাখ্যা : সাগরের জীব যেরূপ মুহরিম শিকার করতে পারে তেমনি ফড়িংও মুহরিম শিকার করতে পারে।

২৫৮৩. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ لِّدِنِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ السَّبُعُ الْعَادِيُّ ۔

رواه الترمذى وابو داؤد وابن ماجة

২৫৮৪. হ্যরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, মুহরিম হিংস্র আগী হত্যা করতে পারে।—তিরমিয়ী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ

২৫৮৪. وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ سَأَلَتْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصُّبُعِ أَصَيْدُ هِيَ فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ أَيُّكُلُ فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ

رواه الترمذى والشافعى والنسائى و قال الترمذى هذا حديث حسن صحيح ۔

২৫৮৪. হ্যরত আবদুর রহমান ইবনে আবু আশ্চার তাবেয়ী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হ্যরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ আনসারীকে ‘যাবু’ আগী শিকার জায়ে কিনা জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তবে ‘যাবু’ কি খাওয়া যায়? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে শনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।—তিরমিয়ী, নাসায়ী, ও শাফেয়ী। ইমাম তিরমিয়ী বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

ব্যাখ্যা : ‘যাবু’ (শুইসাপ) হিংস্র দাঁত সম্পন্ন আগী। এ জন্তু হালাল কিনা এ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস আছে। আর এ কারণে এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যেও মতভেদ। ইমাম শাফেয়ী ও আহমদের মতে, ‘যাবু’ হালাল। তাই তা শিকার করলে দম দিতে হবে। হ্যরত আবদুর রহমান একথাই জানতে পেরেছেন। ইমাম আবু হানীফা ‘যাবুকে’ হিংস্র আগী বলেন। তাই তাঁর মতে, যাবু হত্যা করলে দম দেয়া লাগবে না।

২৫৮৫. وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ سَأَلَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصُّبُعِ قَالَ هُوَ صَيْدٌ وَيَجْعَلُ فِيهِ كَبْشًا إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ ۔ روah ابو داؤد وابن ماجة والدارمى

২৫৮৫. হ্যরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ‘যাবু’ (আগী) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম (তা কি শিকার জাতীয় আগী?) তিনি বললেন, তা শিকার (জাতীয় আগী) তাই মুহরিম যাবু শিকার করলে (কাফফারা হিসাবে) একটি দুষ্পা দম দিতে হবে।—আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারেয়ী

২৫৮৬. وَعَنْ حُرَيْمَةَ بْنِ جَرِيٍّ قَالَ سَأَلَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الصُّبُعِ قَالَ أَوْ يَأْكُلُ

الضَّبْعُ أَحَدٌ وَسَأَلَتْهُ عَنْ أَكْلِ الذِّئْبِ قَالَ أَوْ يَأْكُلُ الذِّئْبُ أَحَدٌ فِيهِ خَيْرٌ۔ رواه الترمذى
وَقَالَ لَيْسَ اسْنَادًا بِالْقَوْرِيِّ

২৫৮৬. হযরত খুয়াইমা ইবনে জায়ি রাঃ বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যাবু খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। (একথা শনে) তিনি বললেন, 'যাবু' কি কেউ খায়? এরপর আমি নেকড়ে খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, উপকারের জন্য কি নেকড়ে কি কেউ খায়? যাতে ভালাই রয়েছে।—তিরমিয়ী। তিনি বলেছেন, হাদীসটির সনদ দুর্বল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

২৫৮৭. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّبَّيْمِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عَبْيَنْدِ اللَّهِ وَتَحْنَ حُرْمٌ فَأَهْدَى لَهُ طَبِيرٌ وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ فَهِنَا مَنْ أَكَلَ وَمَنَا مَنْ تَوَرَّعَ فَلِمَا اسْتَبَقَ طَلْحَةُ وَافَقَ مَنْ أَكَلَهُ قَالَ فَأَكْلَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ۔ رواه مسلم

২৫৮৭. হযরত আবদুর রহমান ইবনে ওসমান তাইমী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা (আমাদের চাচা) তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহর সাথে ছিলাম। আমরা সকলেই মুহরিম ছিলাম। এ সময় তাঁকে পাখী হাদিয়া দেয়া হলো। তিনি তখন ঘুমে ছিলেন। আমাদের কেউ এ পাখিটির গোশত খেলেন, আবার কেউ পরিহার করলেন। ঘুম থেকে জেগে উঠে তিনি যারা গোশত খেয়েছেন তাদের পক্ষেই গেলেন এবং বললেন, আমরা তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খেয়েছি।—মুসলিম



۱۳۔ بَابُ الْإِحْصَارِ وَفَوْتِ الْحِجَّةِ

۱۳. بَادِيَةً هَرَمَ هَجَّاجَ حُوتَةً يَا وَيْلَهَا

وَاتَّمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ طَفَانٌ أَحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْنِيِّ .

“এবং তোমরা আল্লাহর জন্য হজ্জ ও উমরা পূর্ণ করো। যদি তোমরা বাধাগ্রস্ত হও, তাহলে যে কুরবানীর পশু কুরবানী দেয়া তোমাদের জন্য সহজ হয় তা-ই কুরবানী করো।”—সূরা আল বাকারা : ১৯৬

এ বাধা হলো শক্রের বাধা বা রংগু হওয়া। হজ্জ অথবা উমরার ইহরাম বাধার পর বাধাগ্রস্ত হলে কুরবানীর পশু যবেহ করে মাথা মুড়িয়ে হালাল হয়ে যাবে। পরে হজ্জ বা উমরা আদায় করে নিতে হবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

۲۵۸۸. عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدْ أَحْصِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَحَلَقَ رَأْسَهُ جَامِعَ نِسَاءَ وَنَحْرَهُ
هَدْيَةً حَتَّى اغْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا . رواه البخاري

۲۵۸۸. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (৬ষ্ঠ হিজরীতে উমরা করতে গিয়ে কুরাইশদের দ্বারা) বাধাগ্রস্ত হলেন। এরপর তিনি মাথা কামালেন, বিবিদের সাথে সহবাস করলেন এবং নিজের কুরবানীর পশু যবেহ করলেন। অতপর পরের বছর উমরা আদায় করলেন।—বুখারী

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগে কুরবানীই করেছেন, পরে মাথা মুড়িয়েছেন। এখানে ক্রমহারে উমরার কাজ উল্লেখ করা হয়নি।

۲۵۸۹. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَعَالَ كُفَّارُ قُرْيَشٍ دُونَ
الْبَيْتِ فَنَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ هَذَا يَاهُ وَحَلَقَ وَقَصَّ أَصْحَابَهُ . رواه البخاري

۲۵۸۹. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে উমরা করতে বের হলাম। কুরাইশের কাফেররা আমাদের ও বাযতুল্লাহর মধ্যে (ছদ্দাইবিয়ায়) বাধা হয়ে দাঁড়ালো। তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে নিজের কুরবানীর পশুগুলো যবেহ করলেন, মাথা কামালেন। আর তাঁর সাথীগণ মাথা ছাটলেন।—বুখারী

۲۵۹. وَعَنِ الْمِسْنَوِ بْنِ مَحْرَمَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يُحَلِّقَ وَأَمَرَ
أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ . رواه البخاري

২৫৯০. হ্যৱত মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা কামাবার আগে পশু যবেহ কৱেছেন এবং এভাবে কৱার জন্য সাহাবীদের নির্দেশ দিয়েছেন।—বুখারী

٢٥٩١. وَعَنْ أَبْنَى عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ أَلِيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنْ حُبِّسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجَّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ يَحْجُّ عَامًا قَابِلًا فَيُهْدِيَ أَوْ يَصُومَ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدِيًّا .— رواه البخاري

২৫৯১. হ্যৱত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের জন্য কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত যথেষ্ট নয়? তিনি বলেছেন, তোমাদের কাউকে যদি হজ্জে আটকে রাখা হয় সে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা মারওয়ায় ‘সায়ি’ করে। তারপর আগামী বছরের হজ্জ করা পর্যন্ত সব জিনিস হতে হালাল হয়ে যাবে, (সায়ির পর) সে কুরবানীর পশু যবেহ করবে অথবা রোয়া রাখবে, যদি কুরবানীর পশু না পায়।—বুখারী

٢٥٩٢. وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَىٰ ضَبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيرِ فَقَالَ لَهَا لَعْلَكَ أَرَدْتِ الْحَجَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا أَجِدُنِي أَلِّا وَجِئَةً فَقَالَ لَهَا حُجَّيْ وَشَتَرِطَيْ وَقُولِيْ اللَّهُمَّ مَحِلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ .— متفق عليه

২৫৯২. হ্যৱত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একবার আপন চাচাতো বোন) যুবাআ বিনতে যুবায়েরের নিকট গেলেন এবং তাকে বললেন, মনে হয় তুমি হজ্জ পালনের ইচ্ছা পোষণ করো। হ্যৱত যুবাআ বললেন, (হ্যা, তবে) আল্লাহর কসম! আমি তো প্রায় অসুস্থ থাকি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাকে বললেন, হজ্জের নিয়ত করে ফেলো এবং শর্ত করে বলো, হে আল্লাহ! যে জায়গায় তুমি আমাকে (অসুখের কারণে) আটকে ফেলবে সে জায়গায়ই আমি হালাল হয়ে যাবো।

বিভীষণ পরিচ্ছেদ

٢৫৯৩. عَنْ أَبْنَى عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُبَدِّلُوا الْهَدْيَ الَّذِي نَحْرُوا عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ فِيْ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ .— رواه أبو داود

২৫৯৩. হ্যৱত আবদুল্লাহ ইবনে আবুস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে হকুম দিয়েছিলেন হ্দাইবিয়ার বছর তারা যে পশু কুরবানী করেছিলেন পরের বছর কায়া উমরার সময় তার বদলে অন্য পশু কুরবানী করতে।—আবু দাউদ

بُجْدَّا : کُرُوبَانِیٰ ہے رسمیٰ کیا مذکور کرتے ہیں । وہی بھر کے کے کے تھے ہندو ایشیا کی کُرُوبَانِیٰ ہے رسمیٰ کیا مذکور کرتے ہیں । وہی بھر کے کے کے تھے ہندو ایشیا کی کُرُوبَانِیٰ ہے رسمیٰ کیا مذکور کرتے ہیں ।

۲۵۹۴. وَعَنْ الْحَجَاجِ بْنِ عَمْرُونَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كُسِّرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ۔ رواه الترمذی وابو داؤد والنسائی وابن ماجة والدارمی وزاد ابو داؤد فی روایۃٍ اخیری از مرض و قال الترمذی هذا حديث حسن وفی المصائب ضعیف

۲۵۹۸. ہمارت ہاجہ جاں ایوں آمریکی راہ ہتے برجیت । تینیں بولئے، راسوں لٹپٹاہ ساٹھ آلا ایسی ویسا لٹپٹاہ بولئے ہے، یا ر پا ڈنگے گے ہے ایکجا ہے گے ہے سے ہالا ہے گے ہے । پرے ر بھر تاکے ہجہ کرتے ہے । - تیرمیذی، آبُو داؤد، ناسائی، ہاجہ ماجہ و دارمی । کیتنی آبُو داؤد ارے کے برجناہ آرے بیشی بولئے ہے، راسوں لٹپٹاہ ساٹھ آلا ایسی ویسا لٹپٹاہ بولئے ہے، "ایکجا راگھا کاٹ ہے گے ہے ।" تیرمیذی بولئے، ہادیستی ہاسان । ہیماں باغبی بولئے، ہادیستی دوہل ।

۲۵۹۵. وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ الدُّنْيَلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ الْحَجُّ عَرَفةُ مَنْ ادْرَكَ عَرَفَةً لِيَلَّهُ جَمِيعُ قَبْلِ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ ادْرَكَ الْحَجُّ أَيَّامُ مِنْ ثَلَاثَةَ قَمْنَ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ رواه الترمذی وابو داؤد والنسائی وابن ماجة والدارمی و قال الترمذی هذا حديث حسن صحيح

۲۵۹۵. ہمارت آبادوں رہمان ہیوں آبادی لیں راہ ہتے برجیت । تینیں بولئے، آمی راسوں لٹپٹاہ ساٹھ آلا ایسی ویسا لٹپٹاہ کے بولاتے گئے ایکجا ایسا راہ ہجھ । یہ بجھی آراؤ کا یہ میڈیا لیکا راہ تھے (۹ یلہ ہجھ شے راہ تھے) ڈنگے رہا راہ آگے آراؤ کا راہ پیچھے پڑے گے ہے سے ہجھ پڑے گے ہے । میں ناہ خاکا ر دین ہلے تین دین । یہ بجھی آڈا آڈی دویں دین میں ہتے پرستھ کر لے تا ر گئے ہلے نا । آر یہ بجھی تین دینے ر چھے بیشی دیروں کر لے تا ر گئے ہلے نا । - تیرمیذی، آبُو داؤد، ناسائی، ہاجہ ماجہ و دارمی । تیرمیذی بولئے ہے، ہادیستی ہاسان سہیہ ।



۴۔ بَاب حِرْمَة مَكَّة حِرْسَهَا اللَّه تَعَالَى

۱۸. মক্কার হেরেমে হারাম কাজের বর্ণনা

খানা কা'বার চারদিকে নির্দিষ্ট করে কিছু জায়গা আছে। যাকে আল্লাহ তাআলা সমানিত স্থান হিসেবে ঘোষণা করেছেন। এ জায়গাকে হেরেম শরীফ বলা হয়। এ হেরেমের সীমায় কিছু কাজ করা যেমন যুদ্ধ করা, গাছ কাটা, মশামাছি ইত্যাদি মারা নিষিদ্ধ। এসব কাজ এ সীমার বাইরে করা নিষিদ্ধ নয়। হেরেম শরীফের সীমা বর্তমানে পাকা রাস্তা করে চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে। এর সব দিকের দূরত্ব এক সমান নয়। তানজিমের দূরত্বই সবচেয়ে কম।

প্রথম পরিচ্ছেদ

٢٥٩٦. عَنْ أَبْنَى عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لَا هِجْرَةَ وَلِكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ فَانْفِرُوا وَقَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ أَنْ هَذَا الْبَلَدُ حَرَمَةُ اللَّهِ يَوْمَ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَهُوَ حَرَامٌ بِحَرَمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلْ لِالْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِيٍّ وَلَمْ يَحِلْ لِيِ الْأَسَاعَةُ مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحَرَمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا يُعْصِدُ شَوْكَهُ وَلَا يُنْفَرُ صَيْدَهُ وَلَا يُلْتَقَطُ لَقْطَهُ إِلَّا مَنْ عَرَفَهَا وَلَا يُخْتَلِي خَلَاها فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْأَذْخَرُ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبَيْوْتِهِمْ فَقَالَ إِلَّا الْأَذْخَرُ - مُتَفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يُعْصِدُ شَجَرَهَا وَلَا يُلْتَقَطُ سَاقِطَهَا إِلَّا مُنْشَدٌ

২৫৯৬. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাম্মানিত আলাইহি ওয়াসাম্মাম মক্কা বিজয়ের দিন বলেছেন, আর হিজরাত নেই, তবে জিহাদ ও নিয়ত অবশিষ্ট আছে। অতএব তোমাদেরকে জিহাদের জন্য বের হতে বলা হলে, বের হয়ে পড়বে। ওইদিন তিনি আবার বললেন, এ শহরকে আল্লাহ তাআলা সেদিন হতে সমানিত করেছেন যেদিন তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। অতএব এ শহর কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর সমানেই সমানিত থাকবে। আমার পূর্বে কারো জন্য এ শহরে যুদ্ধ করা হালাল ছিলো না আর আমার জন্যও একদিনের অল্প সময়ের জন্য মাত্র হালাল করা হয়েছিলো। এরপর তা কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর সমানেই সমানিত। এ শহরের কাঁটা গাছ পর্যন্ত কাটা যাবে না, এর শিকারকে তাড়ানো যাবে না। এ শহরের পথে পড়ে থাকা কোনো জিনিস ঘোষণাকারী ছাড়া কেউ ওঠাতে পারবে না। এ শহরের ঘাসও কেউ কাটতে পারবে না। বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় আমার পিতা হ্যরত আবাস রাঃ বলে উঠলেন, হে আল্লাহর রাসূল! 'ইয়খার ঘাস' ছাড়া। এ ঘাসতো লোকদের (কামার) জন্য ও ঘরের চালার জন্য দরকার। তখন তিনি বললেন, ঠিক আছে ইয়খার ছাড়া।—বুখারী, মুসলিম

২৫৯৭. وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيًّا ﷺ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ كُمْ أَنْ يُخْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلَاحَ - رواه مسلم

۲۵۹۷. ہے رات جا بیر راہ ہتے بُرْنِیت । تینی بلنے، آمی راسُلُللّٰہ سَلَّمَ سَلَّمَ اُولائے ہی
وَيَوْمَ سَلَّمَ کے بلنے، مکاہم اُندر بہن کراؤ کاروں جنپ حادیل نہیں । - مُسْلِم

۲۵۹۸. وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمَغْفِرَ فَلَمَّا
نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ وَقَالَ إِنَّ أَبِنَ حَطَّالٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ افْتُلُهُ ۔ متفق عليه

۲۵۹۸. ہے رات آنام راہ ہتے بُرْنِیت । تینی بلنے، نبی کریم سَلَّمَ اُولائے ہی
وَيَوْمَ سَلَّمَ مکاہم بیچیرے دن مکاہم پریش کراؤ سُمیر تار مادھیا ہیلو لہاڑا شیرکاگ ।
تینی یخن شیرکاگتی بُللنے اک بُرکتی اسے بُللنے، ہے بنے خاتمال کا بار گلاؤ کے
آٹھیا نیمے آچے । نبی کریم سَلَّمَ اُولائے ہی وَيَوْمَ سَلَّمَ بُللنے، تاکہ ہتھا
کراؤ । - بُرکاری، مُسْلِم

۲۵۹۹. وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةُ سَوْدَاءَ بَغْيَرِ
إِحْرَامٍ ۔ رواہ مسلم

۲۶۰۰. ہے رات جا بیر راہ ہتے بُرْنِیت । تینی بلنے، راسُلُللّٰہ سَلَّمَ اُولائے ہی
وَيَوْمَ سَلَّمَ مکاہم بیچیرے دن حادیل مکاہم پریش کرے ہیلنے । تار مادھیا
ہیلو اکتی کالوں پاگڈی । - مُسْلِم

بُرکتیا : شیرکاگ کالوں پر سُنْنَت تینی کالوں پاگڈی پرے ہیلنے ।

۲۶۰۰. وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَغْرِبُ جِيشُ نَبِيِّ الْكَعْبَةِ فَإِذَا كَانُوا
بِبَيْنِهِمْ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسِفُ بِأَوْلِهِمْ وَآخِرِهِمْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يُخْسِفُ بِأَوْلِهِمْ
وَآخِرِهِمْ وَقِيمُهُمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ قَالَ يُخْسِفُ بِأَوْلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ثُمَّ يَعْتَنُونَ عَلَى
نِيَّاتِهِمْ ۔ متفق عليه

۲۶۰۰. ہے رات آیوشا راہ ہتے بُرْنِیت । تینی بلنے، راسُلُللّٰہ سَلَّمَ اُولائے ہی
وَيَوْمَ سَلَّمَ بُللنے، (شے شامانیا) کا بارا کرنس کراؤ جنپ اک بیپُل باہنی
رولنا ہے । کیسے تارا یخن اک بیپُل دنے پئے ہے، تا دے پریش کے شے بُرکتی
پریش سکلکے ہے ماتحتے دسے دئیا ہے । ہے رات آیوشا راہ بُللنے، آمی بُللنے، ہے
آٹھیا ہیل راسُل! کی کرے تا دے پریش کے شے بُرکتیکے دسے دئیا ہے اُنچ
تا دے پریش کے شے سادھارن لے کے اے وے امی لے کے آچے یارا ادے اُندرگت نہیں । نبی کریم
سَلَّمَ اُولائے ہی وَيَوْمَ سَلَّمَ بُللنے، نیشیا تا دے پریش کے شے پریش سکلکے
دسے دئیا ہے । تا دے کیا ماتھے دن تا دے نیمات دن تا دے انوساریا وڈا نو
ہے । - بُرکاری، مُسْلِم

۲۶۰۱. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَخْرِبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوِيقَتَيْنِ مِنَ
الْجَبَشَةِ ۔ متفق عليه

২৬০১. হযরত আবু হুরাইয়া রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (কেয়ামতের কাছাকাছি সময়) খানায়ে কাবা ধৰ্স করবে আবিসিনিয়ার ছোট নলা বিশিষ্ট ব্যক্তি।—বুখারী, মুসলিম

২৬০২. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتِيْ بِهِ أَسْوَدُ افْحَاجَ يَقْلِعُهَا حَجَرًا حَجَرًا
رواه البخاري

২৬০২. হযরত ইবনে আববাস রাঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি যেনো সেই কাবা ধৰ্সকানী ব্যক্তিকে দেখছি। সে কালো এবং কোল ডেঙ্গুর কাবার এক এক পাথর খসিয়ে ফেলছে।—বুখারী

ধিতীয় পরিষেদ

২৬০৩. عَنْ يَعْلَمِي بْنِ أَمِيَّةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ احْتِكَارُ الطَّعَامِ فِي الْحَرَمِ
الْعَادُ فِيهِ - رواه أبو داؤد

২৬০৩. হযরত ইয়ালা ইবনে উমাইয়া রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মূল্য বাড়ার উদ্দেশ্যে হেরেমে খাদ্যশস্য ধরে রাখা হলো ইলহাদ।—আবু দাউদ

২৬০৪. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَّةَ مَا أَطْبَيكِ مِنْ بَلْدٍ وَأَحَبُّكِ إِلَى
وَلَوْلَا أَنْ قَوْمِيْ أَخْرَجُونِيْ مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ - رواه الترمذি وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ
حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ أَسْنَادٌ

২৬০৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, কি উচ্চম শহর তুমি! তোমাকে আমি কতো ভালোবাসি। যদি আমার জাতি আমাকে তোমার থেকে বের করে না দিতো, আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে অন্য কোথাও বসবাস করতাম না।—তিরিমিয়ী। তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। তবে সনদ হিসাবে গৰীব।

২৬০৫. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدَىِ بْنِ حَمْرَاءَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا عَلَى
الْعَرْوَةِ فَقَالَ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ وَلَوْلَا أَنِّي
أَخْرَجْتُ مِنْكَ مَا خَرَجْتُ - رواه الترمذি وابن ماجة

২৬০৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আদী ইবনে হামরা রাঃ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি তিনি খায়ওয়ারায় দাঁড়িয়ে বলছেন, হে মক্কা! আল্লাহর কসম! তুমি ইচ্ছা আল্লাহর সর্বোন্ম যমীন ও আল্লাহর নিকট আল্লাহর যমীনের

সবচেয়ে প্রিয় যমীন। যদি আমি তোমার বুক হতে বহিষ্ঠিত না হতাম, তাহলে (তোমাকে ছেড়ে) কখনো বের হতাম না।—তিরমিয়ী ও ইবনে মাজাহ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٢٦٠٦. عَنْ أَبِي شُرِيفِ نَبِيِّ الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرُو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبَعْوَثَ إِلَى مَكَّةَ أَذْنَنَ لِي أَبْيَهَا الْأَمْسِرُ أَحْدِثُكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَدَّ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمِعْتَهُ أَذْنَائِي وَوَعَاءَ قَلْبِيْ وَابْصَرْتَهُ عَيْنَائِي حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ حَمْدَ اللَّهِ وَأَنْشَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَكَّةَ حَرَمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلَا يَحْلِ لِأَمْرِيْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ إِنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلَا يَعْضُدُ بِهَا شَجَرَةً فَإِنْ أَحَدٌ تَرْخَصُ بِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَقُولُوا لَهُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذِنْ لَكُمْ وَإِنَّمَا أَذْنَ لِيْ فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتَهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِرِ وَلِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ فَقِيلَ لِأَبِي شُرِيفِ مَا قَالَ لَكَ عَمْرُو قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِذِلِّكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرِيفٍ إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيْدُ عَاصِبًا وَلَا فَارًا بِدَمٍ وَلَا فَارًا بَحْرَيْهِ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي الْبَخَارِيِّ الْخَرِيَّةِ الْجَنَابِيَّةِ

২৬০৬. হ্যরত আবু শুরাইহ আদাবী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি আমর ইবনে সায়দ (যখন তিনি হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের বিরুদ্ধে) মক্কায় সেনাবাহিনী পাঠাইলেন, বলেন, হে আমীর। আমাকে অনুমতি দিন, আমি আপনাকে একটি কথা বলি যা মক্কা বিজয়ের দিন সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম ভাষণ দানের সময় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন। যে কথা আমার এই দুই কান শুনেছে, আমার হৃদয় মনে রেখেছে, আমার এই দুই চোখ দেখেছে। তিনি ভাষণ দান শুরু করে প্রথমে আল্লাহর শুণগান করলেন। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ মক্কাকে হারাম করেছেন। কোনো মানুষ একে হারাম করেনি। তাই আল্লাহ তাআল্লা ও পরকালে বিশ্বাসী এমন কোনো লোকের পক্ষে মক্কায় রক্তপাত ঘটানো আর এর বৃক্ষ কাটা হালাল হবে না। যদি কেউ মক্কায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম-এর যুদ্ধের অভ্যুত্ত দেখিয়ে (এসব করা) জয়েয় মনে করে, তাকে বলবে, আল্লাহ তার রাসূলকে অনুমতি দিয়েছেন, তোমাকে অনুমতি দেননি। আর আমাকেও (রাসূলকে) অনুমতি দিয়েছেন একদিনের খুব অল্প সময়ের জন্য। তারপর তার হুরমাত ফিরে এসেছে, যেমন আগে ছিলো। আমার একথা প্রত্যেক উপস্থিতি ব্যক্তিই যেনো অনুপস্থিত ব্যক্তিকে জানিয়ে দেয়। এরপর অবু শুরাইহকে জিজ্ঞেস করা হলো, একথা শুনার পর আমর আপনাকে কি জবাব দিয়েছিলেন? আবু শুরাইহ বললেন, তখন তিনি জবাবে বললেন, একথা আমি অপনার চেয়েও বেশি জানি, হে আবু শুরাইহ। মক্কা কোনো অপরাধীকে আশ্রয় দেয় না। আর এমন লোককেও আশ্রয় দেয় না যে লোক রক্তপাত করে মক্কায় ভেগে এসেছে। অথবা অপরাধ সংঘটিত করে মক্কায় পালিয়েছে।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : হযরত মুয়াবিয়ার পুত্র ইয়ায়ীদের হাতে হযরত ইমাম হসাইনের শাহাদাতের পর হযরত আয়েশাৰ বোন হযরত আসমাৰ ছেলে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাঃ খিলাফাতের দাবী কৱেন। তখন শাম দেশ ছাড়া মক্কা, মদীনা, ইরাক ও ইয়েমেন প্রভৃতি প্রদেশ তাঁৰ দাবী সমর্থন কৱে। ৭৩ হিজৰীতে বনী উমাইয়াৰ শাসক আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান ইবনে ইয়ায়ীদ (১) এ আমৰ ইবনে সায়ীদেৱ সেনাপতিত্বে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েৱ বিৰুদ্ধে মক্কায় সেনাবাহিনী পাঠান এবং তাঁকে মক্কার হেৱেম শৰীফে শহীদ কৱে দেন।

٢٦٠. وَعَنْ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةِ الْمَخْرُومِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَزَالُ هَذِهِ الأُمَّةُ بِخَيْرٍ مَاعَظَمُوا هَذِهِ الْحُرْمَةَ حَقًّا تَعْظِيمُهَا فَإِذَا ضَيَّعُوْ ذَلِكَ هَلَكُوْ . رواه ابن ماجة

২৬০৭. হযরত আইয়াশ ইবনে আবু বৱীয়া মাখযুমী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এ উচ্চাত কল্যাণের সাথে ধাকবে যতোদিন পর্যন্ত তারা মক্কার এ মর্যাদা পরিপূর্ণরূপে অক্ষুণ্ণ রাখবে। যখন তারা মক্কার এ মর্যাদা বিনষ্ট কৱে ফেলবে এ উচ্চাত ধ্রংস হয়ে যাবে।—ইবনে মাজাহ



۱۰۔ باب حرم المدینة درسها اللہ تعالیٰ

۱۵. مدیناৰ হেৱেমে হারাম কাজেৰ বৰ্ণনা

প্ৰথম পৰিচ্ছেদ

۲۶۰۸. عن عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا كَتَبْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا الْقُرْآنَ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَابَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثُورٍ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ أَوْى مُحْدَثًا فَعَلَيْهِ لِعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبِلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ دَمْهُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يُسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لِعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبِلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ وَمَنْ وَالِى قَوْمًا بِغَيْرِ اذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لِعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبِلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ - متفق عليه وفي رواية لهما من ادعى إلى غير أرببه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل

২৬০৮. হয়রত আলী রাঃ হতে বৰ্ণিত। তিনি বলেন, কুরআন ও এ সহীফায় যা আছে তা ছাড়া আর কোনো কিছু রাসূলগ্রাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের কাছ হতে আমরা লিখে রাখিনি। তিনি বলেন, রাসূলগ্রাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বলেছেন, মদীনা হারাম (অর্থাৎ সশ্বান্ত) 'আইর' হতে 'সওর' পর্যন্ত। যে ব্যক্তি এতে কোনো বেদআত (অসৎ প্ৰথা) চালু কৰবে অথবা বেদআত চালুকাৰীকে আশ্রয় দেবে তাৰ উপৰ আল্লাহ ও ফেরেশতাগণ এবং মানুষ সকলেৱই অভিসম্পাত। তাৰ ফৰয বা নফল কিছুই কবুল কৰা হবে না। সকল মুসলমানেৰ প্ৰতিশ্ৰূতি এক—তাদেৱ ক্ষুদ্ৰ ব্যক্তিও এৱ চেষ্টা চালাতে পাৱে।

অতএব যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানেৰ প্ৰতিশ্ৰূতি ভঙ্গ কৰে তাৰ উপৰ আল্লাহ ও ফেরেশতাগণ এবং মানুষ সকলেৱই অভিসম্পাত। তাৰ ফৰয ও নফল কোনোটিই গ্ৰহণ কৰা হবে না। আৱ যে ব্যক্তি নিজেৰ মালিকদেৱ অনুমতি ছাড়া অন্য সপ্তদায়েৰ সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন কৰে তাৰ উপৰ আল্লাহৰ ও ফেরেশতাগণ এবং মানুষ ও সকলেৱই অভিসম্পাত। তাৰ ফৰয বা নফল কোনোটিই গ্ৰহণ কৰা হবে না।—বুখারী, মুসলিম

বুখারী ও মুসলিমেৰ আৱো এক বৰ্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি নিজেৰ পিতা ছাড়া অন্যকে পিতা বলে স্বীকাৰ কৰেছে অথবা যে ঝীতদাস নিজেৰ মালিক ছাড়া অন্যকে মালিক বলে গ্ৰহণ কৰেছে তাৰ উপৰ আল্লাহ ও ফেরেশতাগণেৰ এবং মানুষ ও সকলেৱই অভিসম্পাত। তাৰ ফৰয বা নফল কিছুই গ্ৰহণ কৰা হবে না।

ব্যাখ্যা ৪ 'আইর' মদীনাৰ এক প্রান্তৱেৱ একটি পাহাড়। 'সওর' মক্কাৰ 'সওর' পৰ্বত ছাড়া মদীনাৰ ওহোদ পৰ্বতেৰ কাছে একটি ছোট পৰ্বত।

٢٦٩. وَعَنْ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنِّي أَحِرُّ مَا بَيْنَ لَأْبَتِي الْمَدِينَةِ إِنْ يُقْطَعَ عِصَابَهَا أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا وَقَالَ الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لِهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَا يَدْعُهَا أَحَدٌ رُغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَبْدَلَ اللَّهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَلَا يَثْبِتُ أَحَدٌ عَلَى لَوَانِهَا وَجَهَدَهَا إِلَّا كَنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يُومَ الْقِيمَةِ - رواه مسلم

২৬০৯. হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াকাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি মদীনার দু' প্রাস্ত্রের মধ্যবর্তী জায়গাকে হারাম করেছি। এর গাছপালা কাটা যাবে না, এর শিকার মারা যাবে না। তিনি আরো বলেন, মদীনা তাদের জন্য কল্যাণময়, যদি তারা বুঝতে পারতো। যে ব্যক্তি অনিষ্ট্যয় মদীনা ত্যাগ করবে, তার পরিবর্তে আল্লাহ তাআলা তার চেয়েও উত্তম লোককে সেখানে স্থান দেবেন। যে ব্যক্তি মদীনার অন্টন দুঃখ-কষ্টে দৈর্ঘ্যধারণ করবে ও টিকে থাকবে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশকারী হবো।—মুসলিম

২৬১০. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَصْبِرُ عَلَى لَوَانِ الْمَدِينَةِ وَشَدَّتْهَا أَحَدٌ مِنْ أَمْتَى إِلَّا كَنْتُ لَهُ شَفِيعًا يُومَ الْقِيمَةِ - رواه مسلم

২৬১০. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উশাতের যে ব্যক্তি মদীনায় অভাব অন্টন ও বিপদ আপনে দৈর্ঘ্যধারণ করবে আমি নিচয়ই কিয়ামতের দিন তার জন্য সুপারিশকারী হবো।—মুসলিম
২৬১১. وَعَنْهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا أُولَئِكَ الْمُرَمَّةَ جَاءُوا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَإِذَا أَخْذَهُ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِهَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِنَّا اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِيُّكَ وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَإِنِّي دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِمَدِينَةِ بِيْثَلِ مَادِعَاكَ لِمَكَّةَ وَمَثِيلِهِ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ يَدْعُو أَصْغَرَ وَلِيْدَ لَهُ فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ الشَّمَرَ - رواه مسلم

২৬১১. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা যখন প্রথম ফল লাভ করতো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নিয়ে আসতো। যখন তিনি এ ফল প্রাপ্ত করতেন, বলতেন, আল্লাহ! আমাদের ফলে শস্যে বরকত দান করো। আমাদের এ শহরে বরকত দাও। আমাদের আড়িতে বকরত দাও, আমাদের সেরিতে (মাপার যন্ত্র বা পাত) বরকত দাও। হে আল্লাহ! ইবরাহীম তোমার বান্দা, তোমার বক্তু, তোমার নবী। আমিও তোমার বান্দা ও নবী। তোমার কাছে তিনি মক্কার জন্য দোআ করেছেন, আর আমিও তোমার কাছে মদীনার জন্য দোআ করছি, যেক্ষেত্রে দোআ তিনি তোমার কাছে মক্কার জন্য করেছেন। আবু হুরাইরা রাঃ বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবারের সবচেয়ে ছেট ছেলেকে ডাকতেন এবং তাকে এ ফল দান করতেন।—মুসলিম

٢٦١٢. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَمَ مَكْهَةَ فَجَعَلَهَا حَرَامًا وَأَنِّي حَرَمْتُ الْمَدِينَةَ حَرَامًا مُّازِبِينَ مَازِبِينَ أَنْ لَا يَهْرَاقَ فِيهَا دَمٌ وَلَا يُحْمَلُ فِيهَا سِلَاحٌ لِقَتَالٍ وَلَا تُخْبَطُ فِيهَا شَجَرَةً إِلَّا لِعَلْفٍ . رواه مسلم

২৬১২. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হযরত ইবরাহীম আঃ মক্কাকে সম্মানিত করে একে হারাম বানিয়েছেন। আর আমি মদীনাকে এর দু' প্রান্তের মাঝখানের জায়গাকে সম্মানিত (হারাম) করলাম। এতে রক্ষণাত করা যাবে না, যুদ্ধ করার জন্য অন্ত গ্রহণ করা যাবে না, পশুর খাবার ছাড়া এতে কোনো গাছের পাতা বারান্দা যাবে না।—মুসলিম

২৬১৩. وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَنْ سَعْدًا رَكَبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ فَوَجَدَ عَبْدًا يُقطِّعُ شَجَرًا أَوْ يَخْبِطُهُ فَسَلَّبَهُ فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَهُ أَهْلُ الْعَبْدِ فَكَلِمُوهُ أَنْ يُرِدَ عَلَى غُلَامِهِمْ أَوْ عَلَيْهِمْ مَا أَخْذَ مِنْ غُلَامِهِمْ فَقَالُوا مَعَاذُ اللَّهِ أَنْ أَرُدَ شَيْئًا نَقْلَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ وَآبَى أَنْ يُرِدَ عَلَيْهِمْ . رواه مسلم

২৬১৩. হযরত আমের ইবনে সাদ তাবেরী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আমার পিতা) সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাঃ সওয়ারীর উপর আরোহণ করে তাঁর আকীকত্ব বাসভবনের দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময় তিনি দেখলেন একটি ক্রীতদাস (মদীনায়) একটি গাছ কাটছে অথবা এর পাতা বড়াচ্ছে। এতে তিনি কৃতদাসটির জামা কাপড় ও অন্ত কেড়ে নিলেন। তিনি মদীনায় ফেরার পর ক্রীতদাসের মালিকগণ তার অন্ত তাঁকে অথবা তাদের দাসের নিকট হতে কেড়ে নেয়া জিনিস তাদেরকে ফিরিয়ে দিতে অনুরোধ করলেন। তখন সাদ বললেন, আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা আমাকে দান করেছেন, তা তাদেরকে ফিরিয়ে দিতে তিনি অবীকার করলেন।—মুসলিম

ব্যাখ্যা : ২৬২৭ হাদীসে এ বিষয়ে আর একটি হাদীস বর্ণিত ইয়েছে।

২৬১৪. وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لِمَا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ الْمَدِينَةَ وَعَكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ فَجَنَّتْ رَسُولُ اللَّهِ فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ حِبْبَنَا الْمَدِينَةُ كَحِبْنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدُ وَصَحَّحْنَا وَتَارِكُ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمَدِهَا وَأَنْفَلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ . مَتَفَقُ عَلَيْهِ

২৬১৪. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমন করার পর আমার পিতা আবু বকর ও বিলাল ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হলেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে তাঁকে তাদের এ খবর জানালে তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্য মদীনাকে প্রিয় করো যেভাবে মক্কা আমাদের নিকট প্রিয় অথবা তার চেয়েও বেশি। হে আল্লাহ! তুমি মদীনাকে আমাদের জন্য স্বাস্থ্যকর করো, আমাদের জন্য এর আড়ি ও এর সেরিতে বরকত দাও, এর জ্বরকে জুহফায় স্থানান্তরিত করে দাও।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : জুহফা একটি জায়গার নাম। রাসূলের দোয়া করুল হয়ে যায়। জুহফা জ্বরের স্থান হয়ে যায়।

٢٦١٥. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي رُؤْيَا النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَدِينَةِ رَأَيْتُ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَانِيَةً الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى نَزَلَتْ مَهْبِعَةً قَتَالُتُهَا أَنْ وَيَاهَ الْمَدِينَةِ نُقِلَ إِلَى مَهْبِعَةٍ وَهِيَ الْجُحْفَةُ - رواه البخاري

২৬১৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ মদীনা সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বপ্নের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি দেখলাম একটি এলাকেশী কালো মেয়েলোক মদীনা হতে বের হয়ে ‘মাহইয়াআত’ গিয়ে পৌছলো। আমি এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করলাম, মদীনার মহামারী ‘মাহ ইয়াআত’ স্থানান্তরিত হয়ে গেলো। বর্ণনাকারী বলেন, ‘মাহইয়াআত’ হলো ‘জুহফা’।—বুখারী

٢٦١٦. وَعَنْ سُفِيَّانَ بْنِ أَبِي زَهِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يُفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَأْتِيَ قَوْمٌ يَبْسُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ وَيُفْتَحُ الشَّامُ فَيَأْتِيَ قَوْمٌ يَبْسُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَيُفْتَحُ الْعَرَاقُ فَيَأْتِيَ قَوْمٌ يَبْسُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ - متفق عليه

২৬১৬. হযরত সুফিয়ান ইবনে আবু যুহায়ের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, ইয়েমেন বিজিত হবে, সেখানে মদীনার কিছু লোক চলে যাবে। তাদের সাথে তাদের পরিবার ও অনুসারীদেরও নিয়ে যাবে। অর্থ মদীনাই তাদের জন্য উত্তম স্থান যদি তারা বুঝতে পারতো। ঠিক এভাবে শায় দেশ বিজিত হবে, তখায় কিছু লোক চলে যাবে, তাদের পরিবার ও অনুসারীদেরকেও সাথে নিয়ে যাবে। অর্থ মদীনা হচ্ছে তাদের জন্য উত্তম স্থান, যদি তারা বুঝতে পারতো। অনুরূপভাবে ইরাক বিজিত হবে, সেখানে একদল লোক চলে যাবে, তাদের পরিবার ও অনুসারীদেরকেও সাথে নিয়ে যাবে। অর্থ মদীনাই হচ্ছে তাদের পক্ষে উত্তম জায়গা যদি তারা বুঝতে পারতো।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ভবিষ্যতবাণী পরিপূর্ণ সঠিক হয়েছে। এসব দেশ বিজিত হয়েছে। মুসলমানরা দলে দলে এসব দেশে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছে।

٢٦١٧. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمْرَتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرْيَ - يَقُولُونَ يَشْرِبَ وَهِيَ الْمَدِينَةُ تَفْنِي النَّاسَ كَمَا يَفْنِي الْكَيْرُ حَبْثَ الْحَدِيدِ - متفق عليه

২৬১৭. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি এমন এক জনপদে হিজরতের জন্য আনিষ্ট হলাম যে জনপদ

অন্য জনপদসমূহকে প্রাপ্তি করবে। সোকে একে বলে ইয়াসরিব। আর তা-ই হলো মদীনা। মদীনা মানুষকে পরিশুল্ক করে। যেভাবে হাঁপর খাদ দোড়ে লোহাকে পরিশুল্ক করে।

-বুখারী, মুসলিম

২৬১৮. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ سَمِّيَ الْمَدِينَةَ طَابَةً . رواه مسلم

২৬১৮. হযরত জাবির ইবনে সামুরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আল্লাহ তাআলা মদীনার নাম রেখেছেন ‘তাবা’।—মুসলিম

ব্যাখ্যা : তাবা শব্দের অর্থ পৃত-পবিত্র।

২৬১৯. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَأَيَّعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاصَابَ الْأَعْرَابَيِّ وَعَكَّ بِالْمَدِينَةِ فَاتَّى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَقْلِنِي بَيْعَتِي فَأَبَيِّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ أَقْلِنِي بَيْعَتِي فَأَبَيِّ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ أَقْلِنِي بَيْعَتِي فَأَبَيِّ فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْمَدِينَةَ كَالْكِبْرِ تَنْفِيْ حُبُّهَا وَتَنْسِيْ طِبَّهَا . متفق عليه

২৬১৯. হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুইন এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে বাইআত করলো। এরপর মদীনায় সে জুরে আক্রান্ত হলো। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, মুহাম্মাদ! আমার বাইয়াত বাতেল করে দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা করতে অবীকার করলেন। আবারও সে এসে বললো, মুহাম্মাদ আমার বাইয়াত বাতিল করে দিন। এবারও রাসূলুল্লাহ সঃ তা করতে অবীকার করলেন। সে আবারও এলো। বললো আমার বাইয়াত বাতিল করে দিন। এবারও তিনি তা করতে অবীকার করলেন। এরপর বেদুইন মদীনা ছেড়ে চলে গেলো। এবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মদীনা হচ্ছে হাঁপরের মতো। হাঁপর এর খাদকে দূর করে দেয়, আর পরিশুল্ক করে এর উন্নয়নকে।

-বুখারী, মুসলিম

২৬২০. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِيَ الْمَدِينَةَ شِرَارَهَا كَمَا يَنْفِي الْكِبِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ . رواه مسلم

২৬২০. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে না যে পর্যন্ত মদীনা এর মন্দ লোকদেরকে দূর করে না দিবে; যেভাবে হাঁপর দূর করে দেয় লোহার খাদকে।—মুসলিম

২৬২১. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى انْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلِئَكَةٌ لَا يَدْخُلُهَا الطَّاغُونُ وَلَا الدَّجَالُ . متفق عليه

২৬২১. হয়রত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মদীনার দরজাসমূহে ফেরেশতাগণ পাহারায় রয়েছে। তাই মদীনায় মহামারী ও দাঙ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না।—বুখারী, মুসলিম

২৬২২. وَعَنْ أَنْسِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُسْ منْ بَلْدٍ إِلَّا سَيِّطَةُ الدَّجَالِ إِلَّا مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ لِيُسْ تَقْبَّ مِنْ انْقَابِهِ إِلَّا عَلَيْهِ الْمَلِكَةُ صَاقِبَنْ يُخْرِسُونَهَا فَيَنْزِلُ السَّبَّخَةَ فَتَرْجُفُ الْمَدِينَةَ بِأَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ كُلُّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ۔ متفق عليه

২৬২২. হয়রত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মক্কা মদীনা ছাড়া এমন কোনো শহর নেই, যেখানে দাঙ্জালের পদচারণা ঘটবে না। মক্কা মদীনায় এমন কোনো দরজা নেই যেখানে ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধ হয়ে পাহারা দিচ্ছে না। অতএব দাঙ্জাল ‘সিবখায়’ পৌছবে। তখন মদীনা তিনবার ভূমিকল্পের দ্বারা এর অধিবাসীদেরকে নাড়া দিবে। আর এতে সকল কাফের মুনাফিক মদীনা ছেড়ে দাঙ্জালের দিকে রওনা হয়ে যাবে।—বুখারী, মুসলিম

২৬২৩. وَعَنْ سَعْدٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَكِيدُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ أَحَدٌ إِلَّا انْمَاعُ كَمَا يَنْمَاعُ الْمَلْحُ فِي الْمَاءِ۔ متفق عليه

২৬২৩. হয়রত সাদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কেউই মদীনাবাসীদের সাথে প্রতারণা করবে সে গলে যাবে, যেভাবে লবণ পানিতে গলে যায়।—বুখারী, মুসলিম

২৬২৪. وَعَنْ أَنْسِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَنَظَرَ إِلَى جُدُّرَاتِ الْمَدِينَةِ أَوْضَعَ رَاحِلَتَهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَكَهَا مِنْ حُبِّهَا۔ رواه البخاري

২৬২৪. হয়রত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো সফর হতে আগমনের সময় মদীনার দেয়াল দেখতে পেতেন নিজের আরোহীকে তাড়া করতেন। আর যদি তিনি ঘোড়া বা খচরের উপর থাকতেন। তাকে নাড়া দিতেন, মদীনার ভালোবাসার জন্য।—বুখারী

২৬২৫. وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَلَعَ لَهُ أَحَدٌ فَقَالَ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَاهِيمُ حَرَمٌ مَكَّةُ وَأَنِّي أَحَرَمُ مَابَيْنَ لَبَتِيهَا۔ متفق عليه

২৬২৫. হয়রত আনাস রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার ওহুদ পাহাড় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোচরীভূত হলো। তা দেখে তিনি বললেন, এ পাহাড় আমাদেরকে ভালোবাসে, আর আমরাও এ পাহাড়কে ভালোবাসি। হে আল্লাহ! হয়রত ইবরাহীম আঃ মক্কাকে মর্যাদা দান করেছেন, আর আমি মদীনার দু' প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থানকে মর্যাদা দান করলাম।—বুখারী, মুসলিম

٢٦٢٦. وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَدًا جَبَلَ يُحِبُّنَا وَتُحِبُّهُ .
رواه البخاري

২৬২৬. হযরত সাহল ইবনে সাদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ওহু এমন একটি পাহাড়, যে পাহাড় আমাদেরকে ভালোবাসে আর আমরাও এ পাহাড়কে ভালোবাসি।-মুসলিম

বিতীয় পরিচ্ছেদ

২৬২৭. عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ أَخْذَ رَجُلًا
يُصِيدُ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ الَّذِي حَرَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَلَبَهُ ثِيَابَهُ فَجَاءَ مَوَالِيهِ فَكَلَمُوهُ
فِيهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَمَ هَذَا الْحَرَمَ وَقَالَ مَنْ أَخْدَ أَخْدًا يُصِيدُ فِيهِ فَلِيَسْلُبْهُ
فَلَا أَرُدُّ عَلَيْكُمْ طَعْمَةً أطْعَمْنَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَكُنْ إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُ إِلَيْكُمْ ثَمَنَهُ .
رواه أبو داود

২৬২৭. তাবেয়ী সুলায়মান ইবনে আবু আবদুল্লাহ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্সাস রাঃ-কে দেখলাম তিনি এক লোকের জামাকাপড় কেড়ে নিয়েছেন, সে লোকটি মদীনার হেরেমে শিকার করছিলো। যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারাম করে দিয়েছিলেন। এরপর ওই লোকটির মালিকগণ এসে তার সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করলে। তিনি উত্তরে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হেরেমকে হারাম করেছেন। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন ব্যক্তিকে ধরবে যে এতে শিকার করছে সে যেনে তার জামাকাপড় ও অন্ত কেড়ে নেয়। অতএব আমি তোমাদেরকে ওই খাবার দিতে পারি না যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে খেতে দিয়েছেন। তবে তোমরা যদি চাও তাহলে আমি তোমাদেরকে এর মূল্য দিতে পারি।-আবু দাউদ

২৬২৮. وَعَنْ صَالِحٍ مُؤْلِي لِسْعَدٍ أَنَّ سَعْدًا وَجَدَ عَبِيدًا مِنْ عَبْدِ الْمَدِينَةِ يَقْطَعُونَ
مِنْ شَجَرِ الْمَدِينَةِ فَأَخْدَ مَنَاعَهُمْ وَقَالَ يَعْنِي لِمَوَالِيهِمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهِي أَنْ
يُقْطَعَ مِنْ شَجَرِ الْمَدِينَةِ شَيْءٌ . وَقَالَ مَنْ قَطَعَ مِنْهُ شَيْئًا فَلِمَنْ أَخْدَهَ سَلَبَهُ .
رواه أبو داود

২৬২৮. হযরত সালেহ তাবেয়ী হযরত সাআদ ইবনে আবু ওয়াক্সাস রাঃ-এর একটি মুক্ত দাস হতে বর্ণনা করেন যে, একদা হযরত সাদ মদীনার কিছু দাসকে মদীনার কোনো গাছ কাটতে দেবে তাদের আসবাবপত্র কেড়ে নিলেন। (তাদের মালিকগণ তা ফেরত চাইলে) তিনি তাদেরকে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মদীনার কোনো গাছ কাটতে নিষেধ করতে শুনেছি। তাকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মদীনার গাছের কোনো অংশ কাটবে, তাকে যে ধরতে পারবে সে তার জামাকাপড় কেড়ে নেবে।-আবু দাউদ

۲۶۲۹. وَعِنْ الزُّبِيرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ صَيْدَ وَجَ عُضَاهَ حُرُمٌ مُحَرَّمٌ لِلَّهِ .
رواه ابو داود وقال مُحْنِي السُّنْنَةِ وج ذَكَرُوا إِنَّهَا مِنْ نَاحِيَةِ الطَّائِفِ وَقَالَ الْخَطَابِيُّ إِنَّهُ
بَدَلَ إِنَّهَا .

۲۶۲۹. হযরত যুবায়র ইবনুল আওয়াম রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘ওজ্জের’ শিকার করা ও এর কাঁটা গাছ কাটা আল্লাহর পক্ষ থেকে হারাম করা হারাম।—আবু দাউদ

ইমাম বাগবী বলেন, ‘ওজ্জ’ হলো তায়েফের একটি অঞ্চল। ইমাম খাতাবী এর স্থলে এন্হা বলেছেন।

ব্যাখ্যা : হনাইন যুক্তের অভিযানে সৈনিকদের খাবারের জন্য ‘ওজ্জ’ অঞ্চলের শিকার ও তাদের পশ্চদের খাদ্যের জন্য কাঁটা বাবলা গাছ কাটা অন্যদের জন্য সাময়িক হারাম করা হয়েছিলো। পরে এ হকুম রাহিত হয়ে যায়।

۲۶۳۰. وَعَنْ أَبْنِ عُصَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتْ بِالْمَدِينَةِ
فَلِيَمُتْ بِهَا فَإِنَّ أَشْفَعَ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا . روah احمد والترمذی وقال هذا حَدِيثٌ
حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ إِسْنَادًا

۲۶۳۰. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মদীনায় মৃত্যুবরণ করতে পারে, সে যেনেো মৃত্যুবরণ করে। কারণ যে ব্যক্তি মদীনায় মৃত্যুবরণ করবে আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।—আহমদ, তিরমিয়ী। তিরমিয়ী বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। তবে সনদ হিসেবে গৱীব।

۲۶۳۱. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخْرُ قَرْبَةٍ مِنْ قُرَى الْإِسْلَامِ حَرَأَبَا
الْمَدِينَةَ . روah الترمذی وقال هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

۲۶۳۱. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (কিয়ামতের সময়) ইসলামী জনপদসমূহের মধ্যে মদীনা সর্বশেষ ধ্বনি হবে।—তিরমিয়ী, তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও গৱীব।

۲۶۳۲. وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَى أَيِّ هُؤُلَاءِ
الثُّلَّةِ نَزَلتْ فِيهِ دَارُ هِجْرَتِكَ الْمَدِينَةَ أَوِ الْبَحْرِينَ أَوِ قِنْسُرِينَ . روah الترمذی

۲۶۳۲. হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি নবী কর্ম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করে বলেছেন, আল্লাহ তাআলা আয়ার কাছে ওহী নাযিল করেছিলেন যে, এ তিনটি জায়গার যে কোনোটিতে অপনি অবতরণ করবেন সেটিই হবে আপনার হিজরতের স্থল—মদীনা, বাহরাইন ও কিন্নাসুরীন।—তিরমিয়ী

ব্যাখ্যা ৪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বত্ত প্রথমে এ তিনটি জাগরায় হিজরত করার জন্য ইখতিয়ার দেয়া হয়েছিলো। পরে মদীনাকেই হিজরতের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٢٦٣٣. عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ لَهَا
يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ عَلَى كُلِّ بَابٍ مُّلْكَانٌ - رواه البخاري

২৬৩৩. হযরত আবু বাকরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মদীনায় কানা দাঙ্গাগের প্রভাব পৌছবে না। সে সময় মদীনায় সাতটি পেট হবে। প্রতিটি পেটেই দুঁজন করে ফেরেশতা মোতায়েন থাকবেন। -বুখারী

২৬৩৪. وَعَنْ أَنَسِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفَىٰ مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ
مِنَ الْبَرَكَةِ - متفق عليه

২৬৩৪. হযরত আবাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি এই দোআ করেছেন, হে আল্লাহ! মক্কায় তুমি যে বরকত দান করেছো মদীনায় তার দু শুণ বরকত দান করো। -বুখারী, মুসলিম

২৬৩৫. وَعَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَلِ الْخَطَابِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ مَنْ زَارَنِيْ مُتَعَمِّدًا كَانَ فِي
جَوَارِيْ بَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمَنْ سَكَنَ الْمَدِينَةَ وَصَبَرَ عَلَىْ بِلَاهِهَا كَنْتُ لَهُ شَهِيدًا وَشَفِيعًا
بَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمَنْ مَاتَ فِيْ أَحَدِنِ الْحَرَمَيْنِ بَعْثَةُ اللَّهِ مِنَ الْأَمِينِيْنِ بَوْمَ الْقِيَمَةِ -

২৬৩৫. হযরত ওমর ইবনুল খাতাবের পরিবারের এক ব্যক্তি (সাহাবী) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি শুধু আমার উদ্দেশ্যেই এসে আমার কবর যিয়ারত করবে, কিয়ামতের দিন সে আমার পাশে থাকবে। আর যে ব্যক্তি মদীনাতে বসবাস করবে, এর কষ্টে ধৈর্যধারণ করবে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সাক্ষ বা সুপারিশকারী হবো। আর যে ব্যক্তি দু' হেরেম শরীফের কোনো একটিতে মৃত্যুবরণ করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাকে বিপদ্যুক্তদের অঙ্গুর্ভ করে হাশেরের ময়দানে উঠাবেন।

২৬৩৬. وَعَنْ أَبْنِ عُمَرَ مَرْقُوقِيْا مِنْ حَجَّ فَرَارَ قَبْرِيْ بَعْدَ مَوْتِيْ كَانَ كَمَنْ زَارَنِيْ فِيْ
حَيَاتِيْ - رواهما البیهقی في شعب الإيمان

২৬৩৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করে বলেছেন। যে ব্যক্তি আমার মৃত্যুর পর আমার

(কবর) যিয়ারাত করেছে সে ব্যক্তি যেনো আমার জীবনেই আমার সাথে যিয়ারাত করেছে। এ হাদীস দুটি ইমাম বাযহাকী শোআবুল ইমানে বর্ণনা করেছেন।

٢٦٣٧. وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعْيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ جَالِسًا وَقَبْرُ يُحْفَرُ بِالْمَدِينَةِ فَاطَّلَعَ رَجُلٌ فِي الْقَبْرِ فَقَالَ بِشَسْنَ مَضْبَعَ الْمُؤْمِنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسْمِهِ قَاتَلَ الرَّجُلُ إِنِّي لَمْ أُرِدْ هَذَا إِنِّي أَرَدْتُ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَمْثَلِ الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ بُقْعَةٌ أَحَبُّ إِلَيْيَ أَنْ يُكُونَ قَبْرِي بِهَا مِنْهَا ثَلَاثَ مَرَاتٍ . رواه مالك مرسا

২৬৩৭. হযরত ইয়াহইয়া ইবনে সায়ীদ তাবেয়ী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, সে সময় মদীনায় একটি কবর খোঝা হচ্ছিলো। এক ব্যক্তি কবরে উঁকি মেরে দেখে বললো, মুমিনের কি খারাপ জায়গা এটা! একথা শনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি খারাপ কথাইনা বললে! সোকটি তখন বললো, হে আল্লাহর রাসূল! কথাটি আমি এ মর্মে বলিনি, আমার কথার অর্থ হলো, সে আল্লাহর পথে বিদেশে এসে কেনো শহীদ হলো না। (অর্থাৎ মদীনায় মৃত্যুবরণ করে এখানে কেনো দাফন হতে চললো); তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ আল্লাহর রাহে শহীদ হবার মতো মর্যাদাবান আর কিছুই হতে পারে না। তবে মনে রাখবে, আল্লাহর যমীনে এমন কোনো জায়গা নেই যাতে আমার কবর হওয়া মদীনার চেয়ে আমার কাছে (আর কোনো জায়গা) প্রিয়তম হতে পারে। একথা তিনি তিনবার বললেন।—ইমাম মালেক

ব্যাখ্যা : বসবাসের জন্য মক্কা উত্তম না মদীনা উত্তম এ ব্যাপারে ইমাম ও ফকিরগণ একমত না হলেও মৃত্যু যে মদীনায়ই উত্তম এতে সকলে একমত।

٢٦٣٨. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِوَادِي الْعَقِيقِ يَقُولُ أَتَانِيَ الْلَّيْلَةَ أَنِّي مِنْ رَبِّي فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارِكِ وَقَلْ عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ وَفِي رِوَايَةٍ وَقَلْ عُمْرَةً وَحَجَّةً . رواه البخاري

২৬৩৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ওমর ইবনুল খাতাব রাঃ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি (হজ্জের সফরে) বলতে শনেছি, তখন তিনি আকীক উপত্যকায় ছিলেন। তিনি বলেছেন, এ রাতে আমার রবের কাছ থেকে আমার কাছে এক আঙ্গুল এসে বললো, আপনি এ মুবারক উপত্যকায় (দু' রাকআত নফল) নামায পড়ুন এবং একে উমরাহসহ এক হজ্জ গণ্য করুন। অন্য এক বর্ণনায় আছে, একে উমরা ও হজ্জ গণ্য করুন।—বুখারী

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ সঃ-এর সময় এটা তারই জন্য বিশেষ নির্দেশ ছিলো। এখন আকীক উপত্যকা মদীনায় কোনো ধর্মীয় জায়গা নয়।



(۱۱)

كتاب البيوع

১৬. বেচাকেনা ও ব্যবসা

।۔ بَابُ الْكَسْبِ وَ طَلْبُ الْحَالِ

১-উপার্জন করা এবং হালাল রোজগারের উপায় অবলম্বন করা

প্রথম পরিচ্ছেদ

٢٦٣٩. عَنْ مَقْدَامٍ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ إِنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِيهِ وَإِنْ تَبَيَّنَ لَهُ دَأْدَةً عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِيهِ . رواه البخاري

২৬৩৯. হ্যরত মিকদাম বিন মাদী কারাব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কারো জন্য নিজের হাতের অর্থাৎ কানিক পরিশ্রমের মাধ্যমে উপার্জন অপেক্ষা আর কোনো উভম খাবার নেই। আল্লাহর নবী হ্যরত দাউদ আলাইহিস সালাম নিজের হাতের কামাই খেতেন।—বুখারী

٢٦٤. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبِلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَعَالَ يَأْبَاهَا الرَّسُولُ كُلُّهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُهُ صَالِحًا وَقَالَ تَعَالَى يَأْبَاهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّهُ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاهُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ بِطِيلُ السَّفَرِ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمْدُدُ يَدِيهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرِبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ قَاتِلٌ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ . رواه مسلم

২৬৪০. হ্যরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা পৃত্র-পবিত্র, তিনি পৃত্র-পবিত্র জিনিসকেই গ্রহণ করেন। আল্লাহ তাআলা যে কাজ করতে রাসূলদের নির্দেশ দিয়েছেন ঠিক এ একই কাজের নির্দেশ মুমিনদেরকেও দিয়েছেন। বস্তুত আল্লাহ তাআলা বলেছেন।

يَأْبَاهَا الرَّسُولُ كُلُّهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُهُ صَالِحًا

অর্থাৎ “হে রাসূলগণ! পাক পবিত্র অর্থাৎ হালাল কামাই খাও এবং নেক কাজ করো।”

আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন :

يَأْبَاهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّهُ مِنْ طَيِّبَاتِ مَارِزَقَنَاكُمْ .

অর্থাৎ “হে মুমিনগণ! তোমরা শুধু ওসব পাকগবিত ও হালাল রিযিক থাবে, যা আমি তোমাদেরকে দান কৰেছি।”

এৱেগৰ তিনি দৃষ্টান্ত হিসেবে এক ব্যক্তিৰ অবস্থা উপলেখ কৰে বলেন যে, এ ব্যক্তি দূৰ দূৰাণ্টৰ সফৰ কৰছে, তাৰ মাথাৰ চুল এলোমেলো, শৰীৰ ধূলাবালুতে মাখা। এ অবস্থায় ওই ব্যক্তি দু’ হাত আসমানেৰ দিকে উঠিয়ে কাতৰ কঢ়ে হে রব! হে রব! বলে ডাকছে। অথচ তাৰ খাবাৰ হারাম, পানীয় হারাম, পৱনেৰ গোশাক হারাম। এ হারামই সে থেয়ে থাকে। এমন ব্যক্তিৰ দোয়া কিভাবে কৰুল হতে পাৰে?—মুসলিম

٢٦٤١. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَأْتِيُ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخْذَ
منهُ أمنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ - رواه البخاري

২৬৪১. হ্যৱত আবু হৱাইনা রাঃ হতেই এ হাদীসটিও বৰ্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষৰে সামনে এমন একটি সময় আসবে, যখন কে কি উপায়ে ধন-সম্পদ লাভ কৰলো—হারাম পথে না হালাল উপায়ে এ ব্যাপারে কেউ কোনো পৰওয়া কৰবে না।—বুখারী

٢٦٤٢. وَعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَأْتِيُ الْحَلَالُ بَيْنَ الْحَرَامِ بَيْنَ
وَبَيْنَهُ مُشْتَبِهَاتٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمِنَ النَّقْيِ الشَّبَهَاتِ اسْتَبِرْأَا لِدِينِ
وَعِرْضِيهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبَهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرُّعِيُّ يَرْغُنِي حَوْلَ الْحِمْنِي يُوشِكُ أَنْ
يُرْتَعَ فِيهِ أَوْ أَنْ لَكُلَّ مَلِكٍ حِمْنٌ أَلَا وَأَنْ حِمْنَ اللَّهُ مَحَارِمٌ أَلَا وَأَنْ فِي الْجَسَدِ
مُضْغَةٌ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ .
متفق عليه

২৬৪২. হ্যৱত নোমান ইবনে বশীৰ রাঃ হতে বৰ্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হালাল সুস্পষ্ট ও হারাম সুস্পষ্ট। আৱ এ উভয়ৰে মধ্যে এমন অনেক সন্দেহজনক বিষয় উপস্থিত হয় যে সম্পৰ্কে অনেক মানুষই জানে না—এগুলো হালাল, কি হারাম। এক্ষেত্ৰে যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয় হতে বেঁচে চলবে, তাৰ দীন ও মান-মৰ্যাদা পৰিত্ব থাকলো। আৱ যে ব্যক্তি সন্দেহে লিঙ্গ থাকলো, সে সহসাই হারামে লিঙ্গ হয়ে পড়বে। ব্যাপারটি সেই রাখালেৰ মতো, যে রাখাল তাৰ পালকে লিষিছ এলাকাৰ সীমাৰ কাছাকাছি নিয়ে চৱালে তাৰ পাল সহসাই লিষিছ এলাকায় ঢুকে পড়াৰ সংজ্ঞাবলা থাকে। সাৰধান। প্ৰত্যেক দায়িত্বশীলেৱই লিষিছ এলাকা আছে, আৱ আল্লাহ তাআলার লিষিছ এলাকা হলো হারামসমূহ।

মনে রাখবে মানৰ দেহেৰ ভিতৰে একটি গোশতপিণ্ড আছে। এ গোশত পিণ্ডটুকু সঠিক থাকলে গোটা শৰীৱটাই সঠিক থাকে। আৱ এটি নষ্ট হয়ে গেলে গোটা শৰীৱটাই নষ্ট হয়ে যায়। মনে রাখবে সেই গোশতপিণ্ডটিই হলো ‘কালৰ’।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : হালাল সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট। এৱে থেকে বাঁচাৰ জন্য বুঝাতে না পাৱাৰ কিছু নেই। বিপদ হলো ‘মুশতাবিহাত’ সন্দেহজনক জিনিষ নিয়ে। যাৱ সুস্পষ্ট সীমাৱেৰখা নেই।

তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশ্চপালের রাখালের চারণ ক্ষেত্রের সীমা অতিক্রমের সম্ভাবনার অতি চমৎকার একটি উপর্যুক্ত দিয়ে সন্দেহজনক জিনিস হতে বাঁচার উপায় বলে দিয়েছেন। আর তা হলো সন্দেহজনক জিনিসের সীমার ধারে কাছেও না যাওয়া। এ সীমা থেকে বেশ দূরত্ব বজায় রেখে চললে সীমা অতিক্রমের আশংকা থাকবে না।

‘কালব’ হলো ‘হদয়’ বা অস্তকরণ। যে ব্যক্তি সকল প্রকার গর্হিত কাজ থেকে বেঁচে থাকবে তার ‘কালব’ সঠিক থাকবে, ফলে গোটা দেহই ভালো থাকবে, বদ আমল করতে পারবে না। আর গর্হিত কাজে লিঙ্গ হয়ে পড়লেই কালব নষ্ট হয়ে যাবে, ফলে দেহও নষ্ট হয়ে যাবে, বদ আমলে সে লিঙ্গ হয়ে পড়বে। হালাল কাজ অবলম্বন ও হারাম কাজ পরিহার করে চললেই এ কালব সঠিক থাকে।

٢٦٤٣. وَعَنْ رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَمَنَ الْكَلْبُ حَبِيبٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ
حَبِيبٌ وَكَسْبُ الْحَجَامَ حَبِيبٌ۔ رواه مسلم

২৬৪৩. হযরত রাফে' বিন খাদীজ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কুকুর বিক্রয়ক মূল্য ঘৃণিত বস্তু, যেনা ব্যভিচারের বিনিময় মূল্য ঘৃণিত, শিঙা দেয়ার ব্যবসায়ের আয়ও নিষিদ্ধ।

২৬৪৪. وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ
الْبَغِيِّ وَحَلْوَانَ الْكَاهِنِ۔ متفق عليه

২৬৪৪. হযরত আবু মাসউদ আনসারী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কুকুর চোষণ শিঙা দেয়া কাজের মূল্য, কুকুর বিক্রয় মূল্য ও গণকের গণনার মূল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। (অর্থাৎ এসব কাজ নিষিদ্ধ।)

২৬৪৫. وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ عَنْ تَمَنِ الدَّمِ وَتَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ
الْبَغِيِّ وَلَعْنَ إِكْلِ الرِّبَوَا وَمُؤْكِلَةِ الْوَاسِنَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ وَالْمُصَوَّرَ۔ رواه البخاري

২৬৪৫. হযরত ঝুহায়ফা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্ত মোক্ষন কাজের বিনিময়, কুকুর বিক্রয় মূল্য ও যেনা ব্যভিচারের বিনিময় মূল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি অভিসম্পাত করেছেন সুদ গ্রহীতা ও সুদ দাতার প্রতি। তিনি আরো অভিসম্পাত করেছেন ওই ব্যক্তির প্রতি যে দেহের কোনো অংশে নাম বা চিত্র অংকন ও এ ব্যবসা করে। তাছাড়াও তিনি ছবি আঁকার প্রতিও অভিসম্পাত করেছেন।—বুখারী

২৬৪৬. وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ أَنَّ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ حَرَمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامَ فَقِبْلَةُ يَارَسُولِ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُونَ
الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَتَسْتَضْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ

حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتِلُ اللَّهِ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لِمَا حَرَمَ شُحُونَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثُمَّ نَهَى . متفق عليه

২৬৪৬. হয়রত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি একা বিজয় লগ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল মদ বিক্রি, মৃতজীব বিক্রি, শূকর বিক্রি, মৃতি বিক্রি হারাম করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! মৃত জীবের চর্বি নৌকাসহ বিভিন্ন চামড়াজাত দ্রব্যে লাগানো হয়, লোকেরা তা দিয়ে বাতি জ্বালিয়ে থাকে, তা বিক্রি করা সম্পর্কে আপনার মত কি? উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাও বিক্রি করা যাবে না। এসব হারাম। সাথে সাথে তিনি একথাও বললেন, আল্লাহ তাআলা ইহুদী জাতিকে ধ্রংস করুন। আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য চর্বি হারাম করলে তখন তারা তা গলিয়ে বিক্রি করতে লাগলো ও এর মূল্য তোগ করতে থাকলো।—বুখারী, মুসলিম
২৬৪৭. وَعَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَاتِلُ اللَّهِ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُونُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا . متفق عليه

২৬৪৭. হয়রত ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা ইহুদী জাতিকে ধ্রংস করুন। (হালাল জীবেরও) চর্বি তাদের জন্য হারাম করা হয়েছিলো। (তারপর তারা) এ ধরনের চর্বি গলিয়ে বিক্রি করেছে।—বুখারী, মুসলিম

২৬৪৮. وَعَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَوْرِ . رواه مسلم
২৬৪৮. হয়রত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুর বিক্রয় মূল্য ও বিড়াল বিক্রয় মূল্য প্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।—মুসলিম
২৬৪৯. وَعَنْ أَنَسِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَمَّاجٌ أَبُو طَبِيعَةَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعِ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُحْقِفُوا عَنْهُ مِنْ خِرَاجِهِ . متفق عليه

২৬৪৯. হয়রত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু তায়বা নামের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শিখা দিলেন। এর বিনিময়ে তাকে পৌণে চার সের খুরমা দেবার জন্য রাসূলুল্লাহ নির্দেশ দিলেন। তিনি তার মালিক পক্ষকেও তার উপর ধার্যকৃত রোজগারের পরিমাণ কমিয়ে দিতে আদেশ করলেন।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : আবু তায়বা ছিলো একজন ছীতদাস। ছীতদাসরা সে সময় নির্ধারিত পরিমাণ উপার্জন মালিককে দিতো। তার কষ্ট লাঘব ও বেশি লাভের জন্য রাসূলুল্লাহ সঃ তার উপর ধার্যকৃত উপার্জন কমিয়ে দিতে সুপারিশ করেছিলেন।

বিতীর্ণ পরিষেদ

২৬৫০. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَطْيَبُ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَأَنْ أُلَادْكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ . رواه الترمذى والنسانى وابن ماجة وفى رواية أبي داؤد والدارمى انَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَأَنْ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ

২৬৫০. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিজের উপার্জনের খাবার সর্বোত্তম খাবার। তবে তোমাদের সন্তানদের উপার্জনও তোমাদের উপার্জনের মধ্যে গণ্য।—তিরিয়ী, নাসাই। আবু দাউদ ও দারেমীর এক বর্ণনায় এ মরহি ভিন্ন শব্দে প্রকাশ করা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের নিজের উপার্জনই শ্রেষ্ঠ খাবার। আর তার সন্তানাদি তার উপার্জনের মধ্যে গণ্য।

ব্যাখ্যা : সন্তান মানুষের জন্য আল্লাহর দেয়া উপার্জিত সম্পদ। তাই সন্তানের কামাই কৃতিতে মাতাপিতার অংশ আছে। এজন্যই তাদের কামাই কৃতি পিতামাতার নিজের কামাই কৃতির মতো।

২৬৫১. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَكُسْبُ عَبْدٌ مَا لَحَرَامٌ فَيَتَصَدَّقُ مِنْهُ فَيُقْبَلُ مِنْهُ وَلَا يَنْفَقُ مِنْهُ فَيُبَارَكُ لَهُ فِيهِ وَلَا يَتَرَكَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلَّا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَمْحُو السَّيِّئَاتِ وَلَكِنْ يَمْحُو السَّيِّئَاتِ بِالْحَسَنَاتِ لَا يَمْحُو الْخَبِيثَ . رواه احمد وكذا في شرح السنة

২৬৫১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষের হারাম পথে উপার্জিত ধনসম্পদ দান সদকা করলে তা কুল করা হবে না, সে সম্পদ নিজের কাজে ব্যবহার করলেও তাতে আয় বরকত হবে না। আর এ সম্পদ তার উত্তরাধিকারদের জন্য যেখে গেলে তা তার জন্য জাহানামের পুঁজি হবে। নিচ্ছয়ই আল্লাহ তাআলা খারাপ কাজ দিয়ে খারাপ কাজ মিটিয়ে দেন না। তবে নেক কাজ দিয়ে যদি কাজ মিটিয়ে থাকেন। খারাপ কাজ খারাপ কাজকে মিটাতে পারে না।—আহমদ ও শরহে সুন্নাহ

ব্যাখ্যা : হারাম পথে উপার্জিত ধন-সম্পদ দান করলে তাতে কোনো সওয়াব পাওয়া যাবে না।

২৬৫২. وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمُ نَبْتَ مِنَ السُّخْتِ وَكُلُّ لَحْمٍ نَبْتَ مِنَ السُّخْتِ كَانَتِ النَّهَارُ أَوْلَى بِهِ . رواه احمد والدارمى والبيهقى في شعب الإيمان

২৬৫২. হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে দেহের গোশত হারাম সম্পদে গঠিত সেই দেহ আলাতে প্রবেশ

কৱতে পাৰবে না। হাৰাম সম্পদে গঠিত ও লালিত পালিত দেহ জাহানামে যাবাৱই বেশি উপযোগী!—আহমদ, দারেমী, বায়হাকী শোআবুল ঈমান।

٢٦٥٣. وَعَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلَىٰ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ دَعَ مَا يُرِبِّكَ إِلَىٰ مَا لَا يُرِبِّكَ فَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَانِيَّةٌ وَإِنَّ الْكَذْبَ رِبَّةٌ۔ روah احمد والترمذی والنسانی وروی الدارمی، الفصل الأول

২৬৫৩. হয়রত হাসান ইবনে আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণীটি মুখ্যত করে রেখেছি। তিনি বলেছেন, যে কাজে সন্দেহ-সংশয়ের সৃষ্টি হয় সে কাজ ত্যাগ করে সংশয়-সন্দেহহীন কাজ করো। সত্য ও সুন্দরের মধ্যে প্রশান্তি আছে, আর অসত্যের মধ্যে আছে ধীধা-বন্দু।

—আহমদ, তিরমিয়ী, নাসাইয়ী

২৬৫৪. وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَا وَابِصَةً جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ وَالْأِثْمِ قُلْتَ نَعَمْ قَالَ فَجَمِيعَ أَصَابَعِهِ فَضَرَبَ بِهَا صَدْرَهُ وَقَالَ اسْتَفْتَنِي فَلَبِكَ ثَلَاثًا الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَإِطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالْأِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصُّدُورِ وَإِنْ أَفْتَكَ النَّاسُ۔ روah احمد والدارمی

২৬৫৪. হয়রত ওয়াবেসা ইবনে মা'বাদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, তুমি তো আমাকে নেক আৱ বদ কি এ সম্পর্কে জিজেস কৱতে এসেছো। আমি উত্তরে বললাম, জি হ্যাঁ, হে আল্লাহুর রাসূল! বৰ্ণনাকাৰী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁৰ নিজ আঙুলগুলো একত্র কৱলেন ও আমাৰ সিনার উপৰ রেখে বললেন, তুমি তোমাৰ নিজেৰ কাছে জিজেস কৱো, তুমি তোমাৰ হৃদয়েৰ কাছে প্ৰশ্ন কৱো, একথাণগুলো তিনি তিনবাৰ বললেন। তাৱপৰ তিনি বললেন, যে কাজে প্ৰবৃত্তি প্রশান্তি লাভ কৱে, যে কাজে হৃদয় খুশী হয় তা-ই বদ বা পাপ কাজ। আৱ যে কাজে মনে খটকা লাগে ; অন্তৰে সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি হয় তা-ই বদ বা পাপ কাজ। যদি তা সাধাৱণ জনগণ সমৰ্থনও কৱে।—আহমাদ, তিরমিয়ী

২৬৫৫. وَعَنْ عَطِيَّةِ السَّعْدِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يُكُونَ مِنَ الْمُتَقِّنِ حَتَّىٰ يَدْعَ مَا لَبَسَ بِهِ حَدَرًا لِمَا بِهِ بَأْسٌ۔ روah الترمذی وابن ماجة

২৬৫৫. হয়রত আতিয়া সাদী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো মানুষ তাকওয়া সম্পন্ন হতে পাৱে না যে পৰ্যন্ত সে তনাহুৰ কাজ হতে বেঁচে থাকাৰ জন্য তনাহীন কাজ এড়িয়ে না চলে। (যাতে তনাহে পতিত হওয়াৰ আশংকা আছে।) —তিরমিয়ী, ইবনে মাজাহ

২৬৫৬. وَعَنْ أَنْسِ قَالَ لَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا

وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ وَسَاقِبَهَا وَبَائِعَهَا وَأَكِلَّ ثَمَنَهَا وَالْمُشْتَرِيُّ لَهَا
وَالْمُشْتَرِيُّ لَهُ۔ رواه الترمذی وابن ماجة

۲۶۵۶۔ هیرات آنام راہ ہتے بর्णیت । تینی بلئے، راسُلُللٰہ سَلَّمَ سَلَّمَ آلاہیہ
ওয়াসাল্লাম মদের সাথে জড়িত দশ ব্যক্তির উপর অভিসম্পাত করেছেন—(۱) যে ব্যক্তি
মদ বানায়, (۲) যে ব্যক্তি মদ বানাবার নির্দেশ দেয়, (৩) যে ব্যক্তি মদ খায়, (৪) যে ব্যক্তি মদ
বহন করে, (৫) যার দিকে মদ বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়, (৬) যে মদ পান করায়, (৭)
যে ব্যক্তি মদ বিক্রি করে, (৮) যে ব্যক্তি মদের আয় ডোগ করে (৯) যে মদ ক্রয় করে,
(১০) যে ব্যক্তির জন্য মদ কেনা হয় ।-তিরমিয়ী, ইবনে মাজাহ

۲۶۵۷۔ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَ اللَّهِ الْخَمْرُ وَشَارِبَهَا وَسَاقِبَهَا
وَبَائِعَهَا وَمَبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ ۔
رواہ أبو داؤد وابن ماجة

۲۶۵۷۔ هیرات آবدۇللاھ ایبندے او مر راہ ہتے بر्णیت । تینی بلئے، راسُلُللٰہ سَلَّمَ سَلَّمَ آلاہیہ
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মদের উপর, মদ পানকারীর উপর, মদ সরবরাহকারীর
উপর, মদ বিক্রিকারীর উপর, মদ ক্রয়কারীর উপর, মদের ফরমায়েশকারীর উপর, মদ
বহনকারীর উপর এবং যার জন্য মদ বহন করা হয় তাদের উপর আল্লাহ অভিসম্পাত
বর্ষণ করেন ।-মালিক, তিরমিয়ী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ।

۲۶۵۸۔ وَعَنْ مُحَبَّصَةَ أَنَّهُ أَسْتَادَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَجْرَةِ الْحَجَّاجِ فَنَهَاهُ فَلَمْ يَرْلَنْ
يَسْتَادِنَهُ حَتَّى قَالَ أَعْلِفُهُ نَاضِحَكَ وَأَطْعِنَهُ رَقِيقَ ۔ رواہ مالک والترمذی وابو داؤد
وابن ماجة

۲۶۵۸۔ هیرات مুহাইয়েসা راہ ہتے بر্ণیت । تینی راسُلُللٰہ سَلَّمَ سَلَّمَ آلاہیہ
ওয়া سাল্লামের কাছে শিঙা দেবার কাজের বিনিময় মূল্য ডোগ করার অনুমতি চাইলেন ।
راسُلُللٰہ سَلَّمَ سَلَّمَ آلاہیہ ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দিলেন না । تینি বার বার
অনুমতি চাইতে থাকলেন । অবশ্যে রাসُلُللٰہ سَلَّمَ سَلَّمَ آلاہیہ ওয়াসাল্লাম বললেন,
ওই আয় তোমার পানি বহনের কষ্ট ও তোমার ঝীতদাসের খাবারের খাতে ব্যয়
করো ।-মালিক, তিরমিয়ী, আবু দাউদ ও ইবনে মায়জ

۲۶۵۹۔ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الزَّمَارَةِ ۔
رواہ فى شرح السنۃ

۲۶۵۹۔ هیرات آবু هرایرہ راہ ہتے بر্ণیت । تینی بلئے، راسُلُللٰہ سَلَّمَ سَلَّمَ آلاہیہ
ওয়াসাল্লাম কুকুর বিক্রির মূল্য ও গায়কদের উপার্জন গ্রহণ করতে নিষেধ
করেছেন ।-শারহস খন্নাহ

۲۶۶۰. وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَبِعُوا الْقِيَنَاتِ وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ وَلَا تَعْلَمُوهُنَّ وَلَمْ تَمْنَهُنَّ حَرَامٌ وَقَوْنِي مِثْلُ هَذَا أُنْزِلَتْ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثُ .
رواه احمد والترمذى وابن ماجة وقال الترمذى هذا حديث عربى وعلى بن بزيذ
الرأوى يضعف في الحديث وسئل عن حديث جابر نهى عن أكل الهر فى باب ما يحل
أكله إن شاء الله تعالى

۲۶۶۰. হয়রত আবু উমায়া রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা গায়িকা বেচা-কেনা করো না, গায়িকা বেচা-কেনার মূল্য হারাম। মেয়েদেরকে গান শিখেও না। এ ধরনের কাজ যারা করে তাদের ব্যাপারেই পাক কুরআনের এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে : **وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثُ .**

অর্থাৎ যারা হাসি-তামাশায় গাধা কথাবার্তা করে করে তাদের জন্য রয়েছে দক্ষিণ্ঠ অ্যাব।—আহমাদ, তিরমিয়ী ও ইবনে মাজাহ

আর ইয়াম তিরমিয়ী বলেছেন, এ হাদীসটি গুরীব। আর আলী ইবনে ইয়ামীদ বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল। শিয়াই বিড়ালের উচ্চিট খাওয়া নিষিদ্ধ সম্পর্কে হয়রত জাবের রাঃ-এর হাদীস বিড়ালের উচ্চিট খাওয়া হালাল অধ্যায়ে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

۲۶۶۱. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَلْبُ كَسْبِ الْحَالَلِ فِي رِفْضَةٍ بَعْدَ
الْفِرْضَةِ . روah البیهقی فی شب الایان

۲۶۶۱. হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অন্যান্য ফরয কাজ আদায়ের সাথে হালাল কুজি-রোজগারের অনুসঙ্গে করাও একটি ফরয।—বায়হাকী

۲۶۶۲. وَعَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُنِّلَ عَنْ أَجْرَةِ كِتَابَةِ الْمُصْنَفِ فَقَالَ لِأَبْنَاسَ إِنَّمَا هُمْ
مُصْرِرُونَ وَإِنَّهُمْ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ مِنْ عَمَلِ أَبْنِيهِمْ . روah رزبن

۲۶۶۲. হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তাঁকে একবার কুরআন কারীম লিখার বিনিময় এহণ করা সম্পর্কে জিজেস করা হলো। জবাবে তিনি বললেন, তাতে কোনো দোষ নেই। কারণ কুরআন লিখকগণ তো কুরআনের হরফসমূহের নকশা অংকন করে নিজের কাজের উপার্জন খেয়ে থাকে।—রায়হান

۲۶۶۳. وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَبْلَ يَارَسُولِ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ
بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مُبَرُّزٍ . روah احمد

২৬৬৩. হয়রত রাফে' ইবনে খাদীজ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! কোনু ধরনের কৃষি-রোজগার সবচেয়ে উত্তম? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিজের হাতের কাজ অর্ধাং কায়িক পরিশ্রমের কাজ—হালাল ব্যবসার কৃষি-রোজগার।—আহমদ

٢٦٤ . وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي مَرِيمٍ قَالَ كَانَتْ لِمِقْدَامَ بْنِ مَعْدِنِ كَرْبَ جَارِيَةً تَبِعُ
اللَّهَ أَنَّهُ يَسْعَى إِلَيْهِ فَقَبَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَبَضَ الْمِقْدَامُ ثُمَّهُ فَقَبَضَ لَهُ سَبْعَانَ اللَّهِ أَتَبَعَ اللَّهَ أَنَّهُ
فَقَالَ نَعَمْ وَمَا بَأْسٌ بِذَلِكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِيَائِنَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ
لَا يَنْقُضُ فِيهِ إِلَّا الدِّيَنَارُ وَالدِّرْهَمُ . رواه احمد

২৬৬৪. হ্যৱত আৰু বকৰ ইবনে আৰু মারয়াম রাঃ হতে বৰ্ণিত। তিনি বলেন, হ্যৱত মিকদাম বিন মাদীকারাব রাঃ-এর একটি ক্রীতদাসী ছিলো। সে দুধ বিক্রি কৰতো আৰ হ্যৱত মিকদাম রাঃ এ বিক্ৰিত দুধেৰ মূল্য গ্ৰহণ কৰতেন। তাঁকে বলা হলো, সুবহানাল্লাহ। আপনি দুধ বিক্রি কৰে মূল্য গ্ৰহণ কৰোন। জৰাবে হ্যৱত মিকদাম বললেন, জি হ্যা, গ্ৰহণ কৰি। এতে কোনো দোষ নেই। আমি রাসূলুল্লাহ সঃ-কে বলতে শুনেছি, লোকদেৱ সামনে এমন সময় আসবে (হারাম হতে বেঁচে থাকাৰ জন্য) টাকা পয়সা ছাড়া কোনো পথ থাকবে না। তাই হালাল উপায়ে টাকা পয়সা কামাই দোষৰে নয়।—আহমদ

٢٦٦٥ . وَعَنْ ثَانِي قَالَ كُنْتُ أَجْهَزُ إِلَى الشَّامِ وَإِلَى مِصْرَ فَجَهَزْتُ إِلَى الْعِرَاقِ فَأَتَيْتُ إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَانِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كُنْتُ أَجْهَزُ إِلَى الشَّامِ فَجَهَزْتُ إِلَى الْعِرَاقِ فَقَالَتْ لَا تَفْعَلْ مَالِكَ وَلِمَتْجَرِكَ فَأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ إِذَا سَبَبَ اللَّهُ لَأَحَدْكُمْ رِزْقًا مِنْ وَجْهِ قَلْبًا يَدْعُهُ حَتَّى يَتَغَيِّرَ لَهُ أَوْ يَتَنَكَّرْ لَهُ .

২৬৬৫. হ্যরত নাফে রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সিরিয়া ও মিসরে ব্যবসায়ী
পণ্য রঞ্জনী করতাম। একবার আমি ইরাকেও ব্যবসায়ী পণ্য পাঠালাম। এরপর উম্মু
মু'মিনীন হ্যরত আয়েশা ব্রা-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলাম, আমি তো সিরিয়ায় মাল
সরবরাহ করে থাকি, এবার ইরাকেও মাল চালান দিয়েছি। আমার কথা শনে হ্যরত আয়েশা
বলেন, এজন্প করবে না। তোমার আগের জ্ঞানগায় কি হয়েছে? আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শনেছি, আল্লাহ তাআলা তোমাদের কাবো রিযিক এক
উপায় হতে দিতে থাকলে, তাতে কোনো বাধা বা অসুবিধা সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত তা ছেড়ে
দেবে না। -আহমদ, ইবনে মাজাহ

٢٦٦٦. وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ لِأَبِي بَكْرٍ غُلَامٌ يُخْرِجُ لِهِ الْخِرَاجَ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَاكُلُ مِنْ خِرَاجِهِ فَجَاءَ يَوْمًا بَشَّنَ فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لِهِ الْغُلَامُ تَدْرِي مَا هَذَا

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَمَا هُوَ قَالَ كُنْتُ تَكْهِنُتْ لِأَنْسَانٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا أَخْسِنُ الْكَهَانَةَ إِلَّا أَنِّي خَدَعْتُهُ فَلَقِيَنِي قَاعِطَانِي بِذَلِكَ فَهَذَا الَّذِي أَكَلَتْ مِنْهُ قَالَتْ فَادْخُلْ أَبُو بَكْرَ يَدَهُ فَقَاءَ كُلُّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ رواه البخاري

২৬৬৬. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা হযরত আবু বকরের একটি ক্রীতদাস ছিলো। দাসটি তাঁর জন্য কামাই রোজগার করতো। তিনি তার কামাই রোজগার খেতেন। একবার সেই ক্রীতদাসটি কোনো খাবার নিয়ে আসলে আবু বকর রাঃ তা খেলেন। ক্রীতদাসটি তাঁকে বললেন, আপনি কি জানেন এ মাল কিভাবে অর্জিত হয়েছে? আবু বকর রাঃ জিজ্ঞেস করলেন, এ মাল কিভাবে উপার্জিত? তখন ক্রীতদাসটি বললো, আমার জাহেলী জীবনে একবার আমি একজন লোকের জন্য গণকের কাজ করেছিলাম। অথচ আমি গণনা বিদ্যা জানতাম না। আমি গণনার ভান করে তাকে ধোকা দিয়েছিলাম। তার সাথে আজ আমার দেখা। সে আমাকে আগের ওই গণনার বিনিময়ে এ বস্তুটি দান করে। আপনি তা-ই খেলেন। একথা শুনাত্ত হযরত আবু বকর রাঃ গলায় আঙুল চুকিয়ে দিয়ে পেটের সব জিনিস বমি করে ফেলে দিলেন।—বুখারী

২৬৬৭. وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غَذِيَّ بِالْحَرَامِ .

رواہ البیهقی فی شعب الایمان

২৬৬৭. হযরত আবু বকর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে শরীর হারাম খাদ্য দিয়ে জালিত পালিত হয়েছে সে শরীর জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।—বায়হাকী

২৬৬৮. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَفِيهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ لَمْ يَقْبَلْ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ صَلَوةً مَادَمَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أَذْنِيْهِ وَقَالَ صُمِّتَا إِنْ لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ ﷺ سَمِعْتَهُ يَقُولُهُ . رواه احمد والبيهقي في شعب الایمان وقال اسناده ضعيف

২৬৬৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি দশটি মুদ্রার বিনিময়ে একটি কাপড় কিনেছে যার মাঝে একটি মুদ্রা হারাম ছিলো। ওই ব্যক্তির পরণে যতেদিন ওই কাপড়টি থাকবে ততেদিন তার নামায কবুল হবে না। হযরত ইবনে ওমর এ বিবরণ শুনার পর তাঁর দু' কানে আঙুল চুকিয়ে দিয়ে বললেন, আমার কান দুটি বধির হয়ে যাবে। আমি যদি এ বর্ণনা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে না শনে থাকি।—আহমাদ, বায়হাকী, শোয়াবুল ঈমানে

ا۔ باب المساعدة في المعاملة

১. বেচাকেনা ও লেনদেনে সহনশীলতা

প্রথম পরিচ্ছেদ

٢٦٦٩. عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ رَجُلًا سَمِعَ أَذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى
وَإِذَا افْتَضَى - رواه البخاري

২৬৬৯. হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ রহম করুন ওই লোকের উপর যে লোক বিক্রয়ের ব্যাপারে, ক্রয়ের ব্যাপারে ও নিজের প্রাপ্য আদায়ের তাগাদা দেবার ব্যাপারে সহনশীল হয়।—বুখারী
২৬৭. وَعَنْ حُذِيفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ رَجُلًا كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَتَاهُ
الْمَلْكُ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ فَقِيلَ لَهُ هَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ قَالَ مَا أَعْلَمُ قِيلَ لَهُ انْظِرْ فَقَالَ مَا
أَعْلَمُ شَيْئًا غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ أَبَا يَعْنَى النَّاسَ فِي الدُّنْيَا وَأَجَازَهُمْ فَانْظِرْ الْمُؤْسِرَ وَاتْجَازَ
عَنِ الْمُغْسِرِ فَادْخُلْهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ . متفق عليه وفي رواية لمسلم نحوه عن عقبة بن عامر
وأبي مسعود بن الأنصاري فقال الله أنا أحق بذلك منك تجاوزوا عن عبدي

২৬৭০. হযরত হ্যাইফা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের আগের উত্থাতের এক লোকের কাছে মৃত্যুর ফেরেশতা তার কাছ
কব্য করার জন্য আসলেন। ওই লোকটিকে জিজ্ঞেস করা হলো, তুমি কি কোনো বিশেষ নেক
কাজ করেছো? লোকটি বললো, আমার মনে নেই। লোকটিকে বলা হলো, তুমি চিন্তা করো।
তারপর সে লোকটি বললো, একটি কাজ ছাড়া এমন কোনো নেক কাজের কথা আমার মনে পড়ে
না। আর তাহলো, দুনিয়ার জীবনে আমি লোকদের সাথে ব্যবসা করতাম, ব্যবসায়ী আদান
প্রদানের ক্ষেত্রে আমি লোকদের সাথে সহানুভূতিশীল থাকতাম। আমার খাতক ধরী লোক
হলেও আমি তাকে সময় দান করতাম, আর খাতক গরীব-লোক হলে আমি তাকে আমার
পাওলা মাফ করে দিতাম। এ (নেক) আমলের দ্বারা আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাত দান
করলেন।—বুখারী, মুসলিম। মুসলিমের এক বর্ণনায় হযরত ওকবা ও হযরত আবু মাসউদ হতে
এ ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। এতে উল্লেখ হয়েছে ওই লোকটির কথার পর আল্লাহ তাআলা
বললেন, সহানুভূতি প্রদর্শনে আমি তোমার চেয়ে অধিক অগ্রসর। (একথা বলে আল্লাহ
ফেরেশতাকে আদেশ করলেন) আমার এ বান্দার প্রতি তোমরা ক্ষমা ও সহানুভূতি প্রদর্শন
করো।

২৬৭১. وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَكُثْرَةِ الْحِلْفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنْ
يُنْفَقْ ثُمَّ يَمْحَقُ - رواه مسلم

২৬৭১. হ্যরত আবু কাতাদা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ব্যবসা-বাণিজ্যে বেশি বেশি কসম কাটা হতে বেঁচে থাকবে। বেশি বেশি কসম কাটলে মাল বেশি বিক্রি হলেও বরকত কমে যায়।—মুসলিম

২৬৭২. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلْفُ مَنْفَعَةٌ لِّلْسِلْعَةِ مُمْحَقَّةٌ لِّلْبَرْكَةِ . متفق عليه

২৬৭২. হ্যরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, বেশি বেশি কসম কাটার রীতি মালের বরকত দূর করে দেয়।—বুখারী, মুসলিম

২৬৭৩. وَعَنْ أَبِي ذِئْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ أَبُو ذِئْرٍ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَانُ وَالْمُسْتَقْ سَلْعَةٌ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ . رواه مسلم

২৬৭৩. হ্যরত আবু যার রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তিনি ধরনের লোকের সাথে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না। তাদের প্রতি দয়ার দৃষ্টি দান করবেন না, (শুনাই মাফ করে দিয়ে) তাদেরকে পাক পবিত্র করবেন না, আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আয়াব।

হ্যরত আবু যার রাঃ এ কথা শুনার পর সাথে সাথে বলে উঠেন, হে আল্লাহর রাসূল! যাদের জন্য অধঃপতন ও ধৰ্মস তারা কারা? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে লোক পরনের কাপড় পায়ের গিরার নীচে পেচিয়ে চলে, যে দান করে দানের খোটা দেয়, যে লোক মিথ্যা কসম কেটে নিজের মাল বেশি চালু করার চেষ্টা চালায়।—মুসলিম

ছিতীয় পরিচ্ছেদ

২৬৭৪. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشَّهِدَاءِ . رواه الترمذি والدارمي والدارقطني ورواه ابن ماجة عن ابن عمر قال الترمذى هذا حديث غريب

২৬৭৪. হ্যরত আবু সাইদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সত্যবাদী, আমানতদার ব্যবসায়ী ব্যক্তি কিয়ামতের দিন নবী সিদ্দীক ও শহীদদের সাথে থাকবেন। (তিরমিয়ী, দারেমী, দারেকুতনী। ইবনে মাজাহ এ হাদীসটিকে হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাঃ হতে বর্ণনা করেছেন। তিরমিয়ী বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব।

২৬৭৫. وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ قَالَ كُنَّا نُسَمَّى فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمَاسِرَةُ

فَمَرِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَمَّاًنَا بِاسْمٍ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التُّجَارِ إِنَّ الْبَيْعَ
يَخْضُرُهُ الْلَّغُوُ وَالْحَلْفُ قُشُّوبٌ بِالصُّدَقَةِ .

رواه ابو داؤد والترمذى والنسانى وابن ماجة

২৬৭৫. হ্যরত কায়েস ইবনে আবু গারায়া রাঃ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাম্মান্ত্বাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে আমাদেরকে (ব্যবসায়ী) সামাসেরা (দালাল গোষ্ঠী) হিসাবে অভিহিত করা হতো। একবার রাসূলুল্লাহ সাম্মান্ত্বাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছ দিয়ে যাবার সময় আমাদেরকে ওই নামের চেয়ে আরো উন্নত নামে অভিহিত করলেন। তিনি বললেন, হে বণিকগণ! ব্যবসা বাণিজ্য অনন্তরূপ কথাবার্তা ও অধিব্যোজনে কসম কাটা হয়ে থাকে। তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্য করার সাথে সাথে বিশেষভাবে দান সদকাও করবে।—আবু দাউদ, তিরমিয়ী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ।

২৬৭৬. وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ التُّجَارُ يُخْشَرُونَ بِأَمْ
الْقِيمَةِ فُجَارًا إِلَّا مَنِ اتَّقَى وَرَأَ وَصَدَقَ - روah الترمذى وابن ماجة والدارمى وروى
البيهقي في شعب الأئمّة عن البراء، وقال الترمذى هذا حديث حسن صحيح

২৬৭৬. হ্যরত ওবায়েদ ইবনে রেফায়া রাঃ তাঁর পিতা রাসূলুল্লাহ সাম্মান্ত্বাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাম্মান্ত্বাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন হাশর ময়দানে ব্যবসায়ীগণ উপস্থিত হবেন ফাসেক ফাজের হিসাবে। অবশ্য যারা মুস্তাকী, পরহেয়গার, নেককার ও সত্যবাদী হবেন তারা একেপ হবেন না।—তিরমিয়ী, ইবনে মাজাহ দারেমী)। ইমাম বায়হাকী এ হাদীসটিকে হ্যরত বারা হতে বর্ণনা করেছেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।



۵ - بَابُ الْخِيَارِ

২. বেচা-ক্ষেনায় অবকাশ

প্রথম পরিচ্ছেদ

۲۶۷۷. عَنْ أَبْنَىْ عَمْرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىْ إِلَيْهِ الْمُتَبَعِيْعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَىٰ صَاحِبِهِ مَالِمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ - مُتَفَقٌ عَلَيْهِ . وَفِي رِوَايَةِ لِمُسْلِمٍ إِذَا تَبَاعَ الْمُتَبَعِيْعَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَالِمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارِ قَادِيٍّ كَانَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ . وَفِي رِوَايَةِ لِلثَّرْمِذِيِّ الْبَيَعَانِ بِالْخِيَارِ مَالِمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَخْتَارَا وَفِي الْمُتَفَقِّ عَلَيْهِ أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ إِخْرَجْ بَدْلًا أَوْ يَخْتَارَا

২৬৭৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই ইখতিয়ার থাকে, একজন অপরজনের ক্রয়-বিক্রয়কে রহিত করার যতক্ষণ পর্যন্ত তারা পৃথক হয়ে না যায়। তবে (পৃথক না হয়েও) যদি তাদের একজন বলে, “গ্রহণ করলেন তো ?” প্রতি উভয়ে অপরজন বলে, “গ্রহণ করলাম।”—এ ক্ষেত্রে পৃথক হবার আগেই এ অবকাশ রহিত হয়ে যাবে।—বুখারী, মুসলিম। মুসলিমের এক বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে। ক্রেতা-বিক্রেতা দাম দস্তুর ঠিক করার সময় তাদের উভয়ের জন্য একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয়কে প্রত্যাখ্যান কিংবা গ্রহণ করার অবকাশ থাকে। ক্রয়-বিক্রয়কে গ্রহণ করার কথা বলে নিলে সে সময় ক্রয়-বিক্রয় বাধ্যতামূলক হয়ে যায় (বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার আগেই)। তিরমিয়ীর এক বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে। ক্রেতা-বিক্রেতার জন্য প্রত্যাখ্যান করার সুযোগ থাকে যে পর্যন্ত একে অপর হতে বিচ্ছিন্ন না হয় বা গ্রহণ করার কথা বলে নেয়। বুখারী মুসলিমের আর এক বর্ণনায় আছে—অথবা একজন অপর জনকে বলে গ্রহণ করো অপরজন বলে, গ্রহণ করলাম।

۲۶۷۸. وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىْ إِلَيْهِ الْمُتَبَعِيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَالِمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورْكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا - مُتَفَقٌ عَلَيْهِ

২৬৭৮. হযরত হাকীম ইবনে হিযাম রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ক্রেতা ও বিক্রেতা একজন অপরজন হতে বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয়কে বাতিল করার সুযোগ উভয়ের জন্যই থাকবে। বেচা-ক্ষেনার সময় তারা সতত অবলম্বন করে ও উভয়ে নিজ নিজ জিনিসের ক্রটি-বিচ্ছৃতি প্রকাশ করে দেয় তবে তাদের বেচা-ক্ষেনার মধ্যে বরকত দান করা হবে। আর যদি তারা মিথ্যার আশ্রয় নেয় ও দোষ-ক্রটি গোপন করে রাখে তাহলে এ দোষ-ক্রটি বরকত নষ্ট করে দেয়।—বুখারী, মুসলিম

٢٦٧٩. وَعَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ رَجُلٌ لِّلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَخْدَعْتُ فِي الْبَيْوْعِ فَقَالَ إِذَا بَأْيَعْتَ فَقُلْ لِأَخْلَابِهِ فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُولُهُ . مُتَفَقُ عَلَيْهِ

২৬৭৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে নিবেদন জানালো, আমি বেচাকেনার সময় ঠকে যাই। তার কথা শনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, বেচা-কেনার সময় তুমি বলে দিবে, ধোকা দেবেন না। এরপর থেকে ওই ব্যক্তি বেচা-কেনায় ওইভাবে কথা বলে দিতো।—বুখারী মুসলিম

ব্যাখ্যা : ‘ধোকা দেবেন না’ কথাটা বললে অপর পক্ষের উপর একটা নৈতিক চাপ পড়ে। আর এতে কোনো ঝটি পাওয়া গেলে যতক্ষণ একজন আর একজন হতে পৃথক না হবে বেচা-কেনা বাতিলের সুযোগ থাকবে।

বিতীয় পরিচ্ছেদ

٢٦٨. عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْغِيَارِ مَالِمٌ يَتَفَرَّقُ إِلَّا أَنْ يُكُونَ صَفَقَةً خِيَارٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَةَ حَشِيشَةٍ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ . رواه الترمذى وابو داود والنسانى

২৬৮০. হযরত আমর ইবনে শোআইব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি তার পিতা ও দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ক্রেতা বিক্রেতা একে অপর থেকে সরে যাবার আগ পর্যন্ত উভয়ের জন্য (এ বেচাকেনা বাতিল করার) অবকাশ থাকবে। বস্তুটি শুণ করার কথা হয়ে থাকার পরও এ অবকাশ থাকবে। ক্রম-বিক্রম বাতিল হয়ে যায় কিনা এ ভয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতা কারো জন্য একে অপর হতে দ্রুত দূরে সরে যাওয়া ঠিক নয়।—তিরমিয়ী, আবু দাউদ, নাসায়ী।

২৬৮১. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَفَرَّقُ إِنْ شَاءَ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ .
رواہ ابو داود

২৬৮১. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ক্রেতা-বিক্রেতা লেনদেনের ব্যাপারে তাদের উভয়ের সম্মতি হাসিল হওয়া ছাড়া ক্রম-বিক্রমকে সিদ্ধ করার জন্য যেনো একে অপর থেকে সরে না পড়ে।—আবু দাউদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

২৬৮২. عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الْأَعْرَابِ بَعْدَ الْبَيْتِ . رواه الترمذى وقال هذا
حدیث حسن صحيح غريب

২৬৮২. হ্যৱত জাবেৱ রাঃ হতে বৰ্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলস্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বেদুইনকে বিক্ৰয় কাজ শেষ হবাৰ পৱও তা বাতিল কৱাৰ সুযোগ দিয়েছেন।-তিৱমিয়ী, তিনি বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ, গৱীব।



بِابُ الرَّبِيعٌ

৩. সুদ

সুদ সম্পর্কিত ইসলামী আইন ও বিধি-নির্দেশাবলী অনুধাবন করার ব্যাপারে আধুনিক যুগের মানুষ ব্যাপক বিভাগিত শিকারে পরিণত হচ্ছে। এর মূল কারণ হচ্ছে, ইসলাম যে অর্থব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল, আজকের যুগে তার কাঠামো ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। তার মূলনীতি, আদর্শ ও বৈশিষ্ট্যগুলো মন থেকে উবে গেছে। এই সাথে আমাদের চারপাশের চলমান বিষ্ণের সমগ্র এলাকা জুড়ে ‘পুঁজিবাদী’ নীতির ভিত্তিতে একটি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী অর্থব্যবস্থার ভিত গড়ে উঠেছে। এ পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা কার্যত আমাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছে এবং তার নীতি, আদর্শ ও বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের মন-মতিক্ষেত্রে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছে। তাই কোনো অর্থনৈতিক বিষয় আলোচনা করতে গেলেই আমরা পুঁজিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকেই তার বিভিন্ন দিক যাচাই-পর্যালোচনা করি। আমাদের আলোচনা ও অনুসন্ধানের সূচনা এমনভাবে হয় যার ফলে আমরা প্রথমেই অর্থব্যবস্থা সম্পর্কিত পুঁজিবাদী নীতি ও আদর্শগুলো মেনে নেই, তারপরে কোনো অর্থনৈতিক পদ্ধতির বৈধতা ও অবৈধতার প্রসংগ উপাপন করি। কিন্তু অনুসন্ধানের এ পদ্ধতি যে মূলত জটিপূর্ণ, একটু চিন্তা-ভাবনা করলে তা সহজেই অনুধাবন করা যায়। আদর্শ ও মূলনীতির দিয়ে ইসলামী অর্থব্যবস্থা পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। উভয়ের উদ্দেশ্য, প্রাণসন্তা ও পদ্ধতি একেবারেই আলাদা, এ ক্ষেত্রে কোনো বিষয় সম্পর্কিত পুঁজিবাদী নীতি’ও আদর্শকে স্থিরাক করে নেয়ার পর যদি ইসলামী অর্থনীতির কোনো একটি বিধানের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায় তাহলে নিসন্দেহে তা জটিপূর্ণ মনে হবে অথবা তা এমনভাবে সংশোধন করে দেয়া হবে যার ফলে তা ইসলামী আইনের নীতি ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে সম্পূর্ণরূপে পুঁজিবাদী ছাঁচে ঢালাই হয়ে যাবে। পরিণামে তার ইসলামী প্রাণসন্তা/বিলুপ্ত হবে। তার সাহায্যে ইসলামী আইনের উদ্দেশ্য হাসিল করা সম্ভব হবে না। এমনকি চেহারা, চরিত্র ও নীতিগতভাবে তা নিজেকে একটি ইসলামী বিধান হিসেবে পরিচয় দান করার সম্মত বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলবে।

এ মৌলিক জটিল কারণে আমাদের অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ ও চিন্তাবিদগণ সুদ সম্পর্কিত ইসলামী বিধানসমূহ অনুধাবন করতে অক্ষম হয়েছেন এবং সেগুলোর উদ্দেশ্য ও কারণ উপলক্ষ্যে ক্ষেত্রে পদে পদে ভুল করে চলেছেন। তাঁরা আদতে জানেনই না কোনু নীতির ভিত্তিতে ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? কি তার উদ্দেশ্য ও প্রাণসন্তা? সুদকে কেন হারাম গণ্য করা হয়েছে? সুদের লেনদেনের বিভিন্ন পর্যায়ে তার হারাম হবার কি কি কারণ নির্হিত রয়েছে? যেসব লেনদেনের ক্ষেত্রে ঐ কারণগুলো বিরাজ করে ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ঐ ধরনের লেনদেনের অনুপ্রবেশ ঘটানোর কুফল ও পরিণাম কি? এসব মৌলিক বিষয় উপেক্ষা করে যখন তারা পুরোপুরি পুঁজিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সুদ সম্পর্কিত ইসলামী বিধানসমূহ নিরিক্ষণ করতে থাকে তখন সুদ হারাম হবার সপক্ষে কোনো যুক্তি তারা খুঁজে পান না। কারণ সুদ হচ্ছে পুঁজিবাদের প্রাণ। তার শিরা-উপশিরায় এরই প্রবাহ সঞ্চারমান। এ প্রাণ প্রবাহ ছাড়া পুঁজিবাদের সমস্ত কাজ-কারবারই অচল। পুঁজিবাদী নীতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা কোনো অর্থব্যবস্থা সুদবিহীন হবার কথা

কল্পনাই করা যায় না। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, এ চিন্তাবিদগণ তাত্ত্বিক ও প্রয়োগগত দিক থেকে ইসলামকে বর্জন করলেও আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এখনো যথারীতি ইসলামের অনুগামী। তাঁরা স্বেচ্ছায় ইসলামের শিকল ছিড়ে বেড়িয়ে আসতেও রাজি নন। কাজেই আকীদা-বিশ্বাসের নিগড়ে আটে-পৃষ্ঠে বাঁধা থাকার কারণে সুদ হারাম হবার ব্যাপারটি তাঁরা অবীকার করতে পারেন না। কিন্তু তাঁদের জ্ঞান ও কর্ম সুদ সম্পর্কিত ইসলামী বিধানের নিগড় ছিল করতে তাঁদেরকে বাধ্য করে।

দীর্ঘকাল থেকে মন ও মন্তিকের এ দন্ত চলছে। তবে বর্তমানে এর মধ্যে আপোষ করার একটা সহজ উপায় বের করা হয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, ইসলামী আইনের এমন একটি ব্যাখ্যা দিতে হবে যার ফলে সুদের বিষয়গুলো সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত না হবার কারণে তা যথারীতি সাধারণভাবে হারাম থাকবে। কিন্তু অন্যদিকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সুদের যতগুলো খাত আছে তার প্রায় সবগুলোই বৈধ বলে গণ্য হবে। বড়জোর পুঁজিবাদী নীতির ভিত্তিতে যার বিকল্পে কোনো যুক্তি পাওয়া যায় তাকে যথাজন্মী সুদ বা চড়া সুদে ঝণ্ডান (USURY) হিসেবে গণ্য করা হবে। কিন্তু তাকেও পুরোপুরি বিলুপ্ত করে দেয়ার কোনো কারণ তাঁরা খুঁজে পাচ্ছেন না। তাঁদের মতে যুগের প্রয়োজনে ঐ সুদটি নতুনভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে মাত্র। তাঁদের একথা বলার অর্থ হচ্ছে এই যে, সুদের হার যেন কখনো এমন পর্যায়ে পৌছে না যায়, যার ফলে খণ্ডহীতার পক্ষে তা আদায় করা অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং কোনো অবস্থায় যেন তা চক্রবৃক্ষি হারে নির্ধারিত সুদের পর্যায়ে না পৌছে যায়।

এ চিন্তাবিধ ও বিশেষজ্ঞগণ না জেনে না বুঝেই^১ এ প্রতারণার ফাঁদে পড়েছেন। একই সাথে দুটো বিপরীতমূর্তী জল্যানে আরোহণ করা কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে শোভা পায় না। যদি অজ্ঞতার কারণে, ভুলক্রমে সে এ কাজ করে থাকে তাহলে আসল ব্যাপার সম্পর্কে অবহিত হবার সাথে সাথেই তাকে নিজের ভূল সংশোধনে এগিয়ে আসতে হবে। দুটো জল্যানের মধ্য থেকে একটিকে বাছাই করে নিয়ে অন্যটি থেকে তাকে পা টেনে নিতে হবে। এটিই হবে তার জন্য যথার্থ বুদ্ধিমানের কাজ। সুদ হারাম কি হারাম নয় এবং তার সীমানা চিহ্নিত করার আলোচনা অনেক পরবর্তী পর্যায়ের কথা, সর্বপ্রথম ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মাঝামাঝি ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছে, কুরআন ও হাদীসের বিধানসমূহ বিশ্লেষণ করে ঐ নীতি ও বিধানসমূহ সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। এ আলোচনা থেকে একথা ঘৃণ্যহীনভাবে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ইসলাম যে পক্ষতে মানুষের অর্থনৈতিক বিষয়াদির সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা করে তাতে সুদের কোনো স্থান নেই। বরং যেসব মতবাদ, আদর্শ, মানসিকতা ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কারণে সুদী লেনদেনের বিভিন্ন অবস্থার সৃষ্টি হয়, ইসলাম সেগুলোর মূলোৎপাটন করে। এরপর দুটো পথের মধ্য থেকে যে কোনো একটির নির্বাচন অপরিহার্য হয়ে পড়বে। একটি পথ হচ্ছে, ইসলামের অর্থনৈতিক বিধানসমূহ প্রত্যাখ্যান করে পুঁজি বাদের অর্থনৈতিক বিধানের প্রতি প্রত্যয় ও আঙ্গ স্থাপন করা। এ অবস্থায় ইসলামের নীতি ও বিধানসমূহ সংশোধন করার জন্যে কষ্ট স্বীকার করতে হবে না। বরং ইসলামী বিধানের আনুগত্য অবীকার করাই হবে সহজ ও সোজা পথ। দ্বিতীয় পথটি হচ্ছে, ইসলামের অর্থনৈতিক বিধানসমূহকে নির্ভুল মনে করা এবং সকল প্রকার সুদকে সজ্ঞানে হারাম বলে

বিশ্বাস করা। তবে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার উদরে অবস্থান করার কারণে অবশ্যই নিজেকে ঐ হারাম ব্যবস্থা থেকে সংরক্ষিত রাখতে অক্ষম হওয়া ইডাবিক। এ অবস্থায় কেউ সুন্দী লেনদেন করতে চাইলে করতে পারে। কারণ তাকে অবশ্যই যে কোনো গোনাহ করার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। কিন্তু মুসলিমান হিবার কারণেই কোনো ব্যক্তি সুদকে বৈধ ঘোষণা করে সুন্দী লেনদেন করার দৃঢ়সাহস করতে পারে না। হারাম খাওয়ার গোনাহকে হালকা করে নিজের বিবেকের দংশন থেকে নিষ্ঠুরি লাভের জন্য সে এমন বস্তুকে পরিত্ব গণ্য করার চেষ্টা করতে পারে না, যাকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল অপবিত্র ঘোষণা করেছেন। কোনো ব্যক্তি ইসলামী আইন প্রত্যাখ্যান করে যে কোনো অনেসলামী আইনের আনুগত্য করার অবশ্যই অধিকার রাখে। এমনকি শেষ পর্যায়ে এসে ইসলামী আইনের কর্তৃত স্বীকার করে নিয়ে অনেসলামী আইনের আওতাধীনে একজন গোনাহগার নাগরিক হিসেবে বাস করার স্বাধীনতাও তার আছে অথবা অবস্থার চাপে পড়ে সে এমনটি করতে বাধ্যও হতে পারে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই ইসলামী আইনকে সুবিধামত যে কোনো অনেসলামী আইনে ক্লিপস্ট্রিম করে পরিবর্তিত আইনকে ইসলামী আইন বলে দাবী করার অধিকার কারোর নেই।—সূত্রঃ সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং।

প্রথম পরিচ্ছেদ

٢٦٨٣. عَنْ جَابِرِ قَالَ لَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَكَلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ۔ روah مسلم

২৬৮৩. হযরত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সুদ ধাই, যে ব্যক্তি সুদ দেয়, যে ব্যক্তি সুদের কাগজগত লিখে, যে দু' ব্যক্তি সুদের সাক্ষী হয় তাদের সকলের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর অভিসম্পাত ঘোষণা করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, (উন্নাহর কাজে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে) তারা সকলে সমান।—মুসলিম

٢٦٨٤. وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبَرُّ بِالْبَرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالثَّمْرُ بِالثَّمْرِ وَالملحُ بِالملحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءٌ يُسَوِّى إِيمَانَ بِيَدِهِ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيَعْنُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدُّا بِيَدِهِ روah مسلم

২৬৮৪. হযরত উবাদা ইবনে সামিত রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সোনার বিনিময়ে সোনা, ঝর্পার বিনিময়ে ঝর্পা, গমের বিনিময়ে গম, জবের বিনিময়ে জব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবণের বিনিময়ে লবণ আদান প্রদান করা হলে সম পরিমাণে আদান প্রদান হতে হবে। হাতে হাতে নগদ আদান প্রদান করতে হবে। এসবের আদান প্রদান যদি অন্য কোনো জাতীয় কিছু দিয়ে হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে বিনিময় পরিমাণ যা খুশী, তা নির্ধারণ করে কেনা-বেচা করতে পারো যদি উভয় পক্ষ উপস্থিত থেকে নগদ আদান প্রদান করা হয়।—মুসলিম

٢٦٨٥. وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ دِينِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبَرُّ بِالْبَرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالثَّمْرُ بِالثَّمْرِ وَالملحُ بِالملحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدِهِ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَخْذَ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ۔ روah مسلم

২৬৮৫. হযরত আবু সাইদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সোনার বিনিময়ে সোনা, ঝর্পার বিনিময়ে ঝর্পা, গমের বিনিময়ে গম, জবের বিনিময়ে জব, খুরমার বিনিময়ে খুরমা, লবণের বিনিময়ে লবণ দিয়ে বিনিময় করা হলে সম পরিমাণে উভয় পক্ষ উপস্থিত থেকে নগদ নগদ আদান প্রদান করতে হবে। যে ব্যক্তি এ নিয়মে বেচা-কেনা না করে; বরং বেশি দেয় ও বেশি দাবী করে বেশি প্রহণ করলো তাহলে সে সুদ খেলো ও সুদ দিলো। অতএব এ ব্যাপারে উভয়ে এক সমান অপরাধী।—মুসলিম

٢٦٨٦. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَبْيَغُوا الْذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشْفِقُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبْيَغُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشْفِقُوا

بعضها على بعض ولا تَبِعُوا منها غانِيَا بِنَاجِرٍ . متفق عليه . وفي رواية لاتَّبِعُوا الْذَّهَبَ بِالْذَّهَبَ وَلَا الورقَ بِالْوَرقِ إِلَّا وَزَنَا بِوْزَنِ -

২৭৮৬. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সোনাকে সোনার বদলে বেচা-কেনা করবে না। যদি তা ওজনে এক সমান না হয়। অতএব উভয়ের মধ্যে কম-বেশ করবে না। ঠিক এভাবে রূপাকে রূপার বদলে বিক্রি করো না, যদি তা এক সমান না হয়। উভয়ের মধ্যে কম বেশ করবে না। এক দিককে অপর দিক অপেক্ষা বেশি করো না। আর এ বিনিয়োগে ধার উধারের বিনিয়য় নগদের সাথে করো না।—বুখারী, মুসলিম

আর এক বর্ণনায় আছে, সোনার বদলে সোনা ও রূপার বদলে রূপা উভয় দিকের জিনিস ওয়ন করা ছাড়া বিক্রি করো না।

২৬৮৭. وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الطَّعَامُ
بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ - رواه مسلم

২৬৮৭. হযরত মা'মার ইবনে আবদুল্লাহ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শনতাম, খাদ্য-সামগ্ৰীৰ সাথে খাদ্য-সামগ্ৰীৰ বিনিয়য় পরিমাণ সমান হতে হবে।—মুসলিম

২৬৮৮. وَعَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْذَّهَبُ بِالْذَّهَبِ رِبْوَا إِلَّا هَاهُ وَهَاهُ وَالْوَرَقُ
بِالْوَرَقِ رِبْوَا إِلَّا هَاهُ وَهَاهُ وَالثُّبُرُ بِالثُّبُرِ رِبْوَا إِلَّا هَاهُ وَهَاهُ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبْوَا إِلَّا
هَاهُ وَهَاهُ وَالثَّمُرُ بِالثَّمُرِ رِبْوَا إِلَّا هَاهُ وَهَاهُ . متفق عليه

২৬৮৮. হযরত ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সোনার বিনিয়োগে সোনার সাথে যদি উভয়পক্ষ হতে নগদ লেনদেন না হয় তবে তা সুন্দী বিনিয়োগে হবে। রূপার বিনিয়োগে রূপার সাথে যদি উভয় পক্ষ হতে নগদ লেনদেন না হয় তবে তা সুন্দী লেনদেন হবে। গমের বদলে গমের সাথে যদি উভয় পক্ষ হতে নগদ লেনদেন না হয় তবে তা সুন্দী লেনদেন হবে। জবের বদলে জবের সাথে উভয় পক্ষ হতে যদি এক সমান নগদ লেনদেন না হয় তবে তা সুন্দী কারবার হবে। খেজুরের বদলে খেজুরের সাথে যদি উভয় পক্ষ হতে নগদ লেনদেন না হয় তবে তা সুন্দী লেনদেন হবে।

—বুখারী, মুসলিম

২৬৮৯. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَغْفَلَ رَجُلًا عَلَى حَيْبَرٍ
فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ حَيْبَرٍ فَقَالَ أَكُلُّ تَمْرًا حَيْبَرًا هَذَا قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَا خُذْ
الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعِينِ وَالصَّاعِينِ بِالشَّلَاثِ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ بَعْدَ الْجَمْعِ بِالدُّرَاقِمِ ثُمَّ
ابْتَغِ بِالدُّرَاقِمِ جَنِيبًا وَقَالَ فِي الْمِيزَانَ مِثْلَ ذِلِّكَ . متفق عليه

২৬৮৯. হযরত আবু সাঈদ ও হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার এলাকায় এক ব্যক্তিকে চাকুরী দিলেন। ওই ব্যক্তি ওখান থেকে বেশ উত্তম খেজুর নিয়ে এলেন। তা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, খায়বারের সব খেজুরই এতো ভালো হয়? ওই ব্যক্তি বললো, জি না, হে আল্লাহর রাসূল! আবরা এক সা' (প্রায় চার সেব ওয়নের) একপ (উত্তম) খুরমা (খারাপ) দু' 'সা' খেজুরের বিনিময়ে গ্রহণ করে থাকি। অথবা ভালো দুই সা' খারাপ তিন সা'র বিনিময়ে বিনিময় করে থাকি। একথা তনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এভাবে বিনিময় করো না। বরং খারাপ খেজুর (দু' বা তিন সা') মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করে ওই মুদ্রা দিয়ে উত্তম খেজুর কিনে নাও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথাও বললেন, ওয়ন করা বস্তুরও একই হকুম।—বুখারী, মুসলিম

٢٦٩٠. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ يَتَمَرَّ بِرَبِّنِي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ مِنْ أَيْنَ هَذَا قَالَ كَانَ عِنْدَنَا شَفَرَدٌ فَبَعْثَتْ مِنْهُ صَاعِينَ بِصَاعِنَ فَقَالَ أَوْهُ عَنْ الرِّبِّيْوَا عَيْنِ الرِّبِّيْوَا لَا تَفْعَلْ وَلِكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِي فَبِعِ التَّمْرِ بِبَيْعِ أَخْرَى ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ متفق عليه

২৬৯০. হযরত আবু সাঈদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত বিলাল রাঃ নবী কর্ম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে 'বর্নী' জাতীয় খুরমা নিয়ে আসলেন। নবী কর্ম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ খুরমা কেথায় পেলে? বিলাল বললেন, আমার কাছে কিছু খারাপ খুরমা ছিলো। আমি এগুলোর দু' সা' (প্রায় আট সেব) এ জাতীয় এক সা' (প্রায় চার সেব) খুরমার বিনিময়ে বিক্রি করেছি। একথা তনে নবী কর্ম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আহ! এটা তো অবিকল 'সুদী' লেনদেন। একপ করবে না। তুমি এ খারাপ খুরমা পরিমাণে বেশি দিয়ে উত্তম খুরমা পরিমাণে কম কিনতে চাইলে মুদ্রার বিনিময়ে খারাপ খুরমা বিক্রি করে তার মূল্য দিয়ে পৃথকভাবে ভালো খুরমা ক্রয় করবে।—বুখারী, মুসলিম

٢٦٩١. وَعَنْ جَابِرِ قَالَ جَاءَ عَبْدٌ قَبِيَّاً بْنَ النَّبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْهِجَرَةِ وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدَهُ بِرِبِّهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ رَسُولُ اللَّهِ بِعِنْيَهِ فَأَشْتَرَاهُ بِعَبْدِيْنِ أَسْوَدِيْنِ وَلَمْ يُبَيِّأْعِنْهُ بَعْدَهُ حَتَّى يَسْتَلِهَ أَعْبَدٌ هُوَ أَوْ حَرْ . رواه مسلم

২৬৯১. হযরত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন গোলাম একবার (কোনো এলাকা হতে মদীনায়) এসে গৌছলো। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে হিজরত করার বাইয়াত করলো (অর্থাৎ সে রাসূলের সাথে অঙ্গীকার করলো, সে বাড়ী-ঘর ছেড়ে দিয়ে সবসময় তাঁর খিদমতে হাজির থাকবে।) সে গোলাম বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন না। (কিছু দিন পর) তাঁর মূনীব ভাঁকে ঝুঁজতে ঝুঁজতে এখানে এসে উপস্থিত। তখন নবী কর্ম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, এ গোলামকে আমার কাছে বিক্রি করে দাও। বস্তুত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ গোলামটিকে

دُوْٹی کُرْکُشِ گولائےِ وینیمیوے کرے نیلن۔ تارپار نبی کریم ساٹھاٹھاہ آلاہایہی ویاساٹھاام کونے دل کاؤکے سے گولائے کی میڈ بجی تا جیسے نا کرے تار پھکے کونے باییاٹ اتھن کرaten نا۔—مُوسَّلِیم

٢٦٩٢. وَعَنْهُ قَالَ نَبِيُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْنِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَبِيلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ۔ روہ مسلم

۲۶۹۲. هـر رات جا بے را ہتے اے ہادیستیو و برجت۔ تینی بلنے، راسٹھاٹھاہ ساٹھاٹھاہ آلاہایہی ویاساٹھاام پاریماں نا جانا کونے پھٹوڑے را سپکے پاریماں جانا کونے پھٹوڑے را سپکے وینیمیوے کرے کرaten نیوے کرائے ہن۔—مُوسَّلِیم

٢٦٩٣. وَعَنْ قَضَالَةِ بْنِ أَبِي عَبْدِنْدٍ قَالَ أَشْتَرَتْ يَوْمَ حَبَّيرَ قِلَادَةً بِإِثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرْزٌ فَقَصَّلَهَا فَوَجَدَتْ فِيهَا أَكْفَرَ مِنْ إِثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَبْأَغْ حَتَّى تُفْصِلَ۔ روہ مسلم

۲۶۹۳. هـر رات فیالا ایوں نے آرے ڈیا میاں دا ہتے، آرمی خاںواڑا ویچیکا لے ہارے دیوار (سرم میڈا) دیوے اکٹی میالا کیسلام۔ اے میالا سونا او چلے آباڑا پونڈیو چلے۔ آرمی سونا کے ڈیا کرے دیکھا اے دل دیواریو پاریماں پر چڑے بیسی۔ آرمی اے کرے پاریماں پر چڑے بیسی۔ آباڑا تینی بلنے، اسے کسے تو میاکے پورک کرایا چاڈا بیچا۔ کنے جاوے نئے۔—مُوسَّلِیم

بیانی ۴ میالا سونا او چلے، انی دانا او چلے۔ اکھڑے کھتا و بیکھڑا وینمیوے ستمپاریماں پر ہتے ہوئے۔ کاجھی میالا سرم میڈا آلا دا کرے تار پاریماں نیردا ران کرے ستمپاریماں پر وینمیوے بیکھڑا کرaten ہوئے۔

ہیئتیں پاریمیوے

٢٦٩٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرِّبَوَا فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ بُخَارٍ وَبَرْقٍ مِنْ غَبَارٍ۔ روہ احمد ابو داؤد والنسانی وابن ماجہ

۲۶۹۴. هـر رات آرے ہرایرا را ہتے برجت۔ تینی راسٹھاٹھاہ ساٹھاٹھاہ آلاہایہی ویاساٹھاام ہتے برجنا کرلن۔ راسٹھاٹھاہ ساٹھاٹھاہ آلاہایہی ویاساٹھاام بلنے، مانوں ایمن ستمپے ڈپنیت ہوے یوں اکجن مانوں سو دا خرے بیچے خاکتے پارا را نا۔ سے سرماں ری سو دا خرے سو دے ری خویا وی خویا تاکے سپر کرائے۔—آہماں، آرے داؤد، ناسیمی، ایوں ماجہ۔

٢٦٩۵. وَعَنْ عَبْدَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبْيَغُوا الْذَّهَبَ بِالْذَّهَبِ وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ وَلَا الْبَرِ بِالْبَرِ وَلَا الشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ وَلَا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ وَلَا الْمِلْحَ

بِالْمِلْحِ إِلَّا سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ عَيْنُنَا بِعَيْنٍ يَدًا بِيَدٍ وَلَكِنْ بِيُنْعَوْا الْذَّهَبَ بِالْوَرِقِ وَالْوَرِقَ
بِالْذَّهَبِ وَالْبَرَّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرَ بِالْبَرِّ وَالثَّمَرَ بِالْمِلْحِ وَالْمِلْحَ بِالثَّمَرِ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ
شِئْتُمْ - رواه الشافعى

২৬৯৫. হযরত উবাদা ইবনে সামিত রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা সোনার বদলে সোনা, ক্লপার বদলে ক্লপা, গমের বদলে গম, যবের বদলে যব, খুরমার বদলে খুরমা, লবগের বদলে লবণ বিক্রি করে না যতক্ষণ পর্যন্ত উভয় জিনিসের সমান পরিমাণ না হয়, নির্দিষ্ট হয় এবং উভয় জিনিস নগদ লেনদেন হয়। তবে হ্যাঁ ক্লপার বদলে সোনা, সোনার বদলে ক্লপা, যবের বদলে গম, গমের বদলে যব, লবগের বদলে খুরমা, খুরমার বদলে লবণ। উভয় জিনিস নগদ লেনদেনে যেভাবে ইচ্ছা বিক্রি করতে পারো।—শাফেয়ী

২৬৯৬. وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُنْنَةً عَنْ شِرَى التَّمْرِ
بِالرُّطْبِ فَقَالَ أَيْنَقُصُ الرُّطْبُ إِذَا يَبْسُ فَقَالَ نَعَمْ فَتَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ . رواه مالك
والترمذى وابو داؤد والنسانى وابن ماجة

২৬৯৬. হযরত সাঈদ ইবনে আবু ওয়াকাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খেজুরের বিনিয়য়ে খুরমা ক্রয় করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে আমি নিজ কানে শুনেছি। অবাবে তিনি বললেন, ভিজা খেজুর শুকালে তা খেজুর করে যায়। প্রশ্নকর্তা উভরে বললো, জি হ্যাঁ করে যায়। তখন তিনি খেজুরের বিনিয়য়ে খুরমা ক্রয় করতে নিষেধ করলেন।—মালিক, তিরমিয়ী, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ।

ব্যাখ্যা : পাকা খেজুর ভিজানো হয়। তা শুকালেই খুরমা হয়। শুকাবার পর খেজুর ওয়নে করে যায়। তাই রাসূলুল্লাহ সঃ খুরমার বদলে খেজুর ক্রয় নিষেধ করেছেন।

২৬৯৭. وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ النُّسَيْبِ مُرْسَلًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْ بَيْعِ الْلَّخْمِ
بِالْحَيْوَانِ قَالَ سَعِيدٌ كَانَ مِنْ مُبَشِّرِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ . رواه فى شرح السنة

২৬৯৭. তাবেয়ী হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব রাঃ হতে মুরসাল ক্লপে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো জীব-জুরুর বদলে গোশত বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। বর্ণনাকারী সাঈদ বলেন, জাহেলিয়াতের যুগে এক প্রকার জুয়ার প্রচলন ছিলো। তাতে ওভাবে ক্রয়-বিক্রয় হতো।—শরহে সুন্নাহ

২৬৯৮. وَعَنْ سَمْرَةَ بْنِ جَنْدُبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ عَنْ بَيْعِ الْحَيْوَانِ بِالْحَيْوَانِ
نَسِيْتَهُ . رواه الترمذى وابو داؤد والنسانى وابن ماجة والدارمى

২৬৯৮. হযরত সায়ুরা বিন জুনুব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বৰী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবের বিনিয়য়ে জীবের ধারে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

—তিরমিয়ী, আবু দাউদ, নাসাই, ইবনে মাজাহ, দারেয়ী।

۲۶۹۹. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمْرَهُ أَنْ يُجْهَزَ جَيْشًا فَنَفِدَتِ الْأَبْلُقُ فَأَمْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى قَلَائِصِ الصَّدْقَةِ فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَتِينِ إِلَى أَبْلِ الصَّدْقَةِ . رواه أبو داؤد

۲۶۹۹. হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাম্মান্ত্বাহ আলাইহি ওয়াসাম্মাম তাকে কোনো এক অভিযানের জন্য সেনাবাহিনী প্রস্তুত করার আদেশ করেছিলেন। এ বাহিনী প্রস্তুত করতে বাইতুলমালে প্রয়োজনীয় উটের অভাব হয়ে গেলো। নবী করীম সাম্মান্ত্বাহ আলাইহি ওয়াসাম্মাম তখন (বায়তুল মাল) সদকার উট পাওয়া সাপেক্ষে তাকে উট ধার করার নির্দেশ দিলেন। সে হিসাবে তিনি সদকার উট সংগ্রহ সাপেক্ষে এক একটি উট দু' দুটি উটের বিনিময়ে গ্রহণ করলেন।—আবু দাউদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

۲۷۰۰. عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الرِّبُوَا فِي النُّسْثَةِ وَقِيٌّ رِوَايَةٌ قَالَ لَا رِبُوَا فِيمَا كَانَ يَدُّمْ بِيَدِهِ . متفق عليه

۲۷۰۰. হয়রত উসামা ইবনে যায়েদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাম্মান্ত্বাহ আলাইহি ওয়াসাম্মাম বলেছেন, ধারের লেন-দেনেরও (অনেক সময়) সুদ হয়। আর এক বর্ণনায় আছে হাতে আদান প্রদানের ক্ষেত্রে সুদ হয় না।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ৪: 'ধারের লেনদেনও সুদ হয়'—একথার অর্থ হলো দুটি এক ধরনের জিনিসের পারস্পরিক লেনদেন ধারের ক্ষেত্রে হওয়া। এক পক্ষ তো নগদ দিবে। অপরপক্ষ পরে দিলে বলে ওয়াদা করবে। যদিও উভয় জিনিসের মধ্যে শ্রেণীগত বিভিন্নতা থাকবে ও তা সমান সমান হবে। যেমন কেউ কাউকে জাউ দিয়ে গম নিলো। এতে কম বেশ করাও জায়েয়, যদি হাতে হাতে, তখন তখন লেন-দেন হয়ে যায়। কিন্তু কোনো এক পক্ষ যদি ধার নেয় তাহলে তা জায়েয় হবে না। বরং সুদ হয়ে যাবে।

এভাবে ওই লেন-দেনে সুদ হবে না, যা হাতে হাতে নগদ নগদ বিনিময় হয়ে যাবে।, এর মর্য হলো—যদি এমন দুটি জিনিসের বিনিময় করা হয়, যা একই শ্রেণীভুক্ত এবং তা সমান সমান হবে, এবং উভয় পক্ষ নিজ নিজ জিনিস একই বৈঠকে নিজ নজ দখলে নিয়ে যাবে তাহলে তা জায়েয় হবে। সুদ হবে না। আর যদি উভয় জিনিস এক শ্রেণীর না হয়,- এরপরও কম বেশ করে লেন-দেনেও ব্যাপারটি জায়েয় হবে। সুদ হবে না, এ শর্তে যে, লেন-দেন হাতে হাতে হয়ে যাবে। একটি জিনিস বাকীতে হলেই সুদ হবে।

۲۷۰۱. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَظْلَةَ غَسِيلِ الْمَلِكَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِرْهَمٌ رِبُوَا يَكُلُّهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سَتَةِ وَتِلْيَتِينَ زِينَةً . رواه احمد والدارقطني وروى البهجهي في شعب الأنعام عن ابن عباس وزاد وقال من نسبت لحمة من السحت فالنار أولى به

২৭০১. হযরত আবদুল্লাহ রাঃ হতে বর্ণিত। যিনি ফেরেশতাগণ কর্তৃক গোসল প্রদত্ত হযরত হানযালার পুত্র। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি জেনে তারে সুদের ক্ষেবল মাত্র একটি দ্রুপার মুদ্রা খায়, তার তুনাহ ছত্রিশ বার জিনা করা অপেক্ষা বেশি হয়।—আহমদ, দারুল কুরোন। আর বায়হাকী শোআবুল ঈমানে এ হাদীসটি হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণনা করেছেন। এতে অতিরিক্ত একথাও আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তির শরীরের গোশত হারাম খাদ্যে গঠিত তার জন্য জাহানামই উভয়।

২৭০২. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الرِّبَوَا سَبْعُونَ جُزُّاً إِسْرَهَا إِنْ تَنكِحَ الرَّجُلُ أُمَّةً

২৭০২. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সুদের তুনাহর সকল ভাগের ক্ষুদ্রতম ভাগ হলো নিজের মাকে বিয়ে করা।—ইবনে মাজাহ, বায়হাকী, শোআবুল ঈমান।

২৭০৩. وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الرِّبَوَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنْ عَاقِبَتْهُ تَصِيرُ إِلَى قُلْبِ رَوَاهِمَا بْنِ ماجة وَالبِيْهِقِيْ فِي شَعْبِ الْإِيمَانِ وَرَوَى أَحْمَدُ الْأَخْيَرُ

২৭০৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সুদের মাধ্যমে সম্পদ (বাহ্যত) বৃক্ষি হলেও পরিশেষে অভাব অন্টন আসবে।—ইবনে মাজাহ, বায়হাকী, আহমাদ

২৭০৪. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَيْتُ لِيْلَةً أَسْرَى بِيْ عَلَى قَوْمٍ بُطْوِنِهِمْ كَالْبَيْوَنِ فِيهَا الْحَيَّاتُ تُرَى مِنْ خَارِجِ بُطْوِنِهِمْ فَقُلْتُ مِنْ هُؤُلَاءِ يَاجِرِيْنِ إِنْ قَالَ هُؤُلَاءِ أَكْلَهُ الرِّبَوَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ ماجة

২৭০৪. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে'রাজের রাতে আমি এমন এক ধরনের লোকদের কাছে গেলাম, যাদের পেট ঘরের মতো বড়ো। এতে অনেক সাপ রয়েছে, এগুলোকে পেট হতে বের হতে দেখা যায়। আমি আমার সাথী হযরত জিবরীল আমীনকে জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরীল! এসব লোক কারা? জবাবে তিনি বললেন, এরা সুদখোর।—আহমাদ, ইবনে মাজাহ

২৭০৫. وَعَنْ عَلَيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنْ أَكِلِ الرِّبَوَا وَمُوْكِلِهِ وَكَاتِبِهِ وَمَانِعِ الصَّدَقَةِ وَكَانَ يَنْهَى عَنِ النُّوحِ رَوَاهُ النَّسَانِيُّ

২৭০৫. হযরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সুদখোরের প্রতি, সুদ প্রদানকারীর প্রতি, সুদের কাগজপত্র সেখকের প্রতি, দান-খয়রাতে বাধাদানকারীর প্রতি, অভিসম্পাত করতে উনেছি। আর তিনি মৃত্যের জন্য বিলাপ করে কাঁদতে নিষেধ করতেন।—নাসায়ী

٢٧٠. وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ أَخْرَى مَا نَزَّلَتْ أَيْةً الرِّبْوَا وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ
وَلَمْ يُقْسِرْهَا لَنَا فَدَعْرُوا وَالرِّبْيَةَ - روایہ ابن ماجہ والدارمی

২৭০৬. হযরত ওমর ইবনে খাত্বাব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুদ হারাম হওয়ার আয়াতই (কুরআন শরীফের) শেষ আয়াত। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে (আমাদের কাছ থেকে) উঠিয়ে নেয়া হয়েছে অর্থ সুদের বিজ্ঞানিত বিরূপ তিনি আমাদের কাছে রেখে যাননি। অতএব কুরআন সুন্নায় বর্ণিত সুদ এবং বেসব ক্ষেত্রে সুদের কোনো সদেহ সৃষ্টি হয় তা সবই তোমরা পরিত্যাগ করবে।—ইবনে মাজ্জাহ, দারামী

٢٧٠- . وَعَنْ أَنْسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَفْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدِي إِلَيْهِ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّائِبَةِ فَلَا يَرْكَبُهُ وَلَا يَقْبَلُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ . رواه

ابن ماجة والبيهقي في شعب الاعياد

২৭০৭. হ্যৱত আলাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বরেন, রাস্তুম্ভাহ সাম্ভাম্ভাহ আলাইহি ওয়াসাম্ভাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি কাউকে ধার দেয়, তারপর ধারথীতা ধার দাতাকে কেনো হাদীয়া দেয়, তা গ্রহণ করবেনা অথবা গ্রহীতা যদি তার বাহনে ধার দাতাকে উঠাতে চায় তবে তার উপর বসবে না। তবে ধারের লেন-দেন করার আগে যদি তাদের মধ্যে একপে আচরণ প্রচলিত প্রাক্ত তবে তা জিনিষপূঁ।—ইঠেন মাঙ্গাত রায়হাঙ্কী

^٨ ٢٧٠. وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ، قَالَ إِذَا أَتَرَضَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلَا يَأْخُذُ هَدَيَةً - دَوَاهُ

البخاري في تاريخه هكذا المُنتَقى

୨୭୦୮. ହସରତ ଆନାସ ରାଃ ହତେ ଏ ହାଦୀସଟିଓ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ତିନି ନବୀ କରୀମ ସାହୁଦ୍ଦାହୁ
ଆଲାଇହି ଓ ଯାସାହୁମ ହତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେଛେ । ନବୀ କରୀମ ସାହୁଦ୍ଦାହୁ ଆଲାଇହି ଓ ଯାସାହୁମ
ବଲେଛେ, କୋନୋ ଶୋକ ଅପର କୋନୋ ଶୋକକେ ଧାର ଦିଲେ, ଧାର ଦାତା ଧାର ଥହିତାର କାହେ
ଥେକେ କୋନୋ ଉପଟୋକନ ବା ହାଦୀଯା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନା ।—ବୃଧାରୀ

٢٧٠.٩ وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامَ فَقَالَ إِنَّكَ بِأَرْضِ فِيهَا الرِّبَا فَاشِرٌ فَإِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَأَهْدِي إِلَيْكَ حَمْلَهُ تَسْأَلُهُ حَمَّاً شَعْنَتْ أَمْ حَنَّتْ فَلَا تَأْخِذْنَهُ فَإِنَّهُ بِنَاهٌ دِمَاهُ الْمَخَادِعَ

২৭০৯. হ্যন্ত আবু বুরদা ইবনে আবু মুসা তাবেয়ী রহঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি মদীনায় এসে সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে সালামের সাথে দেখা করলাম। আমাকে তিনি বলেন, তুমি এমন জায়গায় বাস করছো, যেখানে সুদের ছচলন ঝুঁক বেশি। তাই কারো কাছে যদি তোমার কোনো পাওনা থাকে, সে যদি তোমাকে এক বোঝা খড় অথবা গাঠুরী জব, অথবা ঘাসের একটি বোঝাও হাদীয়া হিসাবে দেশ। তুমি তা গ্রহণ করবে না। কুরুণ এটা সদ।-বুরদা

ك۔ باب المنهى عنها من البيوع

৪. نিষিদ্ধ জিনিস বেচাকেনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

٢٧١. عَنْ أَبْنَىٰ عُمَرَ قَالَ نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابِنَةِ أَنْ يُبَيِّنَ ثَمَرَ حَانِطَهُ إِنْ كَانَ تَخْلُا بِتَمْرٍ كَيْلًا وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يُبَيِّنَهُ بِزَرِيبٍ كَيْلًا أَوْ كَانَ وَعْدَ مُسْلِمٍ وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يُبَيِّنَهُ بِكَيْلٍ طَعَامٌ نَهَىٰ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ . مُتَفَقُ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةِ لِهُمَا نَهَىٰ عَنِ الْمُزَابِنَةِ قَالَ وَالْمُزَابِنَةِ أَنْ يُبَيِّنَ مَا فِي رُءُوسِ النُّخْلِ بِتَمْرٍ بِكَيْلٍ مُسْمَىً إِنْ زَادَ فَلِيٌّ وَإِنْ نَقْصَ فَعَلَىٰ

২৭১০. হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘মুয়াবানা’ ধরনের বেচা-কেনা করতে নিষেধ করেছেন। আর তাহলো বাগানে খেজুর গাছের মাথায় খেজুর রেখে তা আন্দাজ করা যে, গাছ হতে পেড়ে তা শকালে কি পরিমাণ খুরমা হবে। সেভাবে ওই পরিমাণ খুরমা দিয়ে এর বদলে গাছের খেজুর গাছে রেখেই কেনা-বেচা করা। আঙুরের ব্যাপারেও এভাবে বাগানে গাছে আঙুর রেখে শকিয়ে এতে কি পরিমাণ কিস্মিস হবে তা আন্দাজ করা ও এভাবে ওই পরিমাণ কিস্মিস দিয়ে গাছের আঙুর বেচা-কেনা করা। মুসলিমের বৰ্ণনায় শস্য দানার ক্ষেত্ৰেও এভাবে ক্ষেত্ৰে শস্য রেখে, এতে কি পরিমাণ খাদ্য হবে তা অনুমান করে ওই পরিমাণ শস্য সহ সব ধরনের কেনা-বেচা করা নিষেধ। -বুখারী, মুসলিম

তাঁদের অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়াবানা ধরনের কেনা-বেচা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, গাছের মাথায় যে খেজুর রয়েছে তা অনুমান করে খুরমার বিনিয়মে বিক্রয় করা হলো ‘মুয়াবানা’। যদি বেশি হয় তবে তা আমার (বিক্রেতার) লাভে পরিণত হবে। (ফেরত দেয়া হবে না) যদি কম হয় তবে তা আমারই ক্ষতি হিসেবে পরিগণিত হবে অর্থাৎ ক্রেতার কাছে ক্ষতি পূরণের দাবী করবো না।

ব্যাখ্যা : গাছের ফল গাছে রেখে ও মাঠের ফসল মাঠে রেখে যদি তা আন্দাজ অনুমান করে তিনি জাতীয় বস্তুর সাথে বা নগদ অংকের সাথে বিনিয়য় করা হয় তবে তা জায়েয়।

২৭১১. وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَابِرَةِ وَالْمُحَاقَّةِ وَالْمُزَابِنَةِ وَالْمُحَاقَّلَةِ أَنْ يُبَيِّنَ الرَّجُلُ الزَّرْعَ بِمِائَةِ فُرْقٍ حِنْطَةٍ وَالْمُزَابِنَةِ أَنْ يُبَيِّنَ الثَّمَرَ فِي رُؤُسِ النُّخْلِ بِمِائَةِ فُرْقٍ وَالْمُخَابِرَةِ كِرَاءُ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ - رواه مسلم

২৭১১. হয়রত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘মুহাকালা’ ও ‘মুয়াবানা’ করতে নিষেধ করেছেন। ‘মুহাকালা’র অর্থ হলো মাঠের শস্য (যেমন গম অনুমানে পরিমিত পরিমাণ যথা) বিশ মণ প্রস্তুত গমের বিনিয়মে বিক্রি

করা। 'মুখাবানা'র অর্থ হলো খেজুর গাছের মাথার যে খেজুর রয়েছে। (অনুমানে পরিমাণ যথা) বিশ মণ খুরমার বিনিয়নে বিক্রি করা। 'মুখাবানা'র অর্থ হলো এক-ত্রৈয়াৎশ বা চতুর্দশ শস্যের বিনিয়নে জমি ইজ্জারা দেয়া অর্ধাংকেত বর্গা দেয়া।—মুসলিম

ব্যাখ্যা : 'মুহাকালা' ও 'মুখাবানা' উভয়টি এক শ্রেণীরই ক্রয়-বিক্রয়। মুহাকালা সাধারণ শস্যের মধ্যে। আর মুখাবানা খেজুর ও আজুরের মধ্যে। উভয়টি নিষিদ্ধ। আর মুখাবানা হলো বর্গা দেয়া। এটাও নিষিদ্ধ। তবে এর উদ্দেশ্য হলো যার অতিরিক্ত জায়গা জমি আছে সে যেনো তার কিছু কোনো মুসলমান ভাইকে বর্গা না দিয়ে এমনিতেই কিছু জমি বিনিয়য় ছাড়া তাকে চায়াবাদ করে থেতে দেয়। বস্তুত বর্গা দেয়া সকল ইমারগণের নিকট এমন কি হানাফী মায়হাবেও জায়েয়।

٢٧١٢. وَعَنْهُ قَالَ نَهْيَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاكَلَةِ وَالْمُرَأَبَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ
وَعَنِ الشُّنْبَىِ وَرَحْصَ فِي الْعَرَبِيَّا - رواه مسلم

২৭১২. হযরত জাবের রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মুহাকালা', 'মুখাবানা', মুখাবানা ও মুআওয়ামা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি নিষেধ করেছেন (অনিদিষ্টভাবে) কিছু অংশ বাদ দিতেও। আর আরায়াকে জায়েয় বলেছেন।—মুসলিম

ব্যাখ্যা : 'মুআওয়ামা' হলো কোনো নির্দিষ্ট গাছের বা বাগানের ফল দু' তিনি বছরের অগ্রিম বিক্রি করা। এটি জায়েয় নয়। কারণ পরের বছর এ গাছে বা বাগানে ফল নাও ফলতে পারে। আর 'বাদ' দেয়ার অর্থ হলো—যেমন বিক্রেতা বললো, এ গাছের সব ফল তোমার কাছে বিক্রি করলাম। কিন্তু এর কিছু অংশ আমি বাদ রাখবো। এ পদ্ধতিতে বিক্রি করা জায়েয় নয়। কারণ কিছু অংশের পরিমাণ নিয়ে পরে ঝগড়া হবে। 'আরিয়া' শব্দের অর্থ পরের হাদীসে আসছে।

٢٧٣١. وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَمْدَةَ قَالَ نَهْيَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالثَّمْرِ إِلَيْهِ
إِنَّ رَحْصَ فِي الْعَرَبِيَّا أَنْ تَبَاعَ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطْبًا - متفق عليه

২৭১৩. হযরত সাহল ইবনে আবু হাসমা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৈরি খুরমার বিনিয়নে (গাছের মাথার) খেজুর ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি অবশ্য 'আরিয়া' বিক্রির অনুমতি দিয়েছেন। আরিয়ার ফলকেই অনুমান করে বিক্রি করে সেই অনুমান অনুযায়ী খুরমা দিবে। আরিয়ার ফল ক্রেতা তা' পাকা ও তাঙ্গা অবস্থায় থাবে।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : নিষিদ্ধ মুখাবানার মতোই 'আরিয়া' হয়। কিন্তু আরিয়ার ক্রেতে প্রকৃতপক্ষে বেচা-কেমা হয় না। শুধু বেচা-কেনার মতো হয়। এ কারণে মুখাবানা নিষেধ হবার পরও আরিয়া জায়েয়।

হানাফী মায়হাব অনুযায়ী আরিয়ার প্রকৃত রূপ হলো এই—

কোনো বাগানের মালিক তার দু' একটি খেজুর গাছ এ বলে কাউকে দিয়েছে যে, এ গাছের ফল তুমি নিও আমি তোমাকে দিলাম। বাগানের মালিক তার বাগানের সব গাছের

খেজুর পেড়ে শুকনো খুরমা করে ফেলেছে। তখু ওই দু' একটি গাছের ফল এখনো গাছেই রয়ে পোছে। এ অবস্থায় ওই মালিকের মন চেয়েছে, তাজা-পাকা খেজুর খেতে অথচ তার গাছে তা নেই। আছে একমাত্র ওই গাছে যে গাছের ফল অপর ব্যক্তিকে দেবার কথা বলে রেখেছে। তাই মালিক ওই ব্যক্তিকে তার প্রাপ্ত গাছের ফলের পরিমাণে খুরমা দিয়ে ওই গাছের খেজুর বিনিময় করে নেয়। এ বিনিময় নিষিদ্ধ মুহাবানারই আকারের। তবে তা জানেয়। কানগ এ বিনিময় বস্তুত কেনা-বেচা নয়। কানগ ওই গাছের ফল এখনো বাগানের মালিকেরই হতু। যাকে দেয়া হয়েছে তার হস্তগত না হওয়া পর্যন্ত সে এর মালিক হয়নি। সুতরাং এ বিনিময় কেনা-বেচা নয়। বরং এক দানের পরিবর্তে আর এক দান।

٢٧١٤. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَابِيَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ شَكْ دَاؤْدُ بْنُ الْحُصَيْنِ - متفق عليه

২৭১৪. ইয়রত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আরিয়া' জাতীয় ক্রয় বিক্রয়ের অনুমতি দিয়েছেন। এর ফলের অনুমানে খুরমার বিনিময়ে সাধারণত পাঁচ অছকের কম হয়ে থাকে। অথবা বলা হয়েছে পাঁচ অছকের মধ্যে হয়ে থাকে।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : পাঁচ অছকে প্রায় সাতাইশ মণি। দানের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ দুই চারটি বা পাঁচ সাতটা গাছই দেয়া হয়। এ সংখ্যার গাছে স্বত্বাবত উক্ত পরিমাণ ফলই ফলে থাকে। এজন্য এ পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী 'আরিয়ার' বিনিময় এ পরিমাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

٢٧١٥. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الشِّمارِ حَتَّى يَنْدُوْ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعُ وَالْمُشَتَّرِي - متفق عليه وفي روایة لِمُسْلِمٍ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تُزْهَوْ وَعَنِ السُّنْبِلِ حَتَّى يَبْيَضُ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةُ

২৭১৫. ইয়রত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতোদিন পর্যন্ত (পেকে থাবার) যোগ্য না হবে, গাছের ফল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।—(বুখারী মুসলিম)। মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় বর্ণিত খেজুরে যতোদিন পর্যন্ত লাল বা হলুদ রং না আসে এবং শীষ জাতীয় জিনিস (গম ও যব প্রভৃতি, পূর্ণ পেকে শকিয়ে সাদা না হয়ে যায়) বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

٢٧١٦. وَعَنْ أَنْسِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الشِّمارِ حَتَّى تُزْهَهِ قِيلَ وَمَا تُزْهَهِ قَالَ حَتَّى تَحْرَرْ وَقَالَ أَرَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الشَّمْرَةَ بِمَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ - متفق عليه

২৭১৬. ইয়রত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খেজুর ফল লাল হবার আগে বিক্রি করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। তিনি আরো বলেন, (লাল হবার আগে ফল বিক্রি করলে) আল্লাহর দেয়া কোনো বালা-মুসবিতে যদি এ

ফল নষ্ট হয়ে যায় তবে মুসলমান ভাই ক্রেতা হতে কিসের পরিবর্তে মূল্যের টাকা এহণ করবে।—বুখারী, মুসলিম

٢٧١٧. وَعَنْ جَابِرِ قَالَ نَهَىٰ رَبِيعُ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ السِّتِينَ وَأَمْرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِعِ

رواه مسلم

২৭১৭. হযরত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কোনো গাছ বা বাগানের ফল) কয়েক বছরের জন্য অগ্রিম বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি (বিক্রিত ফল ফলারী ক্রেতার সংগ্রহের আগে যা নষ্ট হয়ে যায়, তার মূল্য) কাটতে নির্দেশ দিয়েছেন।—মুসলিম

٢٧١٨. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَوْ بَعْتَ مِنْ أخِيكَ ثَمَراً فَاصْبِثْهُ جَانِحَةً فَلَا يَحْلِلُ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍِّ

— رواه مسلم

২৭১৮. হযরত জাবের রাঃ হতে এ হাদিসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তুমি যদি তোমার কোনো মুসলমান ভাইয়ের কাছে (তোমার বাগানের অথবা গাছের) ফল বিক্রি করো। এরপর (তুমি তাকে বুঝিয়ে দেবার আগেই) যদি তা নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তার কাছ থেকে কোনো মূল্য আদায় করা তোমার জন্য জায়েয় হবে না। কারণ তার পাওনা তাকে বুঝিয়ে না দিয়ে তার কাছ থেকে তুমি কোনু জিনিসের মূল্য এহণ করবে।—মুসলিম

٢٧١٩. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانُوا يَتَابُونَ إِلَيْهِ مِنْ طَعَامٍ فِي أَعْلَى السُّوقِ فَيَبْيَغُونَهُ فِي مَكَانِهِ فَتَهَاجِمُهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ بَيْعِهِ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ

— رواه أبو داود وكم

أَجَدَهُ فِي الصَّحِيفَتِينِ

২৭১৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, অনেক লোকই বাজারে আগত খাদ্য সামগ্রী বাজারের সম্মুখে গিয়েই ক্রয় করে ফেলতো। এরপর এখানে বসেই আবার এ মাল বিক্রি করতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ শ্রেণীর ক্রেতাদেরকে ওখান থেকে বিক্রয়ের সাধারণ জায়গায় সরিয়ে না নিয়ে ওইসব খাদ্য সামগ্রী ওখানে বসে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।—আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ৪ কালোবাজারী মুনাফাখোরী ব্যবসায়ীদের অধিক মুনাফা লাভের পথ ব্রহ্ম করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ এ ব্যবসায়ীরা বাজারের মূল জায়গায় খাদ্যজাত দ্রব্য পৌছার আগেই বাজারের অঞ্চলাগে বসে মাল কিনে কিনে সব এক হাত করে নিতো। সব মাল এক হাতে এসে গেলে বাজারে কৃতিম অভাবের সৃষ্টি হতো। এখন সে এক হাতে একচেটিয়াভাবে মাল বিক্রি করে অধিক মুনাফা অর্জন করতো। এ পথ রোধের জন্য আল্লাহর রাসূল এ নির্দেশ দিয়েছেন।

٢٧٢. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَمَنْ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلَا يَبْيَغُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيهِ وَفِي

রواية ابن عباس حتى يكتاله۔ متفق عليه

২৭২০. হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর হতেই এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো ব্যক্তি কোনো খাদ্য সামগ্ৰী খৱাদ কৱে তা হস্তগত না কৱা পৰ্যন্ত যেনো বিক্ৰি না কৱে। হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে আবুসেৰ এক বৰ্ণনায় বৰ্ণিত, ‘যে পৰ্যন্ত ওই খাদ্য-দ্রব্য পৱিমাপ কৱে বুঝে না নেয়।’—বুখারী

২৭২১. وَعَنْ أَبْنَىٰ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَا الَّذِي نَهَىٰ عَنْهُ النَّبِيُّ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّىٰ يُقْبَضَ قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ وَلَا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ . متفق عليه

২৭২১. হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে আবুস রাঃ হতে বৰ্ণিত। তিনি বলেন, নবী কৰীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিষেধ কৱেছেন, তাহলো খাদ্যবস্তু খৱাদ কৱে হস্তগত কৱার আগে বিক্ৰয় কৱা। হয়রত ইবনে আবুস রাঃ বলেন, প্ৰত্যেক জিনিসেৱই এ হকুম বলে মনে কৱি।—বুখারী, মুসলিম

২৭২২. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ لِبَيْعٍ وَلَا بَيْعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعٍ بَعْضٍ وَلَا تَنَاجِشُوْ وَلَا بَيْعٍ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُصْرُوْ إِلَيْلَ وَالْغَنَمَ قَمِنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرِينِ بَعْدَ أَنْ يُحْطِبَهَا أَنْ رَضِيَّهَا أَمْسَكَهَا وَأَنْ سَخْطَهَا رَدَّهَا وَصَاعَاً مِنْ تَمْرٍ . متفق عليه وفى روایة لمسلم مِنْ اشتَرَى شَاءَ مُصَرَّأً فَهُوَ بِالখِيَارِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمَاءً

২৭২২. হয়রত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বৰ্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (১) যারা বিক্ৰি কৱার জন্য বাইৱ হতে খাদ্যজাত দ্রব্য নিয়ে বাজারে আসে, তাদেৱ খাদ্যপণ্য ক্ৰয় কৱার জন্য বাজারে পৌছাব আগেই এগিয়ে গিয়ে তাদেৱ সাথে মিলিত হবে না। (২) আৱ একজনেৱ সাথে বেচা-কেনাৱ কথা চলাৰ সময় অন্য কেউ এ বিষয়ে কথা বলবে না। (৩) বেচা-কেনাৱ ব্যাপারে দাঙালী কৱবে না। (৪) প্ৰামেৱ লোকেৱ দ্রব্য সামগ্ৰী শহৰেৱ লোকজন বিক্ৰি কৱে দেবাৰ জন্য চাপ দিবে না। (৫) উট, ছাগল (বিক্ৰয় কৱার আগে) ওলানে (স্তনে) দু' তিন দিনেৱ দুধ জমা কৱে ওলানকে ফুলিয়ে রাখবে না। কেউ একলপ কৱলে ত্ৰয়কাৰীৱ জন্য দোহনেৱ পৰ অবকাশ থাকবে। ইচ্ছা কৱলে সে ত্ৰয় বিক্ৰয় ঠিক রাখবে, আৱ ইচ্ছা কৱলে ত্ৰয় বিক্ৰয় ভঙ্গ কৱে তা কেৱলত দিবে। যদি ভঙ্গ কৱে (দুধ পানেৱ জন্য) সাথে এক সা' (৩ সেৱ ১২ ছটাক) খুৱমা সাথে দিয়ে দিবে।—বুখারী মুসলিম। মুসলিমেৱ এক বৰ্ণনায় আছে, যে লোক ওলান ফুলানো বকৱী ত্ৰয় কৱলবে, তাৱ জন্য তিন দিনেৱ অবকাশ থাকবে। সে বকৱী ফেৱত দিলে এৱ সাথে এক সা' খাদ্যদ্রব্য ফেৱত দিবে। উভয় গম দিতে সে বাধ্য নয়।

২৭২৩. وَعَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ لَا تَلْقُوا الْجَلْبَ فَمَنْ تَلَقَاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدَةَ السُّوقِ فَهُوَ بِالখِيَارِ - روایة مسلم

২৭২৩. হয়রত আবু হুরাইরা রাঃ হতে এ হাদীসটিও বৰ্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যারা বিক্ৰি কৱার জন্য (বাইৱ হতে) খাদ্যজাত

সামঞ্জী নিয়ে (বাজারে) আসছে, তাদের দিকে এগিয়ে গিয়ে মিলিত হবে না (অর্থাৎ তাদের মাল ক্রয় করে নেবে না) কেউ এক্ষণ করে কোনো জিনিস ক্রয় করলে, বিক্রেতা বাজারে পৌছার পর (দ্রব্য মূল্য বেশি দেখলে) তাঁর জন্য বিক্রয় ভঙ্গ করার সুযোগ থাকবে।—মুসলিম

٢٧٢٤. وَعَنْ أَبْنَىٰ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْقُوا السِّلْعَ حَتَّىٰ يُهْبَطَ إِلَيْهَا إِلَى السُّوقِ - متفق عليه

২৭২৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিক্রি সামঞ্জী বাজারে এসে পৌছার আগে ক্রয়ের জন্য সামনে এগিয়ে যেও না।—বুখারী, মুসলিম

٢٧٢٥. وَعَنْ عَائِدَةِ أَخِيهِ أَنَّ يَأْذَنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبْيَعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ . روah مسلم

২৭২৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতেই এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো লোক তার কোনো ভাই (কোনো জিনিস) ক্রয়-বিক্রয়ের কথা বলার সময় নিজে ক্রয়-বিক্রয়ের কথা উধাপন করতে পারবে না। (ঠিক এভাবে) কোনো ভাইয়ের বিয়ের প্রস্তাবের উপর নিজে বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারবে না। তবে ওই ভাই যদি তা করতে অনুমতি দেয় তাহলে তা করতে পারবে।—মুসলিম

٢٧٢٦. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبْيَعُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ . روah مسلم

২৭২৬. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো মানুষ তার কোনো মুসলিম ভাইয়ের বেচা-কেনার কথা বলার উপর নিজে বেচা-কেনার কথা বলবে না।—মুসলিম

٢٧٢٧. وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبْيَعُ حَاضِرٌ لِبَادِ دَعَوْمًا النَّاسَ بِرَزْقُ اللَّهِ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ . روah مسلم

২৭২৭. হযরত জবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শহরের লোকেরা (বাইর হতে) আগত গ্রাম্য লোকদের জিনিসপত্র বিক্রি করে দেবার জন্য (তাদের উপর) চাপ সৃষ্টি করতে পারবে না। (গ্রামের লোকজন নিজেদের জিনিসপত্র নিজেরাই বিক্রয় করবে। এতে সাধারণ ক্রেতাগণ কম দামে জিনিসপত্র কিনতে পারবে)। মানুষের একজনকে আর একজন দিয়ে লাভবান হবার যে সুযোগ আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন তা বহাল থাকতে দাও।”—মুসলিম

٢٧٢٨. وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ لِبْسَتِينِ وَعَنْ بَيْعَتِينِ نَهَى عَنِ الْمُلَامِسَةِ وَالْمُنَابَدَةِ فِي الْبَيْعِ وَالْمُلَامِسَةُ لِمَنْ الرَّجُلُ ثَوْبَ الْآخِرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلَا يُقْلِبُهُ إِلَّا بِذِلِّكَ وَالْمُنَابَدَةُ أَنْ يَتَبَذَّلَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ

بِشَوْبِهِ وَيَنْبَذُ الْأَخْرُ ثُوَبَةَ وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعُهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ وَالْإِنْسَتَيْنِ
اَشْتَمَالُ الصَّمَاءِ وَالصَّمَاءُ اَنْ يُجْعَلَ ثُوَبَةً عَلَى اَحَدٍ عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُوا اَحَدٌ شَقِيْهِ لَيْسَ
عَلَيْهِ ثُوبٌ وَالْإِنْسَةُ الْأُخْرَى اِحْتِبَاؤهُ بِشَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ -
متفق عليه

২৭২৮. হয়রত আবু সাউদ খুদুরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাপড় পড়ার দুটি পদ্ধতিকে নিষেধ করেছেন এবং বেচা-কেনারও দুটি নিয়ম নিষেধ করেছেন। বেচা-কেনার নিয়ম দুটি হলো ‘মুলায়াসা’ ও ‘মুনাবায়া’। ‘মুলায়াসা’ হলো রাতে বা দিনে ক্রেতা-বিক্রেতার (বিক্রয়ের) কাপড়টিতে হাত দিয়ে ছুলেই সে কাপড় গ্রহণ করতে ক্রেতা বাধ্য থাকবে। এ কাপড় দেখে শুনে ভালো মন্দ বিবেচনা করার কোনো সুযোগ তার থাকবে না। আর ‘মুনাবায়া’ হলো কোনো জিনিস (বেচাকেনার আশাপ কালে) একজনের কোনো কাপড় অন্যজনের দিকে নিষ্কেপ করলেই তাদের মধ্যে বেচা-কেনা বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। কেনার জিনিস যাচাই করে দেখার অবকাশ তার থাকবে না। উভয় পক্ষের আসল মতামতেরও দরকার হবে না। আর কাপড় পরার (নিষিদ্ধ) পদ্ধতি দুটি হলো (১) মুসী ইত্যাদি পড়া ছাড়া এক চাদরে শরীর ঢাকার জায়গায় চাদরের একদিক কাঁধে উঠিয়ে রাখা। (২) মুসী জাতীয় কাপড় পরে সু' হাঁটু খাড়া করে বসা। অথচ নীচের অংশ খোলা রয়েছে (এতে সতর খোলা থাকে)।—বুখারী, মুসলিম

২৭২৯. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحِصَّةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ .
رواه مسلم

২৭৩০. হয়রত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘বায়ইল হেসাত’ ও ‘বায়ইল গারার’ করতে নিষেধ করেছেন।—মুসলিম
ব্যাখ্যা : ‘বায়ইল হিসাত’ হলো পাথর নিষ্কেপ করে ত্রয় বিক্রয় করা। আর ‘বায়ইল গারার’ হলো অনিদিষ্ট বস্তু ত্রয় বিক্রয় করা। পাথর নিষ্কেপ করে কোনো বস্তুতে লাগাতে পারলে ত্রয় বিক্রয় নিদিষ্ট হয়ে যায়। এটা এক প্রকার জুয়া।

অনিদিষ্ট জিনিস যেমন- মাছ ধরা জালের এক ক্ষেপের মাছ বা উড়স্ত পাথী ধরার আগেই বিক্রি করা ইত্যাদি।

২৭৩১. وَعَنْ أَبْنَى عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ وَكَانَ بَيْعًا
يَتَبَاعَهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجُزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ التِّنِيُّ
فِي بَطْنِهَا - متفق عليه

২৭৩০. হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেটের বাচ্চার বাচ্চা বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। এ বিক্রয় হিটে জাহিলিয়াতের যুগের ত্রয় বিক্রয় (উভয় জাতের উটের চাহিদা বেশি) অনেকে এ উট বিক্রি করতো এভাবে যে, বিক্রেতার উটের পেটে যে বাচ্চা হবে, এ বাচ্চা বড়ো হবার পর এর পেটে যে বাচ্চা হবে তা ত্রয় করা হলো।—বুখারী, মুসলিম

٢٧٣١. وَعَنْهُ قَالَ نَهِيَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ - رواه البخاري

২৭৩১. হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতেই এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ষাড় দিয়ে পাল লাগিয়ে এর মূল্য নিতে নিষেধ করেছেন।—বুখারী

٢٧٣٢. وَعَنْ جَابِرِ قَالَ نَهِيَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ وَعَنْ بَيْعِ الْبَاءِ وَالْأَرْضِ لِتُحْرَثَ - رواه مسلم

২৭৩২. হয়রত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উট দিয়ে পাল লাগিয়ে এর মজুরী এবং এভাবে জমি ও এর সেচ ব্যবস্থা কোনো স্থানকে চাষাবাদ করতে দিয়ে এর বিনিময় মূল্য গ্রহণ করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

٢٧٣٣. وَعَنْهُ قَالَ نَهِيَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْبَاءِ - رواه مسلم

২৭৩৩. হয়রত জবির রাঃ হতেই এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রয়োজনের বেশি পানি কাউকে দান করে এর বিনিময় গ্রহণ করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।—মুসলিম

٢٧٣٤. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبْاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيَبْاعَ بِهِ الْكَلَاءُ - متفق عليه

২৭৩৪. হয়রত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, স্ব উৎপাদিত ঘাসের মূল্য (যা গ্রহণ করা নিষেধ) আদায়ের জন্য প্রয়োজনের বেশি পানির মূল্য গ্রহণ করতে পারবে না।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : স্ব উৎপাদিত ঘাসের কাছে কারো জলাশয় আছে। ওই ঘাস পতকে খাওয়াতে হলে তার কাছে তো বিক্রয় করা যাবে না। কৌশলে জলাশয়ের মালিক ঘাসের মূল্য না চেয়ে পানির মূল্য চায়। এ কাজ করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

٢٧٣٥. وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صَبْرَةِ طَعَامٍ فَادْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ غَشٍّ فَلَيْسَ مِنِّيْ - رواه مسلم

২৭৩৫. হয়রত আবু হুরাইরা রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বিক্রির জন্য) স্তুপীকৃত খাদ্য দ্রব্যের পাশ দিয়ে যাবার সময় এতে হাত ঢুকিয়ে দিলে স্তুপের ভিতরে আঙুলে ভিজা ভিজা অনুভব হলো। তিনি মালিককে ডেকে জিজেস করলেন, এটা কি হে খাদ্যদ্রব্যের মালিক ? সে উত্তর দিলো, বৃষ্টির পানিতে এ খাদ্যব্যগুলো ভিজে গিয়েছিলো হে আল্লাহর রাসূল! তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ভিজাগুলোকে স্তুপের উপরে রাখলে না কেনো, তাহলে লোকেরা তা দেখতে পেতো ? যে ব্যক্তি ধোকা দিবে তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।—মুসলিম

বিত্তীয় পরিষেদ

۲۷۳۶۔ عنْ جَابِرٍ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَنِ النُّثْنِيَا إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ - رواه الترمذى

۲۷۳۶. হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলস্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেচা-কেনার মধ্যে বিক্রি হওয়া জিনিস হতে অনিদিষ্ট পরিমাণ কিছু অণ্ট বাদ রাখতে নিষেধ করেছেন। তবে নিদিষ্ট পরিমাণ কিছু বাদ রেখে বিক্রি করলে তা জারেয।

-তিরমিয়ী

۲۷۳۷۔ وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعِنْبِ حَتَّىٰ يَسْوَدَ وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّىٰ يَشْتَدُّ - هكذا رواه الترمذى وابو داود وليس عندهما برواياته نهى عن بيع التمر حتى تزهو الا برواية ابن عمر قال نهى عن بيع التمر حتى تزهو ورواه الترمذى وابو داود عن انس والزيادة التي في المصاييف وهي قوله نهى عن بيع التمر حتى تزهو ائما ثبتت في روايتها عن ابن عمر قال نهى عن بيع السنبل حتى تزهو وقال الترمذى هذا حديث حسن غريب

۲۷۳۷. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলস্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালো না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আঙুর ও কষ্টপুষ্ট না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত শসজাত জিনিস বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।-তিরমিয়ী, আবু দাউদ। তিরমিয়ী ও আবু দাউদের এক বর্ণনায় হযরত ইবনে ওমর হতে বর্ণিত হয়েছে যে, লাল বা হলুদ না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

মাসাবীহ সংকলক আরো একটু বাড়িয়ে বলেছেন যে, রাসূলস্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। ইমাম তিরমিয়ী বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান গুরীব।

۲۷۳۸۔ وَعَنْ أَبْنِ عَمْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَنْ بَيْعِ الْكَالِيِّ بِالْكَالِيِّ -
رواہ الدارقطنی

۲۷۳۸. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলস্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধারের বিনিময়ে ধার বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।-দারে কুতুনী

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ মূল্য বাকী থাকলে ক্রয় করা বস্তুও বাকী থাকলে এ ধরনের বেচা-কেনা নিষিদ্ধ। এ বেচা-কেনার উপর নির্ভর করে কোনো কাজ করা যাবে না। করলে অর্থহীন হবে।

۲۷۳۹۔ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شَعْبَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ - رواه مالك وابو داود وابن ماجة

۲۷۳۹. হযরত আমর ইবনে শআইব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলস্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘ওরবান’ ধরনের বেচা-কেনা নিষেধ করেছেন।-মালিক, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ

ব্যাখ্যা ৪ ‘ওরবান’ হলো কোনো জিনিস বাকীতে ত্রয় করে তা নিয়ে নেয়া। মূল্যের সব আদায় না করে আংশিক আদায় করা। শর্ত হলো বেচা-কেনা ঠিক থাকলে বাকী মূল্য পরে পরিশোধ করা হবে। আর যদি বেচা-কেনা ঠিক না রেখে ওই জিনিস ফেরত দেয়া হয় তাহলে ক্রেতা প্রদত্ত মূল্যের কোনো অংশ ফেরত পাবে না।’

٢٧٤- وَعَنْ عَلَيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرْرِ وَعَنْ
بَيْعِ الشَّمْرَةِ قَبْلَ أَنْ تُذْرَكَ - رواه ابو داود

২৭৪০. হ্যৱত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসলাম জ্ঞান থাটিয়ে ক্রম-বিক্রয় ও অনিচ্ছিত জিনিষের ক্রম-বিক্রয় এবং পাকার আগে ফল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।—আবু দাউদ

٢٧٤- وَعَنْ أَنَسِ رَجُلًا مِنْ كِلَابِ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ فَهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُطْرِقُ الْفَحْلَ فَنُكَرِّمُ فَرَخْصَ لَهُ فِي الْكَرَامَةِ - رواه الترمذى

২৭৪১. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘কেলাব বংশের এক শোক নবী করীম সাল্লাম আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ষাড়ের পালের (প্রজননের) মূল্য গ্রহণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। নবী করীম সাল্লাম আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তা করতে নিষেধ করলেন, সেই শোকটি তখন বললো, আমরা ষাড়ের পাল দিয়ে থাকি, এজন্য সৌজন্যমূলক কিছু সম্মানী পেয়ে থাকি। তখন নবী করীম তাকে তা গ্রহণের অনুমতি দিলেন।—তিরিমিয়ী

٤٧٤٢. وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامَ قَالَ نَهَانِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَبْيَعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي . رواه الترمذى وفي رواية له ولابى داود والنسائى قال قلت يا رسول الله يأتينى الرجل فيريد منى البيع وليس عندى فابتاع له من السوق قال لا تبيع ما ليس عندك .

২৭৪২. হয়রত হাকীম বিন হিয়াম রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে জিনিস আমার
দখলে নেই ওই জিনিস বিক্রি করতে গ্রাসুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশাকে
নিষেধ করেছেন।—তিরিয়ী। তিরিয়ী আবু দাউদ ও নাসারীর আম এক বর্ণনায় আছে,
আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! কোনো ব্যক্তি এসে ‘আমার কাছে নেই’ এমন
কোনো জিনিস আমার কাছে কিনতে চাইলে আমি বাজার হতে তার জন্য তা কিনে আনবো।
তিনি বলেন, যা তোমার কাছে নেই, তা তুমি বিক্রি করো না।

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الْبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ - رواه مالك والترمذى وابو داود والنمسانى

୨୭୪୩. ହୟରାତ ଆବୁ ହ୍ରାଇରା ରାଃ ହତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ତିନି ବଲେନ, ରାସ୍ତୁମାହ ସାମ୍ଭାକ୍ଷାହ ଆଳାଇହି ଓ ଯାମାଦ୍ରାମ ଏକଇ କ୍ରମେ ଯଥେ ଦୁ' ରକମେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ରାଖିତେ ନିଷେଧ କରେଛେ ।-ମାଲିକ, ତିରମିଥୀ, ଆବୁ ଦାଉଦ, ନାସାମୀ ।

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ জিনিসপত্র ক্রয় বিক্রয় ক্ষেত্রে একই রকম নিয়ম-নীতি মেনে চলার জন্য বলা হয়েছে।

٢٧٤٤. وَعَنْ عَمِّرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جِدِّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِتِينِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ - روah فى شرح السنة

২৭৪৪. হযরত আমর ইবনে গুআইব হতে বর্ণিত। তিনি তার পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এক বিক্রয়ের মাঝে দু' বিক্রয় ব্যবস্থা রাখতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।—শারহসুন্নাহ

২৭৪৫. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْعٍ مَالِمْ يَضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ - روah الترمذি ও বাবু দাউদ ও নসানী ও قال السِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيفٌ

২৭৪৫. হযরত আমর ইবনে গুআইব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, খণ্ড ও বেচা-কেনা এক সাথে করা জায়েয় নয়। বিক্রয়ের সাথে কিছু শর্ত জুড়ে দেয়া ও জায়েয় নয়। যে জিনিসের উপর লোকসানের সভাবনা বর্তেনি সেই জিনিস হতে লাভ গ্রহণের অধিকার হাসিল হবে না। আর যে জিনিস তোমার দখলে নেই তা বেচা ও জায়েয় নয়।—তিরিমিয়ী, আবু দাউদ, নাসায়ী। ইমাম তিরিমিয়ী বলেছেন, এ হাদীসটি সহীহ।

ব্যাখ্যা : কোনো কিছু কেনা বা বেচার শর্তে খণ্ড কোনো লাভের জন্য হবে। অথচ কোনো লাভের শর্তে খণ্ড দেয়া ঠিক নয়। এভাবে বেচা-কেনার সাথেও কোনো শর্ত জুড়ে দেয়া নাজায়েয়। যে জিনিসে লোকসানের সভাবনা আছে সে জিনিস হতেই লাভ অর্জন করা যায়। লোকসানের সভাবনা নেই এমন জিনিসের ব্যবসা সুদের নামান্তর।

২৭৪৬. وَعَنْ أَبِنِ عَمِّرٍ قَالَ كُنْتُ أَبْيَعُ الْأَبْلَلَ بِالنَّفْعِيِّ بِالدُّنَانِيِّ فَأَخْذُ مَكَانَهَا الدَّرَاهِمَ وَأَبْيَعُ بِالدَّرَاهِمِ فَأَخْذُ مَكَانَهَا الدُّنَانِيِّ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَا يَأْسَ إِنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ بَوْمِهَا مَالْمَ تَفَرِّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ - روah الترمذি ও বাবু দাউদ ও নসানী

২৭৪৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে গুমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'নাকী' নামক স্থানে দীনার তথা স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে উট বিক্রি করতাম। উটের মূল্য গ্রহণের সময় আমি ওই স্বর্ণ মুদ্রার পরিবর্তে ক্রেতার নিকট হতে দেরহাম (জুপার মুদ্রা) গ্রহণ করতাম। আবার কোনো সময় দেরহামে বিক্রি করে তার জায়গায় 'দীনার' (স্বর্ণ মুদ্রা) গ্রহণ করতাম। আমি নবী কর্মী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে এ ব্যাপারটি তাঁর কাছে উল্লেখ করলাম। (ঘটনা শুনে) তিনি বললেন, এ ধরনের বদল গ্রহণে দোষ নেই। তবে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার তখনকার বিনিময় হার অনুযায়ী পরিপূর্ণ মূল্য তখনই গ্রহণ করতে হবে। কোনো অংশ বাকী রেখে ক্রেতা-বিক্রেতা পরম্পর হতে সরে যেতে পারবে না।

—তিরিমিয়ী, আবু দাউদ, নাসায়ী, দারেমী।

٢٧٤٧. وَعَنِ الْعَدَاءِ بْنِ خَالِدٍ بْنِ هُوَذَةَ أَخْرَجَ كِتَابًا هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَاءُ بْنُ خَالِدٍ بْنِ هُوَذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا وَأُمَّةً لَادَاءَ وَلَا غَائِلَةَ وَلَا خِبَثَةَ بَيْعَ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ - رواه الترمذى و قال هذا حديث غريب

২৭৪৭. হযরত আদ্বা ইবনে খালিদ ইবনে হাওয়া রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি একটি চুক্তিপত্র করলেন। এতে লিখিত ছিলো—এ ক্রয় করলো আদ্বা বিন খালিদ ইবনে হাওয়া মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে। সে তাঁর নিকট হতে একটি ঝীতদাস বা দাসী ক্রয় করেছে যা কোনো অকার দোষী নয়। বিনষ্ট হবার আশংকাও নেই, বিক্রি হবার অযোগ্য নয়। দুঁজন মুসলমানের মধ্যে পরম্পরারে সম্মতিতে ক্রয়-বিক্রয়ের ন্যায় (সততার সাথে সরলভাবে এ ক্রয়-বিক্রয়) সম্পাদিত হলো।—তিরমিয়ী। তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।

২৭৪৮. وَعَنْ أَنَسِ بْنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَاعَ حِلْسًا وَقَدْحًا فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْحِلْسَ وَالْقَدْحَ فَقَالَ رَجُلٌ أَخْذَهُمَا بِدِرْهَمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ فَاعْطِهِ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ قَبَاعِهِمَا مِنْهُ - رواه الترمذى وابو داود، وابن ماجة

২৭৪৮. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পেয়ালা ও এক খণ্ড কঙ্কল বিক্রি করতে চাইলেন। তিনি ক্রেতা আহ্বান করে বলতে শাগলেন, এ কঙ্কলটি কে খরীদ করবে? এক ব্যক্তি আহ্বানে সাড়া দিয়ে বললো, আমি এ দুটি জিনিসই এক দিরহামে (রৌপ্য মুদ্রা) খরীদ করবো। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিলাম ডাকার মতো বললেন, এক দিরহামের বেশি কে দিতে রাখী? এক ব্যক্তি ডাকে সাড়া দিয়ে বললো, 'আমি দু' দিরহামে ক্রয় করতে প্রস্তুত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন দু' দিরহামে ওই ব্যক্তির কাছে জিনিস দুটি বিক্রি করে দিলেন।

—তিরমিয়ী, ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ।

তৃতীয় পরিহ্রেদ

২৭৪৯. عَنْ وَاثِلَةِ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُتَبِّهْ لَمْ يَرْكِلْ فِي مَفْتِنَةِ اللَّهِ أَوْ لَمْ تَزَلِ الْمُلْكَةُ تَلْعَنَةً - رواه ابن ماجة

২৭৪৯. হযরত ওয়াসিলা ইবনে আসকা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোনো অচিমুক্ত জিনিস ক্রতি না জানিয়ে বিক্রি করবে; সে ব্যক্তি সবসময় আল্লাহর রোষে ডুবে থাকবে। অথবা তিনি বলেছেন, 'সবসময় ফেরেশতাগণ তার প্রতি অভিসম্পাত করতে থাকবে।—ইবনে মাজাহ

شکوفہ شمس

মিশকাতুল মাসাবীহ

হাদীস সংকলন ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ উপহার

মিশকাত শরীফ

৪

আল্লামা ওলীউক্তীন আবু আবদুল্লাহ
মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ
আল-খতীব আল-উমাৰী আত তাবরিয়ী